Article ফাইলের সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধর্ম্মেই সকল সমস্যার সমাধান	২	যেমন বীজ তেমন বৃক্ষ তেমন ফল	৮৫
শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্র নির্ণয়	৩	শ্রীশ্রীনামার্থ বিজ্ঞান	৮৬
কর্তব্য বিবেক	৫	ভালবাসার শ্রেষ্ঠপাত্র-বিচার	৮৯
প্রশ্নোত্তর কৌমুদী	৭	হরিস্মরণপদ্ধতি ও মহিমা	৯৩
তত্ত্ব বিবেক	৯	কিশোর সভা (প্রশ্নোত্তর কৌমুদী)	১০৪
অদৃশ্য	১১	তত্ত্ব বিবেক	১১১
হতদের পরিচয়	১৩	অদৃশ্য	১১৩
যথার্থভাষণ ও নিন্দা যথার্থভাষণ	১৫	শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণচতুর্দ্দশকম্	১১৫
অন্যায়ের প্রতিকার	১৯	প্রাকৃত সংসারের স্বরূপ	১১৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনে নীলাচল	২০	ধর্ম্ম বিবেক	১১৯
রথযাত্রার বাহ্য ও অন্তর কারণ	২১	শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট	১২১
স্বরূপ বিকাশের তারতম্য বিবেক	২৩	শ্রীশ্রীলভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বামী	১২৩
প্রহ্লাদ চরিত্রের পর্য্যালোচনা	২৫	শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ অষ্টকম্	১২৫
ধর্ম্ম বিবেক	২৭	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজয়শ্রী ঃ	১২৬
শ্রীগৌরসুন্দরদশকম্	২৯	শ্রীসরস্বতীস্তোত্রম	১২৬
তত্ত্বজ্ঞানং	২৯	কলিতে সন্ন্যাস	১২৬
সাধন ভজনর উদ্দেশ্য কোন ?	৩০	বিশুদ্ধ অহংমমতা	১৩২
বৈষ্ণবীয় দ্বিজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা	৩১	আত্মনিবেদন	১৩৪
কৃষ্ণানুশীলন বিবেক	৩৪	অবিদ্যালক্ষণম্	১৩৭
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণেক ভূমিকা	৩৬	বিদ্যালক্ষণম্	১৪১
শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ভাবনির্ণয়	৩৮	বিদ্বল্লক্ষণম্	১৪২
শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনির্ণয়	৪০	মূর্খলক্ষণম্	১৪২
আচার্য্যভেদে আচারভেদ	৪৬	বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা	১৪৩
সিদ্ধদেহ বিবেক	৪৮	কাচ বার্ত্তা	১৪৭
সুখের সন্ধানে	৫৩	আরাধ্যমাধুর্য্যমকরন্দস্তবঃ	১৪৯
সম্বন্ধবিচার	৫৪	শ্রীগোবিন্দস্তবামৃতম্	১৫০
অভিধেয় বিচার	৫৫	আমার পরিচয়	১৫১
সম্বন্ধের সংজ্ঞা	৫৬	অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার সদাচার	১৫৪
শ্রীকৃষ্ণে মহাভাব আছে কি নাই?	৫৭	বৈষ্ণবীয় দ্বিজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা	১৫৮
বৈষ্ণবমহিমা	৫৮	ভক্তের ভোগ ও ত্যাগ বিচার	১৬০
গীতামাহাত্ম্য	৫৯	বিদ্বল্লক্ষণম্	১৬৩
শ্রীগিরিরাজাষ্টকম্	৫৯	শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী	১৬৩
শ্রীগোবিন্দসূক্তম্	৫৯	অথ ব্রতের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও তন্নির্ণয় বিচার	১৬৯
শ্রীগুরুপ্রপত্তির কারণ	৬১	ব্রত এবং পারণকাল বিচার	১৭৯
ধর্ম্মবিবেক	৬২	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনে নীলাচল	১৮৩
সাধুসংজ্ঞা। কে কে সাধু	৬৫	দুঃখের কারণ	১৮৬
ত্যাগীর বেশাচার	৬৬	আত্মনিবেদন	১৮৯
শ্রীমদ্ভাগবতের সংজ্ঞা	৬৭	অসুরমারণ লীলার রহস্য	১৯০
বিধির উৎপত্তি রহস্য	৭৩	অথ গৃহপ্রবেশ পদ্ধতি	১৯০
শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য	৭৪	অথ তেলেগু	১৯১
সেব্য বিজ্ঞান	৭৬	অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ বিচার	১৯২
বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ঠ	৮০	বিধি বিবেক	১৯২
গুরু পারম্পর্য্যের প্রয়োজনীতা ও সিদ্ধপ্রণালী	৮৩	Article ফাইলের সূচিপত্র	০০১

সম্পাদন করিতে পারে। অতএব স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া ভূমা ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ভূমাতেই অনন্তসুখ বিদ্যমান্। ক্ষুদ্রে সুখ নাই। ক্ষুদ্র দুঃখী ও মৃত স্বরূপ আর ভূমা পরমসুখী ও অমৃত স্বরূপ। ভূমা বৈ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। যদ্বৈ ভূমা তদ্বৈ সুখং যদ্বৈ স্বল্পং তদ্বৈ মৃতম্। সুতরাং ভূমাই সেব্য, তাঁহার সেবাই ধর্ম্ম আর ক্ষুদ্রের সেবা বঞ্চনা বহুল। জীব ক্ষুদ্র অনীশ্বর আর ভগবান্ ভূমা পরমেশ্বর, সকলের পালনে পোষণে মনোরথ পরিপূরণে তিনিই পরম সমর্থ। তাঁহার সেবকের নাহি কোনপ্রকার পুরুষার্থের অভিযোগ ও অভিলাষ। কারণ ভক্তিধর্ম্মবলে তাঁহারা সম্পূর্ণকাম, অকুতোভয়ধাম। সাম্যনীতি ও সম্প্রীতির রাজ্যে তাঁহাদের বসতি। তাঁহাদের চরিত্রে নাই দূর্নীতি ও দূর্গতির দুর্দ্দৈব বিলাস। কামকল্পনা ও জল্পনার দৌরাত্ম্য থেকে তাঁহাদের চরিত্র পরম পবিত্র। ধর্ম্মহারাই সর্ব্বহারা নিঃস্বপারা দুঃখভরা প্রাণসারা। ধর্ম্মনীতিই সুনীতি, ধর্ম্মরীতিই সত্যবীথি, ধর্ম্মকৃতিতেই নিত্যগতি বিদ্যমান্। অতএব মঙ্গলকামী পক্ষে একমাত্র ভাগবতধর্ম্মই কাম্য ও সেব্য।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ---

শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্র নির্ণয়

অনন্ত কোটি জীব ইহ সংসারে ভ্রাম্যমান্। তাহাদের মধ্যে কাহারা কৃষ্ণ কৃপাভাজন তাহা সাধুশাস্ত্রহইতে জানা যায়। মনোধর্ম্মীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণা তথা অনুমানাদি ক্রমে উচ্চকুলে জন্ম, উত্তম ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তি, পাণ্ডিত্য যশঃ প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তিকেই কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ বলিয়া থাকেন কিন্তু তত্ত্ব বিচারে তাহা যথার্থ ধারণা নহে। কারণ অনেকেই উচ্চকুলে জাত কিন্তু ভগবদ্ভক্তিহীন, অনেকেই ঐশ্বর্য্যশালী কিন্তু নাস্তিক, অনেকেই পাণ্ডিত্যযুক্ত কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ নহেন। অতএব যেখানে হরিভক্তির অভাব সেখানে কৃষ্ণকৃপার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। পরন্তু নীচজাতি, মূর্খাধম, দরিদ্র যদি ভক্তিপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রাণ হয় তবে তিনিই কৃষ্ণ কৃপার পাত্র রূপে পরিগণিত হন। অপিচ প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী পৃথু অম্বরীষাদি রাজগণ ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। তজ্জন্য তাহারাও কৃষ্ণকৃপার পাত্র রূপে গণ্য।

১। নানা দেহ সৃষ্টি করিয়া ভগবান সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অবশেষে তৎপ্রাপ্তিযোগ্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন মানব দেহ সৃষ্টি করিয়া সুখী হইলেন। অতএব মানবদেহ সৃষ্টিতে কৃষ্ণকৃপা বিদ্যমান্।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।

ভারতে, ভগবদ্ধামাদিতে জন্মও কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ। তন্মধ্যে ভগবদ্ভজনকারীই শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র।

২। যাঁহারা হরিভক্তিসাধক তাঁহারা কৃষ্ণ কৃপাপাত্র। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে--

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে।।

৩। যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক ভজন পরায়ণ তাঁহারাও কৃষ্ণকৃপাপাত্র। যথা গীতায়--

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতা প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তি তে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।

৪।যাঁহারা অনন্যভাবে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ তাঁহারাও কৃপাপাত্র। যথা গীতায়--

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।
তথা তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। হে অর্জ্জুন! যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা মগ্ন আমি তাদৃশভক্তের যোগক্ষেম নিজেই বহন করি। যাঁহারা আমাতে সকলকর্ম্ম সমর্পণ করতঃ ধ্যানযোগে আমার উপাসনা তৎপর আমি অতিশীঘ্রই তাদৃশ মৎগতপ্রাণকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অতএব কৃষ্ণভক্তই যে তৎকৃপাপাত্র তাহা বহু শাস্ত্র ও ভগবদুক্তি হইতে জানা যায়।

৫। সৎসঙ্গ প্রাপ্তিও কৃষ্ণ কৃপা সাপেক্ষ। নারদভক্তিসূত্রে বলেন, মহৎসঙ্গ দুর্ল্লভ, অগম্য এবং অব্যর্থ কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণকৃপাতেই তাহা লভ্য হয়।

মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগমোঽমোঘশ্চ।
প্রাপ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব।

যে সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গতি লভ্য হয় সেই সুকৃতি জননী কৃষ্ণকৃপাই ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। যথা তুলসীপদ্যে বিনা সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই। রাম কৃপা বিনা সুলভ ন সোই।।

৬। দারিদ্রদুঃখ অভিশাপাদি দুস্কৃতি ফল বলিয়া কথিত হইলেও কোথাও তাহা কৃষ্ণকৃপা ব্যঞ্জক রূপে প্রমাণিত। যথা ভাগবতে কৃষ্ণবাক্যে--

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

আমি যাঁহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি প্রথমে তাঁহার অহঙ্কারাস্পদ ধনকেই হরণ করি। তজ্জন্য সেই স্বজন ত্যক্ত নির্ধন ব্যক্তি নির্ব্বেদক্রমে আমার ভক্তসঙ্গে মৎপরায়ণ হয়। এখানে জ্ঞাতব্য--সকল নির্ধনই কৃষ্ণকৃপাপাত্র নহে পরন্তু যে নির্ধন সাধুসঙ্গে হরিভজন তৎপর তাদৃশ নির্ধনই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত জানিতে হইবে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপও কৃষ্ণকৃপা ব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ নিকটে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার দ্বারা মুনির অপমান করাইয়া তৎপুত্র দ্বারা অভিশপ্ত করতঃ রাজ্যে নির্ব্বেদ জন্মাইয়া প্রায়োপবেশনে বসাইয়া প্রিয়তম শুকদেব দ্বারা ভাগবত শুনাইয়াছিলেন। কখনও ভগবান্ ভক্তকে দুঃখ দুর্দ্দশায় রাখিয়া কৃপা করেন। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

বঞ্চনা চৌর্য্যলাম্পট্যাদি সহজ। দোকান ভাল মন্দ দ্রব্যে সাজান থাকে। অনেক মন্দবস্তু উত্তমের সাজে সাজান থাকে। কাজেই বিচার না করিলে প্রকৃত উত্তমের সন্ধান উপাদান সম্ভবপর নহে। এই জগৎ সৎ অসতে ভরা। নিছক উত্তম সতের সংখ্যা খুবই কম। মিশ্রসতের সংখ্যাই বেশী বেশী আর অসতের সংখ্যা করা তো দুস্কর। আম একটি খাদ্যফল। আমের রসই বিচার্য্য। সেখানে আমের জাতিবর্ণাদি বিচার্য্য নহে। কেবল জাতি বর্ণাদি বিচার করিলে উদর পূর্ণ হয় না, ক্ষুধা মিটে না, মনের তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি হয় না। ক্ষুধার্থের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহের আবশ্যকতা থাকিলেও কেবল খাদ্য সংগ্রহই যথেষ্ট নহে ভোজনই কর্ত্তব্য। কারণ কেবল খাদ্য সংগ্রহে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, হয় ভোজনে, সেখানে খাদ্য সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য ক্ষুধা নিবৃত্তি অর্থে ভোজন। ভোজন না করিলে খাদ্য সংগ্রহ ব্যর্থ হয়। সংগ্রহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অনেক সাধক জ্ঞানী কেবল তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহেই তৎপর কিন্তু যথার্থ আচরণে উদাসীন। তাহাদের কার্যকারিতাই আছে পণ্ডিতন্মন্যতার সাজে মূর্খতা। সংগৃহীত বস্তুর সমাদর না করিলে সংগ্রহের মূল্য থাকে না। পরীক্ষা হলে বসিয়া কেবল প্রশ্নপত্র পড়িয়া সময় অতিবাহিতকারী মূর্খ। তদ্রূপই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না লিখিয়া অন্য বিষয় লেখকও মহামূর্খ তথা প্রশ্নের উত্তর না লিখিয়া অন্য কাজে সত্বরও মহামহামূর্খ। কারণ ইহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই।

বিদ্যার্থে ব্রিয়তে গুরুঃ যেখানে বিদ্যার জন্য গুরুবরণ কর্ত্তব্য হয় সেখানে গুরুর বিচারও উপস্থিত হয়। কারণ গুরু সংখ্যায় অনেক হইলেও সৎগুরু একজন। সৎগুরুর পরিচর্য্যার্থে শাস্ত্রদৃষ্ট্যে বিচারের আবশ্যকতা আছেই। বিচার না করিতে পারিলে "এক জন হলেই হলো" ন্যায়ে অসৎকে সৎ মনে করতঃ বাঞ্ছিত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না তদ্রূপ পরমার্থের বিচার না করিলে পারিলে দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বিফলে যায়। এই জগতে জন্ম লইয়া যাহারা শিব গড়িতে বানর গড়িতেছে তাহাদের মূর্খতা মনস্তাপদায়িকা। যাহারা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিতেছে তাহারা ব্যর্থকর্ম্মা, বিফলজন্মা। যাহারা মন্দিরে ঠাকুর দেখিতে যাইয়া চুরি করিতেছে তাহারা ঠক কপট। যাহারা ধর্ম্মের নামে কর্ম্ম করে তাহারা মূর্খপণ্ডিত।

যাহারা পতিতপাবনী গঙ্গাজলে বাস করে, ডুবে ও উঠে মৎস্য ধরিবার জন্য তাহাদের গঙ্গাবাস গঙ্গাজল স্পর্শ ছলনা মাত্র। গঙ্গাতীরে বাস বৈকুণ্ঠবাস তুল্য। সেই বৈকুণ্ঠবাসের উদ্দেশ্য না করিয়া মৎস্যপ্রাণনাশী ধীবর হইলে বিচারে ভূল হইয়া যায়। শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়ার ন্যায়, গীতা পড়িতে যাইয়া সংসার করা জীবের পক্ষে চরম পরম বিড়ম্বনা মাত্র। এইভাবে আছে অজ্ঞতার পরিচয়। তাহার সঙ্গে মিলিলে ব্যর্থতার সমাচার আর হাহুতাশে ভরা মনস্তাপের দাবানল। মধু পানের নামে মদ পান করিলে নিবাস হয় নরকে, উঠিতে হয় দুঃখের চড়কে।

এঅজ্ঞতায় ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। আশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত লাঞ্ছিত গঞ্জিত ভৎর্সিত অপমানিত ও হত হইয়াও মুক্তির দ্বার স্বরূপ মনুষ্যজন্মেও যদি জীব পুর্ব্ববৎ বঞ্চিত হয় তাহা হইলে মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? নীতি মার্গ ধরিয়া যদি ভগবৎপ্রীতিরাজ্যে প্রবেশ না হয়, ভক্তির সাধনায় ভোগে মত্ত হয়, ত্যাগের ছলনায় ভগবদ্ভজন ও ভগবানকেও ত্যাগ করে, মুক্তির সাধনায় কৃষ্ণভক্তির অনাদর করে, কৃষ্ণরস পান করিতে যাইয়া বিষয়রস পান করে, হরি ধ্যান ছাড়িয়া হরিণ ধ্যান করে, জ্ঞানের সাধনায় অবিদ্যার বন্ধনে পড়ে, ত্যাগী যোগী সাজে ভোগী হয়, গুরু হইয়া শিষ্যার সঙ্গে সংসারে ডুবিয়া যায়, পাবন করিতে যাইয়া পতিত ও পাতকী হয়, প্রাণ হারায়, আগুন দিয়া অন্ন সিদ্ধ করিতে যাইয়া নিজ দেহ দগ্ধ করে, সুখের আশায় চিরদুঃখের বোঝা মাথায় চাপায়, সেবা করিতে যাইয়া নারীর সেব্য হয় তাহা হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ভগবান্ সাকার কি নিরাকার এই মিমাংসায় জীবন পাত করিলে মুখে চুন কালি লাগে। আচার বিনা কেবল বিচার প্রাণহীন। যোগ করিতে বসিয়া যোগ্যতার বিচার লইয়া সময় কাটাইলে বোকামীর সংযোগ হয়। ইঞ্চিকাটি দ্বারা দুধ মাপিলে দুধের ভাল মন্দ জ্ঞান হয় না, মাপামাপিই সার হয়। গানমাধুর্য্যই আস্বাদ্য। সেখানে সুরতাল লয়ের বিচার রূপ তর্কে মত্ত হইলে গানমাধুর্য্য আস্বাদিত হয় না। জীব মৃত্যু মুখের যাত্রী। বাঘের মুখে পড়িয়া বাঘের বিচার না করিয়া বাঁচিবার বিচার ও চেষ্টা করাটাই চাতুর্য্যের পরিচয়। সাধনার সংকল্প লইয়া সময় কাটাইলে সিদ্ধি সুদুরপরাহত হয়। জিজ্ঞাসার সঙ্গে কর্ত্তব্যে তৎপরতাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। চঞ্চল জীবনে সাধ্য নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধনে বসাই শ্রেয়ঃ লক্ষণ। মন্ত্র জপই যেখানে প্রয়োজন সেখানে আসন লইয়া কলহ যোগে সময় নষ্ট করা মূর্খের পরিচয়। বিবাহ করিয়া শাঁখা সিন্দূর পরিয়া পতি সেবা না করতঃ পরপুরুষের সেবা করিলে বিবাহাদির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ গুরুদীক্ষা তিলকমালা ধরিয়া কৃষ্ণ ভজন না করিলে পূর্ব্ববৎ সংসাররূপী মায়ার ভজন করিলে দীক্ষাদি ব্যর্থ হয়। আবার মাটির সঙ্গে মিষ্টি খাইলে না পায় মিষ্টির স্বাদ না হয় পণ্ডিতে গণ্য। রথ দেখিতে যাইয়া কলাবেচায় মত্ত হইলে প্রকৃত রথ দেখা হয় না। তদ্রূপ কৃষ্ণভজন করিতে বসিয়া কনক কামিনী রসে মজিলে কৃষ্ণ ভজন চিতায় উঠে। শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজ্য। তাঁহার পূজা অগ্রে না করিয়া সকলের পরে করিলে পূজার ফল ফলে না, ফলে অপরাধের বিষময় ফল। মূর্খতার অন্ত নাই তথা দৌরাত্ম্যেরও অন্ত নাই। কামুক

শ্রীনিতাইচাঁদের অন্তরে কৃপার সঞ্চার হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উত্তমতা ও অধমতা উভয়ই গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বৈষ্ণবীকৃপা যোগ্য অযোগ্য উভয়কেই ধন্য করিয়া থাকে। **যোগ্যতা দর্শনে বৈষ্ণবের হৃদয়ে উল্লাসের সহিত কৃপার সঞ্চার হয় তথা অযোগ্যতা দর্শনেও হৃদয়ে কারুণ্যের সহিত কৃপার উদয় হয়। সজ্জন নিজগণে সাধুর কৃপাভাজন আর দুর্জ্জন সাধুগুণে সাধুর কৃপার ভাজন।** প্রেম মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার। উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার। শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যা সজ্জন দুর্জ্জন সকলকেই ধন্য করিয়াছিল। নিরপেক্ষতাই চৈতন্যাবতারের বৈশিষ্ট। নিরপেক্ষই বাস্তবধর্ম্মযাজী এবং পরমার্থ মার্গভাজী। নিরপেক্ষই সত্যের পূজারী ও ব্যাপারী।

প্র--দিব্যজ্ঞানের লক্ষণ কি?

উ--অনাত্ম্য বস্তুতে বৈরাগ্য এবং আত্ম অর্থাৎ পরমাত্ম্য বস্তুতে রতিই প্রকৃত দিব্যজ্ঞান লক্ষণ। সত্যের সন্ধান সঙ্গ সমাশ্রয়াদি জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ এবং অসতের প্রতি উপেক্ষা অনাদর রূপ বৈরাগ্যই জ্ঞানের তটস্থ লক্ষণ। যথা পাকা আমের সার রস স্বীকারই জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ আর অসারবোধে আটি খোঁসাদি ত্যাগই তটস্থ লক্ষণ। অসৎসঙ্গ ত্যাগ জ্ঞানের ব্যতিরেক লক্ষণ আর সৎসঙ্গ গ্রহণই অন্বয় লক্ষণ।

প্র--অনাত্ম্য বস্তু কি?

উ--প্রাকৃত দেহ দৈহিক স্ত্রী পুত্র পরিজন গৃহ বিত্তাদি সকলই অনাত্ম্য বস্তু। অপিচ আমি দেহ মন ইত্যাদিও অনাত্ম্য ভাবনা প্রসূত ব্যাপার।

প্র--আত্মবস্তু কি?

উ--সত্য সনাতন শ্রীকৃষ্ণই আত্ম্য বস্তু। তাঁহার দাসত্ব সূত্রে জীবাত্মার আত্ম্য সত্বা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা নিত্য সত্য হইলেও কৃষ্ণদাস্য স্বীকার না করিলে তাহার স্বরূপ বজায় থাকে না। তাহার স্বরূপ স্বীকার না করিলে দূর্গতির অন্ত থাকে না।

প্র--মহদনুগ্রহ লক্ষণ কিরূপ?

উ----দীন ও অধমের দীনত্ব ও অধমত্ব উপলব্ধি মহতের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। মহতের অনুগ্রহ ভজন প্রগতিকে বৃদ্ধি করতঃ জীবের স্বরূপে ব্যবস্থিতি প্রদান করে। অভীষ্টপ্রাপ্তি ও অনর্থনিবৃত্তিও মহদনুগ্রহেরই নিদর্শন। সাধন সামর্থ্য ও সাফল্য মূলেও মহদনুগ্রহের অনন্য প্রাধান্য সর্ব্বোপরি দেদীপ্যমান। সুকৃতি ও তত্ত্বজ্ঞান জনক সূত্রেও মহদনুগ্রহ সেব্যমান্। সংসারে বিরক্তি, ভগবানে আসক্তি, ভক্তি সম্প্রাপ্তিও একমাত্র মহদনুগ্রহেই সম্ভব। মহদনুগ্রহ দর্পণ স্বরূপে জীবের আত্মদর্শন তথা ভগবদ্দর্শনের হেতু। জীবের তত্ত্বান্ধ্য বিয়োগের সুবর্ণ সুযোগদান ও সমাধান করে মহদনুগ্রহ। জীবের জীবনকে সরস সুন্দর শুভঙ্কর সুখময় উজ্জ্বল মধুর করে মহদনুগ্রহ। মহদনুগ্রহ পতিতপাবন ধর্ম্মধাম। মহদনুগ্রহ শ্রেয়ঃনিকেতন ও পরাবিদ্যাসদন স্বরূপ। মহদনুগ্রহের অভাবেই জীবের জন্মান্তরবাদ সেব্য হইয়াছে। অভাবের সম্পূর্ত্তি ও স্বভাবের সম্পত্তি জনকসূত্রে মহদনুগ্রহ বিশ্বকীর্তি বিগ্রহ। মহদনুগ্রহ সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ। মর্ম্মখেদি ধর্ম্মভেদি দ্বন্দ্বচ্ছেদি ও প্রীতিবেদী মূলে মহদনুগ্রহ সক্রিয়। মহদনুগ্রহ সকল প্রকার বিবাদ বিষাদের অবসান ঘটায়। কার্পণ্য, কৌটিল্য, কদর্য্য স্বভাব নির্মূল হয় মহদনুগ্রহের প্রভাবে। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে বলেন, মহদনুগ্রহ বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নাহি ক্ষয়।। মহদনুগ্রহই কৃষ্ণানুগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহদনুগ্রহ মানুষকে করে সুদর্শন, সমদর্শী ও তত্ত্বদর্শী।

প্র-- ভগবান সব সমান করিলেন না কেন? কারণ তারতম্যে বৈষম্য বিদ্যমান। ধনী, দরিদ্র,পণ্ডিত, মূর্খ, অন্ধ, চক্ষুষ্মান করেন কে?

উ--- সবাই যদি দাতা হয় তো দান নিবে কে?
সবাই যদি নিঃস্ব হয় তো দান দিবে কে?
দাতা গ্রহিতা বিনা নহে দান ধর্ম্মোদয়।
সবাই যদি সেব্য হয় সেবক হবে কে?
সবাই যদি সেবক হয় সেবা নিবে কে?
সেব্য সেবক বিনা নহে সেবা ধর্ম্মোদয়।
সবাই যদি বিদ্বান্ হয় বিদ্যা নিবে কে?
সবাই যদি বিদ্যার্থী হয় বিদ্যা দিবে কে?
বিদ্বান্ বিদ্যার্থী বিনা নহে বিদ্যোদয়।
সবাই যদি বৈদ্য হয় রোগী হবে কে?
সবাই যদি রোগী হয় আরোগ্য করবে কে?
বৈদ্য রোগী বিনা নহে আরোগ্য ধর্ম্মোদয়।
পতি পত্নী বিনা নহে দাম্পত্য জীবন।
দাম্পত্যবিহনে নহে প্রজার ঘটন।
সবাই যদি গুরু হয় দীক্ষা নিবে কে?
সবাই যদি শিষ্য হয় জ্ঞান দিবে কে?
গুরুশিষ্য বিনা নহে দিব্যজ্ঞানোদয়।
সবাই যদি বিক্রেতা হয় ক্রয় করবে কে?
সবাই যদি ক্রেতা হয় তো বিক্রেতা হবে কে?
ক্রেতা বিক্রেতা বিনা নহে বানিজ্যকৃত্য।
সবাই যদি নাবিক হয়তো পার হবে কে?
সবাই যদি যাত্রী হয়তো পার করবে কে?
সবাই যদি সিদ্ধ হয়তো সাধন করবে কে?
সবাই যদি বক্তা হয়তো শ্রবণ করবে কে?
সবাই যদি পূজ্য হয়তো পূজা কবে কে?
সবাই যদি পুরোহিত হয় যজমান্ হবে কে?
সবাই যদি যজমান্ হয় পুরোহিত হবে কে?
সবাই যদি অন্ধ হয়তো পথ দেখাবে কে?
সবাই যদি পিতা হয়তো স্নেহ নিবে কে?
সবাই যদি পুত্র হয়তো বৎসল হবে কে?

কি? যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য নাই সেখানে সুখাগম কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? শাস্ত্র বলেন, ধর্ম্ম হইতে অক্ষয় সুখোদয় হয়। ধর্ম্মঃ সুখায় ভূতয়ে। ধর্ম্মাভাবে সুখোদয় চির অসম্ভব। সত্য হইতে সুখ প্রাপ্তি হয় কারণ সত্যই সুখধাম। সত্যেন লভ্যতে সুখম্। মিথ্যা মায়া বঞ্চনা বহুলা অসুখধাম। অতএব সুখের জন্য সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই অভিলষিত কর্ম্মসিদ্ধি কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে শ্রদ্ধা নাই ক্রিয়া নাই সেখানে কর্ম্মসিদ্ধি কি প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে? শ্রদ্ধাই কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তির করণ। শ্রদ্ধা বিনা কোন ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর ক্রিয়া বিনা কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াহীন সুতরাং ফলহীন। অতএব অভিলষিত কর্ম্মফলোদয়ের জন্য শ্রদ্ধা ও যোগ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই গৃহস্থজীবনে পুত্র সন্তান। কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যাহার পতি নাই রতিও নাই, তাহার পুত্র প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? পারে না। উপযুক্ত পতি ও রতি থাকিলেই পুত্র প্রাপ্তি সুগম হয়। আকাশে তো ফুল ফুটিতে পারে না? পাথরে তো বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ঘটের মাটি উপাদান, ঘট কারক কুম্ভকার, তার সহায় চক্রাদি। কিন্তু যদি মাটিই না থাকে, কুম্ভকার ও চক্রাদি না থাকে তবে ঘট প্রস্তুতি হইতেই পারে না। মাহেশ্বরী প্রজা সৃষ্টিতে দাম্পত্য বিলাসের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সেখানে দম্পতি যদি অকর্ম্মণ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব পুত্রার্থে যোগ্য দম্পতির প্রয়োজন। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।(অকর্ম্মণ্য দম্পতি--বীর্যহীন পতি ও বন্ধা নারী)।

মানুষ চাই তত্ত্বজ্ঞান। যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে সে পাপ তাপ মুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে যোগ্য গুরু নাই ও তাহাতে শরণাগতি নাই সেখানে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলেন, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুগণ শরণাগত প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও শুশ্রুষু শিষ্যকেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। যে সে জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন না, পারেন কেবল তত্ত্বদর্শী গুরু। তত্ত্বদর্শীই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে। কারণ তিনি যথার্থ তত্ত্বানুভূতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অন্যের ন্যায় পরোক্ষজ্ঞানী অর্থাৎ আনুমানিক নহেন। যোগ্য অনুষ্ঠান ও অনুভূতি বর্জ্জিত জ্ঞানী তত্ত্ব উপদেশে অযোগ্য। অনুষ্ঠান হইতেই অনুভূতির অভ্যুদয়। যিনি কেবল মুখে জ্ঞানী কার্য্যে অজ্ঞানী অর্থাৎ অন্যথাচারী তিনি তত্ত্বজ্ঞানে অপ্রতিষ্ঠিত। অতএব তাহার উপদেষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অপিচ যাহার শিষ্যত্ব নাই তাহার জ্ঞান লভ্য নহে। শিষ্যত্বের উপাদান তিনটি--প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। সেখানে প্রণিপাতের উদ্দেশ্য পরিপ্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্য সেবা। সেবাই শিষ্যের প্রাণ, পরিপ্রশ্ন মন ও প্রণিপাত দেহ স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইতে হইলে সেখানে পূর্ণ প্রণিপাত থাকা প্রয়োজন। নমস্কার হইতেই আশীর্ব্বাদ এবং আশীর্ব্বাদ হইতেই বস্তু প্রকাশ রূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও বিলাস সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাহার শিষ্যত্ব নাই অর্থাৎ গুরুতে প্রপত্তিক্রমে তত্ত্বজিজ্ঞাসাদি নাই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশ সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহারা বিনা সাধনে সাধ্য পাইতে চায় তাহারা সুবিধাবাদী। যাহারা সাধক জীবন স্বীকার না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চায় তাহারা মনোধর্ম্মী। তাহাদের সে কার্য সুদূর পরাহত জানিবেন। গুরু বিনা জ্ঞান হয় না আর শিষ্য বিনা জ্ঞান পায় না। তত্ত্বদর্শী বিনা গুরুর গুরুত্ব চিটাধানের ন্যায় বঞ্চনাবহুল আর প্রণিপাতাদি হীনের শিষ্যত্ব আকাশকুসুম তুল্য অথবা বন্ধানারী তুল্য। তাহাতে জ্ঞানাগম হইতেই পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যোগ্য গুরুপদাশ্রয় এবং প্রকৃত শিষ্যত্ব অর্জ্জনের প্রয়োজন।

মানুষ চাই প্রেম প্রীতি ভালবাসা কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে কৃষ্ণ নাই, যেখানে ভক্তি নাই সেখানে প্রেম প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? কখনই হয় না। জগতে শত সহস্র পশু প্রাণী আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র গরুতেই গলকম্বলত্ব সিদ্ধ। অন্য প্রাণীতে এই লক্ষণ নাই অর্থাৎ গলকম্বলত্ব গরুর অনন্যসিদ্ধ লক্ষণ। তথা **সন্ত্যবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।।** থাকুক পদ্মনাভ ভগবানের হাজার হাজার মঙ্গলময় অবতার কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ বিনা আর কে লতাকেও প্রেম দান করিতে পারেন? অতএব প্রেম প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ সম্বন্ধের প্রয়োজন । কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্যের সম্বন্ধ থেকে প্রেমসিদ্ধির বাসনা করা মানে নীমগাছ থেকে আম প্রাপ্তির অভিলাষ করা, অগ্নি থেকে সুধা প্রাপ্তির আশা করা, কাটাগাছ থেকে মুক্তার অভিলাস করা, পুকুর থেকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের আশা করা, নীলগাভীর নাভি থেকে কস্তুরী প্রাপ্তির কামনা করা। কৃষ্ণই প্রেমাবতারী, প্রেম পুরুষোত্তম। তাঁহা হইতেই প্রেম সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য হইতে নহে।

জিজ্ঞাসু---বেশ বুঝিলাম কৃষ্ণই অনন্যসিদ্ধ প্রেমপুরষ কিন্তু সেই প্রেমের সাধন কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--ভাগবতে বলেন, সেই প্রেমের একমাত্র সাধন শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি। কর্ম্ম জ্ঞান যোগ যাগ তপস্বাদি কিছুই সেই প্রেমের সাধন নহে ইহা কৃষ্ণের শ্রীমুখ বাণী। নিমি নবযোগীন্দ্র সংবাদেও তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা

শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধরাদির নিন্দুকও অদৃশ্য-
চৈতন্যনিন্দুক হয় অদৃশ্য সর্ব্বথা।
অদ্বৈতাদি নিন্দুকের এই মত কথা।।
গদাধর দেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ।। চৈঃ ভাঃ

(৫)ঈশ্বরত্বের অপলাপকারীও চৈতন্যের অদৃশ্য। কমলাকান্ত নামক জনৈক অদ্বৈত শিষ্য প্রতাপরুদ্ররাজ সকাশে অদ্বৈতপ্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করতঃ তাঁহার কিছু ঋণ আছে বলিয়া তিন শত মুদ্রা যাচ্ঞা করেন। এই সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে দ্বারমানা করেন। কারণ ঈশ্বরের ঋণীত্ব এবং ঋণীর ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ ব্যাপার। এই রূপ উক্তিকারী অপলাপী অপসিদ্ধান্তী অতএব বিষ্ণু বৈষ্ণবের অদৃশ্য, অমান্যপাত্র মাত্র। (৬)শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে স্ত্রীসম্ভাষী বৈরাগীও অদৃশ্য-

প্রভু কহে বৈরাগী করে স্ত্রী সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো মুঁই তাহার বদন।।

প্রভুর এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্তিত হয় যে ব্যভিচারী নরনারী বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্গী ও প্রসঙ্গী সাধুও অদৃশ্য, অসম্ভাষ্য এবং অসঙ্গ্য। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও স্ত্রীসঙ্গী অসাধুতে গণ্য। তাহার সঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইহাই চৈতন্যদেবের ভজনাদর্শ ও নৈতিকতা।

(৭)কৃষ্ণভক্তিহীনের মুখ অদর্শনীয় ইহা একটি চৈতন্যশিক্ষা। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন-

যার মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা।।চৈঃ ভাঃ

ভগবদ্ভক্তিহীন শবে গণ্য, শব অদৃশ্য অস্পৃশ্য। অতএব প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন ভক্তিহীনের মুখ দৃশ্য নহে। নীতিশাস্ত্র মতে বন্ধানারীর মুখ অদর্শনীয় তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিহীনের মুখও দর্শন যোগ্য নহে। যেমন সুরা স্পৃষ্ট জল অপেয়, বিষয়ীর অন্ন অখাদ্য, শঠের বাক্য অবিশ্বাস্য, শত্রুর মৈত্র অগ্রাহ্য, অবৈষ্ণবের গুরুত্ব অপ্রামাণ্য তথা ভক্তিহীনের মুখ দর্শনাদিও অকর্ত্তব্য। ভক্তকবি গাহিয়াছেন--

যার কাছে ভাই হরি কথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যার মুখ হেরি ভূলে যাবে হরি
তার মুখ পানে তুমি চেও না।

অতএব সিদ্ধান্ত হয় ভক্তিহীন সর্ব্বতোভাবেই অধন্য অবরেণ্য এবং ব্রহ্মণ্য বর্জ্জিত।

দুর্লভ নরজীবনে যেবা ভক্তিহীন।
কুশল মঙ্গল তার নহে কদাচন।
ভগবদ্ভক্তিবিহীন নর পশুতুল্য।
কাণাকড়ি সম তার কিছু নাহি মূল্য।।
থাকিলেও আভিজাত্য কুল ধন জন।
ভক্তিহীন নর নহে সভ্যতে গনন।।
শব যথা অদৃশ্য অস্পৃশ্য সর্ব্বথায়।
অভক্ত অদৃশ্য তথা বলে গৌর রায়।।
নারী হয়ে বন্ধা হলে বিফল জীবন।
ভক্তিহীন নরজন্ম বিফলে গনন।।
সুন্দর বদন ব্যর্থ অন্ধতা কারণে।
অধন্য মানব জন্ম কৃষ্ণভক্তি বিনে।।
সুগন্ধ কুসুম বিনে বন ধন্য নয়।
সঙ্গীতবিহনে নাট্য সুদৃশ্য না হয়।।
মণি বিনা ফণী শির শোভা নাহি পায়।
ভক্তি বিনা নরজন্ম বিফলেতে যায়।।
পদচ্যুত হলে নর মান্য নাহি রয়।
ভক্তিচ্যুত হলে তথা গর্হ্য সর্ব্বথায়।।
দৃষ্টিশূন্য নেত্র যথা লোক বিড়ম্বন।
ভক্তিশূন্য প্রাণ তথা শব বিভূষণ।।
ত্যাগ বিদ্যা জপ তপ সাধন ভজন।
ভক্তিহীন হলে সব হয় অকারণ।।
প্রীতিহীন নীতি আর সৃতিহীন গতি।
ভক্তিহীন কৃতি তথা অধন্যসঙ্গতি।।
সতী ধন্য হয় পূন্য পতি সম্মেলনে।
জীবন সফল হয় কৃষ্ণভক্তিধনে ।।
অধম উত্তম হয় সাধুসঙ্গ গুণে।
জঘন্য বরেণ্য হয় কৃষ্ণভক্তি সনে।।
জীবন জীবন নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।
কুশল কুশল নহে কেশব বিহনে।।
অমৃত অমৃত নহে ভক্তিরস বিনে।
ধরম ধরম নহে ভক্তিশূন্যগুণে।।
সাধু সাধু নয় যদি ভক্তিহীন হয়।
ত্যাগী ত্যাগী নয় যদি ভক্তিকে ত্যাগয়।।
মুক্ত মুক্ত নহে যেবা ভক্তিসিদ্ধ নয়।
সিদ্ধ সিদ্ধ নহে যদি ভক্তিশূন্য হয়।।
দৃশ্য মান্য গণ্য ধন্য বরেণ্য সেজন।
সবে মাত্র কৃষ্ণভক্তি যাহার জীবন।।
সোহাগা সংযোগে স্বর্ণ হইত উজ্জ্বল।
কৃষ্ণভক্তিযোগে নর জীবন সফল।।
গৌরহরি বলে কৃষ্ণভক্তি আছে যার।
সর্ব্বভাবে ধন্য সেই মান্য সবাকার।।
পূজ্যতা জন্মায় মাত্র ভক্তিরসায়ন।
সিদ্ধি মুক্তি করে তার আজ্ঞার পালন।।
রতিহীন সতী আর ফলহীন তরু।
জলহীন কূপ আর জ্ঞানহীন গুরু।।

জীবিকার্থে ব্রতাচার বৈড়ালব্রতে গণ্য। বৈড়ালব্রতীগণ যথার্থ ফলে বঞ্চিত। তদ্রূপ বকধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতাও নিষ্ফল। কারণ তাহা মিথ্যাচার, ধর্ম্মধ্বজীতে মান্য। ধর্ম্মধ্বজীতা যথার্থ ধর্ম্মফল দানে অপারগ।

অসত্যা চ হতা বাণী তথা পৈশুন্যবাদিনী।
সন্দিগ্ধোঽপি হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ।।

সত্য ও হিতবাণীই সফল পরন্তু অসত্য ও নিষ্ঠুর বাণী নিষ্ফল। সত্যং জয়তে নানৃতং। সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় হয় না। অন্যের ক্লেশকরী বাণী যথার্থফল দানে বিমুখ। সন্দেহযুক্ত মন্ত্র নিষ্ফল। বিশ্বাসের অভাবে শ্রদ্ধার অভাবে সন্দেহ রাজত্ব করে। মন্ত্রে সন্দেহ থাকিলে তাহার জপাদি কখনই সিদ্ধিপ্রদ নহে বলিয়া সন্দিগ্ধমন্ত্র জপ নিষ্ফল। স্থিরচিত্তেই জপ সিদ্ধিপ্রদ পরন্তু অস্থির চিত্তে জপ সিদ্ধি দানে অক্ষম তজ্জন্য তাদৃশ জপ নিষ্ফল।

হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো লোকশ্চ নাস্তিকঃ।
অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং যৎকৃতং পারলৌকিকম্।।

শাস্ত্রে শ্রোত্রিয়ে(শ্রুতি শাস্ত্রাদি পণ্ডিতই শ্রোত্রিয়) দানই সফল প্রশস্ত আর অশ্রোত্রিয়ে দান নিষ্ফল। কারণ অশ্রোত্রিয় দান গ্রহণে অনধিকারী, অশ্রোত্রিয় দানের অসৎপাত্র। অসৎপাত্রে দান তজ্জন্য নিষ্ফল। ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক এবং নিরীশ্বরবাদী নাস্থিক। আস্তিক সফলজন্মা আর নাস্তিক বিফলজন্মা পাপজন্মা।

পাপে মলিনচিত্তদের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে না বা হয় না। নাস্তিক্য পাপে গণ্য বিধায় নাস্তিক্য মহাপাতক লক্ষণে লক্ষিত। শ্রদ্ধাকৃত দানাদি সকলই সফল পক্ষে অশ্রদ্ধাকৃত দানাদি তথা পারলৌকিক কৃত্যাদি সকলই নিষ্ফল। অশ্রদ্ধাদানাদি তামসে গণ্য। তামসশ্রদ্ধা নিষ্ফল।

ইহলোকো হতো নৃণাং দারিদ্রেণ তথা নৃপ।
মনুষ্যানাং তথা জন্ম কৃষ্ণভক্তিং বিনা হতম্।।

দরিদ্রের ইহলোক হত অর্থাৎ নিষ্ফল। কারণ দারিদ্র নিবন্ধন অতিথি অভ্যাগত সমাদরে সে অক্ষম। দরিদ্র দানধর্ম্মে বঞ্চিত। দরিদ্র অর্থাভাবে বিদ্যাদি অর্জ্জনেও অক্ষম থাকে। দারিদ্রহেতু জীব অন্নচিন্তাফলে ভগবৎচিন্তায় বিরত থাকে। এইসব কারণেই দরিদ্রের ইহলোক নিষ্ফল। তবে দরিদ্রের প্রকৃত সংজ্ঞা জানা উচিত। কেবল অর্থাভাবীই দরিদ্র নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যস্ত্বসন্তুষ্টো দরিদ্র এব সঃ। যিনি যথালাভে অসন্তুষ্ট তিনিই দরিদ্র। অতএব যিনি কেবল চাহিদার বশে তিনি সৎকর্ম্মবিমুখ বলিয়াই হত। হে রাজন্! সর্ব্বোপরি কৃষ্ণভক্তি বিনা সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্ম বৃথা। কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে কৃষ্ণের দাসত্ব বিনা অন্যকৃত্য নিষ্ফল। যথা বিদ্যার্থীর পক্ষে অপাঠ্য পাঠ নিষ্ফল, যথা সতীর পক্ষে পতি বিনা অন্য পুরুষের রতি নিষ্ফল অর্থাৎ স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক মাত্র। পরমার্থপক্ষে বৈষ্ণবজীবন বিনা শৈবশাক্ত্যাদি জীবন নিষ্ফল। কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদ বিনা ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ফল। কৃষ্ণদাসজীবের পক্ষে অন্যব্রতাদিকরণ নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় আচার বিচার ব্যবহার শ্রদ্ধাদি মূলতঃ নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় খাদ্যাদি নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয়দেশে বাসও নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় সাধনাদি বঞ্চনাবহুল অতএব নিষ্ফল। অবৈষ্ণবীয় জ্ঞানকর্ম্মাদি অজাগল স্তনবৎ নিষ্ফল। কারণ তাহাতে সত্য সিদ্ধি ফল থাকে না। অবৈষ্ণবীয় বিদ্যা মরীচিকার ন্যায় ভ্রমমোহকারিণী হওয়াই বঞ্চনা বহুলা। অবৈষ্ণবধর্ম্মে নাই বাস্তবতা ও যথার্থ সিদ্ধি। অবৈষ্ণব ধর্ম্মগুলি তত্ত্বভ্রম হইতে জাত হইয়া নূন্যাধিক পাষণ্ড্যবাদে দূষিত ও ভূষিত অতএব নিষ্ফল। অবৈষ্ণবসঙ্গ ও সেবাদি যাথার্থ্য বর্জ্জিত বলিয়া নিষ্ফল, শ্রমসার এবং ভ্রমজনক। অবৈষ্ণবীয় নীতি রীতি ও প্রীতি প্রভৃতি যথার্থ উদ্দেশ্যহীন বলিয়া নিষ্ফল। অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমীগণও ব্যর্থজন্মা। চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও তবে রৌরবে পড়ি মজে।। অবৈষ্ণবীয় উপাসনাদি পরিণামে যন্ত্র ণার জাল বিস্তার করতঃ মানুষকে মৃত্যুপথের পথিক করে। অবৈষ্ণবীয় সাধনা আরাধনা বা উপাসনাদি অমৃতত্ব দানে চির অপারগ। অবৈষ্ণবীয় মার্গে বাস্তব শান্তি স্বর্গ সুদুর্ল্লভ। বৈষ্ণবীনিষ্ঠাই প্রকৃত নিষ্ঠা তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণবীনিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠাতুল্য, নিতান্ত অশুচিজননী। অবৈষ্ণবীয় অহংমমতা নিতান্ত নিষ্ফল। তাহা সুধাভানে বিষপানতুল্য অনর্থকরী। স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে দুগ্ধপানের পরিবর্ত্তে ধূমপান যেমন নিষ্ফল তদ্রূপ প্রেমকামী বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণের সংসারের পরিবর্ত্তে মায়ার সংসার করা নিষ্ফল মাত্র। যেরূপ প্রীতিহারা নীতি নিষ্ফল, সৃতি ছাড়া গতি বিফল, ফলহীন বৃক্ষসেবা নিষ্ফল, দুগ্ধহীন গাভীসেবা নিষ্ফল। জলহীন কূপসেবা নিষ্ফল, কৃষ্ণভক্তিহীন শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল তদ্রূপ অবৈষ্ণবকৃত্যাদি সকলই নিষ্ফল।

অবৈষ্ণবজনসঙ্গ অনর্থকারণ।
তাতে নাহি লভে জীব নিজ প্রয়োজন।।
যথার্থ সাধন বিনা সাধ্যসুদুর্ঘট।
যথার্থ বর্জ্জিত যথা নটরাজপাট।।

--ঃ○ঃ○ঃ○ঃ--

যথার্থভাষণ ও নিন্দা

যথার্থভাষণ-- ঘটমান বিষয়ের যথাযথ কথনই যথার্থভাষণ। যথা- মহারাজ ভরত হরিণে আসক্তিক্রমে হরিণ যোনি প্রাপ্ত হন। যথা- শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য জগতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ রূপ মায়াবাদ প্রচার করেন ইত্যাদি। নিন্দা- ঘটমান বিষয়ের অযথাকথনই নিন্দা বাচ্য। এককথায় অপবাদই নিন্দা। শ্রীপাদ মনু বলেন- পরোক্ষাপবাদো নিন্দাভিধানঃ। পরোক্ষে অপবাদ অযথাকথন বিশেষতঃ দোষকথনই নিন্দা। অসদ্ভাবকর্ম্মাদিই নিন্দাস্পদ, গর্হণীয় এবং সদ্ভাবকর্ম্মাদিই প্রশংসাস্পদ। অতএব

সাত্ত্বিকদের সহিত রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজদিগকে ধার্ম্মিক মনে করিলেও তত্ত্ববিচারে তাহারা যে অধার্ম্মিক অর্থাৎ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম যে প্রকৃত ধর্ম্ম নহে তাহা সম্পূর্ণ অধর্ম্ম ইহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না বা কখনই তাঁহাদিগকে বুঝান যায় না। যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি হয় কিন্তু কলিযুগে দিনে দিনে ধর্ম্মের গ্লানি কলির প্রভাবে প্রবল প্রবাহে দিগন্ত প্রসারী। মানব যতই বহির্ম্মুখ হয় ততই আধ্যক্ষিক হয়, যতই আধ্যক্ষিক হয় ততই রজস্তমোগুণের প্রলেপ পাইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে আরূঢ় হয়, ততই তাহার আধ্যত্মিকতা লুপ্ত হইতে থাকে। যাহার উপর ধর্ম্ম জগৎ প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যের সমাদর তাদৃশ আধ্যক্ষিকগণ করিতে পারে না বা করিতে জানে না। কখন কখনও বা উদারতা দেখাইতে যাইয়া তাহারা সমন্বয়বাদী হইয়া মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যাবাদে পরিণত করেন। কখনও বা বন্দনাকে বঞ্চনা এবং বঞ্চনাকে বন্দনা মনে করেন। এবম্বিধ সমন্বয়বাদীকে সুবিধাবাদী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন, গৌড়ীয় মঠের আচার বিচার উত্তম কিন্তু তাঁহারা বড় অন্য সম্প্রদায়কে সমালোচনা নিন্দা করেন ইত্যাদি। তাঁহারা যথার্থভাষণকেও নিন্দা বলিয়া বঞ্চিত হন। ইহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক অজ্ঞতা মাত্র। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভুরি সুকৃতিমান থাকেন বা কৃপা প্রাপ্ত হন তিনিই বুঝিতে পারেন যে, অতন্নিরসন নিন্দা সমালোচনা নহে। তদুশীলন করিতে হইলে প্রথমেই অতন্নিরসন কর্ত্তব্য নথুবা তদনুশীলন শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয় না। এই অতন্নিরসনই যদি মৌলিক ধর্ম্মে পরিণত হয় তাহা হইলে তাহা নিন্দারই প্রকার বিশেষে পরিণত হয়। বসিবার পূর্ব্বেই তৎস্থানের মার্জ্জন প্রয়োজন। তাহা না হইলে তথায় অপবেশন করা যায় না বা উপবেশন করা উচিত নহে। পবিত্রস্থানই উপবেশন যোগ্য, অপবিত্রস্থান নহে। পরন্তু যাহাদের পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান নাই, তাহাদের পক্ষে যেখানে সেখানে বাস উচিতই হইয়া থাকে। জল পেয় তাই বলিয়া পশুর ন্যায় বিচার না করিয়া নর্দ্দমার জল পান কখনই উচিত হয় না। কিন্তু এই কথা পশু বিচার করিতে পারে না। ঐ মলিন অশুদ্ধ জলপানে পশুর কোন আপত্তিও থাকে না সত্য পরন্তু শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞানীর তাহাতে প্রবল আপত্তি থাকে। তদ্রূপ পশুধর্ম্মীদের নিকট অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা বিজ্ঞের গ্রাহ্য নহে। ইহা ধ্রুবসত্য যে, দুর্দ্দৈবদুষ্ট মন্ত্রজীবী গুর্ব্বভিমানী ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ বাস্তবসত্য ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারা নিজের অন্যায় নিজে বুঝিতে পারেন না। কারণ রাজসিক তামসিকগণ ধর্ম্মকেই অধর্ম্ম মনে করেন। যাঁহারা যথার্থভাষণকেও নিন্দা মনে করেন তাহারা ভ্রান্তদর্শী। যতদিন স্বস্বরূপে স্বায়ীভাবে অবস্থান না হয় ততদিনই তদনুশীলনে অতন্নিরসন সাধকের নিত্যকৃত্য হয়। যেরূপ গৃহস্থীগণ প্রত্যহ গৃহের মার্জ্জনাদি করেন। কারণ তাহার নির্মাল্য রক্ষণ প্রয়োজন। নির্মাল্য রক্ষণ কল্পে মল অপসরণ কর্ত্তব্য হয়। এই মলাপসরণ কার্য্যটি গর্হিত নহে তদ্রূপ অপসাম্প্রদায়িকতা নিরসন সৎসাম্প্রদায়িকের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। শাশ্বতশাস্ত্র সমীক্ষাযোগে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে সত্যধর্ম্ম বিরল। সুতরাং সত্যধর্ম্ম ব্যতীত অন্যধর্ম্মের পরিহার বিনা জনকল্যাণ হইতেই পারে না। অজ্ঞজীব তাদৃশ অপধর্ম্মের পরিহারকেও যদি নিন্দা বলে তবে তাহাদের অজ্ঞতার পরিসীমা করা যায় না। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিন্দামুক্তহৃদয়। মহাজন মহাবদান্যের আজ্ঞাপালী। জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দর নিজ অচিন্ত্যবাদ প্রচার কালে নানা অপবাদ খণ্ডন করেন, এমনকি বৈষ্ণববাদী রামানুজীয় ও মাধ্বাচার্য্যীয় কুমত নিরসন করেন সুতীক্ষ্ণ ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত অস্ত্র দ্বারা। ইহাকে যাঁহারা নিন্দা বলেন তাঁহারা নিশ্চিতই নিন্দিত দুর্ভাগা। অধঃপাত ও আত্মপাত কারণ মায়াবাদকে শাস্ত্রযুক্তিবলে খণ্ডন করিয়া উদার বিক্রমে বৈষ্ণবরাজ শ্রীল মাধ্বাচার্য্যপাদ জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডনকে কখনই নিন্দা বলা যায় না তদ্রূপ নানা অপসাম্প্রদায়িকতাকে চৈতন্যদর্শনে ভাগবতীয় সিদ্ধান্তালোকে নিরাশ করতঃ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ জগতে গৌরানুমোদিত বিশুদ্ধ রূপানুগবাদ প্রচার করেন। উদারতা দেখাইতে যাইয়া পরপুরুষের সঙ্গ দ্বারা যেরূপ পতিব্রতাধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না তদ্রূপ ধার্ম্মিকতা দেখাইতে যাইয়া অপসাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে সদ্ধার্ম্মিকতা থাকে না। বারবণিতা নিজেকে উদারধী মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে সাধুসমাজে সে নিন্দনীয়া তদ্রূপ সমন্বয়বাদীগণ নিজদিগকে পরমধার্ম্মিক মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা অপধার্ম্মিক। কিন্তু কলিযুগে সত্যের সমাদর কম। সত্যবাদীদের বিপদ পদে পদে। তাই মহাত্মা শ্রীতুলসীদাস গাহিয়াছেন।

সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্‌ঠা ঝুঠা জগৎ ভূলায়।
গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠকে বিকায়।।

শ্রীবল্লভভট্টের শোধন প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন,

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দের অভিমান।।
অজ্ঞজীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্বচূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে।।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন সুদৃঢ় শাস্ত্র যুক্তি যোগে অপসাম্প্রদায়িকতা নিরাশ করিতে থাকেন তখন অজ্ঞ অথচ বিজ্ঞাভিমানী অনাচারীগণ তাদৃশ অতন্নিরসনরূপ হিতাচরণকেও অহিত মনে করতঃ দুঃখিত

মর্ত্তদেহে আত্মজ্ঞান, জলে তীর্থজ্ঞান।
স্ত্রীপুত্রাদিতে স্বধী, অর্চ্চে পূজ্য জ্ঞান।।
কৃষ্ণভক্তে আত্মীয় বান্ধব তীর্থপূজ্য।
যে না মানে সে গোখর অধম নির্লজ্য।।
কৃষ্ণের বচন এই নিন্দা কভু নয়।
ইহাতে যে নিন্দা মানে সেই দুরাশয়।।
শাস্ত্র বলে যার কর্ণে না পশে কৃষ্ণ নাম।
সে খর কুকুর উঠ শূকরের সম।।
মহাজন বাক্য এই যথার্থভাষণ।
ইহাকে যে নিন্দা মানে মূর্খাধম জন।।
অতঃ যথার্থভাষণ নিন্দা কভু নয়।
নিন্দাবাদ মহাজন কভু নাহি কয়।।
রজস্তমোগুণে বিপর্য্যয়বুদ্ধিক্রমে।
যথার্থকনে নিন্দা মানে নিজ ভ্রমে।।
তত্ত্বভ্রমী ভবাটবী ভ্রমে নিরন্তর।
অবান্তর কর্ম্ম করি যায় যম ঘর।।
অতএব বুদ্ধিমান হয়ে সাবধান।
অনিন্দুকজীবনে কর কৃষ্ণনাম গান।।
রূপানুগসেবাশ্রম ২৫।১০। ২০১২
---ঃঃঃ----

অন্যায়ের প্রতিকার

যাহা ন্যায় নহে তাহাই অন্যায় বাচ্য। অন্যায় অধর্ম্ম বিশেষ। অন্যায় করা বা করিতে দেওয়া বা তাহাতে সম্মতি রাখাও অন্যায়। অতএব অন্যায়ের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। কারণ অন্যায়ের প্রতিকার হিতৈষীতা বিশেষ। ইহাতে উভয়ের কল্যাণ হয়, অন্যথা যিনি অন্যায় করেন এবং যিনি তাহা সহ্য করেন বা উপেক্ষা করেন তাহারাও অন্যায়ী মধ্যে গণ্য। যিনি ন্যায়ী তিনিই মাত্র অন্যায়ের প্রতিকার করিতে সমর্থ অন্যথা অন্যায়ী কখনও অপর অন্যায়ীর প্রতিকার করিতে সমর্থ নহেন।

যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহাই অন্যায়। ধর্ম্মও ভগবদ্দাস্যময়। অতএব যাহা ভগবৎ সন্তোষের প্রতিকূল তাহাই অধর্ম্ম, অন্যায়। ধর্ম্ম হইতেই ন্যায় নীতি প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছে। অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিত কিন্তু যে প্রতিকার অন্যায় বহুল, হিংসামূলক, যে প্রতিকার অকল্যাণকারী সেই প্রতিকার অকর্ত্তব্য। আদৌ বৈষ্ণব প্রতিকার পরান্মুখ অর্থাৎ প্রতিকার বৈষ্ণবতা নহে পরন্তু ক্ষমাই বৈষ্ণবতা। প্রতিকার করিতে যাইয়া জীব শত্রুতার বশবর্ত্তী হয়। যদি প্রতিকার করিতেই হয় তবে তাহা সাবধানেই কর্ত্তব্য। যেরূপ বৈষ্ণব নিন্দার প্রতিকার ত্রিবিধ। প্রথমতঃ নিন্দুকের জিহ্বাচ্ছেদন, দ্বিতীয়তঃ নিজ প্রাণবিসর্জ্জন, তৃতীয়তঃ স্থান পরিত্যাগ। সতী বলেন-

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতীং প্রভুশ্চেৎ
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।।

কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাস তাহাকে মারিতে বা স্বয়ং মরিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে কর্ণে হস্ত দিয়া নিন্দার স্থান পরিত্যাগ করিবেন। আর যদি সমর্থ হন তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক চ্ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।

নিন্দুকের জিহ্বাচ্ছেদন বলিতে তাহাকে নিন্দা হইতে নিবৃত্ত করণই জ্ঞাতব্য। প্রাণ ত্যাগ সকলের পক্ষে উচিত নহে। যেরূপ ব্রাহ্মণদেহ অবধ্য তবে বিপ্র দক্ষের কন্যা সতী যোগবলে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহা দোষাবহ নহে। পরন্তু যদি কেহ সতীবৎ সমর্থ হন তবে তাহা কর্ত্তব্য অন্যথা বিষাদি পান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ তামসিকতা মাত্র, তাহা অধর্ম্মবহুলও বটে। কারণ যোগীর দেহত্যাগ ও আত্মঘাতীর দেহ ত্যাগ একপ্রকার নহে। আত্মঘাতীর দেহ ত্যাগ মহাপাপ বিশেষ। তৃতীয়তঃ স্থান ও তৎসঙ্গত্যাগই ভাগবতপ্রধান ধর্ম্মবিত্তম শ্রীশুকদেব প্রভুর অভিমত। নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ। যিনি ভগবান ও তাঁহার ভক্তদের নিন্দা শ্রবণ করতঃ কর্ণে হস্ত দিয়া অন্যত্র চলিয়া না যান তিনি নিজ সুকৃতি চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন।। ইহাই সমুচিত প্রতিকার পদ্ধতি।। আর পূর্ব্বমতদ্বয় হিংসাবহুল। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ মতদ্বয়কে স্বীকার করেন না। কেহ যদি কাহারও গুরুকে নিন্দা করেন, তৎপ্রতিকারে নিন্দুকের গুরুকে নিন্দা করা দোষাবহ। ইহা অন্যায় প্রতিকার। ইহা বেদাচার সভ্যাচার বা শিষ্টাচার নহে। সেখানে অপরাধী নিন্দুককেই শাসন করা উচিত। তদ্‌গুরুকে নিন্দা করা অপরাধ মূলক। অপর দিকে বৈষ্ণব নিজ প্রতি অপমানাদির প্রতিকারে পরান্মুখ ক্ষমাশীল। কিন্তু অন্য বৈষ্ণবের নিন্দাদির যোগ্য প্রতিকার করিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রতিকার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ, শাসন বিশেষ। শাসনের তাৎপর্য্য শোধন পরন্তু নিধন নহে। আর শোধনের পরিণাম স্বভাবে স্থাপন। অতএব যে প্রতিকার হিংসামূলক তাহা কর্ত্তব্য নহে। উৎশৃঙ্খল পুত্রের প্রতি কারুণিক পিতামাতার তীব্রশাসন যেরূপ হিতের নিমিত্ত তদ্রূপ মহানুভাব বৈষ্ণবগণের প্রতিকারও জীবকল্যাণকর। যেরূপ মহাকারুণিক শ্রীনারদ মুনি স্ত্রীসঙ্গে নির্লজ্জ প্রমত্ত কুবেরপুত্রদ্বয়কে শোধনকল্পে অভিশাপ দেন। তিনি নিজ প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারে তাহা করেন নাই। তাদৃশ মহানুভবগণের অভিশাপও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। কারণ

রথযাত্রার বাহ্য ও অন্তর কারণ

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রাকে প্রতিষ্ঠা করিলে তদীয় ভক্তিমতী পত্নী গুণ্ডিচাদেবীও সুন্দরাচলে অনুরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিতেই কৃষ্ণবলদেব স্বপ্নে রাণীকে বলিলেন, মাসিমা! ঐ মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। আমরাই ঐ মন্দিরে বিহার করিব। তজ্জন্যই জগন্নাথ রথযোগে ঐ মন্দিরে যাত্রা করেন এবং দ্বিতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত বিহার করতঃ দশমীতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাই রথযাত্রার বাহ্য কারণ।

অন্তর্নিহিত কারণ বৃন্দাবনযাত্রা। তত্ত্বতঃ সুন্দরাচল বৃন্দাবনের স্বরূপ যর্হ্যম্বুজাক্ষ অপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দীদৃক্ষয়া অর্থাৎ হে কমললোচন! তুমি যখন কুরূন্ অর্থাৎ পাণ্ডবগণ, মধূন্ অর্থাৎ মাধবগণ তথা সুহৃদ্ব্রজবাসীগণকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হও তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের নিকট ত্রুটিকালও যুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার দর্শন বিনা আমাদের নয়ন অন্ধের ন্যায় হইয়া থাকে। ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনের ইঙ্গিত আছে। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে-

যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার।।
তথাপি বৎসর মধ্যে একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার।।
বৃন্দাবন সম ---
বাহির হইতে করে রথ যাত্রা ছল।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল।।
প্রভু কহে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন।।
গোপীসঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।।

অতএব বাহ্য বিচারে গুণ্ডিচাগমন আর অন্তর বিচারে বৃন্দাবন গমনই সূচিত। শ্রীরাধাভাব বিভাবিত কৃষ্ণ স্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে সর্ব্বত্র বৃন্দাবন ভাব এবং উদ্দীপন বিভাব প্রকাশিত।

১। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে কুরুক্ষেত্র ভাব প্রকাশ করেন। যথা চৈঃ চঃমঃ ২য়

যেকালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন দেখিলু পদ্ম লোচন
জুড়াইল তনু মন নেত্র।।

২। শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রতীরস্থ উদ্দান দর্শনে বৃন্দাবন উদ্দীপনে বিভাবিত হওতঃ গোপীভাবে কৃষ্ণ অন্বেষণ করেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্দান তথা দেখে আচম্বিতে।।
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।। ইত্যাদি।

৩। তিনি সমুদ্রতীরে চটকপর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভাবে ভাবিত হন এবং সেই দিকে কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন।।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।।
গোবর্দ্ধনশৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।।
হন্তায়মদ্রিরবলাএই শ্লোক পড়ি প্রভু চলেন বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে।।

তিনি ভাববিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎপর ভাবশান্তে- - বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।

স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল।।
গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।। ইত্যাদি।

৪। চৈতন্যদেব সমুদ্রতীরে যমুনাতীর জ্ঞানে বিভোর হইতেন।

এইমত একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে।।
চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল।।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে। ইত্যাদি।
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।।

ইত্যাদি আলোচনায় সমুদ্রতীরে যমুনাভাব প্রকাশিত।

৫। মহাপ্রভু কাশিমিশ্র ভবন গম্ভীরায় নববৃন্দাবন ভাব প্রকাশ করেন। কাশিমিশ্র কুব্জার অবতার। কৃষ্ণ একসময় কুব্জার গৃহে বিহার করেন। মহাপ্রভুও মিশ্রগৃহে বাস করেন। পরন্তু তাহাই দ্বারকার নব বৃন্দাবন স্বরূপ। সেখানে রাধা কৃষ্ণের জন্য এবং কৃষ্ণ রাধার জন্য বিলাপ করিতেন। এখানেও তিনি রাধাভাবে বিলাপ করিতেন।।

৬। মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে বালুকার গর্ত্তে রাসবিহারী গোপীনাথকে প্রাপ্ত হন। সেইখানে তিনি রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ভাব প্রকাশ করেন। তাহাই বংশীবট স্বরূপ।

৭। যমেশ্বর টোটায় মহাদেবে বংশীবটস্থিত গোপীশ্বরভাব প্রকাশিত।

৮। তিনি নরেন্দ্রসরোবরে জল কেলিতে মানসী গঙ্গাদি ভাবে

স্বতঃসিদ্ধ রুচি ক্রমে শিষ্যদের মধ্যে ভাবভেদ ও রসভেদ দেখা যায়। গুরুশিষ্যের রসের ঐক্য বা ভাবৈক্য থাকিতেও পারে নাও পারে। ঐক্য থাকিলে দীক্ষাগুরুই ভজন শিক্ষাগুরু হন। আর ভাবের ঐক্য না থাকিলে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অভিজ্ঞ সাধূত্তমই শিক্ষাগুরু হন। অমিতার্থ দূতির ন্যায় কোন শিষ্য সাধু গুরু শাস্ত্রের ইঙ্গিত সঙ্কেতে আত্মস্বরূপ অবগত হয়। নিসৃষ্টার্থ দূতির ন্যায় কোন শিষ্য গুর্ব্বাদেশক্রমে স্বরূপানুশীলনে ব্রতী হয়। আর পত্রধারী দূতির ন্যায় কোন শিষ্য স্বরূপানুশীলনে অক্ষম হইয়া গুরুদত্ত প্রণালী কেবল বহনই করিয়া থাকে। গুর্ব্বাদিষ্ট প্রণালীর সহিত শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ রুতির ঐক্য বা স্বাজাত্য না থাকিলে সেই প্রণালী সাধনে সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। সিদ্ধ প্রণালীই যথেষ্ট নহে ইহা দিগ্দর্শন মাত্র পরন্তু তদনুশীলনে ভাবস্বাজাত্য বা সাধারণীকরণ অর্থাৎ আপনদশা না প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধি জন্মান্তরসাধ্য হয়। যে গুরুতে সর্ব্বজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা নাই অথচ শিষ্যের রুচি পরীক্ষা না করিয়াই গুর্ব্বাভিমানে মনগড়া প্রণালী দেন তিনি অসৎগুরু। প্রকারান্তরে তাঁহার মূর্খতাই বিবেচিত হয়। তাদৃশ পদ্ধতি হইতে অপসাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। পক্ষে পাত্রাপাত্রজ্ঞই সৎগুরু। স্বরূপরহস্য শ্রুতি মাত্রেই যাহাদের স্বস্বরূপের জাগরণ হয় তাঁহারা যুবতিবৎ উত্তম সাধক। শুনিতে শুনিতে কালে স্বরূপের জাগরণে সাধক কুমারীবৎ উদিতপ্রায় অজাতরতিপ্রায় মধ্যম। আর পুনঃ পুনঃ স্বরূপ রহস্য শ্রবণ করিয়াও যাহাদের স্বরূপের জাগরণ ঘটে না তাহারা বালিকাবৎ অনুদিতরতি অধম সাধক। কালান্তরে তাহাদের স্বরূপের জাগরণের সম্ভাবনা। আর যাহারা বন্ধাবৎ তাহাদের স্বরূপ জন্মান্তরসাধ্য।

স্বরূপ যুবতীবৎ সাধকে জাগ্রত ও সক্রিয়, কুমারীবৎ সাধকে স্বপ্নময় এবং বালিকাবৎ সাধকে সুপ্ত, বন্ধাবৎ সাধকে নিষ্ক্রিয়। অতএব সার কথা একগুরুর শিষ্য হইলেও সকলের প্রকৃতি বা স্বভাব একপ্রকার হয় না বা হইবারও নহে। তজ্জন্য মন্ত্র রহস্য বা স্বরূপরহস্য যুবতীবৎ সুস্নিগ্ধ সাধকে স্বতঃসিদ্ধ এবং কুমারীবৎ স্নিগ্ধ সাধকে উপদেশসিদ্ধ। ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুতঃ। ইহাতে কিন্তু গুরুর কোন বৈষম্যদোষ হয় না কারণ অস্নিগ্ধশিষ্য বালিকা বা বন্ধাবৎ। তাহারা স্বরূপ রহস্য শ্রবণে, অনুশীলনে প্রকৃতই অসমর্থ অতএব অনধিকারী।

রসভেদ বিবেক

সঙ্গ ও সংস্কার রসভেদের কারণ নহে কিন্তু কাকতালীয় ন্যায়ে নিমিত্তমাত্র। বস্তুতঃ নিজ নিজ স্বরূপই রসভেদের কারণ হয়। স্বরূপের ভিন্নতাক্রমে সাধকের রসভেদ পরিদৃষ্ট হয়। স্বরূপের ভিন্নতাও সর্ব্বকারণকারণ ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তির কার্য্য বিশেষ। তাঁহার প্রেরণাবশেই জীবের স্বভাব সক্রিয় হয়। নিত্যস্থায়ী স্বভাবই স্বরূপ নামে খ্যাত হয়। যেরূপ কোন ব্রাহ্মণের বীর্য্যজাত সন্তানদের মধ্যে মতভেদ, ধর্ম্মভেদ, উপাস্যভেদ দেখা যায়। তাহাদের কেহ বা পিতাকে অনুসরণ করে কেহ বা তদ্বিপরীত হয়। তদ্রূপ একই গুরুর একই মন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে রসভেদ দৃষ্ট হয়। যেরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যদের মধ্যে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদে শৃঙ্গাররস, রঙ্গপুরীতে বাৎসল্যরস, পরমানন্দপুরীতে সখ্যরস এবং রামচন্দ্রপুরীতে ব্রহ্মভাব দৃষ্ট হয়। একই মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীর শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে বিজয়কুমারে মধুররস এবং ব্রজনাথে সখ্যরস অভিব্যক্ত। অতএব শিষ্য বলিয়া গুরুশিষ্যে রসের ঐক্য থাকিবে সিদ্ধান্ত এরূপ নহে। গুরু মধুর রসাশ্রয়ী বলিয়া শিষ্যকেও মধুররস উপদেষ্টব্য এমন নহে কিন্তু শিষ্যের তজ্জাতীয় রুচি হইতেই তদুপদেশ সোনায় সোহাগা হয়। অন্যথা শিষ্য সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় বা গুরুর আজ্ঞা পরিপালনে অক্ষম হয়। বর্ত্তমানে ধর্ম্মজগতে এতবেশী উৎশৃঙ্খলতার কারণ আলোচনা করিলে ধর্ম্মনায়কসূত্রে প্রথমে গুরুর ও পরে শিষ্যের দুর্নীতিতা সিদ্ধান্তিত হয়। কখনও বা সৎগুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও দৈববশে অসৎসঙ্গে বেনরাজার ন্যায় শিষ্য কুলাঙ্গার হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি আনয়ন করে। নিজ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ না হইয়া গুর্ব্বভিমানে নির্ব্বিচারে শিষ্যকরণে ও সিদ্ধপ্রণালীদানে গুরুর গুরুত্ব লোপ পায় এবং তাদৃশ চেষ্টা অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধের পথপ্রদর্শনের ন্যায় সাধুসমাজের উপহাসাস্পদ বৃথা প্রয়াস মাত্র। কৌলিকপন্থায় যোগ্যতা বিচার না করিয়াই যেরূপ ব্রাহ্মণের কুমারকে উপনয়ন সংস্কার দেওয়া হয় তদ্রূপ লৌকিক প্রথায় ধৈর্য্যহীন গুর্ব্বভিমানী অসৎগুরুগণ শিষ্যের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই দীক্ষা ও সিদ্ধপ্রণালী দানে শুদ্ধ সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের গ্লানি বৃদ্ধি করে। ভোগপ্রবণ গৃহস্থ ও মিথ্যাচারী শিষ্যকে সিদ্ধপ্রণালী দানে প্রাকৃত সহজিয়া নামে অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ঠাকুর নরোত্তম কথিত পূর্ব্বাপর মহাজনদের প্রদর্শিত ভজন শিক্ষারীতি নহে। ইহা নিশ্চিতই কলিহত মহাজনাভিমানী দুর্জ্জনদের পরিকল্পনা মাত্র। জাতরতি, শরণাগত, স্নিগ্ধ, সংযমী ও সেবোন্মুখ সাধকে তদুপদেশ সোনায় সোহাগা স্বরূপ ও আশু ফলদায়ক হয়। যেরূপ রতিহীনাতে বীর্য্যাধান সুতোৎপত্তির কারণ নহে তদ্রূপ অজাতরতিসাধকে সিদ্ধপ্রণালীও সিদ্ধিপ্রদ নহে বরং অনর্থ বৃদ্ধি করে। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত কোটিতে প্রকৃত ধার্ম্মিক বিরল মাত্র। তজ্জন্য চৈতন্য চরিতামৃতে বলেন- কোটি মুক্ত মধ্যে নিস্কাম অতএব প্রসন্নাত্মা বৈষ্ণব সুদুর্ল্লভ।

গুরু শিষ্য এক সত্ত্বে ভাব ভেদ নয়।
ভিন্নসত্ত্বে ভাব ভেদ জানিহ নিশ্চয়।।
ভিন্ন সত্ত্বে শিক্ষাগুর্ব্বাশ্রয় প্রয়োজন।
গুরুর অভাবে সিদ্ধ তার সংঘটন।।

আধ্যাত্মিক পক্ষে হিরণ্যকশিপু অর্থ স্বর্ণের বিছানা, ভোগের সজ্জা। ভোগীরাজরূপেই তাঁহার হিরণ্যকশিপু সংজ্ঞা আর প্রহ্লাদ পরমার্থের মূর্ত্তি। ভোগীগণ পরমার্থের বিরোধী। তজ্জন্যই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করেন। শুক্রাচার্য্য-- ইন্দ্রিয়তর্পণাসক্ত গৃহমেধী গৃহব্রতীগুরু স্বরূপ। এককথায় প্রেয়গুরু। তাঁহার গুরুত্ব ভোগী ও ভোগের আনুকূল্যকারী। তাঁহার পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রহ্লাদের বিদ্যাগুরু। ষণ্ড অর্থ ষাঁড় আর অমর্ক অর্থ বানর। তাঁহারা শুক্রের আচার্য্য স্বরূপ। অর্থাৎ তাহারাও শুক্রাচার্য্য অতএব ইন্দ্রিয়ারামী। তজ্জন্য ভোগীরাজ হিরণ্যকশিপুরের আজ্ঞাকারী। তাঁহারা প্রহ্লাদের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মহিতে বঞ্চিত অসুরদাস মাত্র। প্রহ্লাদ তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন। তিনি মাতৃ গর্ভ হইতে শ্রীনারদ মুনির শিক্ষাতেই পরম শিক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে প্রহ্লাদই তাঁহাদের পুরোহিত অর্থাৎ শিষ্যরূপে হিতকারী। দুষ্টগুরু সৎশিষ্যের গুণে ধন্য হন। প্রহ্লাদের সঙ্গে গুরুবর্গ ধন্য হইয়াছেন।

প্রহ্লাদের প্রতি শত্রুতার কারণ

স্বার্থবিরোধে শত্রুতার বিজয় হয়। স্বার্থপরগণ বিষমচরিত্রের অধিকারী। ভ্রাতৃঘাতক জ্ঞানে আসুরিক ভাবেই হিরণ্যকশিপুর চিত্তে বিষ্ণুর প্রতি শত্রুতা উদিত হয়। সেই শত্রুতা বিষ্ণুর ভক্ততেও সঞ্চারিত হয়। তজ্জন্য হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকেও শত্রুজ্ঞানে হিংসায় প্রবর্ত্তিত হন। কিন্তু মহতের প্রতি হিংসা আত্মহিংসারই কারণ হইয়া থাকে। প্রহ্লাদকে নাশ করিতে যাইয়া হিরণ্যকশিপু নিজেই নষ্ট হইলেন।

মহান্ত বিদ্বেষ হয় পতন কারণ।
প্রহ্লাদে হিংসিয়া দৈত্য লভিল মরণ।।

ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তিগুণেই অমৃতত্বের অধিকারী হন। আর অভক্তগণ ভগবদ্ভক্তির অভাবে ও বিরোধে মৃত্যুবরণ করেন।।

ভক্তির্মুকুন্দে হ্যমৃতৈককারণম্।
দ্বেষো মুকুন্দে খলু মৃত্যুকারণম্।।

১। হি.কশিপু ব্রহ্মার বরে বরীয়ান হইয়াও ভীত
পক্ষে প্রহ্লাদ হরিপ্রসাদে অকুতোভয়, নির্ভীক।

২। হিরণ্যকশিপু জ্ঞানপাপী আর প্রহ্লাদ প্রাজ্ঞবর নিষ্পাপ।

৩। হি. কশিপু দাম্ভিক, মদ্যভূষণ আর প্রহ্লাদ নির্দম্ভ, দৈন্যভূষণ।

৪। হি.কশিপু পরম অত্যাচারী পক্ষে প্রহ্লাদ পরম সদাচারী।

৫। হি.কশিপু মাৎসর্য্যপরায়ণ, দোষদর্শী, অসূয়াগ্রস্থ দারুণ পক্ষে প্রহ্লাদ নির্মৎসর, অদোষদর্শী, গুণ দর্শী ও করুণ।

৬। হি.কশিপু বিষমস্বভাবী, দুঃশীল পক্ষে প্রহ্লাদ সমস্বভাবী সুশীল।

৭। হি. কশিপু বিবর্ত্তবুদ্ধি কুমেধা পক্ষে প্রহ্লাদ বিবর্ত্তমুক্ত উদারধী।

৮। হি.কশিপু বিরূপস্থ পক্ষে প্রহ্লাদ সর্ব্বথা স্বরূপস্থ।

৯। হি.কশিপু পরোক্ষে বীররসাস্বাদনকল্পে ভগবানের (ব্যতিরেকভাবে) ভৃত্য পক্ষে প্রহ্লাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সেবারস বিধানে ভৃত্যরাজ।

১০। হি.কশিপু গুরু অবমন্তা আর প্রহ্লাদ গুরুভক্তরাজ।

১১। হি.কশিপু মহন্নিগ্রহের সাক্ষীস্বরূপ আর প্রহ্লাদ মহদনুগ্রহের সাক্ষীস্বরূপ।

১২। বিষ্ণুবিদ্বেষহেতু হি. কশিপুতে ব্রহ্মার বর নিষ্ফল।
বিষ্ণুভক্তিহেতু প্রহ্লাদে নারদের বর সফল।

১৩। ঈশভক্তি জয়প্রদা আর অনীশভক্তি ক্ষয়প্রদা।

১৪। হিরণ্যকশিপুতে আছে জন্মদোষ, সঙ্গদোষ ও কর্ম্মদোষ। আসুরিককালে জন্ম হেতু তাঁহাতে জন্মদোষ, অসুরদের সঙ্গহেতু সঙ্গদোষ এবং বিষ্ণু বেদ বিপ্র ধর্ম্মাদি নিন্দা হিংসাদি হেতু তাঁহাতে কর্ম্মদোষ বিদ্যমান। পক্ষে প্রহ্লাদকে জন্মদোষ স্পর্শ করে নাই, তাঁহার সঙ্গ দোষও নাই। তিনি গর্ভবাসে ভক্তপ্রবর নারদের সঙ্গ লাভ করেন। অসুরকুলে থাকিলেও তাঁহাতে অসুরভাব ও সঙ্গ লক্ষণ নাই আছে মহাভাগবত লক্ষণ। তাঁহাতে কর্ম্মদোষও নাই। কারণ তিনি কাম্যাদি কর্ম্মবাসনামুক্ত হৃদয়ে সর্ব্বদা হরিকে স্মরণ করিতেন এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন। তাঁহার অন্তরে হিংসাদ্বেষাদি অধর্ম্মলক্ষণ ছিল না।

ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।
ক্ষমা জয়তি ন ক্রোধো বিষ্ণুর্জয়তি নাসুরঃ।।

---○ঃ○ঃ○--

ধর্ম্ম বিবেকঃ

ধারণাদুচ্যতে ধর্ম্মো ধার্য্যোঽত্র কেশবো হরিঃ।
ধারকো নরজন্মাঢ্যো মানবঃ সাধুসঙ্গভাক্।।১

ধারণহেতু ধর্ম্ম সংজ্ঞা। ধার্য্য এখানে কেশব হরি ও ধারক নরজন্মসম্পন্ন সাধুসঙ্গকারী মানব।।১

নিত্যত্বাৎ কৃষ্ণদেবস্য তদ্ধর্ম্মস্তু তথৈব চ।
অনিত্যত্বাৎ সুরাদিবত্তদ্ধর্ম্মাদেরনিত্যতা।।২
অনিত্যমসুখমিমং লোকং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।
ইত্যনুশাসনাদ্ধুধো নিত্যসত্যং হরিং ভজেৎ।।
অনিত্যমসুখং যতস্তদ্ধর্ম্মস্ত্যজ্য এব হি।।৩

কৃষ্ণদেব নিত্যসত্য সনাতন বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য ও সত্য পরন্তু দেবাদির অনিত্যতা হেতু তাহাদের ধর্ম্মাদিও অনিত্যই। হে অর্জ্জুন! অনিত্য অতএব অসুখপ্রদ এই লোক প্রাপ্য হইয়া নিত্য ও সুখস্বরূপ আমাকেই ভজন কর। কৃষ্ণের এই অনুশাসন অনুসারে বিবেকী নিত্য সত্য হরিকেই ভজন করিবেন। যেহেতু অনিত্য দুঃখপ্রদ তজ্জন্য সেই ধর্ম্মাদি পরিত্যাজ্যই। তাহা হইতে সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।।২-৩

অপিচ ধর্ম্মমূলত্বাৎ সঙ্গতং ভজনং হরেঃ।
অর্চ্চিতে কেশবে দেবে সর্ব্বার্চ্চা স্যাৎসুখাবহা।।৪

হীনা পশুভিঃ সমানাঃ। ধর্ম্মহীন পশুর সমান।।১৫

ধর্ম্মো হরতি চাশুভং জনিদুঃখং পরাৎপরম্।
ধর্ম্মো বৈকুণ্ঠবাসায় বিমুক্তিস্থিতিহেতবে।।১৬

ধর্ম্ম সকল প্রকার অশুভ, উত্তরোত্তর জনি দুঃখাদি হরণ করে। ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠবাস এবং বিদেহমুক্তি তথা বৈকুণ্ঠ স্থিতিরও কারণ।।১৬

ধর্ম্মো দোষবিমোক্ষায় জয়সৎকীর্ত্তিসিদ্ধয়ে।
ধর্ম্মেণ সভ্যতামিয়াদ্ধর্ম্মো ভদ্রং করোতি চ।।১৭

ধর্ম্মই পাপদোষ থেকে মুক্তিদান করে। বিশেষতঃ তাহা জয় কীর্ত্তি ও মুক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত। ধর্ম্ম দ্বারা সভ্যতা লভ্য হয় এবং ধর্ম্মই মানবকে ভদ্র করে।১৭

ধর্ম্মেনৈব হি মাঙ্গল্যং শালিন্যং পরিজায়তে।
ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতো ধন্যো বরেণ্যো মান্যমানকৃৎ।।১৮

ধর্ম্মের দ্বারাই মাঙ্গল্য ও শালিন্য প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম্মাত্মাই প্রকৃত পণ্ডিত, ধন্য, মান্য, বরেণ্য ও মান্যের মান দাতা।।১৮

ধর্ম্মাত্মা বিনয়ী বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ মানবৈঃ সদা।
ধর্ম্মাত্মা বন্ধুরাত্মীয়ঃ শরণ্যঃ কুলপাবনঃ।।১৯

ধর্ম্মপ্রাণ বিনয়ী, সর্ব্বদা মানবের বন্দ্য ও পূজ্য। ধর্ম্মাত্মাই প্রকৃত বন্ধু, আত্মীয়, শরণ্য ও কুলপাবন।।১৯

ধর্ম্মো দদাতি সাদ্‌গুণ্যং সৌজন্যঞ্চানুজন্মনি।
ধর্ম্মো দিব্যতি সর্ব্বেষাং মুর্দ্ধণি ক্ষেমবৈভবৈঃ।।২০

ধর্ম্মই প্রতিজন্মে সদ্‌গুণ ও সৌজন্যাদি দান করে। ধর্ম্ম মঙ্গল বৈভবের সহিত সকলের মস্তকে বিরাজ করে।।২০

ধর্ম্মঃ সাক্ষী বিধাতা চ সংহর্ত্তা দুঃখসংসৃতেঃ।
ধর্ম্মঃ কল্যাণকল্পাগো ধর্ম্মেণাত্মা প্রসীদতি।।২১

ধর্ম্মই মানবের প্রধান সাক্ষী, বিধাতা এবং দুঃখ সংসারের সংহার কর্ত্তা। ধর্ম্ম কল্যাণকল্পতরু স্বরূপ। ধর্ম্ম দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়।।২১

ধর্ম্মো স্বরূপসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশক্তিমান্।
মর্ত্ত্যবৈষম্যবৈগুণ্যবৈয়র্থহারিসিদ্ধিভাক্।।২২

ধর্ম্ম স্বরূপের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যশক্তি সম্পন্ন এবং মর্ত্ত্য বৈষম্য বৈগুণ্য ব্যর্থতা হারী সিদ্ধি ভাজন। অর্থাৎ ধর্ম্মে ইদৃশ সিদ্ধি আছে যার ফলে মরণভাব, বিষমভাব, বৈগুণ্য ব্যর্থতাদি ধ্বংস হয়।।২২

ধর্ম্মঃ সেবধিসম্পুটঃ সংরক্ষিতো মহাজনৈঃ।
শুশ্রূষূণাং প্রমোদায় কৃষ্ণেন পরিভাবিতঃ।।২৩

মহাজন কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অমূল্যরত্ন সম্পুটই ধর্ম্ম। তাহা শুশ্রূষুদের প্রমোদ নিমিত্তই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিভাবিত।।২৩

ধর্ম্মধী কলিনির্ম্মুক্তো বৈরদৌরাত্ম্যনির্গতঃ।
ধর্ম্মদৃগতত্ত্বসন্দর্ভী নৈরপেক্ষ্যো হ্যতন্দ্রিতঃ।।২৪

ধর্ম্মবুদ্ধি সর্ব্বদায় কলি নির্ম্মুক্ত, বৈর দৌরাত্ম্য বর্জ্জিত। ধর্ম্মদ্রষ্টা প্রকৃত তত্ত্বসন্দর্ভী, নিরপেক্ষ ও নিরলস অর্থাৎ আলস্য শূন্য।।২৪

ধর্ম্মোহনৌচিত্যরাহিত্যো যাথার্থ্যস্বার্থপার্থিবঃ।
ধর্ম্মোহহঙ্কারকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বনেতৃগর্বমুট্।।২৫

ধর্ম্ম অনুচিত ভাব রহিত, যথার্থ স্বার্থপালক। ধর্ম্ম অহঙ্কার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নেতৃত্বাদি গর্ব হারক।।২৫

ধর্ম্মেণায়ুর্যশঃ শ্রীরাণৃণ্যঞ্চাধিগচ্ছতি।
ধর্ম্মঃ শাশ্বতসৌখ্যর্দ্ধিমচ্ছোকমোহভয়াপহা।।২৬

ধর্ম্ম দ্বারাই পরমায়ূ যশঃ সম্পত্তি ও ঋণমুক্তি সংঘটিত হয়। ধর্ম্মই নিত্যশান্তি সিদ্ধিমান এবং শোকমোহ ভয় অপহারী।।২৬

ধর্ম্মো হি সত্যসঙ্গী স্যান্নিত্যধামনিবাসকঃ।
ধর্ম্মোহনাদিরাদির্বৈ নিত্যো নব্যঃ সনাতনঃ।।২৭

ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সঙ্গী ও নিত্যধামে বাসপ্রদ। ধর্ম্ম আদি ও অনাদি তাহা নিত্য নবীন ও সনাতন।।২৭

ধর্ম্মঃ সম্পূর্ণসৌভাগ্যসম্পত্তিপ্রতিপত্তিকৃৎ।
ধর্ম্মস্ত্বনর্থপৈশুণ্যমত্তমাতঙ্গকেশরিঃ।।২৮

ধর্ম্মই সম্পূর্ণ সৌভাগ্য সম্পত্তির প্রতিপাদক। ধর্ম্ম কিন্তু অনর্থ পৈশুণ্য রূপ মত্তহস্তির দলনে সিংহ স্বরূপ।।২৮

ধর্ম্ম ঈশমূলোহশ্বত্থশ্চানন্তস্কন্ধসংযুতঃ।
চৈতন্যফলপুষ্পাঢ্যশ্চাখণ্ডরসমণ্ডিতঃ।।২৯

ধর্ম্ম ঈশ্বরমূলী, অনন্ত শাখাপ্রশাখাদি সংযুক্ত অশ্বত্থবৃক্ষ স্বরূপ। তাহা চৈতন্য ফুলফল সম্পন্ন এবং অখণ্ড রসমণ্ডিত।।২৯

ধর্ম্মঃ কৃষ্ণপ্রণীতঃ স্যাৎ সৎপ্রেমফলদায়কঃ।
অব্যয়শ্চাবিনাশী যদৈকান্তিকৈকবল্লভঃ।।৩০

ধর্ম্ম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণীত। তাহা সৎপ্রেমফলদাতা এবং অবিনাশী। যাহা ঐকান্তিকদের একমাত্র প্রিয়।।৩০

ধর্ম্মোহত্র ব্যাসনির্ণীতো ভাগবতীয় উচ্যতে।
অন্যথাপরধর্ম্মাণাং বিস্তারৈঃ কিং প্রয়োজনম্।।৩১

ধর্ম্ম ইহ জগতে শ্রীবেদব্যাস কর্ত্তৃক নির্ণীত, তাহা ভাগবতীয় বলিয়া কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত অপর ধর্ম্মাদি বিস্তারের কি প্রয়োজন?।।৩১

সমুন্মূলিতজন্মাদিপাপসন্তাপসন্ততিঃ।
ধর্ম্ম এষ হ্যধোক্ষজসেবনোন্মুখ্যসম্ভবঃ।।৩২

এই ভাগবত ধর্ম্ম জন্মাদি পাপসন্তাপাদির বিস্তৃত মূলকে সম্যক প্রকারে উৎপাটিত করে। অধোক্ষজ শ্রীহরির সেবনোন্মুখতা থেকেই এই ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।।৩২

অপবর্গগতির্ধর্ম্মশ্চাপবর্গপতীশ্বরঃ।
পঞ্চমপুরুষার্থাঢ্যঃ কামাদিকৈতবাপহা।।৩৩

ধর্ম্ম অপবর্গের গতি এবং অপবর্গ পালনে ঈশ্বর স্বরূপ। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সম্পন্ন এবং কামাদি কৈতব শত্রুবর্গের ধ্বংসকারী।।৩৩

ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্ত ইতি কৃষ্ণানুশাসনাৎ।

বিচারে প্রাণীদের প্রতি সম্মান দানই হরির সন্তোষের কারণ। অপিচ দানমানাদির দ্বারা প্রাণীদের তর্পণ ধর্ম্মই বটে কিন্তু ইহাদের সম্যক সিদ্ধি কেবল হরিতোষণেই বিদ্যমান।৪৪

সিদ্ধান্তঃ- তদীয়ারাধনং পরতরধর্ম্মত্বেন নিশ্চিতমপি তত্তোষণং বিনা তন্ন সিদ্ধতি। তস্মাত্তদর্থমেব তদীয়ারাধনং পরধর্ম্ম ইতি সিদ্ধান্তঃ।।৪৫

সিদ্ধান্ত-তদীয় গুরুবৈষ্ণবদের আরাধনা পরতর ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইলেও হরিতোষণ বিনা তাহাদের পরতরধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য কৃষ্ণতোষণার্থে তদীয় সেবনাদিই পরতর বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।৪৫

ভাগবতশ্রবণং ধর্ম্মঃ যথা- ভাগবতমাহাত্ম্যে--

সর্ব্বসিদ্ধান্তনিষ্পন্নং সংসারভয়নাশনম্।

ভক্ত্যৌঘবর্দ্ধনং যচ্চ কৃষ্ণসন্তোষহেতুকমিতি সূতোক্তিতঃ তথা যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতো ভবাম্যহমিতি কৃষ্ণবাক্যতঃ তথাপিচ কৃষ্ণপ্রীতিকরং শশ্বৎ সাধনমিতি শৌনকবচনাচ্চ ভাগবতসেবনং হি তত্তোষকারণত্বেন পরমধর্ম্মতয়া নিশ্চিতম্।।৪৬

শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণই পরমধর্ম্ম। যথা ভাগবত মাহাত্মে-- যাহা সর্ব্বসিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন, সংসারভয় বিনাশন, ভক্তি তরঙ্গবর্দ্ধন এবং কৃষ্ণসন্তোষ কারণ স্বরূপ এই সূত উক্তি হইতে তথা কলিকালে যাহারা গৃহে নিত্য পঠনাদিক্রমে ভাগবতের পূজা করে আমি তাহাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকি। এই কৃষ্ণবাক্য হইতে তথা *নিত্যকাল কৃষ্ণপ্রাপ্তিকর সাধন স্বরূপ* এই শৌনক বচন হইতে ভাগবত শ্রবণাদিই কৃষ্ণসন্তোষের কারণে পরমধর্ম্মরূপে নিশ্চিত হয়।।৪৬

কৃষ্ণপ্রীতিকরত্বাচ্চ শ্রদ্ধয়া একাদশ্যাদি ব্রতাদি তথা কৃষ্ণজন্মযাত্রাদি পরিপালনং পরমধর্ম্মত্বেন নিশ্চিতম্। পরন্তু কেবলং বণিগ্বৃত্ত্যা তদাচরণানি ন ধর্ম্মত্বেন মন্যন্তে কৃষ্ণস্য সন্তোষাভাবাৎ।৪৭

কৃষ্ণপ্রীতিকর বলিয়া একাদশ্যাদি ব্রত তথা জন্মাষ্টম্যাদি যাত্রা পরিপালনও পরমধর্ম্ম হইলেও কিন্তু বণিকবৃত্তিতে সেই সেই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণসন্তোষের অভাব হেতু প্রকৃতধর্ম্মেরও অভাবই সূচিত হয়।৪৭

সর্ব্বাষামপি নদীনাং পতির্গতির্যথাম্বুধিঃ।

তথৈব সর্ব্বধর্ম্মাণাং পতির্গতিশ্চ মাধবঃ।।৪৮

সকল নদীর পতি ও গতি যেরূপ সমুদ্র তদ্রূপ সকল ধর্ম্মের পতি ও গতি হইলেন মাধব অর্থাৎ মাধব বিনা তাহাদের অন্য কোন পতি বা গতি নাই।।৪৮

ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।

মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপূণাতি হি।।৪৯

তস্মাৎ ধর্ম্মো ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা

সত্যং ন ধর্ম্মো হরিতোষণং বিনা।

তপো ন ধর্ম্মো হরিতর্পণং বিনা

শৌচং ন ধর্ম্মো হরিযাজনং বিনা।।৫০

দানং ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা

বিদ্যা ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা।

ব্রতং ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা

যোগো ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা।।৫১

যাগো ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা

স্বার্থো ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা।

জ্ঞানং ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা

কর্ম্মো ন ধর্ম্মো হরিসেবনং বিনা।।৫২

কৃষ্ণ বলেন, সত্যদয়াদি সমন্বিত ধর্ম্ম, তপস্যাযুক্ত বিদ্যাও আমার ভক্তিহীন হইলে আত্মাকে সম্যক্ রূপে পবিত্র করিতে পারে না। সেই কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, হরিসেবন বিনা ধর্ম্মও ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিতোষণ বিনা সত্য প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিতর্পণ বিনা তপস্যাও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিযাজন বিনা শৌচও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা দানধর্ম্মও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা বিদ্যাও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা ব্রতও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা যোগও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা যাগযজ্ঞও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা সাংখ্যও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা বৈদিকজ্ঞানও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে, হরিসেবন বিনা বৈদিককর্ম্মও প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে। ঈশ্বর কর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য, তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ।।৪৯-৫২

----ঃ০ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

শ্রীগৌরসুন্দরদশকম্

প্রফুল্লপঙ্কজেক্ষণং প্রদীপ্তচন্দ্রিকাননম্।

প্রসন্নভাবমন্দরং নমামি গৌরসুন্দরম্।।১

প্রফুল্ল কমলনয়ন, প্রদীপ্ত চন্দ্রিকা সমুজ্জ্বল বদন, প্রসন্নভাবের মন্দর স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি প্রণাম করি।।১

বিচিত্রকেশবেশবং বিচিত্রচিত্রবৈভবম্।

বিচিত্রকীর্ত্তিসাগরং নমামিগৌরসুন্দরম্।।২

বিচিত্র কেশ ও বেশধারী, বিচিত্র ভাবচিত্র বিভূতিশালী, বিচিত্র কীর্ত্তির সাগর শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি প্রণাম করি।।২

সুবর্ণসৎকলেবরং সুচিত্রচিত্রিতাম্বরম্।

সুরম্যসদ্গুণাকরং নমামি গৌরসুন্দরম্।।৩

স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল শোভন কলেবর, সুচিত্রিত অদ্ভুত বসনধারী, সুরম্যগুণের আকর স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি প্রণাম করি।।৩

বিচিত্রসম্প্রদায়কং বিচিত্রনৃত্যনায়কম্।

বিচিত্রদানসাগরং নমামি গৌরসুন্দরম্।।৪

বিচিত্ররাগ ভক্তি সম্প্রদায়ের অধিদেব, বিচিত্রসঙ্কীর্ত্তন নৃত্যের

কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ কোনটী-

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা বিনা সমস্ত অভিলাষ হী অন্যাভিলাষ বাচ্য হুয়ে। অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান হী জ্ঞান বাচ্য, তথা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা হী কর্ম্ম বাচ্য অটে। এসমস্ত ঠারু মুক্ত তথা কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল ভাবর সহিত ভজন হী উত্তমা ভক্তি । সেউঠারে শুদ্ধ ধর্ম্মবিচার অছি। সে প্রকৃতধর্ম্ম বাচ্য হুয়ে। যেমিতি মূলকু আশ্রয় করি বৃক্ষর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি জীবিত থায়ে সেমিতি ভগবৎপ্রীতিকু আশ্রয় করি সমস্ত ধর্ম্ম জীবিত থায়ে।

ভাগবত কহন্তি নিজ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মর সিদ্ধি হুয়ে হরিতোষণ। হরিতোষণ বিনা ধর্ম্ম সিদ্ধ হুই পারে নাহী। যে ধর্ম্মরে হরিতোষণ ভাব নাহী সেধর্ম্ম ধর্ম্ম বাচ্য নুঁহে। মূলর সম্বন্ধ হীনর অস্তিস্ত স্বীকার কোন পণ্ডিত করন্তি? করন্তি নাহী। যেমিতি পতিসেবা হী সতীর মূলধর্ম্ম সেঠী ছাড়ি অন্যর সেবা দ্বারা তাঙ্কর সতীত্ব রক্ষা হই পারে নাহি। সেমিতি ধর্ম্ম মূল কৃষ্ণঙ্কর প্রীতি সম্বন্ধহীনর ধর্ম্ম প্রাণহীন হুয়ে। যাঙ্কু ধরিবা হেতু ধর্ম্ম সংজ্ঞা হুয়ে তাঙ্ক প্রতি ভক্তি ভাব হলে মধ্য প্রকৃত ধর্ম্ম সংজ্ঞা হুয়ে। জন্মদাতা পিতাঙ্কু যে পুত্র মানে নাহি সেপুত্রর পুত্র সংজ্ঞা হুয়ে নাহি। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি হি ধর্ম্ম বাচ্য হুয়ে। তাঙ্কর বিষয় হউন্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় হুয়ে কৃষ্ণদাস জীব। আশ্রয় বিষয় বিনা রইবা পারে নাহি। যেমিতি সতীর প্রীতি বিষয় হুয়ে পতি। সেই পতি বিনা অন্য পুরুষ তাঙ্কর প্রীতির বিষয় হুয়ে নাহি। যদি হুয়ে তেবে সেটা সতীধর্ম্ম হুয়ে নাহি। অধর্ম্ম হুয়ে মাত্র। তার পরিণাম ইহলোকে নিন্দা ও পরলোকরে নরকগতি দুর্গতিভোগ। যেউঠারু নরকগতি নিন্দা হুয়ে তাঙ্কু কোন পণ্ডিত ধর্ম্ম কহন্তি নাহি। সেঠীপাই সিদ্ধান্ত হুয়ে আশ্রয় সর্ব্বদা হী বিষয়ঙ্কু শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিযোগরে সেবা করিবে, সেবাধর্ম্ম দ্বারা ধারণ করিবে। সেই ধারণ হী ধর্ম্ম বাচ্য অটে। সেঠী হলা সাধন ভজনর প্রকৃত উদ্দেশ্য। আরাধ্য প্রসন্ন হলে মধ্য ধর্ম্ম সিদ্ধ হুয়ে। জীব মধ্য প্রসন্ন হুয়ে। যে গতি প্রকৃত গন্তব্যহীন সে গতির মূল্য নাহি। সেগতি দুর্গতি বাচ্য, সেঠী মধ্য মনোদুঃখর কারণ, সেঠারে সাফল্য নাহি। অমর হইবাপাই অমৃত হী পেয় হুয়ে। সেঠারে বিষ পান করি কেমিতি অমর হুই পারে? কদাপি পারে নুঁহি। সেমিতি যে ধর্ম্ম করি জীবমানে জন্মান্তরে পতিত হউন্তি, মত্যুর অধীন হউন্তি সেঠী প্রকৃত ধর্ম্ম নুঁহে। যে ভজন সাধনে হুয়ে নরক পতন। সেঠী ধর্ম্ম বাচ্য নাহি হুয়ে কদাচন। ভজনর উদ্দেশ্য স্বরূপে অবস্থিতি। স্বরূপে বসিলে সিদ্ধ হুয়ে ধর্ম্ম গতি।।

---ঃঃঃ---

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধত্বের কারণ

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মথুরা ও দ্বারকাধামে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ স্বরূপে নিত্য বিলাস করেন। স্বয়ং ভগবানই তিনটি ধামে ত্রিবিধ স্বরূপে বিহার করেন। যদি প্রশ্ন হয়, স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ংরূপেই স্বকীয় বৃন্দাবনধামে বিহার করুন তাহাতে অভিযোগ নাই কিন্তু ত্রিবিধধামে কেন বিহার করেন বা কেন স্বয়ং রূপে না থাকিয়া অন্য স্বরূপে বিহার করেন ? তবে কি তিনি ভক্তভেদে তাঁহার প্রকাশ ও ধামভেদ স্বীকার করেন? হাঁ। তিনি রসরাজ, সর্ব্বসমর্থ্য, স্বতঃবিলাসী। লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্। তিনি ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির নিদান। মাধুর্য্য বিলাসে তিনি ব্রজেশ্বর, ঐশ্বর্য্যবিলাসে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ এবং ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য বিলাসে দেবকীনন্দন। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যাধিপতি হইলেন দ্বারকাধীশ আর মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যাধিপতি হইলেন মথুরাধীশ। যেরূপ উদয় শঙ্কর একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তজ্জন্যই তাহার প্রসিদ্ধি। তিনি একজন সমাজিক ও সাহিত্যিকও বটে। তাহা হইলেও তিনি নাট্য কাররূপেই প্রখ্যাত। ভিন্নস্থানে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারিতা বিদ্যমান্। তথাপি জনসমাজে তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। তদ্রূপ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের স্বয়ংরূপ হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই স্বয়ং ভগবান্ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তিনি স্বয়ংরূপ হইলেও সময় বিশেষে রসাস্বাদন প্রয়োজনে স্বয়ংরূপত্ব আচ্ছাদন করতঃ তদেকাত্মরূপ প্রকাশ করেন। যেরূপ রাজা সময় বিশেষে রাজবেশ ছাড়িয়া সেনাপতিবেশে সেনাদের নেতৃত্ব করেন। কখনও বা সদ্মবেশে লোকগতি পরীক্ষা করেন। সদ্মবেশে বা সেনাপতিবেশে থাকিলেও তাঁহার রাজধর্ম্মের হানি হয় না কিন্তু সেই সেই কালে তাঁহার রাজধর্ম্মের প্রকাশ থাকে না। না থাকিলেও তিনি রাজাই। তদ্রূপ সাধারণীরতি বিলাসে তিনি মথুরাধিপতিত্ব এবং সমঞ্জসারতি বিলাসে দ্বারকাধিপতিত্ব তথা সমর্থারতি বিলাসে বৃন্দাবনাধিপতিত্ব প্রকাশ করেন। যেরূপ রাজবেশে সেনাপতিত্ব তথা লোক গতিজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না তদ্রূপ সমর্থারতিবিলাসী স্বরূপে সাধারণীরতি বিলাস ও সমঞ্জসারতি বিলাস শোভা পায় না। সেই সেই বিলাসের জন্য উপযুক্ত স্বরূপ স্বভাবাদি প্রয়োজন, অন্যথা হয় না। যেরূপ রাজবেশে হরিদাসের অভিনয় তথা হরিদাসবেশে রাজার অভিনয় যথার্থক হয় না। তবে অভিনয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি নানা প্রকার অভিনয় করেন তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ও স্বয়ংরূপে, তদেকাত্মরূপে ও আবেশস্বরূপে লীলা করিয়া থাকেন। তদেকাত্ম ও আবেশ স্বরূপের লীলাকালে তাঁহার স্বয়ংরূপত্বের প্রকাশ থাকে না। যেরূপ রাজা কখনও নিজ শিশু সন্তানকে আনন্দিত করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে খেলা করেন কিন্তু সেকার্য্য রাজদরবারে হয় না হয় অন্তর্মহলে। তিনি গৃহস্থ বলিয়া কখনও অন্তর্মহলে প্রিয়ার সঙ্গে রসবিলাসও করেন তবে সেকার্য্যের জন্য নির্জনস্থান নির্ধারিত থাকে এবং বেশভূষাদিও অবশ্য ভিন্নই হইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র ভোক্তা। ভোগ্যের বৈচিত্র্যের সঙ্গে ভোক্তার বৈচিত্র্যও স্বীকার্য্য হয়। অতএব ত্রিবিধ রতিবিলাসের জন্য ত্রিবিধধামের

যদি উকিলের পুত্র উকালতি না পড়ে তাহা হইলে কেবল উকিলের পুত্র বিচারে উকিল বলা যায় না বা তাহার উকিলত্ব সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ যাহার চিত্তে রাগোদয় হয় নাই তাহার রাগাভিমান বাচালতা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ প্রভাবে সকল জীবকে রাগাধিকারে প্রতিষ্ঠা দান করেন। কিন্তু সেই শক্তি না থাকায় কেবল মাত্র **রাগ দলিলনামা** দিলেই শিষ্য রাগাধিকারী হয় না। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল। এই ন্যায়ে ক্রমপন্থা বিনা কেবল বৃথা অভিমানে বন্ধার জননীত্ব, নপুংসকের পুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না তদ্রূপ অনর্থগ্রস্তেরও রাগভজনে অধিকার হয় না। বিধি পথে চলিতে চলিতেই রাগরাজ্যে প্রবেশ হয়। যেরূপ দিল্লীগামীর পক্ষে দিল্লীর মার্গই অনুসরণীয় কিন্তু গমনকারী দিল্লীগামী মার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। তিনি কি এক লম্ফে সেই মার্গে উপস্থিত হইতে পারেন? কখনই না। তাহাকে গৃহ হইতে অন্য মার্গ ধরিয়া দিল্লীর মার্গ ধরিতে হয় তবেই তিনি দিল্লীতে পৌঁছাইতে পারেন তদ্রূপ যে সাধকে রাগ উদিত হয় নাই সে সাধককে বিধিযোগে ক্রমপন্থায় রাগমার্গে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার রাগধর্ম্ম শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না। বিধির উদ্দেশ্য আরাধ্যে রাগ উদয় করান। অতএব রাগলিপ্সু পক্ষে রাগপ্রাপক বিধিই অনুপালনীয় অর্থাৎ বিধি পথে ভগবানের অর্চ্চনাদি করণীয়। যেরূপ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবের উদয় হয়। কেবল জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যথাকালে দ্বিজ সংস্কারদি যোগে বেদ অধ্যয়ন করতঃ বেদ জ্ঞান লাভ করিলেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ বেদজ্ঞ এব ব্রহ্মণঃ। তদ্রূপ বৈষ্ণবীয় সদাচার সিদ্ধির জন্য সংস্কার প্রয়োজন। বেদ অধ্যয়ন করিতে যেরূপ দ্বিজত্বের প্রয়োজন তদ্রূপ বিধিপথে অর্চ্চনে বৈষ্ণবীয় দ্বিজত্বের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থাকে। একথা যাহারা অমান্য করেন তাহারা শাস্ত্র গুরুলঙ্ঘী ধর্ম্মধ্বজী, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী মাত্র। অপরদিকে ভাগবতের প্রামাণ্য যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ব্রহ্মগায়ত্রীও স্বীকৃত হয়। সেখানে নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি পদে দেবস্য ধীমহি পদ, স্বরাট্ পদে ভর্গঃ পদ, মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ পদে বরেণ্য পদ, যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা পদে ভূর্ভুবঃ স্বঃ পদ, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে পদে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ দ্বিজ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া কামবীজ গান করেন। অপিচ কামবীজ মন্ত্রসেবায়ও দ্বিজত্বের প্রয়োজন। যদি প্রশ্ন হয়, তবে কেন অন্যে দ্বিজসংস্কার দেন না। তাহার কারণ অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্য। যেরূপ মন্ত্রজীবী দ্বিজগণ অনধিকারী বিচারে শিষ্যকে মন্ত্র দেন মাত্র, সংস্কার দেন না। কারণ তাহারা সংস্কারের অযোগ্য। কখনও বা মাৎসর্য্যবশে নিজে ব্রাহ্মণ অভিমানে স্ফীত হইয়া শূদ্রাদিজ্ঞানে শিষ্যকে দ্বিজ সংস্কারাদি দেন না। আর স্বতঃ রাগধর্ম্মীর এই দ্বিজত্বাদি সংস্কারের অপেক্ষা থাকে না। থাকিলেও দোষ নাই, আপত্তিও নাই। কারণ তিনি বিধি প্রাপ্য রাগকে প্রাপ্ত হইয়াছে। রাগপ্রাপ্ত পক্ষে কৃষ্ণের উপদেশ- জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত, কৃষ্ণভক্ত ও নিরপেক্ষ না হইলে তাহার পক্ষে আশ্রমাচারাদি ত্যাজ্য নহে। **জানিবেন জ্ঞাননিষ্ঠ এবং বিরক্তেরও পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র বর্ণাদি সংস্কার ছিল তাহা না হইলে ত্যাগের কথা আসে না।** পূর্ব্বে ছিল বলিয়াই তাহা ত্যাগের বলিয়াছেন। রাগাচার্য্য প্রধান শ্রীরূপসনাতন গোস্বামিপাদগণ কৃষ্ণানুরাগী হইয়াও গৃহস্থ আশ্রমে থাকা কালে তাঁহারা যথাবিধি বর্ণাশ্রমাচারাদি পালন ও ভগবদর্চ্চনাদি করিয়াছেন।

বৈরাগ্য পথে তাঁহারা কেবল কন্থা কৌপিনাশ্রয়ে ব্রজে ভজন করেন। অতএব নির্ম্মল রাগোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিধিপথে ভগবদর্চ্চনাদি বৈধভক্ত্যাঙ্গ যাজন কর্ত্তব্য। কোন অকালপক্ক যদি সনাতন গোস্বামিপাদের অনুকরণ করেন তাহা কখনই সদাচার বলিয়া স্বীকৃত হইবে না, তাহা নূন্যাধিক অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। অতএব শ্রীল প্রভুপাদ অনুদিত রাগসাধকের জন্য শাস্ত্রদৃষ্টে এইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন। তিনি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, অনেকে তত্ত্বতঃ ও সত্ত্বতঃ অনধিকারী ও সাধনায় অধম হইয়াও উত্তমাভিমানে ব্যভিচারধর্ম্মের আবাহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহারাই সখীভেকী সহজিয়াদি। তাহারা আচরণে ও অভিজ্ঞানে জঘন্য হইলেও প্রবচনে ও অভিমানে বরেণ্য। বস্তুতঃ ভজনে প্রগতিই ভক্তকে শ্রদ্ধা হইতে রাগদশায় উপনীত করে। যতই মেধাবী হোক না কেন ক্রমপন্থা বিনা কেহই চরম পর্য্যায়ে উপস্থিত হইতে পারে না। বেদপাঠীর দ্বিজসংস্কার এবং কৃষ্ণার্চ্চকের দ্বিজ সংস্কার এক নয়। যেরূপ একই পাঠ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্নরূপে আলোচিত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মগায়ত্রী বেদপাঠীর পাঠ্য হইলেও তাহা বৈদিক অর্চ্চকের সেব্যও বটে। সেখানে ভাবভেদ ও অর্থভেদ বিদ্যমান্। যেরূপ একই মহামন্ত্রদাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীর গেয় হইলেও সেখানে ভাবভেদে মন্ত্রার্থভেদ বিদ্যমান্। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।। যেরূপ কাঁসা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণে পরিণত হয় তদ্রূপ দীক্ষা বিধানে নরমাত্রেরই দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। এই বাক্যে দীক্ষিত বৈষ্ণবের ভগবতদর্চ্চনে পারমার্থিক দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা বৈদিক দ্বিজত্ব মাত্র নহে। যেরূপ বিবাহিত নারীর সধবাত্ব সিদ্ধিতে শাঁখা সিন্দূর ধার্য্য হয় তদ্রূপ দীক্ষিতেও দ্বিজত্ব সিদ্ধিতে দ্বিজ সংস্কার ধার্য্য হয়। ইহাই সনাতন বিধি। কোন ব্রাহ্মণ অজামিলের ন্যায় দ্বিজধর্ম্ম ও সংস্কার ছাড়িয়া শূদ্রাচারে লিপ্ত হইয়াছে। তাহার বংশ পরম্পরায় শূদ্রত্বের প্রচার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐবংশীয় কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি সদাচারে দ্বিজ সংস্কারাদি ধারণ করে তাহা হইলে সেই বংশীয়

এক কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে পাতকীর সাধ্য নাহি তত পাপ করে। এই ধর্ম্মবলে যাহারা স্বার্থান্ধ হইয়া পাপাচরণ করে তাহারাই জ্ঞানপাপী। জ্ঞানপাপীদের অনুষ্ঠান কখনই ধর্ম্মীয় হইতে পারে না। অন্যকামী করে যদি কৃষ্ণের ভজন। না চাহিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।। এইবাক্যে কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার লক্ষণ বিদ্যমান। এই দৃষ্টান্তে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির অভিলাষ না করিয়া অন্য অভিলাষে ভজন ক্রিয়া কৃষ্ণানুশীলন বাচ্য নহে। যাহারা অজামিল সাজিয়া পাপাচরণ ও পুত্রাদির সঙ্কেতে কৃষ্ণনাম করে তাহাদের ঐ নাম উচ্চারণ জ্ঞানপাপিতা মূলে কৃত হয় বলিয়া প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন বাচ্য নহে। পুত্রের নাম করিয়া গর্ভবতীর পিষ্টক ভোজনের ন্যায় ঠাকুরসেবার নাম করিয়া নিজেদের অবান্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণনামাদি কীর্ত্তনও প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন বাচ্য নহে। গুরুবৈষ্ণব সেবার উদ্দেশ্যও যদি কৃষ্ণ তোষণময় না হয় তাহা হইলে তাহা কৃষ্ণানুশীলন বাচ্য নহে। তাদৃশ গুরু বৈষ্ণবসেবা সূক্ষ্মরূপে অপরাধমূলক বলিয়া ধর্ম্মবাচ্যও নহে। ভাগবতে মনু মহারাজ ধ্রুবকে বলেন, তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু। সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি।।

গুরুজনদের সেবায় তিতিক্ষা, অজ্ঞ প্রতি কৃপা, সম ব্যক্তির প্রতি মৈত্র এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শন দ্বারা সর্ব্বত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হন। এইবাক্যে ভগবানের প্রসন্নতাই প্রয়োজন। তজ্জন্যই গুরুসেবার্থে সহিষ্ণুতাদি ক্রিয়ার প্রকাশ কিন্তু যদি গুরুসেবাদির উদ্দেশ্য কৃষ্ণসন্তোষণ না হয় তাহা হইলে তাদৃশ ভাবাদি কৃষ্ণানুশীলন বাচ্য নহে। জীবে দয়ারও তাৎপর্য্য যদি কৃষ্ণ তোষণ না হয় তাহা হইলে তাহাও ধর্ম্ম বাচ্য নহে। কারণ সকল প্রকার ধর্ম্মের সিদ্ধি হরিতোষণেই বিদ্যমান্। হরিতোষণ না হইলে সেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সকলই বৃথাড়ম্বর মাত্র। বৃথৈব তদ্‌যেন ন তুষ্যতে হরিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভক্তিযোগময়। তাহার অনুশীলনও প্রধান কৃষ্ণানুশীলন। যেহেতু ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ভগবান প্রীত হইয়া নিজকে পর্য্যন্ত দান করেন। যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ। স্থানবিশেষে চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সদ্যহৃদ্যবরুদ্ধতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি স্তৎক্ষণাৎ।। কিন্তু ভাগবতজীবীদের ভাগবত অনুশীলন ধর্ম্ম বাচ্য নহে। কারণ ভাগবতজীবীগণ প্রচ্ছন্ন পাপীতে গণ্য। ধর্ম্ম ও অর্থ সিদ্ধির অভিলাষে ভাগবত প্রবচনাদিও প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন বাচ্য নহে। অর্থার্থে মথুরাদি তীর্থে গমন, পরার্থে কৃষ্ণপূজন, মন্ত্রজপাদিতে কৃষ্ণানুশীলন স্বভাব নাই। কৃষ্ণ বাক্যে তাহারা মহামুর্খ। কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ।। এই বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, বাঞ্ছাকল্পতরুস্বরূপে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিলেও প্রকৃত পক্ষে সকামভক্তি দ্বারা কৃষ্ণ সুখী হন না। তথা ত্রিবিধ গৌণভক্তি দ্বারাও কৃষ্ণ প্রসন্ন হন না। কারণ গুণধর্ম্মীগণ ভেদদর্শী, ভগবানে আত্মবুদ্ধি রহিত ও তাঁহার সুখ তাৎপর্য্য শূন্য। তাহাদের ভক্তির অনুষ্ঠানে কৃষ্ণানুশীলনের তাৎপর্য্য নাই। পক্ষান্তরে তাহারা নিজ নিজ স্বার্থ অনুশীলনে তৎপর ও সত্বর। হরিতোষণই সর্ব্বধর্ম্মের মূল ও প্রাণ। যে যে ধর্ম্ম কর্ম্মে হরিতোষণ ব্যাপার নাই তাহা তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বাচ্য নহে। অতএব হরিতোষণ তাৎপর্য্য রহিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময় ধর্ম্মানুষ্ঠানও মিথ্যাচার মাত্র। তাদৃশ ধর্ম্ম প্রাণহীন। এককথায় ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিকামীদের কৃষ্ণানুশীলন ধর্ম্মধ্বজিতা মাত্র। পাত্র দোষে পাণীয় দূষিত হয় পুনশ্চ বিষাক্ত পাণীয় দোষেও পাত্র দূষিত হয়। তদ্রূপ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাসনাযোগে ভক্তি দূষিত ও মলিন হয়, তাহাতে শুদ্ধি থাকে না। শুদ্ধির অভাবে তাহা কৃষ্ণের সন্তোষের কারণও হয় না। পঞ্চোপাসকগণ নূন্যাধিক পাষণ্ডধর্ম্মী। তাহাদের কৃষ্ণপূজাদিও প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণানুশীলন তাৎপর্য্যপর নহে। নামাপরাধ ও নামাভাসেও প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন হয় না। কারণ সেখানেও কৃষ্ণানুশীলনের তাৎপর্য্য নাই। সাধুনিন্দাদি যোগে তথা সঙ্কেতাদিক্রমে যে কৃষ্ণনামাদি কীর্ত্তিত হয় তাহাতে কৃষ্ণানুশীলনের মুখ্য তাৎপর্য্য কৃষ্ণতোষণ ব্যাপার নাই। তাদৃশ অপরাধ ও আভাস যুক্ত নামকীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রীতি ও তৎপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় না। সার কথা- স্বার্থের গতি ও পতি কৃষ্ণ। কৃষ্ণপ্রীতিই কৃষ্ণদাসজীবের একমাত্র স্বার্থ। তাহা বিনা অবান্তর স্বার্থপরতামূলে যাহা কৃত হয় তাহা ধর্ম্ম বাচ্য নহে। যেরূপ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন। জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্য যথার্থ সাধ্য, সাধন ও প্রয়োজন নির্ণয়ন ও আচরণ। আচরণ দ্বারাই স্বরূপে সমবস্থান। কারণ আচারই ধর্ম্মকে সিদ্ধ করে। তাহাতেই অধ্যয়নের সম্পূর্ণ সার্থকতা বিদ্যমান। অন্যথা অধ্যয়ন উদ্দেশ্যহীন ও বৃথা হয়। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন বিনা জীব যাহা কিছু করে তাহা পরিণামে অভীষ্টসিদ্ধির পরিবর্ত্তে দুঃখতাপেরই কারণ হইয়া থাকে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ়স্য ধর্ম্মাচারো ন সিদ্ধ্যতে। গতিজ্ঞান বিহীনস্য গতির্বৃথৈব নান্যথা।। যাহার গন্তব্য জ্ঞান নাই, মার্গ জ্ঞান নাই, তাহার গতি কখনই গন্তব্য প্রাপ্তি করাইতে পারে না। তাহার গতিতে শ্রমই সার হয় মাত্র। পক্ষে কৃষ্ণদাসত্বে নিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণপ্রীতিকামীর কৃষ্ণনামকীর্ত্তনাদি সকলই পরম শুদ্ধ ও সিদ্ধিপ্রদ তথা কৃষ্ণসন্তোষকর, তাহাই যথার্থ কৃষ্ণানুশীলন এবং তাহাতেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও ভৃত্য লক্ষণ বিদ্যমান্।

কৃষ্ণদাস্যং সমাশ্রিত্য তত্তুষ্টিভক্তিতৎপরঃ।
তদ্ধর্ম্মসিদ্ধির্জন্মনঃ সাফল্যঞ্চ সমশ্নুতে।।
কৃষ্ণদাস্যপরা যে চ তত্তোষভক্তিনিষ্ঠিতাঃ।
শুদ্ধং সিদ্ধিপ্রদং সত্যং তেষাং কৃষ্ণানুশীলনম্।।

সর্ব্বান্তঃকরণে কৃষ্ণদাস্যকে আশ্রয় করতঃ তাঁহার সন্তোষকরী ভক্তি তৎপরই ধর্ম্মসিদ্ধি ও জন্মসাফল্য লাভ করে। যাঁহারা কৃষ্ণদাস্যপরায়ণ, যাঁহারা তাঁহার সন্তোষজননী ভক্তিতে

সমস্যার সমাধান আর কে দিতে পারেন? সমাধানকর্ত্তা বলিয়া তিনি সকলের প্রধান পদবীযুক্ত পরমেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ। তাঁহাতে আছে অবধান ও অবদান। অবধান না থাকিলে অবদান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের শোক কাতরতার অবধান কল্পে অবদান নিদান। তাই তাঁহার সন্নিধান সর্ব্বমান্যতা ক্রমে জগদ্গুরুত্বের ভূমিকায় অবস্থিত। জীবের শোকের কারণ স্বতন্ত্রাভিমানকে চূর্ণ করতঃ গুরুত্বের অভিযান সকল প্রকার আপত্তিরহিত, বিপত্তিবর্জ্জিত তথা সম্পত্তিসজ্জিত, শরণাপত্তি ভিত্তিরূপ শান্তিরাজধানীতে সংস্থিতি নিষ্পত্তি লাভ করে। কৃষ্ণ সখ্যশালিন্য মণ্ডিত, বীরত্ব কৌলীন্য দর্পিত অর্জ্জুনের অনাত্ম্য শোকমালিন্য চিত্তপ্রবোধন ও প্রসাধনে, মোহনিবারণে, সন্দেহ নিরাকরণে স্বরূপের স্মৃতি পরিবেশনে তথা কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্ধারণে শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব অনন্যসিদ্ধ মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সকল প্রকার ভেদজ্ঞানের মর্ম্মভেদী বাণস্বরূপ। তাহা কাম্যকর্ম্মচ্ছেদী নিত্য শর্ম্মবেদী ধর্ম্মগদী স্বরূপও বটে। অবিদ্যা কাম্যকর্ম্মে বিবাদী বিষাদী ও (নিষাদ-জীবহিংসুক)নিষাদীদের চিত্তপ্রসাদীকরণে কৃষ্ণের গুরুত্বের মর্য্যাদা অপরিসীম। জীবের কার্পণ্য দূরীকরণে(দৈন্য দূর করিতে), ব্রহ্মণ্যগুণ ভূরীকরণে(ব্রহ্মণ্যগুণের প্রাচুর্য্য বাড়াইতে), সৌজন্য সজ্জীকরণে(সুজন ভাবের সজ্জা রচনায়), সৌখিন্য তুর্য্যীকরণে(সুখ বিলাসকে চতুর্থ ভূমিকায় আনিতে), বদান্য বর্য্যীকরণে(দানবীরত্বকে শ্রেষ্ঠ করিতে), স্বভাবে দৈন্য দাক্ষিণ্য পুঞ্জীভূতকরণে(স্বভাবে দৈন্যদয়াদিকে পুঞ্জীভূত করিতে),ব্যবহারে সাদ্গুণ্য সন্ধীকরণে(ব্যবহারে সদ্গুণাদির সংযোগ করিতে), চরিত্রের বরেণ্য বৈধীকরণে(চরিত্রের বরেণ্যভাবকে বিধি সঙ্গত করিতে) তথা স্বরূপের শারণ্যসৌধের মৌলীকরণে অর্থাৎ স্বরূপধর্ম্মে শরণ্যতাকে সৌধ ও শিরোভূষণ করিতে কৃষ্ণের গুরুত্ব বিহার এক অভিনব প্রভুত্বপূর্ণভূমিকায় অবস্থিত। তাঁহার উপদেশরীতি শ্রেয়ঃসৃতিতে সংস্থিতিক্রমে নিত্য সিদ্ধভাবের ব্যবস্থিতিতে প্রগতিশীল। তাঁহার গুরুত্বকৃতি সুকৃতিদের দুষ্কৃতি ও বিকৃতি নাশিনী, প্রকৃতির পরিস্কৃতি বিলাসিনী ও মায়িক গতির নিষ্কৃতি দায়িনী। তাঁহার গুরুত্ব গৌরব রৌরবগতি রুদ্ধকারী ও কৌরবনীতি বিদ্ধকারী। তাঁহার গুরুত্ব চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থভোগে কুধী ও কৃপণধীদের নিজ চরণারবিন্দের শরণাগতিতে সুধীত্ব তথা একান্ত আনুগত্য ভজনে উদারধীত্ব সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত স্বরূপ। তাঁহার ক্রমশিক্ষা সমীক্ষা,তথা পরীক্ষাক্রমে জীব শুদ্ধ শিষ্যত্বের বিশুদ্ধ ভূমিকায় পদার্পণ করে। শিশ্নোদরপরায়ণতা ক্রমে জীব জন্মান্তরবাদে পতিত হয় আর কৃষ্ণের শিষ্যাচার পরায়ণতা ক্রমে পুনরাবৃত্তিরূপ জন্মান্তরবাদ খণ্ডিত হয়। কারণ তত্ত্বে জ্ঞাতে ক্বঃ সংসারঃ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে সংসার থাকে না।

মহান্ত গুরুস্বরূপে যে তত্ত্ব উপদিষ্ট হয় তাহাতে শিষ্যত্ব শুদ্ধ হয় আর জগদ্গুরুরূপে তাহা প্রসিদ্ধ হয়। কৃষ্ণই জগদ্গুরু। তাঁহার জগদ্গুরুত্বেই ভগবত্তা বিলাস বিদ্যমান্। জগদ্গুরুত্ব বিলাসেই শিষ্যের কৃতার্থতা সংশয় শূন্য। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণই আদি গুরু। গুরুত্ব তাঁহার এক প্রকার ভগবত্তা বিশেষ। তাহা দৈব বা জৈব নহে। গীতা বহুমুখী তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিনী ও প্রদর্শিনী রূপে সজ্জনতোষণী, তত্ত্বামৃতপ্রবর্ষিণীরূপে জগজ্জননী। মায়া হইতেই জীবের সংসারদশার কষাঘাত প্রবর্ত্তিত হয় আর মায়াধীশ কৃষ্ণের শরণাগতি ও ভক্তি ক্রমেই তাহা বিলীন হয়। অতএব সংসার তমসাঘোরে শ্রেয়োমার্গহারা, স্বরূপের কর্ত্তব্য বিষয়ে দিশাহারা, আত্মহারা জীবপক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানালোকের আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই নাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ত অর্জ্জুনের প্রাণসখা হয়।
সারথি হইয়া তার রথটী চালায়।।
কর্ত্তব্যবিমূঢ় হৈয়া পার্থ অতঃপরে।
শরণাগত হইয়া শ্রেয়ঃ প্রশ্ন করে।।
কৃষ্ণ তদা গুরু হৈয়া তাঁরে জ্ঞান দেয়।
সেই জ্ঞানে অর্জ্জুনের চিত্ত সুস্থ হয়।।
পরিশেষে সেব্য রূপী কৃষ্ণের চরণে।
শরণ লইতে তাঁরে প্রবোধে আপনে।।
কৃষ্ণেতে শরণাগতি সর্ব্বধর্ম্মময়।
তাহাতেই জীব তাঁর শান্তিধাম পায়।।
ধর্ম্মমূল শ্রীগোবিন্দ তাঁহার শরণে।
নিত্য শান্তি গতি প্রীতি জানে বিজ্ঞজনে।।
সময় বিশেষে কৃষ্ণ বান্ধব সারথি।
গুরু সেব্যরূপে জীবে দানে শ্রেয়ো বীথি।।
সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণই শরণ্য সবার।
ইহাতে সন্দেহ যার তার দুঃখ সার।।
যেবা নাহি মানে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধান।
ব্যর্থ তার জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম ধ্যান জ্ঞান।।
অগতির গতি কৃষ্ণ অনাথের নাথ।
তাঁহার শরণ বিনা ব্যর্থ মনোরথ।।
স্বতন্ত্র কর্ত্তৃতাভিমানের কারণে।
জীব দুঃখী অপমানী হয়ত জীবনে ।।
কৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব যেবা স্বীকার করয়।
সেই সুধী সর্ব্বভাবে সুখসিন্ধু পায়।।
পার্থে লক্ষ্য করি কৃষ্ণ সার উপদেশে।
ইহাতে বিমুখ দুঃখী হয় নিজদোষে।।
সর্ব্বকার্য্যে মাধরের লহ ত শরণ।
তাহাতেই সর্ব্ব সমস্যার সমাধান।।
স্বরূপেতে ব্যবস্থিতি যার অভিলাষ।
সেজন সাদরে হয় শ্রীকৃষ্ণের দাস।।

--ঃ০ঃ০ঃ০ঃ--

সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম।
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।। এতাদৃশ রাধাভাবাস্বাদনের নিত্যসঙ্গী রাধার নিত্যসঙ্গিনী ললিতা বিশাখাদির অবতার স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দাদি। ইহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায় শুনে পরম আনন্দ।।
রাত্রী হৈলে স্বরূপ রামানন্দ লৈঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া।।
স্বরূপ রামানন্দ- এই দুই জন লৈঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া।
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ।।চৈঃ চঃ অঃ১১/১২
এইমত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপরামানন্দ সনে ।।
অতএব গৌরে রাধাভাবই স্থায়ীভাব।

----ঃঃঃঃ----

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনির্ণয়

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী। শেষশ্চ যস্যাংশকলা স নিত্যানন্দাখ্য রাম শরণং মমাসস্তু।। সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশ, ক্ষীরোদকশায়ী এবং শেষ তাঁহার অংশ ও কলা স্বরূপ সেই নিত্যানন্দাখ্য বলরাম আমার শরণ হউন।।
চৈঃ চঃ- আঃ ৭ম
সেই নন্দসুত ইঁহ চৈতন্যগোসাঞি।
সেই বলদেব ইঁহ নিত্যানন্দ ভাই।।২৯৫
বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায়।।২৯৬
তাৎপর্য্য- বলদেব সুহৃৎসখা। তাহাতে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃভাবে বাৎসল্য বর্ত্তমান। অতএব বলদেবভাবে নিত্যানন্দেও বাৎসল্যরস মূর্ত্তিমান। বস্তুতঃ সখ্যভাবই তাঁহাতে মূখ্যতা প্রাপ্ত। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ভাজন সিদ্ধান্ত সম্রাট শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও ভাব নির্ণয়ে তাঁহার তিনটি ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা প্রীতিসন্দর্ভে পার্ষদদের ভাব বিবরণে- শ্রীবলদেবস্য সখ্যবাৎসল্যভক্তয়ঃ। অত্র চ তস্য ব্রজে সখ্যান্তর্ভূতে বাৎসল্যভক্তী জ্ঞেয়ে। বাল্য মারভ্য সহ বিহারাতিশয়াৎ। যদুপুর্য্যাঞ্চ ভক্ত্যন্তর্ভূতে বাৎসল্যসখ্যে। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশময়লীলাবিস্কারাৎ। অর্থাৎ
শ্রীবলদেবে সখ্য বাৎসল্য ও ভক্তিভাব অর্থাৎ দাস্যভাব বর্ত্তমান। এখানে বাল্যকাল হইতে ব্রজে কৃষ্ণের সঙ্গে বিহারাতিশয়ত্ব নিবন্ধন বাৎসল্য ও দাস্য ভাবের অন্তর্গত সখ্যভাব। যদুপুরে ঐশ্বর্য্য লীলাবিলাসে বাৎসল্য ও সখ্যভাবের অন্তর্গত ভক্তিভাব।। **অতএব ব্রজলীলায় বলদেব কৃষ্ণের মধুররসসঙ্গী নহেন। সুতরাং সেই ভাবে নিত্যানন্দও গৌরের মধুররসাস্বাদন সঙ্গী নহেন।।**
যথা চৈঃ চঃ-
রাধাভাব আস্বাদিতে হৈলা সেই মূর্ত্তি।
দূরে থাকি নিত্যানন্দ করিলেন স্তুতি।। ইত্যাদি পদ্যই তাহার জলন্ত প্রমাণ।এতদ্ব্যতীত অন্তলীলায় মহাপ্রভু কেবল স্বরূপ ও রামানন্দের সহিতই নিজ বাঞ্ছিত রস আস্বাদন করিয়াছেন। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, গদাধর প্রভু তথা শ্রীবাসাদি কেহই থাকিতেন না।
কৃষ্ণ বলরাম একত্রে যে রাস করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণ মাত্র। ইহ জগতেও দেখা যায় যে, ভ্রাতৃগণ সহ ভ্রাতৃবধূগণও একত্রে গীতাদি করেন তাহা সঙ্গতই বটে। কিন্তু সেখানে রহস্যকেলি হয় না। সেই রাসে একত্র নৃত্যগীতই হইয়াছে কিন্তু সম্ভোগময় লীলা স্ব স্ব কান্তাদের সহিতই হইয়াছিল জানিতে হইবে। অতঃপর বলরাম দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া যে রাস করেন তাহা কেবল নিজ প্রেয়সীদের সঙ্গেই করিয়াছিলেন। রাধাদি কৃষ্ণপ্রিয়াদের সঙ্গে নহে, ইহা গোস্বামীদের টীকা হইতে জানা যায়। কোন কোন অতিবাড়ী নিত্যানন্দপ্রভুকে রাধা সাজাইয়া গৌরের সহিত যুগল করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত অপরাধমূলক নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় মাত্র। এতদ্বিষয়ে কোন গোস্বামিবচন নাই।
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে মুঁই চৈতন্যের দাস।।
কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈলা খেলা।।
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।।
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ মূর্ত্তি ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন।।
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।। ইত্যাদি
কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান।। ইত্যাদি বচনে আমরা জানিতে পারি যে, নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণ সহিত মধুররস বিলাসী বা সঙ্গীও নহেন। বর্ত্তমানে অনেকেই নিত্যানন্দপ্রভুকে অনঙ্গমঞ্জরীরূপে, অদ্বৈতপ্রভুকে বিশাখা রূপে কেহ বা রসমঞ্জরীরূপে গোপীভাবে মহাপ্রভুর রসাস্বাদনের সঙ্গী করিয়া গুটিকা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত তত্ত্বমূর্খতারই পরিচয়। কারণ ইহার কোনই প্রমাণ নাই। ইহাতে সিদ্ধান্ত বিরোধ বর্ত্তমান। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অশেষ কৃপাভাজন ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজপাদ তথা

নিত্যানন্দের কৃপাভাজন কবি কর্ণপুর ও কবিরাজপাদ তথা বৃন্দাবনদাসের লেখনীতে যাঁহার মঞ্জরীত্ব সিদ্ধ হইল না তাঁহার মঞ্জরীত্ব আর কে সিদ্ধ করিবেন? প্রভুদের উপর প্রভুত্ব করিলে যাইলে অর্থব্যস্ত ন্যায়ে তাহা কখনই প্রামাণিক সমাজে স্বীকৃত হয় না। অতএব তাহা মহাজনানুমোদিত বিশুদ্ধ মত নহে। যেহেতু তদ্বিষয়ে কোন গোস্বামিপ্রমাণ নাই। শিষ্য নিজ গুরুকে কৃষ্ণাভিন্ন বা তৎপ্রকাশ বিগ্রহ মনে করিলেও কিন্তু তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়তঃ রসিকন্মন্য কতিপয় ব্যক্তি গুটিকাতে তাঁহাকে বিশাখা সাজাইয়া যোগপীঠলীলা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অপসিদ্ধান্ত মূলক দুষ্টমত মাত্র, ইহা মহাজনীয় মত নহে। যদি অদ্বৈত প্রভু বিশাখাই হইতেন তাহা হইলে তিনি গম্ভীরায় মহাপ্রভুর রাধা রসাস্বাদনের সময় সঙ্গে থাকিতেন। সেখানে রামানন্দের থাকিবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ইহা পূর্ব্বাপর বিচারশূন্য স্বকপোল কল্পিত মত মাত্র। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর পুত্র স্বরূপাদির মতের ন্যায় এই মতও গৌড়ীয়দের শ্রাব্য ও স্বীকৃত বিষয় নহে। অপিচ কেহ মহাপ্রভুর বিচার উঠাইয়া বলেন, তাতে ষড়্দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি।

মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।

বিচার্য্য- এখানে মহাজন কে? তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে আর্ষপ্রবর কর্ণপুরাদিই মহাজন, অশ্রোত্রীয় অনার্ষচরিত্র কখনই মহাজন বাচ্য নহেন। যদি প্রশ্ন হয়, গুরুই মহাজন। গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিও মনে আশা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য নহে যদি সেই সেই মত শাস্ত্রীয় না হয়।। এই বাক্যে বিপদের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর পুনরায় বলেন, মহাজনের যেই পথ তাতে হও অনুরত পূর্বাপর করিয়া বিচার। ইহাতে পূর্ব্ব মহাজন মতের সঙ্গে পর মহাজন মতের ঐক্য না থাকায় তাহা স্বীকার্য্য নহে। নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। এই বাক্যে মতদ্বৈততা নিবন্ধন সমাধিদ্রষ্টা ঋষিগণও মহাজন বাচ্য নহেন।

----ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

শ্রীগদাধর প্রভুর তত্ত্ব ও ভাব নির্ণয়

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়-

ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রণ্যঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।

অর্থাৎ শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর ভক্তশক্তি অবতার।

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি অবতার।

অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণনা যাঁহার।।

শ্রীরাধাপ্রেমরূপা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।

সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।।

নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মিতয়া যথা।

পুরা বৃন্দাবনলক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা।

সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।।

অতএব গৌরশক্তি গদাধরপ্রভু ব্রজলক্ষ্মী শ্যাম সুন্দরবল্লভা শ্রীরাধার অবতার।

শ্রীচৈতন্যশতকেও তদ্রূপ উল্লেখ আছে।

যথা- যঃ কৃষ্ণো রাধায়া কুঞ্জে বিলাসং কৃতবান্ পুরা।

গদাধরেণ সংযুক্তঃ গৌরো বসতে ভুবি।

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে নিকুঞ্জে বিলাস করিয়াছিলেন অধুনা তিনিই গৌররূপে গদাধরের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই সংসারে বাস করিতেছেন।। গদাধরে রুক্মিণী ভাব দেখিয়া তাঁহাকে রাধাভিন্ন জ্ঞান অপসিদ্ধান্ত। রাধা মহাভাবময়ী। সকল প্রকার ভাব তাঁহাতে বর্ত্তমান ও ক্রিয়মান। যদিও তিনি স্বভাবে নিরন্তর বামা তথাপি কখনও কখনও তাহার বিপর্য্যয় দেখা যায় অর্থাৎ দক্ষিণাভাবও দেখা যায়। অতএব দক্ষিণাভাব দেখিয়া তাঁহাকে রুক্মিণীত্বে জ্ঞান অনুচিত সিদ্ধান্ত। তবে যে তিনি রাধার ন্যায় দিব্যোন্মাদাদি প্রকাশ করেন নাই, তাহার রহস্যও আছে। তিনি নিরুপাধিক গৌরবল্লভ, গৌরপ্রেমিক। গৌরকৃষ্ণ যখন তাহারই ভাবে বিভাবিত তখন তাঁহার যথার্থ সেবা না করিয়া নিজভাব ব্যক্ত করা যথার্থ প্রেমিক কৃত্য নহে। দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধান্ত বিচারে রুক্মিণীও কিছু রাধা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। রুক্মিণী রাধারই অবতার মূর্ত্তি বিশেষ। অতএব কৈমুতিক ন্যায়ে রাধারূপী গদাধরে রুক্মিণীভাব সঙ্গতই।।

পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম বুঝন না যায়।

গদাই গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায়।।

অপিচ গদাধর গৌরপ্রেমিক। গৌরসেবাই তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব। সেখানে পূর্ব্বভাবের(রাধাভাবের) প্রয়ো জনীয়তা কি? তিনি রাধারূপে কৃষ্ণ প্রেমসর্ব্বস্বা আর গদাধর স্বরূপে গৌরপ্রেমসর্ব্বস্ব। যথা-

নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।

প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি।।

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্যটনে।

গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে।।

গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।

শুনি প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত।।

গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।

ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয়।।

মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রায় গদাধর প্রভুতে বাম্যভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

যথা--গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিল।

ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিল।।

পণ্ডিত কহে যাহা তুমি সেই নীলাচল।

ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।।

প্রভু কহে- ইহা কর গোপীনাথ সেবন।

পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন।।

প্রভু কহে- সেবা ছাড়িবা আমায় লাগে দোষ।

বৃন্দাররণ্যৈকনিষ্ঠান্ স্বরুচিসমতনূন্ কারয়িষ্যামি যুষ্মান্নিত্যেবাস্তেঽবশিষ্টং কিমপি মম মহৎকর্ম্ম তচ্চাতনিষ্যে। অনুবাদ- ইহাই হইবে। আমি বৃন্দারণ্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া সরসচিত্তে প্রচুর আনন্দরসে নিত্যই নিজকে নিমগ্ন করতঃ তোমাদিগকেও আমার ন্যায় রুচি ও রস বিশিষ্ট ও নিত্য বৃন্দাবন নিবাসী করিব এই মাত্র সুমহৎকার্য্য অবশিষ্ট আছে। অপিচ দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িণঃ সখ্যে ত এবোভয়ে রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।

সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ।।

আরও যাঁহারা দ্বারকাধিপতির দাস্য ও সখ্য রসের পাত্র, তাঁহাদিগকে রাধামাধবের দাস ও সখা করিব আর যাঁহারা ভগবানের অন্যান্য অবতারের দাস্য সখ্যাদি ভাবাবলম্বী তাঁহারাও আমাতে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনের পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইবেন। পূর্ব্বোক্ত সংলাপে অদ্বৈতের বাক্য ক্বাপি ক্বাপি প্রকীর্ণা এই পদ্যাংশে রাধা ভাবরস যে কোন কোন ভাবুকে প্রকাশিত কিন্তু সকল পার্ষদেই নয় তাহা প্রমাণিত হয়। স্বরুচিসমতনু কারয়িষ্যামি যুষ্মান্ এখানে যুষ্মান্ পদ অদ্বৈত শ্রীবাসাদিকে লক্ষ্য করিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ অদ্বৈত- সদাশিব, শ্রীবাস - নারদ। অতএব তাঁহাদের নিত্য ব্রজরস নাই বলিয়াই তাহাদিগকে ব্রজবাসী ও ব্রজরসিক করাইবার জন্য মহাপ্রভুর এই উক্তি প্রতিজ্ঞাশীর্ব্বাদ। এখানে বিচার্য্য নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের প্রতি এই উক্তি নহে অর্থাৎ নিজ ব্রজবিলাসী রামরূপী নিত্যানন্দ, শ্রীদামরূপী রামদাসাদি পার্ষদ গণের প্রতি এই প্রতিজ্ঞা নহে। যাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর নহেন তাহাদেরই প্রতি এই কৃপাশীর্ব্বাদ যথার্থ জানিতে হইবে। অপি চ দাস্যে কেচন এই শ্লোক বিচার করিলে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, মহাপ্রভু ভক্তদের রসের নিত্যতা রাখিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাহা তো সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত। দ্বারকাধীশের দাস ও সখাকে ব্রজাধীশের দাস ও সখা করিবেন ইহাতো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের বিষয়। তত্ত্ব বিচারে দ্বারকাধীশ বা অন্যান্য অবতার ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিলাস অংশ কলা স্বরূপ অতএব তাঁহাদের ভক্তগণও ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভক্তগণের বিলাস অংশ কলা স্বরূপ। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ। এই ন্যায়ানুসারে অংশ কলারূপী ভক্তগণ অংশী কলারূপী ব্রজভক্তদের দ্বারে কৃষ্ণ সঙ্গরস আস্বাদন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান শ্লোকে অংশ কলা রূপী অন্যান্য অবতার ভক্তদেরও মহাপ্রভুর আনুগত্যে ও অনুগ্রহে সাক্ষাৎ নিজ নিজ ব্রজরস আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই শ্লোকোক্ত কৃপাশীর্ব্বাদ বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদে অন্য অবতারের অনেক ভক্ত কৃষ্ণ ভক্ত হইয়াছেন।

যথা ভেঙ্কট ভট্ট, রামনামজপী রামাদাস প্রভৃতি। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দাদি মায়াবাদী, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্তাদিকেও কৃষ্ণ ভক্ত করেন। কিন্তু সেখানে একটি রহস্য রহিয়াছে। তাহা এই অন্য অবতার বা দেবতাভক্তগণ যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ সেই সেই অবতার পার্ষদ নহেন কেবল সাধকমাত্র , তাহাদিগকেও তিনি কৃষ্ণ ভক্ত করিয়াছেন। তিনি কিন্তু রাম ও নৃসিংহের নিত্যপার্ষদ মুরারিগুপ্ত ও নৃসিংহানন্দকে কৃষ্ণভক্ত করিতে প্রলোভিত করিয়াও তাহাদিগকে ইষ্টনিষ্ঠা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ হইলেও সত্যভামার অবতার জগদানন্দ পণ্ডিতের ব্রজরসান্তর শুনা যায় না। স্বমুখের উক্তি- মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গেই রহিবা। মথুর স্বামীগণের চরণ বন্দিবা।। দূরে রহি ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা। তাসবার আচার চেষ্টা লইতে নারিবা।।

শীঘ্র আসিহ তাহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।।

এমন কি তাঁহার স্বরচিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থেও তাঁহার ব্রজরসোল্লাস বর্ণিত হয় নাই। নবদ্বীপবাসে স্বদর্শনে সমাগত নগরবাসীদের প্রতি- কৃষ্ণভক্তি হউক সবার এই আশীর্ব্বাদ যেরূপ ছত্রীন্যায়ে সমাগতদের মধ্যে যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণভক্ত নহেন তাহাদেরই প্রতি জ্ঞাতব্য। তথা মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম সংলাপে নমো নারায়ণায় বলি নমস্কার কৈল। কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল। কৃষ্ণে মতিরস্তু মহাপ্রভুর এই আশীর্ব্বচনে সার্ব্বভৌমের কৃষ্ণে মতিহীনতাই প্রতীত হয়। তদ্রূপ বৃন্দাররণ্যৈকনিষ্ঠান্ স্বরুচি সমতনূন্ কারয়িষ্যামি যুষ্মান্ এই আশীর্ব্বাদ ছত্রী ন্যায়ে সমাগতদের মধ্যে বৃন্দাবন রসহীন ব্যক্তিদের প্রতিই জানিতে হইবে পরন্তু নিত্য বৃন্দাবনবাসী ও রসিকদের প্রতি নহে। দ্বিতীয়তঃ। আমি তোমাদের স্বরুচি সঙ্গত ভজনে সুখী হইলাম এই বাক্যে স্বরুচি সঙ্গত পদে স্ব স্ব রুচি সঙ্গত ব্যাখ্যাই যথার্থ।

তথা বৃন্দাররণ্যৈকনিষ্ঠান্--- পদে স্ব স্ব রুচি সঙ্গত তনূন্ এই ব্যাখ্যাই বিজ্ঞসম্মত। অতএব পূর্ব্বজ্ঞাপিত অদ্বৈত বাক্যে তাঁহার (অদ্বৈতাদির) ব্রজরসস্পৃহা স্বগত থাকায় অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁহার স্বগত অভিলাষকে অনুমোদন করিয়া বলিলেন, হে অদ্বৈত! তোমাদিগকে বৃন্দাবননিষ্ঠ নিজ নিজ রুচি অনুসারে পার্ষদ দেহবান্ করাইব। অতএব স্বরুচি বিচার করিলে অদ্বৈত শ্রীবাসাদির দাস্য সখ্য ভাবই সিদ্ধান্তিত হয়।

শ্রীকর্ণপুরপাদ গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে বলেন,

কিন্তু যদ্যদ্ভক্তগণা যদ্যদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ।।

কিন্তু যে যে ভক্তগণ যে যে ভাব বিলাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই ভাবানুসারে ব্রজে গতি লাভ হইয়াছে।। এই পদ্যের বিচার না করিতে পারিলে ধারণা শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইতে পারে না। দাস, সখা ও বৎসলাগণ কখনই কান্তভাব আস্বাদনে যোগ্য হইতে পারে না। যাঁহারা অন্য অবতারের

সম্প্রদায়িক ধারায় সর্ব্বত্র সম আদর্শ রাখিতে পারে নাই বা বা প্রবাহিত নহে। তজ্জন্যই ভাবনির্ণয়ে সাম্প্রদায়িক মন্ত্র পরম্পরা ধারা অসমর্থ হওয়াই তৎপরে **গণবিচার** প্রবর্ত্তিত হয়। এই গণ বা যূথ বিচার সম্পূর্ণ সজাতীয়াশয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত। কারণ সজাতীয়াশয়ত্বেই ভাবসাজাত্য অটুট থাকে। সেই গণ ধারায় সত্যধর্ম্মটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পায়। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ পাদই চৈতন্যচরিতামৃতে এই গণবিচার প্রবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ তদানুগত্যে সেই নীতিকে আচারমুখে প্রচার করেন।

গণগড্ডারিকা বিচার পরিত্যাগ করতঃ স্থির মস্তিক্যে বিচার করিলে জানা যায় যে, গুরুপরম্পরায় মন্ত্রধারা ঠিক থাকিলেও ভাব ও আচারাদর্শ ধারার অবিকল ভাব নাই। ঠিক নাই বলিয়াই ঐ পরম্পরা হইতে তেরটি অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। পরম্পরায় ভাবাদর্শ ঠিক থাকিলে বহুমতবাদের অবকাশ থাকে না। যেরূপ কপটের আচারই কপটের স্বরূপকে ব্যক্ত করে। যেরূপ মিষ্টখণ্ডস্বাদই মিষ্টির মিষ্টত্বকে প্রমাণিত করে। ফলই বৃক্ষের পরিচয় দান করে তদ্রূপ আচারই আচার্য্যের পরিচয়কে পরিস্ফুট করে। খাঁটী তৈলের নামে ভেজালতৈল বিক্রয়ের ন্যায় জগতে সৎসম্প্রদায়ের নামে কত শত অসৎসাম্প্রদায়িকতা চলিতেছে। ভ্রম প্রমাদাদি দোষদুষ্টগণ অপসম্প্রাদায়ের অসত্ত্ব প্রমাণে অপারগ কিন্তু দোষমুক্তমহাত্মা গণ যথার্থতঃ সম্প্রদায়ের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ। অপরিচিতদেশে মেওয়ার নামে মাকালফল তথা ঘৃত নামে ডাল্‌ডা বিক্রমের ন্যায় অপরিচিতজনে সৎসম্প্রদায়ের নামে অসৎসাম্প্রদায়িকতা কলির আনুকূল্যে বিপুলহারে প্রচারিত হইতেছে। অতএব আচার্য্যের সত্ত্বের উপরই সাম্প্রদায়িক পরম্পরার সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ব নির্ভর করে। জগতে পূর্ব্বমতের নূন্যতা হেয়তা অনুপাদেয়তা দেখাইয়া নব মত স্বরূপ পর মত প্রচারিত হইয়াছে। কখনও বা কামক্রোধাদি বশে নিষিদ্ধাচার করণের ন্যায় জগতে অপমত প্রচারিত হয়। আরও বিচার করিলে জানা যায় যে, মহাজন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম যুগারম্ভ হইতে যুগান্ত পর্য্যন্ত যথাযথভাবে পরিগৃহীত বা আচরিত হয় নাই। ইহার কারণও আচার্য্যনীতি। আচার্য্যনীতির অবনতিক্রমে ধর্ম্মাচারের অবনতি ঘটিয়া থাকে। কখনও বা কালপ্রভাবে ধর্ম্মের গ্লানি সৃষ্ট হইলেও তাহাও আচার্য্যনীতিতেই প্রতিষ্ঠিত। কখনও বা প্রতিযোগিতামূলে নবমত প্রকাশ পায়। কখনও বা অনুকরণমূলে নবমতরূপ হীনাচার প্রবর্ত্তিত হয়। আধ্যক্ষিকতা হইতেই এই অনুকরণধর্ম্মের অভ্যুদয়। আনুকারণিক ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য বা রহস্যশূন্য অতএব আনুকরণিক ধর্ম্মহীনাচার মাত্র। এতদ্ব্যতীত মিথ্যাচার বলিয়া একটি অপধর্ম্ম আছে তাহা আনুকরণিক হইলেও কাপট্যপূর্ণ। আনুকরণিকগণ অজ্ঞ কিন্তু মিথ্যাচারীগণ প্রতিষ্ঠাকামী জ্ঞানপাপী ও কপট। অনধিকারী অত্যাচারীগণও ইঁচড়ে পাকার ন্যায় ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হইয়া ন দেবায় ন ভূতায় হয়। অনাচারীগণ বঞ্চিত এবং ব্যভিচারীগণ কপট ও প্রতিষ্ঠাকামী। প্রতিষ্ঠা কামীগণ স্বার্থবশে লোকসংগ্রহ ও রক্ষার্থে অত্যাচার ও হীনাচারে রত। অর্থ ও স্বার্থের জন্য অসৎসঙ্গ হইতেই ভজনাদর্শ ও আচারাদর্শ অন্তর্ধান করে। অতঃপর ধর্ম্মজীবীদের মধ্যেও শুদ্ধাচারের নিতান্ত অভাব। সদাচারীগণই বাস্তব ধর্ম্মপথের পথিক। সদাচারেরর অভাবে সত্যধর্ম্ম লুপ্ত হইতে থাকে। আচার্য্য চরিতই সদাচার মূল। কারণ আচার্য্য হইতে সদাচার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। সৃষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মাকে সনাতন ধর্ম্মই উপদেশ করেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মসৃষ্ট মানবের মধ্যে বর্ত্তমানে এত মত ও পথ বা ধর্ম্মের বাজার বসিয়াছে কেন? যদি আমরা ব্রহ্মানুগ হই তাহা হইলে আমাদের একধর্ম্মীই হওয়া উচিত কিন্তু বহুধর্ম্মের প্রচার পসার কোথা হইতে হইল? ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমতি কেন প্রমাণিত করা যায় যে, তথাকথিত সকল ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম নহে। সপ্ত অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় কর্ত্তৃত্বমূলে প্রকৃত অতত্ত্বানুগগণই নূন্যাধিক আনুমিক মতকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে। বস্তুবিচারে সেই সকল ধর্ম্ম অধর্ম্মেরই শাখা প্রশাখা মাত্র কারণ তাহা মহাজনানুগ নহে। আনুমাণিক ধর্ম্মে বাস্তবতা নাই। কারণ পরমার্থ বিচারে অনুমান প্রমাণ নহে। আনুমানিকগণ মনোধর্ম্মী। অতএব তাঁহাদের আচার কখনই সদাচার হইতে পারে না। তাঁহাদের ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম নহে। যাঁহাদের বাস্তব বস্তু দর্শন ঘটে নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন ভজন আন্দাজে ঢিল মারার ন্যায় অথবা অন্ধকারে হাতড়ানর ন্যায়। তুষ কুটিলে কখনই তণ্ডুল মিলে না অর্থাৎ উপমা ধর্ম্মেও বাস্তবতা নাই। বাস্তববস্তু অধোক্ষজ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত। অতএব আধ্যক্ষিকতা দ্বারা কি প্রকারে তাহার দর্শন ও প্রাপ্তি হইতে পারে? হইতেই পারে না। যাঁহারা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত তাহারাই বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে বাস্তববস্তু ও ধর্ম্মের সান্নিধ্য লাভ করেন। আধ্যাত্মিকগণ শরণাগত ও আনুগত্যশীল। অতএব বাস্তবধর্ম্মের উপলব্ধি ও প্রাপ্তি বিষয়ে আধ্যাত্মিক আচার্য্যগণই যোগ্য পাত্র।

ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র। এখানে যুগে যুগে কত শত অবতার ও ধর্ম্মপ্রাণদের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সেই ধর্ম্মপ্রাণগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত ধর্ম্মকে বিচার করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম আত্মদর্শনে পূর্ণ হইলেও তটস্থ দর্শনে কোনটি আংশিক, কোনটি প্রাদেশিক, কোনটি সমাজিক, কোনটি উপাধিক, কোনটি আধ্যাত্মিক, কোনটি ঔপন্যাসিক, কোনটি কাল্পনিক, কোনটি বা বাস্তবিক। তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। কারণ বিষ্ণু সম্পূর্ণতত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ, বাস্তববস্তু। শৈবশাক্তাদি মত অসন্মত বিশেষ। সেখানেও মতভেদ বিদ্যমান। সেই সকল মতভেদও অসৎ। পরন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম পূর্ণ হইলেও বিষ্ণুর প্রকাশ বিলাসের তারতম্য অনুসারে তদ্ধর্ম্মেরও তারতম্য

করেন।

যথা-বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
অনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্।।

যে বৈকুণ্ঠে নিষ্কামধর্ম্মে হরিকে আরাধনা করিতে করিতে যে পুরুষগণ বাস করেন তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠবিগ্রহ অর্থাৎ নারায়ণের স্বারূপ্যপ্রাপ্তমূর্ত্তি। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভাষ্যে বলেন, নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণেত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণ ভাগবতাখ্যেন। বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা যা অনন্তা মূর্ত্তয়ঃ তত্র বর্ত্তন্তে তাসামেকয়া সহ মুক্তস্য মূর্ত্তির্ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠস্য মূর্তিরিব মূর্ত্তির্যেষামিত্যুক্তম্।। নিমিত্ত- ফল, তাহা নিমিত্ত প্রবর্ত্তক নহে যাহাতে তাহা অনিমিত্ত নিমিত্ত- নিষ্কাম। ধর্ম্ম- ভাগবতধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি- বৈকুণ্ঠ-ভগবান্। তাঁহার জ্যোতির অংশভূতা- বৈকুণ্ঠ লোকের শোভারূপা যে অনন্তমূর্ত্তি সেখানে বিরাজত করেন, তাঁহাদের এক মূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীভগবান্ এক মুক্ত পুরুষের মূর্ত্তি করেন। এজন্য শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি যাঁহাদের। তিনি আরও বলিয়াছেন- মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।। মুক্তপুরুষগণও লীলাক্রমে ভাবনাময় মূর্ত্তি করিয়া ভগবানকে ভজন করেন। শ্রীমৎপ্রাণ গোপালগোস্বামী ইহার ভাষ্যে বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীগুরুচরণ হইতে যে সিদ্ধ প্রণালী পাওয়া যায় তাতে ঐ দেহের পরিচয় নিবদ্ধ থাকে। কেহ যেন তাকে কল্পিত মনে না করেন। তা নিত্য সত্য। শ্রী ভগবল্লোকস্থিত উক্ত অনন্তমূর্ত্তি মধ্যে শ্রীভগবান্ যাকে যে মূর্ত্তিতে অঙ্গীকার করবেন, শ্রীগুরুদেব ধ্যানপ্রভাবে তা অবগত হয়ে সেই মূর্ত্তিই তার সিদ্ধদেহ বলে নির্দ্দেশ করেন ইত্যাদি। এখানে বক্তব্য যে, তাহা হইলে কি নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের নিত্যদেহ নাই তজ্জন্য কি মায়ামুক্ত দশায় তাহাকে পুনশ্চ সিদ্ধদেহ ধারণ করিতে হইবে? কিন্তু এই কথায় কৃত্রিমতা প্রকাশিত। কারণ অভিনেতার নিজস্বদেহ নাই তাহা স্বীকৃত হয় না। নিত্যকৃষ্ণদাসস্বরূপবান্ জীবের নিত্যদেহ নাই এমত নহে। অভিনেতা অন্য দেহের অভিনয় করিলেও তিনি তাহার নিজস্ব দেহেই তাহার অভিনয় করেন। তাহার অভিনীত দেহটি নিত্য নয় নৈমিত্তিক যেহেতু অভিনয় নিত্য নহে নৈমিত্তিক মাত্র। তদ্রূপ নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপবান্ জীবের অভিনেতৃবৎ প্রাকৃতদেহে বিলাসও নিত্য নয়, নৈমিত্তিক মাত্র। যেরূপ অভিনয় কালে অভিনেতার নিজস্ব কার্য্যকারিতা স্থগিত থাকে তদ্রূপ মায়াবদ্ধজীবের মায়াবিলাস কালে তাহার নিত্য স্বরূপের কার্য্যকারিতা স্থগিত থাকে অর্থাৎ সক্রিয় থাকে না। "গুরুদেব ধ্যান প্রভাবে তাহা অবগত হইয়া সেই মূর্ত্তিকেই সিদ্ধ দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" **এই কথায় স্বরূপধর্ম্মের নিত্যত্বের আপত্তি বর্ত্তমান।** "ভগবান্ যাহাকে যে মূর্ত্তিতে অঙ্গীকার করেন শ্রীগুরুদেব সেই মূর্ত্তিকেই তাহার সিদ্ধদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" এই বাক্যে জীবের সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি বিষয়ে ভগবদিচ্ছার প্রাধান্য বিদ্যমান। আর গুরুদেব যদি সেই ভগবানের অভিপ্রায় না জানেন তাহা হইলে তাঁহার প্রদত্ত প্রণালীও কখনই সিদ্ধপ্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ যে গুরু ভগবদভিপ্রায় জানেন না ও যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞের কার্য্য অভিনয় মাত্র তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। **শ্রীহৃদয়চৈতন্য তুল্য গুরুদত্ত প্রণালী কখনই সিদ্ধ বা সত্য প্রণালী হইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা কাল্পনিক প্রণালী। এইরূপ কাল্পনিক বিচারই গৌড়ীয় সমাজে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাতীয় কাল্পনিকগণ আত্মশ্লাঘামূলে অপর বৈষ্ণবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত ও প্রমত্ত। বর্ত্তমানযুগে যেরূপ প্রেমের নামে কামের বাজার বসিয়াছে। মূর্খগণ তাহাতেই মুগ্ধ ও মত্ত কিন্তু তত্ত্ব বিচারে তাহারা কামাহত হইয়া প্রকৃত প্রেমে বঞ্চিত। তদ্রূপ মনোধর্ম্মীদের কার্য্যকারিতা কখনই রাগধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।** সর্ব্বজ্ঞের কার্য্য অজ্ঞ করিতে পারে না। অজ্ঞ অভিনেতা আর সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপধর্ম্মী। আমরা দেখিতে পায় মুক্তগণ ভগবানের ন্যায় তাঁহার সেবার উপযোগী রূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণের পার্ষদগণই রাম অবতারে যোগ্যভাবে দাস সখাদিরূপে সেবা পরায়ণ।

সিদ্ধান্ত- যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষাত্মা বিবৃণুতে তনুং স্যাম্। কৃষ্ণ যাঁহার নিকট যে সেবা ইচ্ছা করেন তাঁহার চিত্তে সেইরূপ স্বভাবসেবাদি ভাবনার উদয় করান ইহা সত্য সিদ্ধান্ত। আমরা আরও জানিতে পারি যে, জয় বিজয় ভগবদিচ্ছায় অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্তে আগমন করিলেও একস্বরূপে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে ছিলেন। কারণ ত্রিবিক্রম অবতারে তাঁহারা বলিরাজ যজ্ঞস্থলে আসিয়াছিলেন। নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ ইত্যাদি। অভিশাপকালে বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের সেবা ছিল না একথায় তাঁহাদের নিত্যদাসত্ব অস্বীকৃত হয়। তজ্জন্য সিদ্ধান্ত হয়-তাঁহারা অংশে অভিশাপ ভোগ করেন মাত্র। তদ্রূপ জীবের বন্ধমোক্ষমূলে নিরঙ্কুশ ভগবদিচ্ছাই সক্রিয়। কারণ বেদান্ত বলেন, পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততোঽস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।। পরমেশ্বরের কোন এক অভিধান হইতেই জীবের স্বরূপচেতনা তিরোভূত হয়, তাহার ফলে ইহার (জীবের) বন্ধ ও বিপর্য্যয়বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মত্তঃ স্মৃতিরপোহনঞ্চ। আমা হইতেই জীবের মদ্বিষয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণ শিবকে বলেন, স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরাঃ।। হে শিব! তুমি কল্পিত আগম দ্বারা জীবজাতিকে মদ্বিমুখ কর। **আমাকে গোপন কর যাহাতে সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি বাক্য হইতে জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা যে কৃষ্ণেচ্ছাময় তাহা জানা যায়।** তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় জীব কৃষ্ণবিমুখ হইলেও নিদ্রিতবৎ

কেবল ভক্তিবশ এবং ভক্তিই ভূয়সী অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকারাদি বিষয়ে মহামহিমান্বিতা শ্রেষ্ঠা। এই পদ্যেও ভগবৎসাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার উপযোগী স্বরূপ রূপ গুণাদি তথা তদীয় সেবাদি প্রাপ্তি ভক্তিযোগেই সুসম্পন্ন ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন- সঙ্কীর্ত্তন হৈতে হয় সংসার নাশন।**

চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্বভক্তিসাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

এইবাক্যে যিনি সঙ্কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি বলে সংসারমুক্তি ও চিত্তশুদ্ধিক্রমে সর্ব্বভক্তিসিদ্ধিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম সহ তদীয় সেবা প্রাপ্ত তাঁহার স্বরূপসিদ্ধি বিষয়ে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্ত তিনি যে স্বরূপ প্রাপ্ত, প্রেমসেবা প্রাপ্ত ইহাতে আর বক্তব্য থাকে না। যিনি পুত্রবতী তাহার জননীত্ব স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। তদ্রূপ যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্ত তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তিও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। যদি প্রশ্ন হয় কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই যদি স্বরূপোদয় হয়, পৃথক্ স্বরূপ ভাবনাদির প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে রামানন্দ সংবাদে - সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহায় সেবন। সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥ এই সিদ্ধান্ত করিলেন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য- সঙ্কীর্ত্তনেই ভাবনা প্রাপ্তি সিদ্ধ। **ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপলকাং তনুম্। সাধনভক্তি দ্বারা সঞ্জাত ভাব ভক্তিবশেই সাধক শরীরে পুলকাদি ধারণ করেন। অতএব সখীভাব সাধনে সেবাযোগ্য চিন্তনাদি সঙ্কীর্ত্তনেরই অন্তর্গত ব্যাপার।** তজ্জন্য সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী বলেন, কৃত্রিম ভাবে লীলাদি চিন্তা করিতে নাই। অতএব স্বরূপোদয় সম্পর্কে সিদ্ধপ্রণালী প্রদানাদির অপেক্ষা নাই।। যেরূপ রাগপ্রাপ্ত যুবতীর যুবকের সহিত সম্পর্ক করাইবার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।। অপিচ কোন সর্ব্বজ্ঞ গুরু সিদ্ধস্বরূপের উপদেশ করিলেও সিদ্ধপ্রণালী প্রাপ্তিই যথেষ্ট নহে সেখানে সিদ্ধি ব্যক্তি সাধন সাপেক্ষ। কারণ সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়। আরও বিচার্য্য- যখন এই প্রণালীদানের ব্যবস্থা ছিল না তখনও বিল্বমঙ্গল চণ্ডীদাস জয়দেব মাধবেন্দ্রাদি মহাত্মাগণ গোপীভাবে ভজন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে অগ্নিপুত্রগণ এবং দণ্ডকারণ্যনিবাসী মুনিগণ শ্রুতিগণও গোপীভাবে ভজন ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। **সিদ্ধান্ত- কৃষ্ণনাম সাধক সাধনভক্তি পর্য্যায়ে অনর্থমুক্ত হয়, ভাবভক্তিপর্য্যায়ে স্বরূপের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞান লাভ করতঃ স্বরূপসিদ্ধি ক্রমে মানসসেবা লাভ করে আর প্রেমভক্তি পর্য্যায়ে আরাধ্য সাক্ষাৎকারসেবাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব সঙ্কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই স্বরূপোদয়ের অব্যর্থ উপায়।** অধিক কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামীগণ কেহই সিদ্ধ প্রণালী প্রাপ্ত হন নাই ও কাহাকেও প্রদানও করেন নাই। সনৎকুমার সংহিতায় নারদের প্রতি সদাশিবে যে গোপীভাবের উপদেশ করিয়াছেন। সেখানে স্বতঃসিদ্ধ রুচিভরে ভাবনার কথাই বলিয়াছেন। সেখানে শিব তাঁহাকে তুমি অমুক মঞ্জরী, তোমার এই নাম রূপবেশাদি এরূপ উপদেশ করেন নাই। সেখানেও জ্ঞাতব্য, নারদ তুল্য সাধকই ঐ রূপ ভাবনা করিতে সমর্থ। **রাগমার্গে শ্রবণেরই অপেক্ষা পরন্তু উপদেশের অপেক্ষা নাই। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশের অপেক্ষা সেখানে স্বরূপের বিচার কাল্পনিক মাত্র বাস্তবিক নহে।** অনেকে সিদ্ধ অভিমানে সিদ্ধপ্রণালী দিয়া কদর্য্য স্বভাবে অবস্থান করেন। সিদ্ধকৃত্য না করিয়া অনর্থকৃত্য করেন। ইহা কি তাহার সিদ্ধাচার হইতে পারে? কখনই না। অতএব অপরাধ ও অনর্থাদি মুক্তই ভজনক্রমে স্বতঃসিদ্ধরূপে সিদ্ধদেহের পরিচয় পান ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই সিদ্ধান্তসার। **সিদ্ধ শ্রী গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। "শ্রীভগবানের অনন্ত রূপ তাহা কল্পনায় জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নামের অক্ষর গুলির মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে এবং আত্মস্বরূপও উপলব্ধ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়সেবাদিও জাগিয়া উঠিবে। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।"**

শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহাপাপী ধুন্ধুকারি কেবলমাত্র ভাগবত শ্রবণেই সপ্তমদিবসে পাপদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণসারূপ্যদেহ লাভ করতঃ কৃষ্ণপ্রেরীত বিমানে কৃষ্ণলোকে প্রয়াণ করিলেন। এখানে তাঁহাকে স্বরূপসাধনের প্রণালীদত্ত হয় নাই পরন্তু কেবলমাত্র ভাগবত শ্রবণমাত্রেই শতপত্রবেধ ন্যায়ে কৃষ্ণের সারূপ্য সেবাদি প্রাপ্ত হইলেন। অতএব ভক্তিযোগই স্বরূপদানে পরম সমর্থ।।

আরও দৃষ্ট হয় গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র একান্তভাবে ভগবৎস্তুতিপ্রভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকারে তৎস্পর্শে সদ্যই তদীয় সারূপ্য লাভ করিলেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভাবই সিদ্ধির কারণ তাহাতোহাকে কেহ সারূপ্য প্রণালী দান করেন নাই তথাপি নারায়ণ ধ্যানে নারায়ণ সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্।।

দেহধারী মানব স্নেহ, দ্বেষ, ভয় বা শত্রুভাবে যেখানে যেখানে বুদ্ধিবলে চিত্ত ধারণ করে সে সেই সেই স্বরূপই প্রাপ্ত হয়। এইবাক্যেও ভাবই সিদ্ধির কারণ রূপে বর্ত্তমান।

আরও দৃষ্ট হয় শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সপ্তদিন ভাগবত শ্রবণান্তে পরম পদে প্রয়াণ করিলেন। তিনি যে কৃষ্ণসেবার উপযোগী রূপ গুণাদিবান স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখানে ভাগবতীয় ভক্তিযোগ প্রভাবেই তাঁহার যুগপৎ স্বরূপসিদ্ধি, তৎপর দেহান্তে বস্তুসিদ্ধিতে তিনি কৃষ্ণ লোকে প্রয়াণ করিলেন। অতএব স্বরূপসিদ্ধি বিষয়ে ভক্তিযোগই যথেষ্টপ্রদ। যেরূপ নারীচরিত্র শ্রবণে লম্পটের চিত্তে নারী সহ রিরংসার উদয় হয় এবং জাগ্রত ও নিদ্রিত

চরিতামৃতে মহাপ্রভু বলেন, কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব। যেই জপে তাঁর কৃষ্ণে উপজয় ভাব।। উপসংহারে বক্তব্য, সহজভাবে স্বরূপোদয় (গোপীভাব সিদ্ধি) ব্যাপারে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রকীর্ত্তন ও কামবীজাদি জপই চরম পরম সাধন।

---ঃঃঃ----

সুখের সন্ধানে

কত দেশ ভ্রমি কত দেহ করি পাত।
তথাপি না পায় কোথাও সুখের সম্বাদ।।
সুখের লাগিয়া কেহ হয় গৃহবাসী।
কেহ বনবাসী, জলবাসী, উপবাসী।।
কেহ যোগী, কেহ ভোগী, কেহ দেশান্তরী।
ত্যাগী, রাজা, গুরু, নেতা, দেবতাপূজারী।।
সুখ লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যা তপো দান।
নানা জাতি নানা বৃত্তি নানা অভিমান।।
নানা জন নানা মতে নানা পথে ধায়।
অবশেষ ফল তার হাহুতাশ ময়।
সুখ নাহি পায় সবে পরিশ্রম সার।
জনম মরণমালা গলে পরে আর।।
যেবা যারে উপদেশ করে সুখ মত।
তারাও না জানে নিত্য সুখময় পথ।।
অন্ধ যেন অন্ধ সঙ্গে গর্তমাঝে পড়ে।
এইমত নানা জীব নানা মতে মরে।।
নানা মতে নানা পথে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
ভব দাবানলে পড়ে সুখের লাগিয়া।।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সুখতরে।
মৃগ গজ কীট ভৃঙ্গ মীনবৎ মরে।।
স্বার্থপর পরস্পর প্রেম প্রীতি করে।
বিবাদ মনোমালিন্য ফল তার ধরে।।
রতি সুখ লাগি করে পরস্ত্রীরমণ।
অপযশ ভুঞ্জি করে নরকে গমন।।
সুখ লাগি আধিপত্য করে পরিজনে।
কষ্ট পায় তা সবার পালন পোষণে।।
বৃদ্ধকালে নানারোগে ভোগে নিরন্তর।
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে যায় যমঘর।।
খেলারসে বাল্যকাল রমণে যৌবন।
চিন্তাজালে বৃদ্ধকাল করে উদ্‌যাপন।।
যত করে সব হয় ভস্মে ঘৃতাহুতি।
ত্রিতাপের হাতে কভু নাহি অব্যাহতি।।
সুখ লাগি সর্ব্বনাশ প্রাণ বিসর্জ্জন।
এই মত বিড়ম্বিত হয় জীবগণ।।
শুন ওরে মূঢ় সত্যসুখের সন্ধান।
সুখময় শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সুখময় ধামে সুখী ভক্তগণ লয়ে।
সুখময় কেলি করে সুখপূর্ণ হয়ে।।
সুখময় কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
সুখ আস্বাদিতে করে লীলা প্রকটন।।
নিত্যলীলারসে করে ভক্তের পালন।
তাঁর ভক্তসঙ্গে হয় সংসার মোচন।।
অনায়াসে পায় সুখময়ের সেবন।
পাদপদ্ম সেবামৃত করে আস্বাদন।।
পূর্ণসুখ প্রাপ্তি তাঁর চরণসেবন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।।
প্রেমময় ধর্ম্মময় শ্রীগোবিন্দরায়।
তাঁর সঙ্গে প্রেম ধর্ম্ম কর অমায়ায়।।
যতদিন তাঁর পদে প্রেম নাহি হয়।
ততদিন দেহযোগ নাহি হয় ক্ষয়।।
সর্ব্ববেদময় কৃষ্ণ সর্ব্বদেবময়।
সর্ব্বধর্ম্মময় সর্ব্বসিদ্ধিযোগময়।।
সুখময় রূপ গুণ বিলাস তাঁহার।
পঞ্চেন্দ্রিয় রসায়ন গোবিন্দসুন্দর।।
তাঁহার ভজন বিনা গতি নাহি আর।
তাঁহার ভজন সবে পুরুষার্থ সার।।
মমতার পাত্র ভবে একল গোবিন্দ।
তাঁর দাস্যে অহঙ্কার পূর্ণ পরানন্দ।।

সম্বন্ধবিচার

সম্বন্ধের মূল তিনি তাঁহার সম্বন্ধে।
ইতর সম্বন্ধ যথা শাখা কাণ্ড স্কন্ধে।।
পতির সম্বন্ধে পতিব্রতা নামোদয়।
ইতর সম্বন্ধে পতিব্রতা ধর্ম্ম ক্ষয়।।
যাঁহার সম্বন্ধে হয় অন্যের সম্বন্ধ।
তাঁহারে না ভজে জীব হৈয়া মায়াঅন্ধ।। ‘০’
পিতা পুত্রে যেমত সম্বন্ধ জন্মগত।
তথা কৃষ্ণে জীবের সম্বন্ধ সত্ত্বাভূত।।
এক অদ্বিতীয় সত্ত্বা গোবিন্দ অচ্যুত।
অন্য সত্ত্বা তাঁর হস্তপদাদি যেমত।।
অংশী অংশভাবে ভেদাভেদ সুপ্রকাশ।
ইথে সেব্যসেবক সম্বন্ধের বিলাস।।
এসম্বন্ধ সর্ব্বথায় প্রেমধর্ম্মময়।
নিত্য সত্য শুদ্ধাভয় পরানন্দাশ্রয়।।
মায়িক সম্বন্ধ নিত্যসত্যশুদ্ধ নয়।
নৈমিত্তিক ঔপাধিক পান্থ ধর্ম্মময়।।
অতএব এসম্বন্ধে নাহি সুখাভাস।
ইহ সুখ মাত্র ভ্রান্ত মনের বিলাস।।
বঞ্চনাবহুল মায়াসৃষ্টি যাদুপ্রায়।
ইহাতে যে সুখমানে সেই মূর্খরায়।।

তথা ভক্তি দাস্য অন্য সাধনার মর্ম্ম।।
সকল সাধন গতি ভক্তি রসায়ন।
ভক্তিগতি একমাত্র গোবিন্দচরণ।।
বেদের উদ্দেশ্য এই পারোক্ষবচন।
ব্যপদেশে পায় জীব গোবিন্দচরণ।।
অরুন্ধতী তারা সম ভক্তির সংস্থান।
বশিষ্ট তারা সমান অন্যযোগ জ্ঞান।।
এরহস্য না জানিয়া করয়ে সাধন।
অন্যথা সাধনে নাহি মিলে প্রয়োজন।।
দিকপ্রদর্শকে যদি দৃষ্টি রয়ে যায়।
তবে দিক দরশন কভু নাহি পায়।।
সাক্ষাৎ সাধন নহে কর্ম্মযোগ জ্ঞান।
ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির করে অধ্যয়ন।।
পূত্র প্রীতে যথা মাতৃ তোষের উদয়।
ভক্তপ্রীতে তথা কৃষ্ণপ্রীতির বিজয়।।
যে সুকৃতি ফলে হয় সাধুর সঙ্গম।
সাধু সঙ্গে হয় শুদ্ধ ভক্তির জনম।।
ভক্তি হৈতে শুদ্ধ জ্ঞান বৈরাগ্য সম্ভবে।
সর্ব্বগণ সঙ্গে মজে সেবা মহোৎসবে।।
সুতরাং ভক্তসেবা অভিধেয় প্রধান।
ভক্তসেবা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবন।।
কি বলিলা শ্রীগোবিন্দ নারদের প্রতি।
আমার প্রসাদ যদি বাঞ্ছ মহামতি।।।
তবে সর্ব্বভাবে হও রাধিকা কিঙ্কর।
রাধা প্রীতে মোর প্রীতি বাড়ে নিরন্তর।।
প্রয়োজন জ্ঞানে হয় সম্বন্ধ স্থাপন।
পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা প্রমাণ বচন।।
প্রীতি প্রয়োজন, ভক্তি তাহার সাধন।
প্রয়োজন জ্ঞানে হয় সাধনেতে মন।।
সম্বন্ধ গোবিন্দ, অভিধেয় তাঁর ভক্তি।
প্রয়োজন তাঁর প্রেমা পুরুষার্থ গতি।।
সেইতো সাধন যাহে কৃষ্ণের সন্তোষ।
তাতে কৃত্য কৃষ্ণপ্রীত্যে ব্রতাদ্যুপবাস।।
বিদ্যার্থে গুরুবরণ ধর্ম্মের বিজয়।
গোবিন্দ প্রীত্যর্থে তথা সর্ব্বকৃত্যোদয়।।
প্রিয়প্রীতে যথা সর্ব্বচেষ্টার উদয়।
তথা কৃষ্ণপ্রীতে সর্ব্বভক্তির বিজয়।।
প্রিয়প্রীতে যথা সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্ত্যুদয়।
তথা কৃষ্ণপ্রীতে সর্ব্বভাবের বিজয়।।
প্রিয়প্রীতে যথা সর্ব্বভাবের প্রকাশ।
তথা কৃষ্ণপ্রীতে সর্ব্বভাবের বিলাস।।
কৃষ্ণপ্রীতিহেতু কর্ম্ম ধর্ম্ম সংজ্ঞা পায়।
প্রীতিশূন্যধর্ম্ম ব্যর্থ হয় কর্ম্মপ্রায়।।

কৃষ্ণপাদপদ্মে যবে রতির উদয়।
কৃষ্ণসেবা বিনা তার কিছু না রুচয়।।
ইথে বনবাসী ন্যাসী যোগী তপী হয়।
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ যোগের বিজয়।।
সেই কৃত্য মুখ্য গৌণ ভেদে দ্বিধাকার।
মুখ্যভাবে কৃষ্ণপ্রীতি বাড়ে নিরন্তর।।
মুখ্যবিধি নববিধা ভক্ত্যনুশীলন।
গৌণবিধি ভক্তি পর ব্রতাদি পালন।।
ভক্তির বিরোধীভাব কর্ম্মাদি বর্জ্জন।
বিরোধি বিগতে ভক্তি উত্তমে গণন।।
সেবকের কৃত্য সেব্য সুখ সম্পাদন।
সেহেতু কর্ত্তব্য সদা সুখদ সেবন।।
সেব্য প্রভু শাকপ্রিয়, শাক নিবেদনে।
সেবকের প্রতি প্রভু তুষ্ট হন মনে।।
প্রভুপ্রীতে সেবকের প্রীতি বাড়ি যায়।
এইরূপ পরস্পর প্রীতিতে মজ্জয়।।
চিন্তামণি স্পর্শে যথা লৌহ স্বর্ণ হয়।
কৃষ্ণ সম্পর্কিত কর্ম্ম তথা ভক্তিময়।।
অথবা সকল ক্রিয়া সেব্য ভগবান।
ইথে কর্ম্মে ভক্তি ভাব ঈশ্বর বিধান।।
ব্যবহারদোষে মাত্র কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়।
সেব্য সেবা গুণে ভক্তি নামের উদয়।।
এইভক্তি কর্ম্মমিশ্রাভক্তি নামে খ্যাত।
ইহা হৈতে পরাভক্তি স্বতন্ত্র বিশ্রুত।।
শুদ্ধাভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়।
প্রেমের উদয়ে ভব বন্ধের প্রলয়।।
সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন সংজ্ঞা

সম্বন্ধের সংজ্ঞা

যাঁর রূপ গুণ শীলে তৃপ্ত তনু মন।
তাঁর প্রতি মতি গতি রতি সংঘটন।।
তাঁর প্রতি প্রিয়জ্ঞান মুকুলিত হয়।
প্রিয়জ্ঞানে ইষ্টভাব বিকাশ লভয়।।
ইষ্টভাবে লভে তাহে পরম আবেশ।
আবেশে আসক্তিপুরে করয়ে প্রবেশ।।
আসক্তি সহিত মম ভাবের বিজয়।
মমভাবে আত্মীয়তা বাড়ে অতিশয়।।
মম ভাব ডোরে তবে করয়ে বন্ধন।
প্রাণাধিক করি মানে তাঁহার মিলন।।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সেই মমতাবন্ধন।
সেহেতু **সম্বন্ধ** তারে বলে বুধগণ।।
প্রয়োজন সংজ্ঞা
প্রিয় মন সর্ব্বক্ষণ প্রিয় সঙ্গ চায়।
প্রিয় সঙ্গে নানাভাব চেষ্টার উদয়।।

নারকী লক্ষণ বিদ্যমান থাকায় তাহা অধম সংজ্ঞক। বৈষ্ণবী দীক্ষাই পরমা তদ্ব্যতীত শৈবাদি দীক্ষায় নূন্যাধিক তত্ত্ববিভ্রমাদি বিদ্যমান। বৈষ্ণবীগতি উত্তমা তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণবীগতি চতুর্দ্দশলোকেই সীমিতা।

বৈষ্ণবস্বরূপধর্ম্মী বৈষ্ণবকর্ম্মসম্মতম্।
বৈষ্ণবো বিষ্ণুপ্রেষ্ঠো বৈ বৈষ্ণবঃ পতিতাবনঃ।।

বৈষ্ণবই স্বরূপধর্ম্মী তদ্ব্যতীত সকলই অস্বরূপধর্ম্মী, বৈষ্ণবীয় কর্ম্মই সাধুশাস্ত্র সম্মত তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণবীয় কর্ম্ম ভববন্ধনের কারণ বলিয়া প্রকৃত সাধু সম্মত নহে। বৈষ্ণবই বিষ্ণুর প্রিয়তম তদ্ব্যতীত ব্রহ্মাদি অন্য কেহই তাঁহার প্রিয়তম নহে। বৈষ্ণবই একমাত্র পতিত পাবন তদ্ব্যতীত অন্যে তত্ত্বতঃ পতিত সংজ্ঞক। প্রহ্লাদ বলেন, যে বিপ্র অবৈষ্ণব তিনি নিজে অপবিত্র বলিয়া কুলকে পবিত্র করিতে পারেন না অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও পতিত মধ্যে গণ্য।

বৈষ্ণবঃ সভ্যভদ্রশ্চ বৈষ্ণবো ধার্ম্মিকোত্তমঃ।
বাস্তবী বৈষ্ণবপ্রীতির্নীতিশ্চ বৈষ্ণবী বরা।।

বৈষ্ণবই প্রকৃতপক্ষে সভ্য ও ভদ্র তদ্ব্যতীত সকলেই অসভ্য ও অভদ্র, বৈষ্ণবই ধার্ম্মিকরাজ তদ্ব্যতীত অন্যে বকধার্ম্মিক, মিছাধার্ম্মিক, ধর্ম্মধ্বজী মধ্যে মান্য মাত্র, বৈষ্ণবী প্রীতিই বাস্তবী তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণবীয় প্রীতি জনিদুঃখপ্রদায়িনী। বৈষ্ণবীনীতিই শ্রেষ্ঠা যেহেতু তাহাই শ্রেয়ঃশালিনী, ধর্ম্মপালিনী, শান্তিবিলাসিনী তদ্ব্যতীত অন্য নীতি দুষ্কৃতি ও দুর্ভাগ্যজননী ও দুর্গতিভাজনী।

বৈষ্ণবকল্পবৃক্ষশ্চ বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ।

বৈষ্ণবো রক্তলোকশ্চ বৈষ্ণবো পণ্ডিতোত্তমঃ।। বৈষ্ণবই বাঞ্ছাকল্পতরু স্বরূপ তদ্ব্যতীত অন্যের বাঞ্ছাকল্পতরুত্ব সিদ্ধ নহে। বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ গুরু তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাদিতে প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব নাই। তাঁহাদের গুরুত্ব ব্যবহারিক মাত্র। বৈষ্ণবই সকলের অনুরাগভাজন তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণব সকলের অনুরাগ ভাজন নহেন। বৈষ্ণবই যথার্থ তত্ত্ববিদ্গণের অন্যতম বলিয়া পণ্ডিতোত্তম তদ্ব্যতীত শৈব শাক্ত শাঙ্করাদী অযথার্থ তত্ত্ববাদীগণ সকলেই তত্ত্বতঃ মূর্খ, পণ্ডিতন্মন্য, শোচ্য এবং আত্মবঞ্চিত।

বৈষ্ণবঃ পরমো মন্ত্রো মার্গশ্চ বৈষ্ণবো বরঃ।
বৈষ্ণবী পরমা কীর্ত্তির্গীতিশ্চ বৈষ্ণবী পরা।

বৈষ্ণবীয় মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণব মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা নাই। বৈষ্ণবীয় মন্ত্রই বিষ্ণধামে সিদ্ধিপ্রদ পক্ষান্তরে অবৈষ্ণবীয় মন্ত্র বঞ্চনাবহুল। বৈষ্ণবীয় মার্গই শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপক তদ্ব্যতীত অন্য মার্গসমূহ প্রবৃত্তিপ্রধান বলিয়া পুনর্জন্মপ্রাপক। বৈষ্ণবী কীর্ত্তিই পরমা যেহেতু তাহা নিত্যস্বরূপভূত তদ্ব্যতীত সকল কীর্ত্তিই অনিত্য এবং বৈষ্ণবীয় গীতিই শ্রেষ্ঠ সনাতনধর্ম্মময়ী তদ্ব্যতীত অন্যগীতি সংসার বন্ধনের কারণভূত।।

বৈষ্ণবঃ পরমার্থাঢ্যো বৈষ্ণববিধিরুত্তমঃ।।
বৈষ্ণব উত্তমঃশ্লোকো বৈষ্ণবঃ সদ্গুণাশ্রয়ঃ।।

বৈষ্ণবই একমাত্র পারমার্থিক তদ্ব্যতীত শৈবাদি অবৈষ্ণবগণ সকলই পরমার্থহীন, বৈষ্ণবীয় বিধিই উত্তম তদ্ব্যতীত অন্য বিধি অধম বাচ্য কারণ সেই সকল বিধি পালনে জীব সংসারধর্ম্মে আবদ্ধমতি হইয়া থাকে। বৈষ্ণবই উত্তমঃশ্লোক বাচ্য যেহেতু তাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বোত্তমা এবং বৈষ্ণবই প্রকৃতপক্ষে সদ্গুণের সমাশ্রয়, তদ্ব্যতীত অন্যে সকলেই প্রকৃত পক্ষে সদ্গুণ বর্জ্জিত। প্রহ্লাদ বলেন, ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে তিনিই সকল সদ্গুণের আধার এবং সর্ব্বদেবময় পরন্তু যিনি ভগবদ্বিমুখ তাহাতে মহৎগুণের সমাবেশ হইতেই পারে না।

----ঃঃঃঃঃ----

গীতামাহাত্ম্য

অধ্যাত্ম্যমূলং খলু কৃষ্ণগীতা
কর্ত্তব্যসারং দিশতি কৃপাব্ধিঃ।
বিবাদমানো লভতে স্বরূপং
তস্মাদ্ধি গীতাং বুধ আশ্রতেত্তাম্।।১
অশরণাগতো জীবঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
প্রসক্তো ভবদুঃখাব্ধৌ নিমগ্নঃ কৃপণঃ কুধী।।২
শরণাপ্তঃ সুধী ধন্যো হ্যমৃতত্বং লভেন্নরঃ।
গীতা দিশতু তত্তত্ত্বং শঙ্কটাপন্নমচ্যুতা।।৩
মহাভারতসর্ব্বস্বং মধ্যাত্ম্যদীপমুজ্জ্বলম্।
যদাশ্রিত্য পরং পদং যাত্যঞ্জসা ন সংশয়ম্।।৪
অকৃষ্ণৈকাশ্রিতো জীবো মিথ্যাধর্ম্মাবলম্ব্য সঃ।
বিবাদপ্রবলোহর্থেষু ভ্রমতি দুঃখপাথধৌ।।৫
কৃষ্ণবহির্ম্মুখং জীবং কস্তারয়তি দুঃখতঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি সর্ব্ববেদেষু নিশ্চিতম্।।৬
শ্রোয়োমূলং হরেঃ পদং গীতা দিশত্যসংশয়ম্।
গীতাজ্ঞানবিহীনো হি মজ্যতে দুঃখসাগরে।।৭
কর্ত্তব্যজ্ঞানসংমূঢ়ঃ কর্ত্তৃত্ববাদমোহিতঃ।
অধর্ম্মমার্গগো নিত্যং দুঃখফলং সমুশ্নুতে।।৮
গীতামার্গেণ তৎপদং গম্যতে পরমং সুধী।
গীতাজ্ঞানেন সার্ব্বজ্ঞং স্বরূপং লভ্যতে ধ্রুবম্।।৯
বেদজ্ঞানবিমূঢ়াত্মা কর্ম্মমার্গস্তমোহন্ধদৃক্।
গীতাজ্ঞানপ্রদীপেন শ্রোয়ো ধামাধিগচ্ছতি।।১০

----ঃঃঃঃঃ----

শ্রীগিরিরাজাষ্টকম্

হরিচিত্তসমুদ্গতশৈলবর
হরিদাসবরেশ্বররূপধর।
হরিদেবকরস্থিতছত্রবর
গিরিরাজ দয়াং কুরু দীনজনে।।১।।
ভূবি শাল্মলিকে কৃপয়া জনিত

নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩১
যো দেবোঽনাদিরাদিশ্চ সর্ব্বকারণকারণম্।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩২
যো দেবঃ সর্ব্বভক্তিষু সেব্যরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৩
যো দেবঃ সর্ব্বরসৈকসাধ্যরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৪
যো দেবঃ সর্ব্বাবতারমূলরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৫
যো দেবঃ সর্ব্বধর্ম্মৈকারাধ্যরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৬
যো দেবঃ সর্ব্বধর্ম্মৈকমূলরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৭
যো দেবঃ সর্ব্বকেলিষু নেতৃরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৮
যো দেবঃ সর্ব্বকলাদ্যৈকস্বরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৩৯
যো দেবঃ নর্ম্মকেলিষু বিজ্ঞরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪০
যো দেবঃ সর্ব্বমাঙ্গল্যগুণিরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪১
যো দেবো গোপকেলিষু সৌম্যরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪২
যো দেবঃ সর্ব্বনীতিজ্ঞস্বরূপেণ ব্যবস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৩
যো দেবঃ প্রীতিধর্ম্মেষ্বভীষ্টরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৪
যো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু নম্যরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৫
যো দেবঃ সর্ব্বধর্ম্মৈকধামরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৬
যো দেবঃ সর্ব্বলোকেষুপাস্যরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৭
যো দেবঃ সর্ব্বপর্ব্বৈকপাত্ররূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৮
যো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু দাতৃরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৪৯
যো দেবঃ নর্ম্মকর্ম্মেষু প্রাজ্ঞরূপেণ সংস্থিতঃ।
নমস্তস্মৈ ভজে নিত্যং স গোবিন্দঃ প্রসীদতু।।৫০

শ্রীগুরুপ্রপত্তির কারণ

বিদ্যা গুরুমুখী অর্থাৎ গুরুমুখ হইতেই বিদ্যার প্রকাশ ও প্রচার। গুরু স্বয়ং বিদ্যামূর্ত্তি স্বরূপ। অতএব বিদ্যার্থে গুরুপ্রপত্তি প্রপঞ্চিত হয়। বিদ্যার্থে ব্রীয়তে গুরুঃ। জীব স্বভাবতঃ অজ্ঞ অসর্ব্বজ্ঞ। তজ্জন্য কর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কি? সাধন কি? ভজন কি? প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে গুরুতে প্রপত্তির প্রয়োজন। কারণ কোন বিদ্যাই গুরু বিনা সিদ্ধ ও অধিগত হয় না। শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম কর্ম্মাদির উপদেশ আছে তাহাও গুরুমুখী বিদ্যা বৈ আর কিছুই নহে। অতএব বিদ্যার্থে গুরু প্রপত্তি সাধু শাস্ত্র সঙ্গত বিষয়। ইহ জগতে কর্ম্মচিকীর্ষুগণ কর্ম্মীপ্রধানে, জ্ঞানলিপ্সুগণ জ্ঞানপ্রবীণে, সিদ্ধিকামীগণ উত্তম যোগীতে এবং ভক্তিরস পিপাসুগণ ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাগবতে প্রপত্তি করেন। সংসারে শ্রদ্ধালু তত্ত্বমূর্খদের কেহ বা সাংসারিক উন্নতি বা পরলোকে উত্তম ভোগ প্রাপ্তি জন্য, কেহ বা রোগ শোক বিপদাদি মুক্তির জন্য, কেহ বা উত্তম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য গুরুতে প্রপত্তি করেন। কিন্তু সনাতনশাস্ত্র মতে তাহারা ভ্রান্তদর্শী মাত্র। উপনিষৎ বলেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। আরাধ্য ভগবানের তত্ত্ববিজ্ঞান লাভের জন্য গুরুতে প্রপত্তি করিবেন। ভাগবতে নব যোগীন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ মহাশয় বলেন,

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ।
এবং লোকং পরং বিদ্বান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
স তুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্।।
তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্।।

অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক পদার্থের সহিত এই কর্ম্ম নির্ম্মিত সংসারের নশ্বরতা, ভূরি দুঃখপ্রদত্ব তথা পরিণামশূন্যতা বোধ হেতু উত্তমশ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিত্য পরম কল্যাণ জিজ্ঞাসায় গুরু প্রপত্তি কর্ত্তব্য। বিবেক- এই বিশ্ব মায়াময়। ইহা গন্ধর্ব্বনগরতুল্য, স্বপ্নমনোরথ তুল্য, মিথ্যাকল্পিত, কর্ম্ম নির্ম্মিত, পরিবর্ত্তন ও বিনাশশীল। স্বরূপ বিস্মৃতজীবগণ এখানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। তাহারা যে সকল দেহ দৈহিক পদার্থের সহিত মিলিত হয় তাহারা নশ্বর, চলমান, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জ্বরা ব্যাধি ক্ষুৎপিপাসা রূপ ষট্তরঙ্গ তথা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকাত্মক ত্রিতাপসঙ্কুল। অতএব দেহ দৈহিক পুত্র কলত্র আপ্ত বিত্তাদি হইতে নিত্য শান্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুখের জন্য অনুষ্ঠিত সম্বন্ধ কর্ম্মাদি সকলই পরিণামে দুঃখ শোক মোহ ভয় ও আর্ত্তি প্রদান করে। ভোগের জন্য সমানে সমানে স্পর্দ্ধা, প্রধানের প্রতি ঈর্ষাহেতু আত্যন্তিক সুখের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না। অতএব এতাদৃশ মায়াময়, বঞ্চনাবহুল, দুঃখপ্রদ জগৎ সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া নিত্যানন্দ লাভের জন্য বিবেকী ব্যক্তির বেদাদি শাস্ত্রার্থে প্রবীণ, ভগবদ্ভক্তিতে নিপুণ, গোস্বামিগুণে মহান গুরুতে প্রপত্তি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র উত্তম শ্রেয়ঃ লক্ষণময়। কারণ হরিভক্তি হইতে যে

একমাত্র বেদ্য। বেদ সকল বাসুদেব পরায়ণ। বাসুদেবোপরা বেদাঃ। অপিচ বৈদিক ক্রিয়াগুলিও বাসুদেব তৎপর। বাসুদেব পরা ক্রিয়াঃ। ক্রিয়া সিদ্ধিতেও বাসুদেব পরায়ণ, বাসুদেব পরাগতিঃ। জগদ্বাসুদেবময়, জীব বাসুদেবের এক ক্ষুদ্রতম অংশ। অতএব বাসুদেবই ধর্ম্মমূল। জগতে বা বেদে যে সকল ধর্ম্মের কথা আছে তাহা সনাতন বাসুদেব ধর্ম্মেরই শাখাপ্রশাখাস্থানীয়। মূল সম্বন্ধ বিনা যথা কাণ্ড প্রকাণ্ডাদির অস্তিত্ব ও সজীবতা থাকে না তথা বাসুদেব উপাসনা বিনা কোন ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও সজীবত্ব নাই। ধারণাৎ ধর্ম্মঃ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। যাহাকে ধারণ করিলে বিনাশ বা পতন নাই তিনিই একমাত্র ধারণযোগ্য, যাঁহাকে ধারণ না করিলে কোথা হইতেও রক্ষা নাই সেই ভগবান্ বাসুদেবই ভজনীয় ধর্ম্ম্য। তাহাকে ধারণ করিলে অন্যাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নাই আর তাঁহাকে ধারণ না করিলে অপর কেহই ধারণ করিতে পারে না। অপিচ অন্যের যে ধারণ শক্তি তাহাও ভগবদ্দত্ত শক্তিই বটে। লৌহ আকৃষ্ট, তাহার আকর্ষণ শক্তি নাই কিন্তু চুম্বকে আকৃষ্ট হইয়াই আকর্ষণ শক্তি পায় তথা অন্যকেও ধারণ করিতে পারে। সেই ধারণ শক্তিও চুম্বক হইতেই সিদ্ধ হয়। এখন আলোচ্য ভগবান্ কে? বিষ্ণুপুরাণে পরাশরমুনি মৈত্রেয়কে বলেন, মৈত্রেয় ভগচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে। হে মৈত্রেয়! ভগবান্ শব্দ কেবল সর্ব্বকারণকারণেই প্রযুক্ত হয় আর অন্যত্র ভগবচ্ছব্দ উপচার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ কারণ স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। আর তাঁহার অবতারগণ ভগবান্ নামে পরিচিত । এখানে কৃষ্ণ শব্দ ভগবদ্বাচক। ভগবান্ সকলের কারণ বলিয়া সর্ব্বমূল অর্থাৎ সকলের আধার। তিনি ধর্ম্মমূল, ধর্ম্মের কারণ, উৎস, আধার ও আদ্যভূত। তিনি ধর্ম্মময়, তাঁহা হইতেই ধর্ম্মের প্রচার। তিনি ধর্ম্মের আধার, ধর্ম্মের নেতা ও বক্তা। তাৎপর্য্য এই যে, মূল যথা সর্ব্বাশ্রয়েরও আশ্রয় তথা ভগবদ্ভজনই সর্ব্বধর্মাশ্রয়। মূল যথা সকলাংশের কেন্দ্র তথা ভগবদ্ভজনই সর্ব্বধর্ম্মের কেন্দ্র। মুল যথা সর্ব্বাঙ্গের আধার তথা ভগবদ্ভজনই সর্ব্বধর্ম্মের আধার। সর্ব্বাঙ্গ যথা মূলরসেই জীবিত থাকে তথা সকল ধর্ম্মেরই জীবাতু ভগবদ্ভজন। সর্ব্বাঙ্গ যথা মূলসম্বন্ধী তথা সকল ধর্ম্মই ভগবদ্ভজন সম্বন্ধী অর্থাৎ ভগবদ্ভজন বিনা তাহাদের কোনই পৃথক্ সম্বন্ধ নাই। মূল বিনা সর্ব্বাঙ্গের বৈকল্য দেখা যায় তথা ভগবদ্ভজন বিনা সর্ব্বধর্ম্ম বিফল, বীর্য্যহীন ও অজাগলস্তন সদৃশ। কেবল দৃষ্টিধারী কিন্তু যথার্থপ্রদ নহে। যথা বৃক্ষের মূলই সেচনীয় তথা সর্ব্বমূল ভগবানই ভজনীয়। শাস্ত্র বলেন, ভগবদ্ভক্তিহীনের সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ তপাদি সকলই প্রাণহীনদেহের মণ্ডনের ন্যায় কেবল লোকরঞ্জন মাত্র অতএব বৃথা। ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিশাস্ত্রং জপস্তপঃ। অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্। যথা মূল হইতেই সকলাংশের প্রকাশ তথা ভগবান্ হইতেই সর্ব্বধর্ম্ম ও সকলের প্রকাশ। যথা নদীর কারণ ও আশ্রয় পরিণতি গতি সমুদ্র তথা ধর্ম্মের কারণ আশ্রয় ও গতি ভগবানই, অন্যে নহে।

বেদপ্রণীহিতো ধর্ম্মঃ। বেদ বাসুদেব পরায়ণ অতএব ধর্ম্ম বাসুদেবময়। বাসুদেবও ধর্ম্মময়। যথা সেবাসৌষ্টব সম্পাদনের জন্য বহু সেবকের প্রয়োজন তথা ভগবদ্ভজনের পারিপাট্য সমৃদ্ধির জন্যই বহুধর্ম্মের প্রচার। যথা পতিই সাধ্বীর সেব্যপ্রভু এবং পতি সম্বন্ধী শশুর শাশুড়ী দেবর তথা জ্ঞাতি বান্ধবাদিও যোগ্যভাবে সেব্য মান্য তদ্রূপ ভগবানই জীবের একমাত্র ভজনীয় ধারণীয় প্রভু এবং তৎসম্বন্ধী দেবাদিও যথাযোগ্যমান্য অর্থাৎ পতি সম্বন্ধে যথা পতির পিতা মাতাদির মান্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় তথা ভগবৎসম্বন্ধেই অন্যদেবাদির মান্যধর্ম্মাদির প্রচার। যথা পতিবিরোধিনীর সাধ্বীধর্ম্ম থাকে না তথা ভগবদ্বিরোধীরও দাস্যধর্ম্ম থাকে না। একাধিক পুরুষে রতিমতিনারী যথা বেশ্যা সংজ্ঞিতা তথা সমহারে সমভাবে একাধিক দেবতার ব্রতচারীর ব্যভিচারী সংজ্ঞা। যথা হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়নিচয় চিত্তের অভীষ্ট সম্পাদন ও সমৃদ্ধি করে তথা অহিংসাদি ধর্ম্মও ভগবদ্ভজনধর্ম্মের সাম্পূর্ণ্য সাধন করে।

বহুধর্ম্মের প্রকাশ রহস্য

আদৌ আর্য্য বিধানে দাম্পত্যধর্ম্মযোগে কিশোরীর পতিব্রতাধর্ম্ম উদিত হয় তথা তৎসঙ্গে সঙ্গে পতির পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতিও যথাযোগ্য গৌবর সখ্যাদি ধর্ম্ম প্রপঞ্চিত হয়। অতঃপর সন্তানদের জননে তাহাদের প্রতিও বাৎসল্য কারুণ্যাদি পালন ধর্ম্ম তথা গৃহপালিত পশুপক্ষীদের পালন ধর্ম্মও অভিব্যক্ত হয়। পতির গৃহপ্রবেশ হইতেই গৃহমার্জ্জনাদি নিত্যকর্ম্ম তথা দেহের মণ্ডনাদিধর্ম্মও উপস্থিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক পতি সেবা হইতেই অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মাদি উদিত হইয়াছে তদ্রূপ এক ভগবদ্ভজন যোগেই অন্যান্য ব্যবহার ধর্ম্মাদির ইতিকর্ত্তব্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল দেবপূজাদি ব্যবহার ধর্ম্মেই তৎপর তাহারা নিতান্তমূর্খ ও অধর্ম্মজ্ঞও বটে। আর যাহারা কেবল ভগবদ্ভজন রূপ মূখ্যধর্ম্মের গোঁড়া হইয়া ব্যবহারধর্ম্মে বিমূখ তাহারাও যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ নহেন। কিন্তু যাঁহারা মূখ্যধর্ম্ম ভগবদ্ভজনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাযোগ্যভাবে দেবাদির প্রতি সম্মান, ভক্ত সঙ্গ, জীবে দয়া ও বিষ্ণু বৈষ্ণবদ্বেষীজনে উপেক্ষা রূপ ব্যবহার ধর্ম্মের যাজক তাঁহারাই প্রকৃত ধর্ম্মবিৎ। গুরু ভগবৎস্বরূপ তজ্জন্য তিনি ভগবদ্বৎ প্রেমসেব্য। পরন্তু ভেদদ্রষ্টার ভক্তিধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মানঃ। ভগবদ্ভক্তসঙ্গ হইতেই ভক্তিধর্ম্ম উদিত

এতৎসন্নিয়তং তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ। গতি শ্রুতি সত্য ও তপস্যার্থে ঋষি ধাতু। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে নিয়তই ঋষি বাচ্য। ঋষ গমনার্থে। পরমতত্ত্বে নিবিষ্টই পরমর্ষি। মহদ্ব্রহ্মে নিষ্ঠিতই মহর্ষি।

মহান সংজ্ঞা

যস্মান্ন হন্যতে মানৈ সঃ মহান নিগদ্যতে। যাহার ঐশ্বর্য্য যশ মহত্বের সীমা করা যায় না তাহাকে মহান বলেন। শ্রুতিতে পারঙ্গতই শ্রুতর্ষি।

হেতু০- হেতুর্হিতেঃ স্মৃতো ধাতোর্যন্নিহন্ত্যুজিতং পরৈঃ। হিংসার্থক হিত হইতে হেতু শব্দ নিষ্পন্নঃ। গমনার্থক হি ধাতু হইতে হেতু শব্দ নিষ্পন্ন।

নিন্দা০-দোষপ্রদর্শনং নিন্দা স্বাভিপ্রায়ঃ প্রদর্শনাৎ।

প্রশংসা০-প্রপূর্ব্বচ্ছং সর্ত্তে ধাতুঃ প্রশংসা গুণবত্তয়া। প্রকৃষ্ট রূপে গুণবিজ্ঞাপণের নাম প্রশংসি। প্রশংসা গুণকীর্ত্তনম্।

সংশয়০-ইদং ত্বিদমিদং নেদমিত্যনিশ্চিতং সংশয়ঃ।

-----ললল----------ঃঃঃঃঃঃঃঃ

ত্যাগীর বেশাচার

যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করতঃ নিবৃত্তিমার্গাশ্রয়ী তাঁহারা ত্যাগী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ত্যাগই সন্ন্যাস। ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে। অতএব এই ভগবদ্বাক্যানুসারে ত্যাগ মাত্রই স্বরূপতঃ সন্ন্যাস হইলেও তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্যাগধর্ম্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ কাষায়বস্ত্র ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করেন তাঁহারাই সন্ন্যাসী নামে লোক প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত অপর সকলেই কেবল ত্যাগী বা বৈরাগী নামে বিখ্যাত। তাৎপর্য্য এই, ত্যাগীগণ স্বভাব অনুসারে কেহ শাস্ত্রীয়, কেহ বা শাস্ত্রাতীত। শাস্ত্রীয়গণ কাষায়বস্ত্র ত্রিদণ্ডাদিধারী আর শাস্ত্রাতীতগণ অনিয়মী অর্থাৎ বিধিনিষেধাতীত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কাশীধামে শ্রীতপন মিশ্রের পরিধেয় একখানি পুরাতন ধূতিকে কাটিয়া দুইখানি কৌপিন বহির্ব্বাস করতঃ পরিধান করেন। সনাতন ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার তাদৃশ আচরণে কোন অভিযোগ করেন নাই বরং তাঁহার বৈরাগ্যধর্ম্মের ভূয়সী প্রসংশা করেন। তাঁহার সেই আচার হইতে বিদ্বৎসন্ন্যাসীত্ব প্রমাণিত হয়। স্বভাবসিদ্ধই বিদ্বৎসন্ন্যাসী আর বিবিৎসা সন্ন্যাসীগণ সাধক অতএব সাম্প্রদায়িক ডোর কৌপিন দণ্ডাদিধারী। ডোর কৌপিন কেবল মুক্তকচ্ছ সন্ন্যাসীরই পরিধেয় বস্ত্র। অতএব শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রকারান্তরে সন্ন্যাসীই। তাঁহাকে তদ্বেশ দ্বারা বর্ণাশ্রমাতীত বলা যায় না তবে স্বভাবে তিনি বর্ণাশ্রমাতীত ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। বর্ণাশ্রমাতীত ত্যাগীগণ অব্যক্তলিঙ্গ। তাঁহাদের বেশ দ্বারা আশ্রম নির্ণীত হয় না। শ্রীল শুকদেব, ভগবান ঋষভদেব তথা ভগবান্ দত্তাত্রেয় ইহারা অব্যক্তলিঙ্গ মুক্তসঙ্গ আদর্শ অবধূত। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭মস্কন্ধে বর্ণীত অবধূত চরিতের সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আচারের সঙ্গতি নাই। অতএব সনাতন গোস্বামিপাদকে অবধূতাচারী বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত অবধূতগণ ভগবদুক্ত জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানা শ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ এই বিধানের মূর্ত্তবিগ্রহ। জগদ্গুরু ঈশ্বর শ্রীল নিত্যানন্দের চরিতে আমরা অবধূতের পূর্ণাচার দেখিতে পাই। বর্ত্তমানকালে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে ত্যাগী বৈষ্ণবগণ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অনুকরণে বেশাশ্রয় করতঃ বাবাজী নামে পরিচিত। বাবাজী কোন সাম্প্রদায়িক বা শাস্ত্রীয় নাম নহে। উত্তরভারতে সাধুগণকে বাবা বলা হয় আর তদুত্তরে সম্মানার্থে জী শব্দ যোগেই বাবাজী নামের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ প্রভুপার্ষদ সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ যেকালে ব্রজধামে বসতি করেন তখন হইতেই বাবাজী নামের প্রচলন। পরবর্ত্তিকালে ইহা সাম্প্রদায়িক নামে পরিণত হইয়াছে।

কেহ অভিমত রাখেন যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ যে বেশ স্বীকার করেন তাহাই ত্যাগীর বেশ। কিন্তু ইহা পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন একদেশীয় সিদ্ধান্ত। কারণ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ন্যায় স্বধর্ম্মতৎপর ত্যাগী পার্ষদ বৈষ্ণব অন্যবেশে মহাপ্রভুর নিকট ও অন্যত্র ছিলেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রমাতীত। তথাপি যে কোন আশ্রমে থাকিয়াও তাঁহারা পদ্মপত্রবৎ সেই সেই আশ্রম অভিমান শূন্য। তবে শাট্যায়নোপনিষদে সন্ন্যাসবেশকেই বৈষ্ণববেশ বলা হইয়াছে। যথা- ত্রিদণ্ডং বৈষ্ণবং লিঙ্গং বিপ্রাণাং মুক্তিসাধনম্। তথা সন্ন্যাস পরিত্যাগীর দোষ কথনে য ইমাং বৈষ্ণবীং নিষ্ঠাং পরিত্যজতি স স্তেনো ভবতি। অতঃপর সন্ন্যাসকরণের মাহাত্ম্য কথনে বলেন, অথ খলু সৌম্যেমং সনাতনমাত্মধর্ম্মং বৈষ্ণবীং নিষ্ঠাং লব্দ্ধা যস্তামদূষয়ন্ বর্ত্ততে স বশীভবতি স পূণ্যশ্লোকো ভবতি--- স পরং ব্রহ্ম ভগবন্তমাপ্নোতি---।

অথ যিনি এই সনাতন আত্মধর্ম্মময় বৈষ্ণবীনিষ্ঠা অর্থাৎ সন্ন্যাস লাভ করিয়া তাহাকে দূষিত না করিয়াই জীবিত থাকেন তিনি বশী, পূণ্যশ্লোক হন, তিনি অন্তিমে পরং ব্রহ্ম ভগবানকে লাভ করেন, তিনি পিতৃমাতৃকূল তথা বন্ধুবান্ধব কূলকে উদ্ধার করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ স্বস্বভাবে বর্ণাশ্রমাতীত বিচারে যে বেশ ধারণ করেন তাহা যোগ্য বলিয়াই শ্রীল গৌরসুন্দর তাহাতে অভিযোগ রাখেন নাই। ঐ বেশ কোন সাম্প্রদায়িক গুর্ব্বানুগত্যে স্বীকৃত হয় নাই এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ হইতে তাহার কোন পরম্পরাও নাই। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ন্যায় কোন যোগ্যব্যক্তি তদনুকরণে ঐ বেশ ধারণ করেন কিন্তু কালবশে অনধিকারী হইতে ঐ বেশাচারণে দোষ দৃষ্টি অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতাক্রমে ধর্ম্মের গ্লানি উদিত হইলে তাহাতে অনুশাসন আরম্ভ হয় অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যে ঐ বেশ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয়। বর্ত্তমানে তাহা সাম্প্রদায়িক বেশে পরিণত হইয়াছে। যেরূপ শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীল রঘুনাথদাসকে কৃষ্ণ বিগ্রহস্বরূপে গোবর্দ্ধনশিলা পূজার আদেশ করেন। ঐ

সংজ্ঞা।

৯। ভগবৎস্বরূপ প্রাভব বৈভব বৈচিত্র্য সম্বলিতং শাস্ত্রং ভাগবতম্। ভক্তিরস স্বরূপ শ্রীভাগবত। তাহাতে কহয়ে যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ।

ভগবৎপ্রাপ্তিকরং যত্তদ্ভাগবতং বিদুর্বুধাঃ। ভগবৎপ্রাপ্তিকর শাস্ত্রই ভাগবত।

১০। ভগবদ্ভক্তিযোগশাস্ত্রং ভাগবতম্। ভাগবতস্বরূপেণ ভগবান্ বর্ত্ততে ভুবি।।

গ্রন্থরূপে ভাগবত ভক্তিরসময়। এই তত্ত্ব নাম সমাধিতে পাইল ব্যাস। ভক্তিযোগ ভাগবতে করিল প্রকাশ।।

১১। ভগবত্তত্ত্ববিতানং ভাগবতম্।

১২।ভগবৎপ্রেষ্ঠশাস্ত্রং ভাগবতম্। নহি শাস্ত্রং ভাগবতাৎপরম্। ভগবানের প্রিয়তম শাস্ত্র বলিয়া ভাগবত আখ্যা। ভাগবৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই।

১২।সাস্য সূত্রে-- সাক্ষাদ্ভগবানেব ভাগবতম্। সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া ইহার ভাগবত সংজ্ঞা।

আক্ষরিক পরিচয়---

ভাত্যারাধ্যস্বরূপেণ গময়তি পরং পদম্।
বসতি ভক্তচিত্তে চ তনোতি প্রেমসম্পদম্।
ইতিভাগবতং প্রোক্তং নিরুক্তিবিধিকোবিদৈঃ।।

যাহা আরাধ্যস্বরূপে বিরাজ করেন, যাহা পরমপদ প্রাপ্তি করায়, যাহা ভক্তচিত্তে বাস করে, যাহা প্রেম সম্পত্তি বিস্তার করে তাহাকেই নিরুক্তিবিদ্গণ ভাগবত বলিয়া থাকেন।

ভকারাদ্ভাবনং বিদ্যাদ্গকারাদ্গতিদং তথা।
বকারাদ্বান্ধবং প্রোক্তং তকারাত্তৎপদং স্মৃতম্।।

ভকারে ভাবন, গকারে গময়িতা, বকারে বান্ধব, তকারে তৎপদ কথিত হয়।

ভর্ত্তাগময়িতাবন্ধুস্তরণির্ধ্বান্তহারকঃ।
ভর্ত্তা গময়িতাবন্ধুস্তৎপদপ্রাপকো যতঃ।
তেন ভাগবতং শাস্ত্রং প্রোক্তং তত্ত্ববিশারদৈঃ।।

ভর্ত্তা গময়িতা বান্ধব ও তৎপদ প্রাপক বলিয়া তত্ত্ববিদ্গণ ইহাকে ভাগবত বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ---

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।।

শ্রীসূত গোস্বামিপাদ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্য সম্বলিত, গায়ত্রীর ভাষ্যযুক্ত এবং বেদার্থ পরিবৃংহিত।

তিনি আরও বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রের সারাৎসার সঙ্কলন স্বরূপ। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা রচনা করতঃ আত্মারাম নিজ পুত্র শুকদেবকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।।
চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকদেব, খাইলেন পরীক্ষিৎ।।

শ্রীল শুকদেবপাদ বলেন, ইহা সর্ব্ববেদান্তের বিনির্যাস স্বরূপ। ইহার রসে পরিতৃপ্তগণ অন্যত্র কোন রসে রতি করেন না।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।

ইহা শুকসংহিতা নামেই পরিচিত। কারণ পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেবপাদ ইহা শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রবণ করাইয়াছেন।

ভাগবতমাহাত্ম্যে বলেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার স্বরূপ।

সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সারোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাবিধঃ।।

সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্যাস শ্রীমদ্ভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ব।।

ভাগবত বেদ কল্পতরুর প্রপক্কফল স্বরূপ, ইহা মহত্বগুণে অমৃতকে বা মোক্ষকেও জয় করে।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাদ্ভগবান্ স্বরূপ। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ও বাম পদ স্বরূপ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধদ্বয় দুই উরু স্বরূপ, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ স্বরূপ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল স্বরূপ, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দক্ষিণ ও বাম বাহু স্বরূপ, নবমস্কন্ধ কণ্ঠদেশ স্বরূপ, দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখপদ্ম স্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ ললাট স্বরূপ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ শিরোদেশ স্বরূপ। ইহা অপার সংসার সমুদ্রের মহাসেতু স্বরূপ, ইহা মহাকারুণিক আদিদেব তমালকান্তি বিশিষ্ট সুহৃদবতার স্বরূপ। ইহাকে ভগবানের শাব্দিক অবতার বলা হয়। শ্রীলীলা পুরুষোত্তমের সর্ব্ববিধ অবতার চরিতামৃত পরিমণ্ডিত বলিয়া ইহার ভাগবত নাম যথার্থক ও সার্থক।

কৃষ্ণনাম বেদবল্লীর সৎফল স্বরূপ আর ভাগবত বেদ কল্পতরুর প্রপক্কফল স্বরূপ বলিয়া উভয়েই একার্থক প্রতিপাদক ও সম স্বরূপ মাহাত্ম্য মণ্ডিত।

ভাগবতের আবির্ভাব প্রসঙ্গ

আদৌ সৃষ্টির প্রাক্কালে গর্ভোদকশায়ী নাভিপদ্ম জাত তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মার সমাধিতে শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ২য়তঃ বদরিকাশ্রম নিবাসী সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ বেদব্যাসের বদনপঙ্গজ হইতে সমাধিভাষারূপে এই ভাগবত বিস্তৃতকায়ে দ্বাদশস্কন্ধ ও অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকে আত্মপ্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস জীবের কল্যাণের জন্য বেদবিভাব, উপনিষৎ বিচার, তথা বেদার্থ পুরণার্থে পুরাণ রচনা করেন। তৎপর পণ্ডিতদের জন্য বেদান্তসূত্রম্ ও অবশেষে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থে উপাখ্যানছলে লক্ষ শ্লোকী মহাভারত রচনা করেন। তথাপি সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ চিত্তপ্রসাদের অভাব পর্য্যালোচনা কালে যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীনারদ মুনি উপস্থিত হন।

এতদ্ব্যতীত পরীক্ষিৎ মহারাজের অন্তর্ধানের দুইশত বৎসর পর দুইবার সপ্তাহব্যাপী ভাগবতের অধিবেশন হয় তুঙ্গভদ্রানদী তটে। সেখানে প্রথম অধিবেশনে শ্রীগোকর্ণের পাঠকত্বে সাতদিনেই ধুন্ধুকারি পাপদেহ ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণ স্বারূপ্য দেহে গোলোকে গমন করেন এবং দ্বিতীয় অধিবেশনান্তে শ্রোতাগণ সহ গোকর্ণজী কৃষ্ণধামে গমন করেন। ইহার ত্রিশবর্ষ পর হরিদ্বারে আনন্দারণ্যে ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্বাস্থ্য ও আনন্দ প্রাপ্তির জন্য ভাগবতের অধিবেশন হয়। সেখানে বক্তা চতুঃসন ও শ্রোতা নারদ মুনি ছিলেন।

সর্ব্বোপরি সম্ভবতঃ সত্যযুগে পাতালে একটি ভাগবতের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ভূধারী ভগবান্ অনন্তদেব শুশ্রূষু চতুঃসনকে ভাগবত সংহিতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তবে সাম্যপ্রাস, শুকরতল ও নৈমিষারণ্যের অধিবেশনই প্রসিদ্ধ।

ভাগবতের পরম্পরা

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দুইটি পরম্পরা জানা যায়। তন্মধ্যে আদৌ ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ হইতে ব্রহ্মা, তাহা হইতে নারদ, তাহা হইতে ব্যাস, তাহা হইতে শুকদেব, তাহা হইতে পরীক্ষিৎ ও উগ্রশ্রবা সূত তাহা হইতে শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ। দ্বিতীয়তঃ ভূধারী ভগবান্ আনন্ত হইতে সনৎকুমার, তাহা হইতে সাংখ্যায়নমুনি, তাহা হইতে পরাশরমুনি, তাহা হইতে মৈত্রেয় মুনি তাহা হইতে মহামতি বিদুর। এই দ্বিতীয় পরম্পরাধৃত ভাগবতী কথা মৈত্রেয়বিদুর সংবাদ নামে ভাগবতে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত পরম্পরা শুকদেবে আসিয়া মিলিয়াছে।

প্রথম পরম্পরায় ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ হইতে বেদব্যাস পর্য্যন্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবত এবং বেদব্যাস হইতে শৌনকাদি পর্য্যন্ত চতুঃশ্লোকী সহ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিস্তৃত, তাহা বৈয়াসকী নামে প্রখ্যাত।

ভাগবতের অপর নামাবলী

অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম মহাপুরাণই শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম **পরমহংসসংহিতা**, অন্য নাম বৈয়াসকী। ব্যাস রচিত বলিয়া **বৈয়াসকী** নামে পরিচিত, ভগবচ্চরিতাবলী বিভূষিত বলিয়া **ভাগবত** এবং পুরাণশ্রেষ্ঠ বলিয়া **মহাপুরাণ** সংজ্ঞক। ইহার অপর নাম **অমৃতসাগর**।

ভাগবতের রচনা কাল

দ্বাপরান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়। তাহা ভাগবতীয় কৃষ্ণে স্বধামোপগতে শ্লোক হইতে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতই বেদব্যাসের সর্ব্বশেষ রচনা। যদি প্রশ্ন হয় ভাগবতই যদি সর্ব্বশেষ রচনা হয় তাহা হইলে পদ্মপুরাণও স্কন্ধপুরাণে তাহার মাহাত্ম্য রচনার সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তর- ইহাতে একটি রহস্য আছে। তাহা এইরূপ, বেদব্যাসের অষ্টাদশ পুরাণ রচনায় মহাপুরাণ ভাগবতের পরেই স্কন্দ পুরাণ রচিত হয়। কিন্তু সেই ভাগবত পরমধর্ম্মবৈশিষ্টপূর্ণ ছিল না। পরে ভক্তিসম্রাট্ নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিমলভক্তি যোগ সমাধিতে ব্যাসদেব অনর্থময়ী মায়া সহ সাক্ষাৎ পরমপুরুষোত্তম কৃষ্ণকে দর্শন করতঃ চিত্তের সম্পূর্ণ প্রসাদ লাভ করেন এবং লোকের কল্যাণের জন্য তিনি পুনশ্চ নূতন কোন গ্রন্থ রচনা না করিয়া পূর্ব্বরচিত মহাপুরাণের কলেবর ভক্তিযোগরূপ পরম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেন। এই রহস্য আমারা গৌড়ীয় তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের রচিত সন্দর্ভ হইতে জানিতে পারি। অনেক আধ্যক্ষিক অর্ব্বাচীন শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসের রচনা বলিয়া সন্দেহ করেন কিন্তু সেই সন্দেহ সমীচীন নহে। তাহাদের সন্দেহ এবম্বিধঃ আমারা যে ভাগবত পাই তাহা সূত শৌনক সংবাদময় তৃতীয় অধিবেশনের ভাগবত। কিন্তু সূতের বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্। তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্ম বতাম্বরম্। ইত্যাদি পদ্য হইতে ভাগবত যে অধিবেশনত্রয়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে তাহা জানা যায়। এখন প্রশ্ন এই, শুক পরীক্ষিৎ তথা সূত শৌনক সংবাদ যোগেই কি ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করিয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে তাহাতে সন্দেহ নাই আর পৃথক্ রচনা হইলে তাহাই সন্দেহ ব্যঞ্জক। কারণ ভাগবতের প্রথম অধিবেশনে ব্যাসদেব স্বয়ং বক্তা, দ্বিতীয় অধিবেশনে শুকদেব বক্তা, ব্যাসদেব শ্রোতা, তৃতীয় আধিবেশনে তাঁহার উপস্থিতি জানা যায় না। তৃতীয় অধিবেশনের ভাগবতই গ্রন্থাকারে জগতে প্রকাশিত এবং প্রচারিত। যদি তৃতীয় অধিবেশনের পর ভাগবত রচনা হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব পদ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু এখানে মিমাংসা এই, যেরূপ শ্রীরামাবতারে ষাট্ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হয় তদ্রূপ ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেব ভবিতব্য শুক পরীক্ষিৎ তথা সূত শৌনক সংবাদ যোগেই ভাগবত রচনা করেন।।

ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট মহত্ত্ব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তদ্ভক্তি ও তৎপ্রীতিযোগই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্বয় ও ব্যতিরেক তথা মুখ্য ও গৌণ বৃত্তিতে সর্ব্বথা ভক্তিযোগই ভাগবতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যথা সূত বাক্য- অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে লোকস্যাজানত বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্। এই শ্লোকই তাহা শতধা প্রমাণিত করে। জগদ্গুরু নারদের উপদেশও এবম্বিধ। যথা- অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবা সত্যরতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রমস্যাখিল বন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্। অতএব মহাভাগ অমোঘদৃষ্টিযুক্ত পবিত্র হরিকথা শ্রবণনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, ধৃতব্রত আপনি সকল লোকের মায়াবন্ধন মুক্তির জন্য সমাধিযোগে ভগবল্লীলা দর্শন করিয়া বর্ণন করুন। কারণ উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণনই সুচিরসাধ্য বেদাধ্যায়ন, তপস্যাদির অবিচ্যুত ফল। চৈতন্য ভাগবতে বলেন, প্রতিপদে ভাগবত ভক্তি রসময়। পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্। মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা। কেহ বলেন, ভাগবত বড়

হয় না অর্থাৎ তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না। ভাগবত রসিকগণ ধার্ম্মিকোত্তম পরন্তু ভাগবত জীবীগণ মহাপাপিষ্ঠ নরাধম শোচ্যতম ও আত্মঘাতী।

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার অতএব কৃষ্ণ তুল্য ভাগবতই ভক্তমাত্রেরই বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভক্তদের নিত্যসেব্য। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতকেই প্রামাণিক শিরোমণি রূপে স্বীকার করিয়াছেন। যথা সনাতন ধর্ম্ম বিনা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণ বিনা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, রাধিকা তুল্য কোন কৃষ্ণপ্রেমিকা নাই তথা শ্রীমদ্ভাগবত বিনা শ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র নাই। যথা রসের মধ্যে শৃঙ্গার, ভাবেব মধ্যে ব্রজভাব, নদীদের মধ্যে গঙ্গা, পুরীদের মধ্যে মথুরা শ্রেষ্ঠা তথা পুরাণদের মধ্যে ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠশাস্ত্র। তাহা সংলাপই নহে যাহা মহাজন কৃত নহে, তিনি মহাজন নহেন যিনি ভক্তিসিদ্ধ নহেন, তাহা ভক্তি নহে যাহা ভাগবত প্রতিপাদ্য নহে অর্থাৎ ভাগবত প্রতিপাদ্য ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা। তাহাই প্রকৃত সুকৃতি যাহা সৎসঙ্গপ্রাপক, তিনিই প্রকৃত সাধু যিনি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয়ী, তাহাই প্রকৃত ভাব যাহা ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনজনিত, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম যাহা ধর্ম্মজনক, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা বিষয় বৈরাগ্য বিধায়ক, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য যাহা ভগবানে ভক্তি সম্পাদক, তাহাই প্রকৃত ভক্তি যাহা মহাজন প্রসাদজা, তিনিই মহাজন যিনি ভাগবতপরায়ণ। ভাগবতের আরাধ্য স্বয়ং ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অপার সংসার সমুদ্রের পারগামী শ্রীমদ্ভাগবতসেতুকে আশ্রয় করিলেন না তাহারা আত্মঘাতী। যাহাদের ভাগবতদর্শনের সৌভাগ্য নাই তাহাদের ভগবদ্দর্শনের সম্ভাবনাও নাই। যাহারা ভাগবতসেবক তাহারাই ভগবৎসেবকোত্তম। ভগবৎসেবীদের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু ভাগবতসেবীদের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ভাগবতীভক্তি হৃদয় গ্রন্থীভেদিকা, কর্ম্মবাসনাচ্ছেদিকা, মোহ সংশয় বিনাশিকা, সর্ব্বপাপ উপদ্রব অমঙ্গলাদি সংহারিকা, সর্ব্বভাবরত্নসম্পূটিকা ও সজ্জনদের সুখজীবিকা স্বরূপ। ভাগবতী ভক্তি নিরন্তরা, প্রেমসুখান্তরা, সিদ্ধান্ত সিদ্ধিঋতম্ভরা, প্রিয়ম্বরা, সৌভাগ্যবসুন্ধরা, শমনদমন বিজয় বৈজয়ন্তী ধুরন্ধরা ও ত্রিতাপপুরন্দরা।

ভজনকুটির, নন্দগ্রাম ২৪/১০/৯১

-----ঃ○ঃ○ঃ-----

বিধির উৎপত্তি রহস্য

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম সেবনে কৃষ্ণের প্রতি তাহার একটি সহজ প্রীতিভাব বিদ্যমান। প্রীতি ভাবহেতু জীব সেব্যকৃষ্ণের সেবায় স্বতঃসিদ্ধ রুচিবিশিষ্ট। কারণ প্রিয়ভাবে যে প্রবৃত্তি তাহা রুচিপ্রধানা কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়িক জগতে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ ভজনোপযোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। সুকৃতি ফলে জীবের সাধু সঙ্গক্রমে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তিমূলা শ্রদ্ধা লভ্য হয়। শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইলেও ভজন পদ্ধতি জ্ঞানের অভাবে তদ্বিষয়ে অনুশীলনের অপেক্ষা থাকে। আবার পদ্ধতিজ্ঞান থাকিলেও রুচির অভাবে ভজন সিদ্ধ হয় না। মায়াবদ্ধ জীবের আদৌ কৃষ্ণ প্রীতি সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণসম্বন্ধহীনের কৃষ্ণ প্রীতির প্রশ্নই থাকে না। তাদৃশ কৃষ্ণভজনে শ্রদ্ধালু জীবগণের সহজ রাগধর্ম্মের উদয় কারাইবার অভিলাষে অভিজ্ঞ রসিক মহাজন কৃষ্ণানুরক্তজনের চরিত্র ও কার্য্যকারিতা অনুশীলন করতঃ অনুশাসন যোগে একটি ভজন পদ্ধতি প্রকাশ করেন, তাহার নাম বিধিমার্গ। শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় মহাজনের অনুশাসনই বিধি। বিধি রাগাবধি অর্থাৎ যাবৎ রাগোদয় না হয় তাবৎ বিধির প্রাধান্য। রাগই বিধির প্রাণ। রাগ উদিত হইলে বিধির বাধ্যতা শিথিল হইয়া যায়। বিধি রাগে আত্মসাৎ করে। কৃষ্ণরতি উদিত হইলে তদ্ভজন বিধিবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রুচিভাব ধারণ করে। যেরূপ পুত্রের প্রতি জননীর স্বতঃসিদ্ধ স্নেহহেতু তিনি পুত্রের পালন পালনাদি সেবায় স্বতঃই রুচি বিশিষ্টা। পুত্রের লালন পালন বিষয়ে তাহার অন্যের কোন অনুশাসনের অপেক্ষা থাকে না। কারণ তিনি সহজভাবেই পুত্রের প্রতি আসক্তা ও অনুরক্তা। পরন্তু বৈতনিকী দাসীতে স্বতঃস্নেহের অভাব বশতঃ সেই পুত্রের সেবায় জননীর অনুশাসনের অপেক্ষা থাকে। তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ রুচিযোগে যে কৃষ্ণ ভজন তাহাই রাগময় কিন্তু রুচির অভাবে সেই কৃষ্ণ ভজনই শাস্ত্র শাসনে বিধি নাম প্রাপ্ত হয়। স্বরূপ রাগপ্রধান তজ্জন্য সেখানে বিধির বাধ্যতা নাই কিন্তু রাগ বর্জ্জিত বদ্ধজীবে কৃষ্ণ রতি না থাকাই তাহার সহজরাগ ভজন নাই তবে ভজন করিতে করিতে ভজনীয় কৃষ্ণের প্রতি রতি উদিত হইলেই ভজন রাগাকার ধারণ করে। রাগ রুচিপ্রধান মার্গ। যাবৎ ভজনীয় ভগবানে রতি না জাগ্রত হয় তাবদ্ভজন কর্ত্তব্যজ্ঞানে শাস্ত্র শাসনে বিধি সংজ্ঞক। কেবল শ্রদ্ধালু কখনই রাগপথের পথিক হইতে পারে না। দম্ভভরে বা অনিষ্ঠিত ভজনের শাসন ভয়ে বা কর্ত্তব্যজ্ঞানেও রাগ রহস্য প্রকাশিত হয় না। স্বতঃসিদ্ধ রুচিই রাগের পরিচায়িকা। যাহা যুক্তি ও তর্ক সাপেক্ষ তাহা রুচি নহে। রুচি অহৈতুকী স্বতন্ত্রা। অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ রুচির উদয় হয় নাই অথচ গুরুবাক্যে নিষ্ঠাহেতু যে ভজনে প্রবৃত্তি তাহা বিধি বোধিতা, তাহা রাগ ভজন নহে। রাগের পদ্ধতি জ্ঞান থাকিলেও বা রাগভজন পদ্ধতি নামা প্রাপ্ত হইলেও রাগমার্গীয় হওয়া যায় না যদি অন্তরে রাগোদয় না হয়। রুচির অভাবে উত্তম খাদ্যের অনাদরবৎ কৃষ্ণভজন রাগময় হইতে পারে না। সহজভাবে আরাধ্যের প্রতি আকৃষ্টিহেতু চিত্তের স্বাভাবিক আবেশই রাগ সংজ্ঞক। তত্ত্বজ্ঞানহীন, অনর্থপ্রবীণ অতএব অনুদিতকৃষ্ণরতি সাধক কখনই রাগানুগ হইতে পারে না। তিনি তত্ত্ববিচারে বৈধ ভক্ত। বর্ত্তমানকালে বাবাজী মহলে যে রাগভজনের ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহা নূন্যাধিক অতিবাড়িতা

বৈকুণ্ঠপথের পথিক, গুরুভক্ত কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থের উত্তরাধিকারী। গুরুভক্ত কুলোদ্ধারক, জগদ্বিভূষণ। অতএব গুরুভক্তের তুলনা হয় না। গুরুভক্ত বিলক্ষণ ধর্ম্মগুণধাম।

শ্রীগুরুভক্তির বৈশিষ্ট্য

গুরুভক্তিই শিষ্যের সর্ব্বস্ব স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুরুসেবায় আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস দ্বারা তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না।

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।।

গুরুসেবাই শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম। গুরুভক্তিহীন কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারে না। গুরুভক্তিহীন শ্রেয়ঃপথে বঞ্চিত, আত্মঘাতী, পশুতুল্য, নরাধম ও নারকী। গুরুসেবা অপেক্ষা পরম পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই তাহা সর্ব্বোত্তমতা প্রাপ্ত। গুরুশুশ্রূষণং নাম ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।

তস্মাৎ পরতরং ধর্ম্ম পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।।

পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে কামক্রোধাদি জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও গুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ অনায়াসে সে সকল জয় করিতে পারেন।

কামক্রোধাদিকং যদ্ যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্।
এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।

গুরুভক্তি সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী। অতএব গুরুভক্তির সাম্য জগতে বিরল।

শ্রীগুরুপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য

ইহ জগতে গুরুপ্রসাদই সর্ব্বসিদ্ধিকর। প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ অর্থাৎ মনীষীগণ বলেন, গুরু প্রসন্ন হইলে সর্ব্ব সিদ্ধি লভ্য হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে ভগবান্ স্বয়ংই প্রসন্ন হন। গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্। যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।। শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর গুর্ব্বষ্টকে বলেন,

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

যাঁহার প্রসাদ হইতে ভগবৎপ্রসাদ লভ্য হয়। যিনি অপ্রসন্ন হইলে অন্য কোথাও হইতে কোন গতি থাকে না, ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের ধ্যান ও যশের স্তব করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।। ইহাতে গুরুপ্রসাদের কৈবল্য ও প্রাধান্য নিশ্চিত হইল।

শ্রীগুরুতত্ত্ববৈশিষ্ট্য

তত্ত্ব বিচারে গুরুদেব পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি পরমধন, পরমধাম, পরমাশ্রয়, পরাবিদ্যা ও পরাগতি স্বরূপ।

গুরুরেব পরো ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনম্।
গুরুরেব পরঃ কামো গুরুরেব পরায়ণম্।।
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ।।

গুরু তত্ত্বতঃ কৃষ্ণস্বরূপবান্। কারণ চৈতন্যচরিতে সিদ্ধান্ত-

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে।

জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র। শাস্ত্র গুরুমুখে বিদ্যমান্। অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি সর্ব্বদায় গুর্ব্বাধীন। গুরু কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভক্তি ও প্রীতি তত্ত্ব প্রকাশে ব্রহ্মা স্বরূপ, অনর্থবিনাশে শিব স্বরূপ এবং ভক্ত পরিপালনে বিষ্ণুস্বরূপ। তিনি পরব্রহ্মবৎ নমস্য।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ সদা।।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুরুকে আমার স্বরূপ জানিবে। কখনও তাঁহাকে মর্ত্ত্যজ্ঞানে অবজ্ঞা ও অসূয়া করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।

তিনি আরও বলেন, মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসিতং মদাত্মকম্। পরমার্থ লাভের জন্য শান্ত, আমার স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আমার স্বরূপভূত গুরুকে উপাসনা করিবে। এখানে গুরু ভগবদভিন্নরূপেই সিদ্ধান্তিত।

উপনিষৎ বলেন--

তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভের জন্য সমিধপাণি শিষ্য বেদাদি শাস্ত্রে বিশারদ এবং পরমেশ্বরে নিষ্ঠাবান্ গুরুর নিকট গমন করিবেন। এখানে **গুরুত্ব** পরমেশ্বরের ভক্তিনিষ্ঠত্বরূপেই প্রকাশিত।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

বেদাদি সমস্তশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি রূপেই কীর্ত্তন করেন। পরমপ্রাজ্ঞ্য সাধুগণও তদ্রূপ চিন্তা করেন কিন্তু যিনি তত্ত্বতঃ প্রভু কৃষ্ণের প্রিয় সেই গুরুদেবের পাদপদ্মকে আমি বন্দনা করি।। হরিত্ব শব্দে হরিভাবকে বুঝায়। হরিভাব হইতে গুরুর হরিপ্রিয়ত্বই প্রমাণিত হয়। তাৎপর্য্য-- শ্রীকৃষ্ণই ঈশগুরু আর তাঁহার প্রিয়তম বৈষ্ণবই তদাজ্ঞাকারী মহান্তগুরু। মহান্তগুরুও জগদ্গুরুবৎ মান্য। যথা- মদ্গুরুর্জগদ্গুরুঃ মন্নাথো জগন্নাথঃ।

মহান্ত গুরু কৃষ্ণপ্রিয়তমরূপেই তদভিন্ন স্বরূপবান্। প্রতিনিধি নিধিবৎ মান্য বিচারে গুরু কৃষ্ণবৎ মান্য। তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।। এই ভাগবতীয় শ্লোকে গুরুর কৃষ্ণভক্তত্বই প্রকাশিত।

একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। কারণ জীব তাঁহারই এক ক্ষুদ্রতম অংশ। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। সেব্য ভগবান্ ভূমা আনন্দময়। তাঁহাকে লাভ করিয়াই জীব সুখী হয়। তিনিও তাঁহার লাভকারীকে সুখী করিয়া থাকেন। রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি এষো হ্যেবানন্দয়তি। আনন্দ হইতে জাত আনন্দকণ জীবের পক্ষে পূর্ণানন্দ ভগবানই সেব্য। অপিচ যাঁহাদের সেবা বিনা মূল সেব্যের সেবাপ্রাপ্তি ও পূর্ত্তি দুর্ঘট সেই গুরু বৈষ্ণবও ইহজগতে জীবের সেব্য বিষয়। গুরু বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রতিভূমুর্ত্তি। তাৎপর্য্যএই যে, আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমূর্ত্তিতে সেব্যরূপে বিরাজমান্। গুরুকৃষ্ণ, গৌরকৃষ্ণ, ভাগবতকৃষ্ণ, নামকৃষ্ণ ও অর্চ্চাকৃষ্ণ। ইহারা সকলেই প্রজ্ঞানতত্ত্বের প্রকাশ ও বিলাস মূর্ত্তি স্বরূপ। সেব্য হইয়াও ইহারা বদ্ধজীবের তৎসান্মুখ্য বিধানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাদের সেবা ও প্রসাদে জীব অনন্যসেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য ইহারাও যোগ্যভাবে সেব্য। এককথায় ভগবান্ ও তদ্ভক্তই জীবের সেব্য তদ্ব্যতীত অন্যের সেবা দুঃখমূল অনর্থের কারণ। জগতে পিতা মাতাদি সেব্য হইয়াছেন কি প্রকারে তাহারও একটি রহস্য আছে। যথা- সৃষ্টির প্রাক্কালে আদি বৈষ্ণব ব্রহ্মা নিজ পুত্রগণকে বিষ্ণুসেবায় দীক্ষিত করাইয়া বৈষ্ণব করেন। তাঁহারা একদিকে পিতা ও অপরদিকে গুরু ব্রহ্মাকে ভজন করেন। তদনুকরণে পরম্পরায় পিতার সেবা প্রচলিত হয়। কিন্তু মূর্খজীব তাহার রহস্য বুঝিতে পারে নাই যে, কেবল বীর্য্যাধান কর্ত্তা বলিয়া পিতা সেব্য নহে পরন্তু কৃষ্ণভক্তির গুরু বিচারেই সেব্য। জন্মদাতা বিচারে পিতার সেব্যত্ব সাধারণ। তাহাতে পরমার্থ নাই, তাহা পিতৃসেবার রহস্যও নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শাস্ত্রে মাতা পিতার নিন্দা হইত না। যথা- পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ইত্যাদি। অপিচ অন্যত্র কথিত আছে যথা- সেই সে পিতামাতা সেই বন্ধু ভ্রাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।। অতএব সেব্য ভক্তিদাতৃত্ব বিচারেই পিতা মাতা দেব ঋষি গুর্ব্বাদির সেব্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। করুণাময় ভগবান্ সংসার পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার মানসে বৈষ্ণব দেশ মাতা পিতা বন্ধু পতিদের সঙ্গে সম্বন্ধিত করেন, তাহাদের কুলে জন্ম দেন, সাধারণ পূজ্যবুদ্ধিতেও তাদৃশ বৈষ্ণব পিতা মাতা পতি বন্ধু পুত্রাদির সেবা করিলে জীব মায়ামুক্ত ও স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। যদি ভিখারীজ্ঞানে বৈষ্ণবকে দান দিলে মুক্তি লাভ হয় তাহা হইলে আত্মীয়জ্ঞানে বৈষ্ণবসেবার মহিমার সীমা কে করিতে পারে? বৈষ্ণবে কন্যাদানং পরমমুক্তি কারণম্। বৈষ্ণবে কন্যাদান পরমমুক্তির কারণ আর পতিজ্ঞানে বৈষ্ণবসেবাও পরমেশ্বর ভক্তির কারণ। তজ্জন্য শাস্ত্রে অপতিত বৈষ্ণব ভর্ত্তা ও ভার্য্যা সেবার কথা প্রসিদ্ধ। পতিঞ্চাপতিতং ভজেৎ, ভার্য্যা তা যা ভজনসহায়া। এই ভাবেই ভার্য্যা ও ভর্ত্তা নামের সার্থকাতা। আরও জ্ঞাতব্য কেবল রতিসুখের জন্য দাম্পত্যধর্ম্ম অনর্থকর পরন্তু ভক্তিধর্ম্মের জন্য তাহা পরমার্থময়।

চৈতন্য ভাগবতে বৈষ্ণবের জন্ম রহস্য বিচারে কথিত আছে। যেদেশে যেকুলে বৈষ্ণব অবতরে। তাঁহার প্রভাবে লক্ষযোজন নিস্তরে।। শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান। বৈষ্ণব জন্মায়ে প্রভু জীবের করে ত্রাণ।। শোচ্যকুল কেন সকল কুলেই বৈষ্ণবের অবতার জীব কারুণ্য বৈ আর কিছুই নহে। অতএব জীবের পরমার্থ সাধনের জন্য সেই সেই কূল মাতা পিতাদির সেব্যত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে। চুম্বক লৌহ পদার্থ হইলেও তাহাতে আকর্ষণশক্তি রূপ বৈশিষ্ট আছে কিন্তু সাধারণ লৌহাতে তাহা নাই। তদ্রূপ বৈষ্ণব মাতা পিতাদিতে পরমার্থ আছে কিন্তু সাধারণ মাতা পিতাদিতে তাহা নাই তজ্জন্য তাহারা পরমার্থীদের সেব্য নহেন। অপিচ লৌকিকরীতিতে ধর্ম্মমাতাপিতা স্বীকারেরও তাৎপর্য্য ঐ সেব্যসেবা প্রাপ্তিরূপ পরমার্থ। অর্থও স্বার্থের জন্য মাতা পিতা পাতান মায়া ও কলির কার্য্য মাত্র। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু যে মালিনী ও শ্রীবাসকে মাতাপিতা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ পরমার্থপ্রদ। তাঁহারা বাৎসল্যরসে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সেবাধিকার লাভ করিয়াছেন। ইহাতে নিত্যানন্দের ভক্তবাৎসল্য এবং কারুণ্যও প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু তাঁহারা নিত্য সেব্য ও সেবক। অতএব তাদৃশ সম্বন্ধ পরমার্থময়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, অধুনা শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অনুকরণে অনেক ত্যাগী ধর্ম্মমাতাপিতা সম্বন্ধে জড়িত। ইহা বাস্তবিক পরমার্থের মার্গ নহে। কারণ তাহাদের মধ্যে কোন নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা নূন্যাধিক পান্থ সম্বন্ধযুক্ত। অধিকাংশই অর্থ ও স্বার্থপরতা পুষ্ট। বলা বাহুল্য তাহারা পরমার্থ রহস্য বিষয়ে বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ। বিচার করুন- রক্তকের প্রভু ভক্তি পরমধর্ম্ম যেহেতু তাঁহার প্রভু পরমেশ্বর কিন্তু অন্যের প্রভুভক্তি পরম ধর্ম্ম নহে যেহেতু তাহার প্রভু পরমেশ্বর নহে। শ্রীদামের সখ্য পরমধর্ম্ম যেহেতু তাঁহার বন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেব্য পরমেশ্বর পরন্তু অন্যের সখ্য পরমধর্ম্ম নহে যেহেতু তাহার সখা পরমেশ্বর নহে। যশোদার পুত্রবাৎসল্য পরমধর্ম্ম যেহেতু তাঁহার পুত্র পরমেশ্বর পরন্তু অন্যের পুত্রবাৎসল্য পরমধর্ম্ম নহে যেহেতু তাহার পুত্র পরমেশ্বর নহে। রুক্মিণীর পতিসেবা পরমধর্ম্ম যেহেতু তাঁহার পতি শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর পরন্তু অন্যনারীর পতিসেবা পরমধর্ম্ম নহে যেহেতু তাহার পতি পরমেশ্বর নহে। ব্রজগোপীদের ঔপপত্য পরমধর্ম্ম যেহেতু তাঁহাদের উপপতি ধর্ম্মমূল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরন্তু অন্য নারীর ঔপপত্য পরম ধর্ম্মতো নহে বরং নারকিতা মাত্র যেহেতু তাহার উপপতি পরমেশ্বর নহে। প্রদ্যুম্নের পিতৃভক্তি পরমধর্ম্ম যেহেতু তাঁহার পিতা পরমেশ্বর পরন্তু অন্যের পিতৃভক্তি পরম ধর্ম্ম নহে যেহেতু তাহার পিতা পরমেশ্বর নহে। বলিরাজের আতিথ্য

অধিকৃত দাসদাসী। আদৌ শিব কৃষ্ণের নিয়মাকত্বে জগৎসংহারকর্ত্তা। হরো হরতি তদ্বশঃ। অতএব শিবের পৃথক্ ঈশত্ব সিদ্ধ নহে।

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ।
স শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যেরূপ দুগ্ধ অম্লযোগে দধিতে পরিণত হয়, অথচ দুগ্ধ হইতে প্রথক্ তত্ত্ব নহে তদ্রূপ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে যিনি সংহারকার্য্যে প্রকৃতি সঙ্গে বিকৃত হইয়া শম্ভুভাব প্রাপ্ত হন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্র রূপ ধরে।।
মায়াসঙ্গ বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।।
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধি রূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে।।

পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে জীবকোটি রুদ্রত্বই প্রকাশিত।

শক্তি দূর্গা মায়াদেবী তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা পরায়ণা।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দূর্গা।
ইচ্চানুরূপমপি যস্য চেষ্টতে যা সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যাঁহার ছায়ারূপা মায়াদেবী দূর্গা জগতের সৃষ্টি পালন ও প্রলয় সাধনে সমর্থ হইয়া ত্রিভূবনকে ভরণ করেন এবং তিনি যাঁহার ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্ট্যাদি চেষ্টা করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।

তথা মায়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।।

আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। কৃষ্ণের এই উক্তি হইতে সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে মায়ার স্বতন্ত্রকার্য্যকারিতা নিরস্ত হইয়াছে। অতএব দূর্গাদেবীও স্বতন্ত্র আরাধ্যা নহেন।

সূর্য্য- কৃষ্ণের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া জগৎপ্রকাশক।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজা।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

সকল গ্রহদের রাজা, অশেষ তেজস্বীবর, সকল সুরদের মূর্ত্তি স্বরূপ সূর্য্য যাঁহার চক্ষু স্বরূপ,যাঁহার আজ্ঞায় সেই কাল চক্র জগতে ভ্রমণশীল আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।।

ভাগবতে -যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং। দেবযান সূর্য্য যাঁহার চক্ষু স্বরূপ ইত্যাদি।

অতএব সূর্য্যও পৃথক্ আরাধ্য দেবতা নহেন।

গণেশ- ইনি কৃষ্ণের আনুগত্যেই জগতের বিঘ্নবিনাশক। যথা ব্রহ্মসংহিতায়-

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ
দ্বন্দ্বে প্রণাম সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জয়ন্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

সেই গণপতিদেব প্রণাম সময়ে কুম্ভযুগলে যাঁহার পাদপদ্মযুগল ধারণ করতঃ ত্রিজগতের বিঘ্নাদি বিনাশ করিতে সমর্থ হন করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।। এখানে গণেশের বিঘ্নবিনাশনত্ব কার্য্য গোবিন্দের আনুগত্যসিদ্ধ বিষয়। অতএব গণেশও পৃথক্ আরাধ্য দেবতা নহেন।

বিষ্ণু- ইনি কৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্রতম প্রকাশ বিগ্রহ। তত্ত্বতঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণের একটি কলা স্বরূপবান্।যথা ব্রহ্মসংহিতায়-

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গেবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।

যে বিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাসকে অবলম্বন করতঃ রোমকূপজাত জগদণ্ডনাথ ব্রহ্মাগণ জীবিত থাকেন সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার একটি কলামূর্ত্তিবিশেষ, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। বিষ্ণু কৃষ্ণের আজ্ঞায় সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করতঃ জগৎকে পালন করেন। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্। অন্যত্র পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে মহাদেব বলেন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি সমুচ্চয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি শ্রীকৃষ্ণের এককলার কোটিকোটিভাগের একভাগ স্বরূপবান্।

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে হ্যনন্তকোটিসমুচ্চয়ে।
তৎকলাকোটিকোট্যাংশা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।।

ব্রহ্মা- কৃষ্ণের একটি গুণাবতার। তিনি কৃষ্ণের আজ্ঞায় রজোগুণ দ্বারা জগৎজীবগণকে সৃষ্টি করেন। ইহা ব্রহ্মার স্বমুখ বাক্য- সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং।

ইন্দ্র- কৃষ্ণের অধিকৃত দাস, বিরাজ পুরুষের বাহুস্তানীয় বলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ভাগবতে মহাবিভূতি স্তোত্রে- বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদাৎ। বিরাট পুরুষের বল হইতে মহেন্দ্র ও দেবতাগণ জাত। অতএব ইন্দ্রের স্বতন্ত্র ঈশত্ব নাই।

অগ্নি- একটি যজ্ঞীয়দেবতা। তিনি বিরাটপুরুষের মুখ থেকে জাত। মুখাদগ্নিরজায়ত। কৃষ্ণের যজ্ঞীয় হবির্বাহক। ভাগবতে- অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা। অতএব অগ্নিও স্বতন্ত্রসেব্য নহেন।

এককথায় ভাগবতে বলেন, দেবগণ নারায়ণের অঙ্গজাত। দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।

জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম। শিবাদি দেবতা পরম বৈষ্ণব তাহাদিগকে গুরু করিয়া যাহারা গোবিন্দ ভজন করেন তাহারাই শিবাদির প্রকৃত ভক্ত আর যাহারা শিবাদি দেবগণকে গোবিন্দের সঙ্গে সমানজ্ঞান করে বা গোবিন্দবিমুখ, তাহারা শিবাদির ভক্ত বলিয়া অভিমান করিলেও প্রকৃত পক্ষে কুলাঙ্গার মাত্র কারণ তাহারা তাহাদের প্রভুর পূজ্যকে মানে না জানে না। তজ্জন্য শিবাদিগণের কৃপাভাজন নহে। যাহারা প্রকৃতপক্ষে শিবাদির কৃপাভাজন তাহারা শুদ্ধ গোবিন্দশরণ, গোবিন্দভক্ত, গোবিন্দপরায়ণ। শিবসূর্য্যাদি বৈষ্ণবের দাস্যসূত্রে তদীয় উপাসকগণও বৈষ্ণব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি শৈবাদি সংজ্ঞা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেখানে মতভেদ আছে। ব্রহ্মাণসন্তানের ব্রাহ্মণত্ব স্বধর্ম্ম আর আসুরত্ব ঔপাধিকধর্ম্ম তদ্রূপ বৈষ্ণবের ভক্তের বৈষ্ণবত্ব স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম কিন্তু অবৈষ্ণবত্বই বিরূপধর্ম্ম।

শিষ্যকে ঘোড়া আনিতে বলিল। সে একটি গাধা আনিল। শিষ্যের বিচারে গাধাটাই ঘোড়া পরন্তু বিজ্ঞমতে গাধা ঘোড়া নহে বা ঘোড়াও গাধা নহে। তদ্রূপ অজ্ঞমতে শিবাদি ঈশ্বর হইলেও বিজ্ঞমতে তাঁহারা তাহা নহেন। তাহারা বিষ্ণুদাস। বিজ্ঞমতে বিষ্ণুই ঈশ বাচ্য আর তদীয় শিবাদি ঈষিতব্য মাত্র। বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন বৈষ্ণবধর্ম্মেরও শ্রেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ। বিষ্ণুই ধর্ম্মমূল আর দেবগণ তদ্ধর্ম্মযাজক। কোন দেবতা কি বলিতে পারেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করিব। একথা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই মুক্তকণ্ঠে গান করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অমৃত ও অব্যয়ের প্রতিষ্ঠা তথা নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যসুখের আধারও আমিই। কোন দেবতা ইহা বলিতে পারেন না। কৃষ্ণ বলেন, আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। হে পার্থ! ব্রহ্মাদিলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন হয় পরন্তু আমাকে লাভ করিলে আর পুনরায় জন্মাইতে হয় না। একথা কোন দেবতা বলিতে পারেন কি? নিশ্চয়ই পারেন না।

বিষ্ণু অকুতোভয় বৈষ্ণবও অকুতোভয় কিন্তু শিবাদি দেবতা বিষ্ণুভয়ে ভীত হইয়াই তদীয় আজ্ঞা পালন করেন। মদ্ভয়াদ্বাতিবাতোঽয়ং ইত্যাদি। ভগবান্ বলেন, আমার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য তাপ দান করে, অগ্নি দাহ করে, ইত্যাদি। দেবতাদের কার্য্যকারিতা থেকে তাঁহাদের বিষ্ণুর আজ্ঞাকারী বৈষ্ণবত্বই সিদ্ধ হয়। পৃথক্ ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম অভয় স্বরূপ, ভয় নাশক পক্ষে শৈবাদি ধর্ম্মে অভয়ত্বাদি নাই। আত্মার ধর্ম্ম বিচার করিলেও বৈষ্ণবত্বই প্রমাণিত হয়। শৈবাদি পদ সিদ্ধ হয় না। যেরূপ স্বপ্ন নিদ্রালুর ধর্ম্ম, জাগ্রতের ধর্ম্ম নহে তদ্রূপ শৈবাদি ধর্ম্ম রাজসিক তামসিকদের ধর্ম্ম, তাহা কখনই সাত্ত্বিকদের ধর্ম্ম নহে।

সত্ত্বে জাগরণ, রজে স্বপ্ন এবং তমে সুসুপ্তি। রজোগুণে ধর্ম্ম অসম্যক্ এবং তমোগুণে ধর্ম্ম বিপরীতরূপে জ্ঞাত হয়। রাজসিক ও তামসিকগণ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে না বা মানে না। তাহারা অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে করে। তাহারা যে ভ্রান্তদর্শী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবের আত্মধর্ম্ম। সর্গের রাজা ইন্দ্রের ভোক্ষ্য অমৃত কিন্তু একসময় তিনি শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া মলাদি ভক্ষণ করিতে থাকেন। বিচার করুন- যখন ইন্দ্র স্বস্বরূপে থাকেন তখন তাঁহার খাদ্য অমৃত আর যখন তিনি শূকর হন তখন তাঁহার খাদ্য মলাদি। তদ্রূপ জীব যখন স্বরূপে থাকে তখন সে বৈষ্ণবধর্ম্মী আর যখন বিরূপে থাকে তখন সে শিবাদির ভক্ত হয়। অন্নপ্রাণ জীব প্রকৃত খাদ্যের অভাবে যেরূপ অখাদ্য কুখাদ্য খায় তদ্রূপ প্রকৃত সেব্যের অভাবে জীব অসেব্যকেই সেব্য করে। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন দেশ, জাতি বা কোন বর্ণ বা আশ্রম বিশেষের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ববর্ণীয় ও সর্ব্বাশ্রমীয় সার্ব্বজনীনধর্ম্ম। বাংলার সূর্য্য ও আমেরিকার সূর্য্যে যেরূপ ভেদ নাই একই তদ্রূপ সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম এই বৈষ্ণবধর্ম্ম। কারণ স্বরূপে সকলেই বৈষ্ণব, বিষ্ণুর অংশভূত জীব। কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস। যে না মানে সেই পাপে তার হয় সর্ব্বনাশ।। যেরূপ আর্য্য বাঙ্গালী আমেরিকায় যাইয়া ম্লেচ্ছ পরিবেশে থাকিতে থাকিতে ম্লেচ্ছাচারী হই পড়ে তদ্রূপ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীই নানাদেশে নানাপরিবেশে নানা মতে পথে নানাধর্ম্ম মতাবলম্বী হইয়াছে। যেরূপ একই গঙ্গাজল তেতুল যোগে অম্লাস্বাদী, ইক্ষুরসে মিষ্টাস্বাদী তদ্রূপ ভিন্ন পরিবেশে নিত্য সত্য ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে মাত্র। ইহজগতে প্রথম বৈষ্ণব ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র সায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় বৈষ্ণব তাঁহার পুত্রগণ মানব নামে পরিচিত। তাহা হইলে মানবদের ধর্ম্ম সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম। কিন্তু কিরূপ গণ্ডমূর্খতা? বুক ফুলায়ে মানব বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাহারা নানা অপধর্ম্ম যাজন করে। ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজ বংশপরিচয় দিয়া সে যদি চামারের কার্য্য করে তবে তাহার যে ধর্ম্মজ্ঞান নাই তাহাই প্রমাণিত হয়। কাশ্যপগোত্রের পরিচয় দিয়া ম্লেচ্ছাচারী। বিচার করুন- সে স্বধর্ম্ম থেকে কত নীজে পতিত হইয়াছে। জানিবেন এইভাবেই জগতে স্বরূপভ্রষ্টদের মধ্যেই নানামত ও পথ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপগত ধর্ম্ম হইল বৈষ্ণবধর্ম্ম। যেরূপ ভাষাভেদে আচারভেদ, সভ্যতাভেদ খাদ্যভেদ থাকিলেও সর্ব্বদেশীয় প্রাণীদের আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন রূপ সাধারণ ধর্ম্ম একই তদ্রূপ যত ভেদই থাকুক না কেন জীবের স্বরূপধর্ম্ম একই বহু নহে। স্বরূপে জীব বৈষ্ণব। এককথায় বলা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি স্বরূপই অন্যান্য ধর্ম্ম। বিকৃত ছায়া স্বরূপ আভাস স্বরূপই অন্যান্য ধর্ম্ম। তজ্জন্য শ্রীলভক্তিবিনোদঠাকুর বলেন, পৃথিবীতে ধর্ম্ম নামে যত কথা চলে। ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে। রজস্তমোগুণীগণ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মই

করেন। প্রভুপাদ সহজসিদ্ধ ভজনানন্দী শ্রীল ভক্তিবিনোদের কৃপানির্দ্দেশে রূপরঘুনাথের ভজন বৈরাগ্যমূর্ত্তি মহাত্মা শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজের চরণাশ্রয় করেন। সমশীলা ভজন্তি বৈ এই সূত্রানুসারে তথা সকুলর্দ্ধে ততো ধীমান্ স্বযূথানেব সংশ্রয়েৎ বিচারে শ্রীল প্রভুপাদ রাগমার্গীয় ভজনে স্বজাতীয়াশয় কেবল রূপানুগ মহাজনদের আদর্শ ও অনুগত্যজীবী। তাঁহার ব্যক্তিগত ভজনজীবনও প্রভুত শাস্ত্র ও মহাজনাদর্শ মণ্ডিত। যাহারা মাৎসর্য্যমূলে পেচকধর্ম্মী তাহারাই তাদৃশ মহাত্মার (প্রভুপাদের) গুর্ব্বানুগত্য খুঁজিয়া পাই না। তিনি শাস্ত্রদৃষ্টিতে দৈব বা বিত্ত বর্ণাশ্রমাচার প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীল রূপানুগত্যে লুপ্ততীর্থোদ্ধার; বিগ্রহসেবা প্রকাশ; সদ্গ্রন্থসম্পাদন ও রূপানুগীয় শুদ্ধ গৌড়ীয় সদাচার প্রবর্ত্তন কল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট কার্য্য চতুষ্টয়ের সুষ্ঠু সম্পাদক। তিনি সর্ব্বত্র সপার্ষদে গৌরবাণীর অদ্বিতীয় প্রচারকবর্য্য। বৈষ্ণবনিন্দা তাঁহার সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শুদ্ধ গৌড়ীয় সদাচার সংস্থাপনের জন্যই তাঁহার বহুমূখী সমালোচনা। মানব মনীষা হইতে মহাপ্রভুর ভক্ত নামে সোপাধিক ভ্রান্ত ও কদর্য্য মতের যবণিকা পতনের জন্যই তাঁহার বজ্র নির্ঘোষবাণী যোগে নির্ভিক ভাবে প্রচার কার্য্য। যথার্থভাষণ ও নিন্দা এককথা নয়। সাধুতে অসাধু জ্ঞানই নিন্দা। অসাধুকে সাধুজ্ঞান ও অতিস্তুতিমূলে নিন্দা। চোরকে চোর বলা নিন্দা নয়। বাজারে খাঁটি তৈলের নামে ভেজাল তৈল বিক্রয় হইতেছে। তাহা জ্ঞাত হইয়া যদি কোন সুহৃৎ ক্রেতাকে জানায়ে দেন তবে তাহা কি উপকার না অপকার? বিক্রেতা তাহাতে উপকৃত না হইলেও তাঁহার দুষ্টাচার দমনীয়ই বটে। অন্যথা তাহা হইতেই বহুলোকের অপকার অনিবার্য্য। ভেজাল তৈলকে ভেজাল বলা কি অপরাধ? তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ সেবোন্মুখতার অভাবে গৌড়ীয় ভক্তসমাজে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর ন্যায় যে মনোধর্ম্মের হাওয়া বহিয়াছে তাহা অপসিদ্ধান্ত দোষে দুষ্ট কিন্তু অজ্ঞজনকে বহুভাবে প্রতারিত করিতেছে। তাহারই প্রতিকার কল্পে সারস্বত অভিযান। যাঁহারা নির্ম্মৎসর ভজনানন্দী তাঁহারা প্রভুপাদের সৌহার্দ্দ উপলব্ধি করেন কিন্তু যাঁহারা দুষ্টাচারী তাঁহারা স্বার্থের হানিতে প্রভুপাদের নিন্দাকারী নারকী। তাঁহাদের বংশ পরম্পরায় শিশুপালের ন্যায় প্রভুপাদ বিদ্বেষতা চলিয়া আসিতেছে। সুধীগণ নিরপেক্ষভাবে উভয়ের আচার বিচার শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে কোনটি সঙ্গত মত।

দীক্ষিত হইলেও অনর্থপ্রধানের পরমহংসাধিকার নাই, গাছে না উঠিতেই এক কাঁন্দি হয় না। প্রথম ভাগ পাঠেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। বালকের পিতৃত্ব নাই। শিষ্য হইলেও সকলেই স্নিগ্ধ নহে অতএব স্নিগ্ধ ব্যতীত অন্যের মন্ত্রগুহ্য শ্রবণাধিকার নাই। যেখানে শিষ্যের সহিত গুরু স্বভাবতঃ অস্নিগ্ধ, অজিতেন্দ্রিয় অতএব অনধিকারী, সেখানে গুর্ব্বাভিমানে মন্ত্ররহস্য কথন বেশ্যাসক্ত শিহ্লন মিশ্রের নিকট বেশ্যা চিন্তামণির রাসলীলা গানের ন্যায় অনর্থবর্দ্ধক কিন্তু পরমার্থপ্রদ নহে, অনুৎপাদ্য অতএব স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপকে যাঁহারা অস্বীকার করতঃ নিজ কল্পিত মতে মন ছাঁচে গড়িতে প্রয়াসী, তাঁহারা যে কতটুকু শাস্ত্র ও স্বরূপজ্ঞ তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। আত্মা নিত্য তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপ নিত্য কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহা সুপ্ত ও অক্রিয় হইলেও সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনে স্বতঃই জাগ্রত হয়। সাধুগণ ভক্তিমান অতএব তৎসঙ্গেই সঙ্গফল ভক্তি তাহা সঞ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশকেই জন্ম বলা যায়। সাধুসঙ্গে ভক্তি প্রকাশিত হয় বলিয়া সাধুসঙ্গই ভক্তির জন্মমূল রূপে কীর্ত্তত। জন্ম অর্থে নূতন সৃষ্টি বুঝায় না। ভগবান শ্রীকপিলদেব দেহযোগে জীবাত্মার আবির্ভাবকেই জন্ম বলিয়াছেন। নিরোধোহস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ। জীব বিভিন্নাংশ হইলেও দাসানুদাসরূপে তাঁহার কৃষ্ণদাস্য নিত্যসিদ্ধ অতএব নিত্যকৃষ্ণদাসের আনুগত্যই তাঁহার কৃষ্ণ ভজন রহস্য।

কোন সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি জীবাত্মার সুপ্ত স্বরূপকে জানিতে বা জানাইতে পারেন কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞের পক্ষে তাহা দুর্জ্ঞেয় বিষয়। তদ্বিষয়ে মনোকল্পনাও কিন্তু যথার্থতা বা বাস্তবতা বর্জ্জিত। ভগবান্ দৃশ্য হইলেও সর্ব্বথা মন্ত্রমূর্ত্তি নামমূর্ত্তি অমূর্ত্তং মন্ত্রমূর্ত্তিকম্। মহামন্ত্র নাম ভজনের সিদ্ধিতে সেই নাম স্বকীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করতঃ শরণাগত সেবককে নিজ সেবায় আত্মসাথ করেন। অতএব নাম ভজনই স্বরূপ সিদ্ধির সহজ ও সুলভ প্রণালী।

ভক্তি জীবের নিত্যস্বরূপধর্ম্ম বলিয়া নাম ভজনে অনর্থক্ষয়ে জাতরুচিক্রমে সাধকে নিজসিদ্ধ রসগত সেবাসম্বন্ধাদি স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। ইহা মহাজন অনুভববেদ্য বিষয়। দলিল নামার ন্যায় একখানি পরিচয় পত্রই যদি সিদ্ধপ্রণালী হয় তবে তাদৃশ দলিল নামা শত শত দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা কতটুকু বাস্তবতাযুক্ত তাহাই বিচার্য্য। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে অদৃষ্ট অশ্রুত অজ্ঞাত বিষয়ে যে ধারণা তাহা অনুমান বহুল ও কল্পনা প্রসূত কিন্তু নিরন্তর নিরপরাধ নামানুশীলনে যে স্বতঃসিদ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয় তাহাই মহাপ্রভু তথা তৎপ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপগোস্বামীর উপদেশসিদ্ধ প্রণালী।

অতএব ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। গৌরাশির্ব্বাদনিষ্ঠ হইয়াই শ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজ ও তৎপ্রিয় শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদ অন্য কোন প্রণালীর অপেক্ষা না রাখিয়াই নিরপরাধ নাম ভজনে ভগবানের সহিত নিজ স্বরূপের সাক্ষাৎকার করেন। অতএব একান্ত নাম ভজনই স্বরূপোদয়ের প্রকৃষ্ট সহজ ও সুলভ সিদ্ধপ্রণালী।

---○ঃ○ঃ○ঃ----

সিদ্ধ হয়। অসৎ মায়ার ধ্যানে জ্ঞানে আছে কেবল ছলনা বঞ্চনা ও প্রতারণা। তাহা জীবনকে করে অধঃপাতিত, দুঃখ তাপিত ও যমশাসিত, শেষে জন্মান্তর ভ্রামিত। কামুকে কামিনীর সঙ্গ পরিণামে দুঃখফল, বিষফল প্রসব করে। তাহাতেই তাহাদের জীবনযাত্রা যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ হয়। স্বার্থকুশল তজ্জন্য সাবধান হইবেন। সদ্ভাবে সাধুজীবনে সৎপতি গোবিন্দের ভজন করিবেন।

---ঃঃঃঃঃ---

শ্রীশ্রীনামার্থ বিজ্ঞান

শ্রীহরিনাম্নে নমঃ

শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ কারণ।।১।।
সর্ব্ব রসময় মূর্ত্তিঃ রসিকশেখর।
রসআস্বাদিতে করে নানা অবতার।।২।।
নামরূপে অবতার শাস্ত্রের প্রমাণে।
শব্দব্রহ্ম বলি ঘোষে বেদে মহাজনে।।৩।।
নামের স্বরূপ আর কৃষ্ণের স্বরূপ।
এক বৈ দুই নহে চিদানন্দরূপ।।৪।।
মথুরায় রঙ্গমঞ্চে যথা কংসহর।
রস অনুরূপ সবার হলেন গোচর।।৫।।
রসভেদে কৃষ্ণের প্রকাশে নিত্যভেদ।
তথা রসভেদে নামের অর্থের প্রভেদ।।৬।।
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি বাঞ্ছাকল্পতরু।
কৃপাময় পতিতপাবন বিশ্বগুরু।।৭।।
ভাবভেদে নানা অর্থ সেই নামে ভাসে।
ভাব অনুরূপ মূর্ত্তি শ্রীনামপ্রকাশে।।৮।।
হরে-কৃষ্ণ-রাম নাম সর্ব্ব রসে সেব্য।
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তাতে লভ্য।।৯।।
সর্ব্ব রসে হরি হয় সম্বন্ধের ধাম।
অভিধেয়ে কৃষ্ণ, প্রয়োজনে সিদ্ধ রাম।।১০।।
প্রয়োজন বোধে হয় সম্বন্ধ ঘটন।
প্রয়োজন সিদ্ধে অভিধেয় আচরণ।।১১।।
প্রয়োজন স্বরূপেতে প্রেম সেবানন্দ।
সে আনন্দ দাতা রাম নাম মকরন্দ।।১২।।
রময়তি আনন্দয়তি ইতি রাম হয়।
ভাবভেদে লীলাভেদ জানে মহাশয়।।১৩।।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররসে ভাই।
হরণ কর্ষণ রমণ এক প্রকার নয়।।১৪।।
রমণের বহু অর্থ ভাবভেদে হয়।
রমতে বিলসে ইতি রাম লীলাময়।।১৫।।
হরণ কর্ষণ রমণ অনন্ত প্রকার।
অভিনব ভাবে সংঘটন হয় তার।।১৬।।
অভিনব ভাবে হয় চমৎকৃত মন।
এই জন্য লীলারস নিত্যই নূতন।।১৭।।
সেব্য নিত্য, লীলা নিত্য, নিত্য পরিকর।
নিত্যধামে করে ভক্ত নিত্যই বিহার।।১৮।।
রাধা বিপ্রলম্ভে কিংবা সম্ভোগ সময়ে।
হরে কৃষ্ণ রাম নামে কান্তে সম্বোধয়ে।।১৯।।
বংশীরবে চিত্ত গুরু লোক লজ্জা ভয়।
হরণে হরি সম্বোধন করে সর্ব্বদায়।।২০।।
বসন হরণে হরি, স্তন আকর্ষণে।
কৃষ্ণ আর রমণেতে রাম প্রেমে ভনে।।২১।।
অষ্টবিধ হরণ প্রকার সমীহিত।
চতুর্বিধ কর্ষণ প্রকার নামে সৃত।।২২।।
চতুর্বিধ রমণ বিলাস সঙরিয়া।
হরিনাম করে রাধা প্রেমাপ্লুত হৈয়া।।২৩।।
সখীভাবে জপে যারা হরে কৃষ্ণ রাম।
তাঁদের নিকটে অর্থ আছে অভিরাম।।২৪।।
যুগল বিলাস হেরি লীলোচিত নামে।
সম্বোধন করে প্রেম সেবার কারণে।।২৫।।
হরণ বিলাস হেরি হরে সম্বোধনে।
যুগল সেবন মাগে প্রফুল্ল নয়নে।।২৬।।
কর্ষণ বিলাস দেখি কৃষ্ণ নাম ধরি।
পদ সেবা মাগে সখী প্রেমেতে আগুরী।।২৭।।
রমণ বিলাস দেখি রাম নাম গানে।
তাৎকালিক সেবা মাগে আকুল পরাণে।।২৮।।
কি আর কহব সেই বিলাস প্রকার।
বিস্তারিতে ভেসে উঠে রসের সাগর।।২৯।।
বিপ্রলম্ভে লীলাস্ফুর্ত্তে লীলোচিত নাম।
হরে কৃষ্ণ রাম সখী গায় অবিরাম।।৩০।।
সঙ্গম হইতে শতগুণ সুখ ইথে।
সখীভাব সর্ব্বশেষ্ঠ জান ভালমতে।।৩১।।
রাধাদাস্যে রহি রাধা মিলন লাগিয়া।
সখী অন্বেষয়ে কান্তে এনাম গাহিয়া।।৩২।।
বংশীরবে রাধা চিত্তেন্দ্রিয় অপহারী।
হরে তুমি কোথা তোমায় নিবেদন করি।।৩৩।।
তব সঙ্গ লাগি রাধা মদন দহনে।
দুঃখ পায় কুঞ্জে, তারে উদ্ধার এখনে।।৩৪।।
স্বামাধুর্য্যে রাধাচিত্ত আকর্ষণকারী।
কৃষ্ণ তুমি কোথা দেখা দাও পূতনারি।।৩৫।।
তোমার বিরহে রাধা স্বস্তি নাহি পায়।
সঙ্গদানে তাঁরে সুখী কর রসময়।।৩৬।।
তব আকর্ষণে রাধা উৎকণ্ঠিতান্তরে।
বিলাপ করিছে নিজ নিকুঞ্জমন্দিরে।।৩৭।।
সুরত বিলাসে কুঞ্জে রাধিকারমণ।

হরতি পাপতাপাদীন্ দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ।
তস্মাদ্ধরি ইতি প্রেম্না চ চিত্তাদীনপিপ্রভুঃ।।৭৭।।
অশেষ বদান্য গুণে কৃষ্ণগুণাখ্যানে।
জীবের অবিদ্যা পাপতাপাদি হরণে।।৭৮।।
আর প্রেমদানে সর্ব্বজীব চিত্তহারী।
হরি নামে মহামন্ত্র সিদ্ধ গৌরহরি।।৭৯।।
আরাধ্যকৃষ্ণপাদাব্জমাধুর্য্যগুণবেদনৈঃ।
আকর্ষয়তি জনান্ তস্মাদ্গৌরঃ কৃষ্ণতয়া স্মৃতঃ।। ৮০।।
কৃষ্ণপদ মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্ত মন।
আকর্ষণে কৃষ্ণনামা গৌর মহাজন।।৮১।।
কৃষ্ণপ্রেমরসানন্দৈ রময়তি চরাচরম্ ।
ইতি রাম পদেনাসৌ গৌরহরিরিহোচ্যতে।।৮২।।
প্রেমানন্দে আনন্দিত করে চরাচর।
সে কারণে রাম নামে সিদ্ধ গৌরবর।।৮৩।।
এইরূপে সর্ব্বরসে হরে কৃষ্ণ রাম।
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন গুণধাম।।৮৪।।
নিজ নিজ ভাবে কর নামসঙ্কীর্ত্তন।
সঙ্কীর্ত্তনে সিদ্ধহবে প্রেম প্রয়োজন।।৮৫।।
প্রেম প্রাপ্তে ধন্য হয় সাধক জীবন।
নিত্য দেহে নিত্য ধামে গতি সুশোভন।।৮৬।।
সাধন সাফল্য হরিনামে সু নিশ্চয়।
এ গোবিন্দ নিরপরাধ নাম গান চায়।।৮৭।।

----ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

ভালবাসার শ্রেষ্ঠপাত্র-বিচার

শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ

ভালই ভালবাসার পাত্র। যে ভাল নয় সে ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না। উত্তমার্থে ভাল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উত্তমের সমাদর সর্ব্বোপরি। শ্রীগোবিন্দ জগতে উত্তমশ্লোক নামে, পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তত্ত্ববিচারে আরাধ্যমণি, সর্ব্বেশ্বর, পরমেশ্বর নামেও সমধিক পুরাণে প্রসিদ্ধ। তিনি সমৃদ্ধ বাক প্রবৃদ্ধযোগ ব্যাসাদি কবিদের কাব্যপ্রাণ পুরুষ রূপে অনুপম, অনুত্তম, অভিরাম, প্রেমধাম শ্রীগোবিন্দই ভালবাসার সর্ব্বোত্তম পাত্র। তাহা নানা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অনেক কারণে অনেকে অনেকের ভালবাসার পাত্র হয়। কেহ রূপে, কেহ গুণে, শীলে, সৌভাগ্য, সৌজন্যাদি চরিতে ভালবাসার পাত্র হয়। কিন্তু গোবিন্দ সর্ব্বভাবে ভালবাসার যোগ্য পাত্র।

রূপই যদি ভালবাসার কারণ হয়? তাহা হইলে গোবিন্দই হয় শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র। কারণ তাঁহার সমান ও অধিক রূপবান্ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার রূপ অসমোর্দ্ধ, অনন্যসিদ্ধ লাবণ্যলক্ষ্মী লালিত। সেখানে, কোন দেবতা কোন অবতার এমন কি নারায়ণও রূপে কৃষ্ণতুল্য নহেন। নারায়ণও কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ।

অসমানোর্দ্ধ রূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচরঃ।

অতএব অভিনব রূপ লাবণ্যমাধুর্য্য ধাম বিচারে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র।

গুণই যদি ভালবাসার কারণ হয় তাহা হইলে বিচারে গোবিন্দই শ্রেষ্ঠগুণবান্। তিনি সর্ব্বসদ্গুণ নিদান। তিনি কল্যাণগুণ বারিধি স্বরূপ। তাঁহার গুণে চরাচর সুরাসুর মুগ্ধ। তাঁর ন্যায় গুণী জগতে বিরল। অতএব তিনি শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র।

যৌবনই যদি ভালবাসার কারণ হয়? তাহা হইলে গোবিন্দই শ্রেষ্ঠ পাত্র। তিনি নিত্য নব্য যৌবন স্বরূপে নিত্যলীলা পরায়ণ। প্রকৃত নরনারীর রূপ যৌবন কালস্রোতে চলমান বলিয়া ভালবাসা চীরস্থায়ী হয় না পরন্তু গোবিন্দে **নবযৌবন** নিত্য বিদ্যমান তাই তিনি ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পাত্র।

জ্ঞানই যদি ভালবাসার কারণ হয়? তাহা হইলে কৃষ্ণই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পাত্র হয়। কারণ তাঁর ন্যায় জ্ঞানী জগতে আর কে আছে? তিনি একমাত্র জ্ঞান নিদান, জ্ঞানঘনবিগ্রহ। তাহা হইতেই জগতে সকল প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে। জ্ঞেয়গুণ ও জ্ঞান তাহাতেই অনন্য সিদ্ধিরূপে প্রসিদ্ধ।

ঐশ্বর্য্যই যদি ভালবাসার কারণ হয়? তাহা হইলে গোবিন্দই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পাত্র। কারণ তাহার সমান ঐশ্বর্য্যবান দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনিই ঐশ্বর্য্যের একমাত্র সমাশ্রয় সন্নিদান ও সন্নিধান পদে শ্রদ্ধাষ্পদ।

এ ঐশ্বর্য্য নাহি নারায়ণে।। (চৈঃ চঃ)

তাঁহার ভগবত্ত্বা থেকেই অন্যের ভগবত্ত্বা প্রকাশিত। অতএব তিনিই শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র।

বীর্য্যই যদি ভালবাসার কারণ হয়? তাহা হইলে গোবিন্দই হয় ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পাত্র। কারণ তাহার সমান বীর্য্যবান্ আর কে আছেন? তিনি শিশুকাল থেকেই অতুল্য বীর্য্যভরে দেবদুর্জ্জয় অসুর কূল সংহারী, মহাপ্রভাবী, মহাপ্রতাপী ও মহাবিজয়ী। বিশালকায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ক্রীড়াকন্দুকবৎ তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলী নখবিলাসী।

বীর্য্যভরে ঘনশ্যাম অনুত্তম অনুপম।
নয়নাভিরাম প্রেমধাম।।

বিলক্ষণ যশকীর্ত্তি খ্যাতি প্রসিদ্ধিই যদি ভালবাসার কারণ হয়? তাহা হইলে সেখানে গোবিন্দই হয় ভালবাসার শ্রেষ্ঠপাত্র। কারণ তিনি অখণ্ড অনন্যসিদ্ধ যশ-কীর্ত্তি প্রসিদ্ধির মহাসিদ্ধপীঠ স্বরূপ। কীর্ত্তি যশে ঘনশ্যাম মান্যতম, অন্যতম, ধন্যতম ও বরেণ্যতম।।

শ্রীল রায় রামানন্দ

কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ দিগের বিচারে রামানন্দ শূদ্রও বিষয়ী, সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ীর সংস্পর্শন নিষেধ অতএব ধর্ম্মশিক্ষক গৌরসুন্দর সন্ন্যাসী হইয়া কেন তাঁহাকে স্পর্শ করিনে ? ইহাই বিস্ময়ের প্রধান কারণ; দ্বিতীয় কারণ----গম্ভীর প্রকৃতির মর্য্যাদাশালী রায় কেন সন্ন্যাসীর আলিঙ্গনে অচেতন প্রায় হইলেন? বৈষ্ণব যে কোন কুলে আবির্ভূত হইলেও এবং যে-কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকিলেও ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীগণের এমন কি দেববৃন্দেরও পূজ্য ও গুরু হইবার যোগ্য। ইহা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের অবিদিত হইলেও মহাপ্রভু রায়কে আলিঙ্গন দ্বারা, সময়ান্তরে তাঁহার সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে-----

ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু ঈশ্বরে কর্ম্মাভাব হেতু তাঁহার তৎফল ভোগার্থ প্রাকৃত জন্ম নাই। তাঁহার লোকবৎ আবির্ভাবকেই ঋষিগণ জন্ম বলিয়া থাকেন। বৃন্দার অভিশাপ তথা গান্ধারীর অভিশাপাদি তাঁহার মর্ত্ত্য লীলা প্রকটন এবং অপ্রকটনের বাহ্য কারণ মাত্র। বস্তুতঃ স্বেচ্ছালীলত্বই তাঁহার রহস্য। যেহেতু মর্ত্ত্যলোক কারণকার্য্যাত্মক। ভগবান্ তৎসাম্যে তাঁহার অবতার ও লীলাদি প্রপঞ্চিত করেন। কংসের কারাগারে তাঁহার জন্ম ও প্রভাষ ক্ষেত্রে মৃত্যু লোক প্রতীতি মাত্র, যাদুবৎ মায়িক কিন্তু বাস্তবিক নহে। দেবকী যে তাঁহাকে নিজ পুত্রজ্ঞান করেন তাহা যোগমায়া বিক্রম বিশেষ কিন্তু ভাগবতীয় তমদ্ভূতং বাল কমম্বুজেক্ষণং তথা বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত এই শ্লোকদ্বয় বিচার করিলেই জানা যায় যে, তাহার জন্ম বা আবির্ভাব দিব্য। তিনি জীবের ন্যায় নগ্ন ও রক্তলালাদি যোগে দেবকীর গুহ্যাঙ্গ হইতে জাত হন নাই বা তাঁহার দেহ বসুদেব দেবকীর শুক্র শোণিত জাতও নহে। আবিবেশাংশ ভাগেন মন আনক দুন্দুভেঃ তথা ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূর সুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।

অর্থাৎ অনন্তর পূর্ব্ব দিক যেরূপ আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধাণর করে কিন্তু তাহা পূর্ব্বদিক জাত নহে তদ্রূপ বসুদেব দ্বারা দীক্ষা বিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল, অক্ষয়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বমূল সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে দেবকী মনের দ্বারা ধারণ করিলেন। দৃষ্ট্বাস্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্ ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্যে ভগবানের কিছুদিন পর দেবকীর কুক্ষ্যন্তরে প্রবেশ ধ্বণিত হয়, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ এই ভগবান্ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করতঃ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধিক কি তিনি যদি দেবকীর গুহ্যাঙ্গ হইতেও বাহির হইয়া আসেন তথাপি তাঁহার সচ্চিদানন্দত্বের কোনই হানি হয় না বরং তদ্দ্বারা তাঁহার লীলা চাতুর্য্যেরই অচিন্ত্যত্ব প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেইভাবে ভগবান্ আবির্ভূত হন নাই তাহা দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ অর্থাৎ দেবরূপিণী দেবকী হইতে সকলের অন্তর্যামী বিষ্ণু পূর্ব্বদিকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। ইত্যাদি বাক্য প্রমাণ দেয়। অতঃ হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ তথা ত্যক্ষণ্ দেহমচিন্তয়ৎ ইত্যাদি বাক্যে ভগবানের দেহত্যাগের কথা জানা যায় কিন্তু এই দেহত্যাগ লীলা যাদুবিদ্যার ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে মায়িক। অপিচ এতাদৃশ বর্ণনাও মায়িক মাত্র পরন্তু সিদ্ধান্ত নহে। যদি বলেন, ইহা মহাভাগবত শুকদেব উদ্ধবাদির উক্তি অতএব সিদ্ধান্তই। তদুত্তরে বক্তব্য শুকদেব কেন ভগবৎপার্ষদ গোপগোপীগণও যে প্রসঙ্গক্রমে নিজ ও কৃষ্ণকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিতেন যজ্জন্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন। সেখানে কৃষ্ণে মর্ত্ত্যজ্ঞান নরলীলা উপযোগী হইলেও সিদ্ধান্ত নহে।শুকদেবও পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন-- রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যহেয়া মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য। হে রাজন! কৃষ্ণের এই মুষললীলাকে নটের ন্যায় মায়াময় লোক বিড়ম্বন মাত্র জানিবেন অর্থাৎ যাদুকরের দেহ ত্যাগাদি যেরূপ মায়াময়, বাস্তব নহে তদ্রূপ কৃষ্ণের দেহ ত্যাগাদিও বাস্তব নহে বরং মায়াময় বলিয়া জানিবেন। কারণ তিনি অমর্ত্য সনাতন। মহাযাদুকর যেরূপ যোগমতে দেহত্যাগ যাদু দেখাইয়া অজ্ঞের মোহন ও বিজ্ঞের আনন্দ বর্দ্ধন করেন তদ্রূপ ভগবান্ প্রভাষক্ষেত্রে দেহত্যাগ ঘটনা (যাহা মহাভারতে পাওয়া যায়) দেখাইয়া মর্ত্ত্যলীলা সমাপ্তিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাহাতে তত্ত্বমূর্খ আসুরিক ভাবযুক্তগণ মোহ পায় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণ ভগবল্লীলা চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ। ইহ জগতে রজোগুণে ধর্ম্মে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মে ধর্ম্মজ্ঞান হয় তাহা বাস্তবিক ব্যক্তিপক্ষে সত্যপ্রতীত হইলেও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ পক্ষে মিথ্যাজ্ঞান মাত্র তেমনই মর্ত্ত্যসাম্যে ভগবদন্তর্ধানে অতত্ত্বজ্ঞ ও রাজসিকদের মর্ত্ত্যজ্ঞান প্রপঞ্চিত হইলেও ভগবদন্তর্দ্ধান মায়িকমাত্র, সিদ্ধান্ত বা বাস্তব নহে। ব্রহ্ম পুরাণে বলেন-

অজাতো জাতবদ্বিষ্ণুরমৃতো মৃতবত্তথা।
মায়য়া দর্শয়ন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ।।

অর্থাৎ বিষ্ণু অজ হইয়াও জাতবৎ তথা অমৃত হইয়াও মৃতবৎ ভাব অজ্ঞদের মোহনের জন্য মায়া দ্বারা দেখাইয়া থাকেন। এক মন হইতে উদ্ভূত ভাবনিচয় যেমন সদাদাত্মক তেমন এক ঈশ্বরের অনুষ্ঠিত লীলাগুলিও বাস্তব অবাস্তবাত্মক। যাহা যোগমায়া প্রকটিত তাহাই সৎ ও বাস্তবধর্ম্মী আর গুণ মায়া ঘটিতা লীলাই অসতী ও অবাবস্তবী। অতএব প্রাকৃতবৎ বস্তুতঃ ভগবানের জন্ম মৃত্যু নাই। তাঁহার জন্ম মৃত্যুলীলা মায়িকী মাত্র। ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ

---ঃ○ঃ○ঃ○ঃ---

গণ বিচার

আমরা সিদ্ধান্তসার সংগ্রহ স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গণ বিচার দেখিতে পাই। ইহজগতে শিষ্যই গণত্বে গণ্য। পরন্তু ভাবরাজ্যে অপর এক গণের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই গণ বিচারে গৌড়ীয় ভক্তগণ কেহ শ্রীচৈতন্যগণে, কেহ শ্রীনিত্যানন্দ গণে, অপর কেহ শ্রীঅদ্বৈত গণে পরিগণিত। ইহা কোন মন্ত্রধারা বিচারের অন্তর্গত ব্যাপার নহে। তবে কোথাও মন্ত্রধারা থাকিতে পারে। তথাপি সেখানে ভাবধারারই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। রসগত বিচারে গৌড়ীয় ভক্তগণ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্ত ভাবাশ্রিত। তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য প্রশিষ্যগণ অধিকাংশই দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবহেতু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতগণে গণ্য হইয়াছেন। প্রভুদ্বয়ের শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা মধুর ভাবাশ্রিত তাঁহারা এবং অপর ভক্ত রূপ সনাতন রঘুনাথাদি সকলেই

তথা বৈ পুরুষা লোকে স্মরণং কেশবস্য চ।।১০
যথাশ্রমার্ত্তা বিশ্রামং নিদ্রা ব্যসনিনো যথা।
গতালস্য যথা বিদ্যাং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্।।১১
মাতঙ্গা পার্ব্বতীং ভূমিং সিংহা বনগজাদিকম্।
তথৈব স্মরণং বিষ্ণোঃ কর্ত্তব্যং পাপভীরুভিঃ।।১২
মহাদেব বলিলেন, হে দেবেশি! মানবগণ তত্ত্বদর্শনান্তর বিষ্ণুকে নিত্য স্মরণ করে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি, সে স্মরণ তৃষাতুরের বারি স্মরণের ন্যায়। হিমাকুলিত বিশ্ব যেরূপ অগ্নি স্মরণ করে, দেব নরাদি সকলেই সেইরূপ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। পতিব্রতা নারী যেরূপ সর্ব্বদা পতিকে স্মরণ করে, বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে তদ্রূপ তাঁহার ভক্তগণ স্মরণ করেন। ভয়ার্ত্ত যেরূপ শরণ্যব্যক্তিকে, অর্থলোভী ধনকে এবং পুত্রকামী যেরূপ পুত্রকে স্মরণ করে আমি তদ্রূপ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকি। যেরূপ দূরস্থজন গৃহ, চাতক বৈশাখ মাস এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মবিদ্যাকে স্মরণ করে তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকি।। হংসগণ মানস সরোবর ইচ্ছা করে, ঋষিগণ হরিস্মরণ করেন, ভক্তগণ ভক্তি ইচ্ছা করেন, সেইরূপ আমিও কেবল বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকি। আত্মাধার দেহ যেরূপ প্রাণিগণের প্রিয় হয় এবং জীবগণ যেরূপ আয়ুঃকামনা করে তদ্রূপ আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ভ্রমরগণের পুষ্প, চক্রবাক্ কুলের দিবাকর, এবং আত্মার যেরূপ ভক্তি প্রিয়বস্তু তদ্রূপ প্রিয় জ্ঞানে আমি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করি। অন্ধকারাকুলিত লোক সকল যেরূপ দীপ বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ জগতে জনগণ কেশব স্মরণ কামনা করিয়া থাকে। শ্রমার্ত্তগণের বিশ্রাম, ব্যসনাসক্তগণের নিদ্রা এবং আলস্যহীন ব্যক্তিগণের যেরূপ বিদ্যা প্রিয় হয় তদ্রূপ প্রিয়জ্ঞানে আমিও বিষ্ণুকে স্মরণ করি। মাতঙ্গগণ যেরূপ পার্ব্বত্যভূমি এবং সিংহগণ যেরূপ বনগজাদিকে স্মরণ করে, পাপভীরুগণ তদ্রূপ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে।।

ভক্তির প্রকাশ পদ্ধতি-----

সূর্য্যকান্তরবের্যোগাদ্বহ্নিস্তত্র প্রজায়তে।
এবং বৈ সাধুসংযোগাদ্ধরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।।১৩
শীতরশ্মের্যথা কান্তশ্চন্দ্র যোগাদপঃ শ্রয়েৎ।
এবং বৈষ্ণবসংযোগান্মুক্তির্ভবতি শাশ্বতী।।১৪
কুমুদ্বতী যথা সোমং দৃষ্ট্বা পুষ্পং বিকাশতে।
তদ্বদ্দেবে কৃতা ভক্তির্মুক্তিদা সর্ব্বদা নৃণাম্।১৫

যেরূপ সূর্য্যের কিরণ স্পর্শে সূর্য্যকান্তমণিতে বহ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সাধুসংসর্গে হরিভক্তি জন্মিয়া থাকে। যেরূপ চন্দ্রকিরণ যোগে চন্দ্রকান্তমণি হইতে জল ক্ষরিত হয় তদ্রূপ বৈষ্ণব সংসর্গে শাশ্বতী মুক্তি হইয়া থাকে। চন্দ্রদর্শনে কুমুদিনী যেরূপ বিকাশ লাভ করে তদ্রূপ বিষ্ণুদেবে অর্পিত ভক্তি নরগণের মুক্তি বিধান করে।

সাধকের স্বরূপ প্রাপ্তির পদ্ধতি----

যথা নলায়াঃ সন্ত্রস্তা ভ্রমরী স্মরণং চরেৎ।
তেন স্মরণযোগেন নলা সারূপ্যতামিয়াৎ।।১৬
গোপীভির্জারবুদ্ধ্যা চ বিষ্ণোশ্চ স্মরণং কৃতম্।
তাশ্চ সাযুজ্যতাং নীতাস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্।।১৭
কেঽপি বৈ দুষ্টভাবেন ছদ্মভাবেন কেচন।
কে চাপি লোভভাবেন নিস্পৃহাশ্চৈব কেচন।।১৮
ভক্ত্যা বা স্নেহভাবেন দ্বেষভাবেন বা পুনঃ।
কেঽপি স্বামিত্বভাবেন বুদ্ধ্যা বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।।১৯
যেন কেনাপি ভাবেন চিন্তয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্।২০

কাচকীট ভয়ে ভ্রমরী যেরূপ সন্ত্রস্থ হইয়া স্মরণ করে আর সেই স্মরণযোগেই সে কাচকীটের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ গোপীগণ জারবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেন, তাহাতে তাঁহারা তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমিও বিষ্ণুস্মরণ উক্ত ভ্রমরী ও গোপীদের ন্যায়ই করিতেছি। কেহ দুষ্টভাবে, কেহ কপটভাবে, কেহ লোভ ভাবে, কেহ নিস্পৃহ ভাবে, কেহ ভক্তিভাবে, কেহ স্নেহ ভাবে, কেহ দ্বেষভাবে, কেহ স্বামিত্বভাবে এবং কেহ বা বুদ্ধিপূর্ব্বক জনার্দ্দনকে চিন্তা করে। ফলে যে যে কোন ভাবেই জনার্দ্দনকে চিন্তা করুক না কেন, সে ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুস্মরণমহিমা----

অহো বিষ্ণোশ্চ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
যদৃচ্ছয়াপি স্মরণং ত্রিধা মুক্তিপ্রদায়কম্।।২১
ন ধনেন সমৃদ্ধেন বিপুলাবিদ্যয়া তথা।
একেন ভক্তিযোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ।।২২
সান্নিধ্যেঽপি স্থিতো দূরে নেত্রয়োরঞ্জনং যথা।
ভক্তিযোগেন দৃশ্যেত ভক্তশ্চৈব সনাতনম্।।২৩

আহা! বিষ্ণুর কি আশ্চর্য্য পুলকাবহ মাহাত্ম্য। তাঁহাকে যদৃচ্ছাক্রমে স্মরণ করিলে ত্রিধা মুক্তি লভ্য হয়। সুবিপুল ধন বা অগাধ বিদ্যায় তাঁহার সাক্ষাৎকারে ঘটে না। একমাত্র ভক্তিযোগেই তিনি ক্ষণ মধ্যে সমীপে দৃশ্যমান্ হইয়া থাকেন। তিনি নেত্রাঞ্জনবৎ নিকটে থাকিয়াও দূরস্থ, একমাত্র ভক্তগণই ভক্তিযোগে সেই সনাতনদেবের দর্শন লাভ করিতে পারেন।

ইদং তত্ত্বমিদং তত্ত্বং মোহিতো দেবমায়য়া।
ভক্তিতত্ত্বং যথা প্রাপ্তং তথা বিষ্ণুময়ং জগৎ।।২৪
ইন্দ্রাদ্যৈরমৃতং প্রাপ্তং সুখার্থে শৃণু সুন্দরি।।
তথাপি দুঃখিতাস্তে বৈ ভক্ত্যা বিষ্ণোর্যথা বিনা।।২৫
ভক্তিমেবামৃতং প্রাপ্য পুনর্দুঃখং ন জায়তে।।
বৈকুণ্ঠাখ্যং পদং প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ।।২৬
বারি তক্ত্বা যথা হংস পয়ো পিবতি নিত্যশঃ।
এবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণোর্ভক্তিং সমাশ্রয়েৎ।।২৭

মানব দৈবী মায়ার মোহিয়া হইয়া ইহা তত্ত্ব ইহা তত্ত্ব বলিয়া ভ্রান্ত হয়, যখন ভক্তিতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় তখন এ জগৎ তাহার

তদ্বদ্ভেদং ন পশ্যন্তি বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদতঃ।।৪১
জলে জল, ঘৃতে ঘৃত এবং দুগ্ধে দুগ্ধ ক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ তাহা অভিন্ন হইয়া যায়, বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে মানবগণও তদ্রূপ সমস্তই ভগবদভিন্ন দর্শন করেন অর্থাৎ সকলই বিষ্ণুময় দর্শন করে।
ভানুঃ সর্ব্বগতো যদ্বদ্বহ্নিঃ সর্ব্বগতো যথা।
ভক্তিস্থিতস্তথা ভক্তঃ কর্ম্মভির্নৈব বাধ্যতে।।৪২
সূর্য ও অগ্নি যেরূপ সর্ব্বগত তদ্রূপ ভক্তিও ভক্ত জনস্থ, সুতরাং ভক্ত কখনও কর্ম্ম দ্বারা বাধ্য হইবার নহেন।। ভক্তিমান্ কখনই কর্ম্মবাধ্য নহেন।
অজামিলঃ স্বধর্ম্মঞ্চ ত্যক্ত্বা পাপং সমাচরন্।
পুত্রং নারায়ণং স্মৃত্বা মুক্তিঞ্চ প্রাপ্তবান্ ধ্রুবম্।।৪৩
দিবা রাত্রৌ চ যে ভক্তা নাম মাত্রোপজীবিনঃ।
বৈকুণ্ঠবাসিনস্তে বৈ তত্র দেবা হি সাক্ষিণঃ।।৪৪
অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং ফলং স্বর্গেঽপি দৃশ্যতে।
তৎফলন্তু সমগ্রং বৈ ভুক্ত্বা বৈ সম্পতন্তি চ।।৪৫
বিষ্ণুভক্তস্তথা দেবি ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ।
বৈকুণ্ঠং প্রাপ্য বা তেষাং পুনরাগমনং কদা।।৪৬
বিষ্ণুভক্তিঃ কৃতা যেন বিষ্ণুলোকে বসত্যসৌ।
দৃষ্টান্তং পশ্য দেবেশি বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদতঃ।।৪৭
গ্রাবাণো জলমধ্যস্থাঃ শতশস্তেন তারিতাঃ।
বিনা জলং সোমকান্তো বিষ্ণুভক্তস্য মানসম্।।৪৮
দর্দূরো বসতে নীরে ষট্পদো হি বনান্তরে।
গন্ধং বেত্তি কুমুদ্বত্যা ভক্তোঽভক্তৌ তথা হরেঃ।।৪৯
গঙ্গাতটে বসত্যেকে একে বৈ শতযোজনম্।
কশ্চিদ্‌গঙ্গাফলং বেত্তি বিষ্ণুভক্তিং পরন্তথা।।৫০
কর্পূরাগুরুভারং হি উষ্ট্রো বহতি নিত্যশঃ।
মধ্যগন্ধং ন জানাতি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ।।৫১
অজামিল স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাপাচরণ করিতেছিল, কিন্তু পুত্র নারায়ণকে স্মরণ করিয়া সে মুক্তি লাভ করে। দিবারাত্র নামমাত্রোপজীবী ভক্তগণ বৈকুণ্ঠেই বাস করিয়া থাকেন, দেবগণ তাহার প্রমাণ। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল স্বর্গেই পরিলক্ষিত হয়। সেই সমগ্র ফলভোগ করিয়া মানব স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা বহুবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। সে স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাগমন কখনও হয় না। যাহারা বিষ্ণুতে ভক্তি স্থাপন করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকেন। হে দেবেশি! দৃষ্টান্ত দেখ বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে জলমধ্যস্থ শত শত শিলা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে।
ভক্তের ভাবুকতা এবং অভক্তের বিফলতা----
বিষ্ণু ভক্তের চিত্ত জলহীন চন্দ্রকান্তের স্বরূপ, বিষ্ণুকথায় সহজেই উহা গলিয়া যায়। দর্দূর নীরে বাস করে ষট্পদ বনান্তরে থাকিয়া কুমুদিনীর গন্ধ গ্রহণ করে, দর্দূর অর্থাৎ ভেক তাহা প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ ভক্তজন হরিভক্তিতেই আবিষ্ট থাকেন, অভক্ত তাহা জানে না।। কেহ গঙ্গাতটে, কেহ কেহ বা শত যোজন দূরে বাস করে, তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ গঙ্গামহিমা অবগত হয়, অন্য সাধারণ জনের মধ্যেও বিষ্ণুভক্তিজ্ঞান ক্বচিৎ কাহারও হইয়া থাকে। উষ্ট্র যেরূপ নিয়ত কর্পূর ও অগুরুভার বহন করে, পরন্তু তন্মধ্যস্থ সুগন্ধের বিষয় জানে না, তদ্রূপ বহির্ম্মুখজনগণও বিষ্ণুকে জানিতে পারে না।৩৬-৫১
মৃগাঃ সালং হি জিঘ্রন্তি কস্তুরীগন্ধমিচ্ছবঃ।
স্বনাভিস্থং ন জানন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ।।৫২
উপদেশো হি মূর্খাণাং বৃথা বৈ নগনন্দিনি।
তথৈব বিষ্ণুভক্তের্হি উপদেশো বহির্ম্মুখে।।৫৩
অহিনা চ পয়ঃপীতং তৎপয়ো হি বিষায়তে।
তথা বৈ চান্যভক্তানাং বিষ্ণুভক্তির্বিষায়তে।।৫৪
চক্ষুর্বিনা যথা দীপং দৃষ্ট্বা দর্পণমেব চ।
সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ।।৫৫
মৃগগণ কস্তুরীগন্ধ লইবার জন্য শালবৃক্ষের আঘ্রাণ লয় কিন্তু সে বস্তু যে তাহাদেরই স্বনাভিস্থ তাহা বুঝিতে পারে না। এইরূপ বহির্ম্মুখজনগণও নিজ হৃদয়স্থ বিষ্ণুকে জানে না। অয়ি পার্ব্বতি! মুর্খদিগকে উপদেশ দেওয়া যেরূপ বৃথা তদ্রূপ বহির্ম্মুখ জনে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ বৃথাই হইয়া থাকে। সর্প দুগ্ধ পান করে কিন্তু সেই ভাণ্ডের অবশিষ্ট দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ যাহারা অন্যদেবভক্ত, তাহাদের নিকট বিষ্ণুভক্তি বিষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। নেত্রহীন ব্যক্তি যেরূপ সমীপস্থ দীপ বা দর্পণ কোন বস্তুই দেখিতে পায় না বহির্ম্মুখজনগণও তদ্রূপ নিকটস্থ বিষ্ণুকে দর্শন করিতে পারে না।
হরির অবস্থান ও দর্শন রহস্য--
পাবকো হি যথা ধূমৈরাদর্শোঽপি মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভো দেহে কৃষ্ণস্তথাবৃতঃ।।৫৬
দুগ্ধে সর্পিঃ স্থিতং যদ্বত্তিলে তৈলন্তু সর্ব্বদা।
চরাচরে তথা বিষ্ণুর্দৃশ্যতে নগনন্দিনি।।৫৭
একসূত্রে মণিগণা ধার্য্যন্তে বহবো যথা।
এবং ব্রহ্মাদিভির্বিশ্বং সম্প্রোতং ব্রহ্মচিন্ময়ে।।৫৮
যথা কাষ্ঠে স্থিতো বহ্নির্মন্থনাদেব দৃশ্যতে।
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুর্ধ্যানাদেব প্রদৃশ্যতে।।৫৯
যেরূপ ধূম দ্বারা পাবক, মল দ্বারা আদর্শ এবং কলল দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, তদ্রূপ এই দেহেতেই কৃষ্ণ আবৃত হইয়া থাকেন। অয়ি গিরিজে! যেরূপ দুগ্ধে ঘৃত এবং তিলে তৈল সর্ব্বদা অবস্থিত, এই চরাচারে বিষ্ণু সেইরূপেই দৃশ্যমান্। যেরূপ একই সূত্রে বহুমণি গ্রথিত, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক এই বিশ্ব ব্রহ্মচিন্ময়ে নিবদ্ধ। যেরূপ কাষ্ঠস্থ বহ্নি মন্থন হইতেই লক্ষিত হয়, এইরূপ সর্ব্বগত বিষ্ণু একমাত্র ধ্যানেই

নির্ম্মিত। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে তত্ত্বযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।৬৮-৭৯। কিন্তু সাকার হইতেই নিরাকার প্রকাশিত ইহা ভ্রান্তধারণা মাত্র। বরং সাকার হইতেই নিরাকার আকাশাদি প্রকাশিত হয় কারণ জগদীশ্বর সাকারই। তাহা হইতেই মায়া, মায়া হইতে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে এই জগৎ প্রকাশিত।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য-

সাত্ত্বিকী বিষ্ণুসম্ভূতির্ব্রহ্মা বৈ রাজসঃ স্মৃতঃ।
শিবস্তু তামসঃ প্রোক্ত এভিঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তিতম্।।৮০
একা ব্রাহ্মী স্থিতির্লোকে কর্ম্মবীজানুসারতঃ।
তথা সংরক্ষতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকানশেষতঃ।।৮১
তিষ্ঠত্যসৌ তদা তত্র ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুরাদিমধ্যান্ত এব চ।।৮২
অবিদ্যয়া ন জানন্তি লোকা বৈ কর্ম্মনিশ্চিতাঃ।
বর্ণোচিতানি কর্ম্মাণি যঃ কালেষু প্রকারয়েৎ।।৮৩
যৎকর্ম্ম বিষ্ণুদৈবতং ন হি গর্ভস্য কারণম্।
বেদান্তশাস্ত্রে মুনিভিঃ সর্ব্বদৈব বিচার্য্যতে।।৮৪
ব্রহ্মজ্ঞানমিদং দেহে তদহং পরিকীর্ত্তয়ে।

বৈষ্ণবীস্থিতি সাত্ত্বিকী, ব্রাহ্মীস্থিতি রাজসীএবং শৈবস্থিতি তামসী বলিয়া অভিহিত। ইহাদের দ্বারাই এই সর্ব্ববিশ্ব প্রবর্ত্তিত। কর্ম্মবীজানুসারে জগতে প্রথম ব্রাহ্মী স্থিতি, অনন্তর বৈষ্ণবী স্থিতি, বিষ্ণুই এই নিখিল লোক রক্ষা করেন। একমাত্র ভগবান অব্যয় বিষ্ণুই জগদ্ব্যাপারে অবস্থিত। এইরূপে আদি মধ্য অন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার অবস্থিতি, সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি। কর্ম্মনিশ্চিত লোকসকল অবিদ্যাবশে তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনিই লোকদিগের দ্বারা কালে কালে স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। যে কর্ম্ম বিষ্ণুদৈবত্য, তাহা কখনই গর্ভবাসের কারণ নহে। বেদান্তশাস্ত্রে মুনিগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের বিচার করিয়া থাকেন। আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।

শুভাশুভস্য কার্য্যস্য কারণং মন এব হি।।৮৫
মনসা শুধ্যতে সর্ব্বং তদা ব্রহ্ম সনাতনম্।
মন এব সদা বন্ধুর্মন এব সদা রিপুঃ।।৮৬
মনসা তারিতাঃ কেচিন্মনসা যাতি তাশ্চ কে।
মধ্যে সর্ব্বপরিত্যাগো বাহ্যে কর্ম্ম তথাচরন্।।৮৭
এবমেব কৃতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।
পদ্মপত্রং যথা নীরলেশৈরপি ন লিপ্যতে।।৮৮
অগ্নিরগ্নৌ যথা ক্ষিপ্তো ভক্ত্যা চ কিং প্রয়োজনম্।
যথা ভক্তিরসো জ্ঞাতো ন মুক্তী রোচতে তদা।।৮৯
যোগৈরষ্টবিধৈর্বিষ্ণুর্ন প্রাপ্যশ্চেহ জন্মনি।
ভক্ত্যা বা প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বদা সুলভো ভবেৎ।।৯০

একমাত্র মনই শুভাশুভ কার্য্যের কারণ। মন দ্বারা যখন সমস্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই সনাতন ব্রহ্ম লাভ ঘটে। মনই সর্ব্বদা বন্ধু, আবার মনই সর্ব্বদা রিপু। কেহ মন দ্বারা তারিত হয় , কেহ বা মন দ্বারা পাতিত হইয়া থাকে। বাহিরে কর্ম্মাচারণ, অন্তরে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ এইরূপে যিনি কর্ম্মাচারণ করেন তিনি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। পদ্ম যেরূপ জলকণায় লিপ্ত হইবার নহে তদীয় কর্ম্মলিপ্ততাও সেইরূপই হয়। তৎকালে শুদ্ধ মনের অবস্থা অগ্নিতে ক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন ভক্তিসাধনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। যখন ভক্তিরসে অভিজ্ঞ হওয়া যায়, তখন আর মুক্তিরসে স্পৃহা থাকে না। ইহ জন্মে অষ্টবিধ যোগ দ্বারাও বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ভক্তিবলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে এবং তিনি সর্ব্বদা সুলভ হইয়া থাকেন।।৯০

বেদান্তৈঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং জ্ঞানেন জ্ঞেয়মেব চ।
তত্তু জ্ঞেয়ং যদা প্রাপ্তং তদা শূন্যমিদং জগৎ।।৯১
বলেন প্রাপ্যতে বিষ্ণুর্যোগৈরষ্টবিধৈশ্চ কিম্।
সর্ব্বেষামেব ভাবানাং ভাবশুদ্ধিঃ প্রশস্যতে।।৯২
আলিঙ্গতে যথা কান্তা যথা ভাবস্তথা ফলম্।
উপানদ্যুক্তপাদোঽপি বেত্তি চর্ম্মময়ীং মহীম্।।৯৩
বুদ্ধির্যথাবিধা যস্য তদ্বৎ স মন্যতে জগৎ।
দুগ্ধেন সিক্তো নিম্বোঽপি কটুভাবং ন ত্যজেৎ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি উপদেশো নিরর্থকঃ।।৯৪

বেদান্ত দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় লাভ হয়। জ্ঞেয় যখন লব্ধ হওয়া যায় তখনই এই সর্ব্ব জগৎ শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভক্তিবলেই বিষ্ণুকে পাওয়া যায়, অষ্টবিধ যোগ দ্বারা কি প্রয়োজন আছে? সমস্ত ভাব মধ্যে ভাবশুদ্ধিই প্রশস্ত। দৃষ্টান্ত- কান্তা ও পুত্রের আলিঙ্গন। উক্ত যে আলিঙ্গনের যেরূপ ভাব, ফলও সেই রূপই অর্থাৎ কান্তের আলিঙ্গন প্রেমময় আর পুত্রের আলিঙ্গন স্নেহময়।। যাহার পদ উপানদ্ অর্থাৎ পাদুকাযুক্ত সে এই সর্ব্বমহীই চর্ম্মময় বলিয়া জ্ঞান করে। ফলে যাহার যেরূপ বুদ্ধি তদনুসারেই সে এই জগৎস্থিতি অবধারণ করে। নিম্ব দুগ্ধসিক্ত হইলেও সে তাহার কটু ভাব পরিত্যাগ করে না। ভূতবৃন্দ প্রকৃতিই অনুসরণ করে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। ৮০-৯৪

ছিত্ত্বা বৈ সহকারঞ্চ ফলং পত্রং কথং লভেৎ।
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থেন বৃথা জন্ম কথং নয়েৎ।।৯৫
স্থাল্যাং বৈদুর্য্যময্যাং হি পচ্যতে চৌষধং যথা।
দহ্যতে চাগদস্তদ্বদ্বৃথা জন্ম কথং ভবেৎ।।৯৬
নিধানঞ্চ গৃহে ক্ষিপ্ত্বা শুভঃ সেবাং কথং চরেৎ।
ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠনাথং তমন্যমার্গে কথং রমেৎ।।৯৭
ভক্তিহীনৈশ্চতুর্ব্বেদৈঃ পঠ্যতে কিং প্রয়োজনম্।
শ্বপচো ভক্তিযুক্তস্তু ত্রিদশৈরপি পূজ্যতে।।৯৮
স্বকরে কঙ্কনং বদ্ধা দর্পণৈঃ কি প্রয়োজনম্।

সহকার তরু আমূল ছেদন করিলে কিরূপে তাহার পত্র ফল প্রাপ্ত হইয়া যাইবে? ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তির জন্য জীব কেন এ

সম্ভবাৎ। আসন যোগেই ধ্যানাদি সম্ভব। তজ্জন্য মহাদেব বলিলেন, আশ্রম ব্যতীত মূঢ় নর কিছুতেই সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মা সর্ব্ব বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবগণকে তিনিই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছেন। স্বধর্ম্মগত দ্রব্য শুক্লদ্রব্য নামে অভিহিত , এই শুক্লদ্রব্য দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত যে দান করা হয় সে দান স্বল্প হইলেও তাহাতে মহাপূণ্য হয়, সে পূণ্যের সংখ্যা করাও যায় না। যে দ্রব্য নীচসঙ্গে গৃহকর্ম্মে আনীত হয় সে দ্রব্য দ্বারা দান করিলে তাহার ফল হয় না। তাদৃশ দাতৃগণ দান ফলভাগী হইতে পারে না। জ্ঞান দুর্ব্বল মূঢ়মানব ইন্দ্রিয়সমূহের সুখেচ্ছায় যাদৃশ কর্ম্ম করে সে সেই কর্ম্মানুরূপ যোনিই প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে যে কর্ম্ম করা হয় পরত্র তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে। তবে পূণ্যাচরণ করিলেও পুরুষের যদি দুঃখ উপস্থিত হয় তবে তাহাতে অনুতাপ করিবে না, উহা তাহার পূর্ব্বদেহজাত কর্ম্মফল বলিয়াই জানিবে।

পাপমাচরতঃ পুংসো জায়তে দুঃখমেব চ।
ন কর্ত্তব্যস্তদা হর্ষঃ সুখে তত্র সুরেশ্বরি।।১১৫
রজ্জুবদ্ধাশ্চ পশবঃ প্রভুণা স্বেচ্ছয়া যথা।
নীয়ন্তে কর্ম্মবন্ধেন মনুজা অপি ভূতলে।।১১৬
শাখামৃগো বনচরো নৃত্যতে চ গৃহে গৃহে।
এবঞ্চ কর্ম্মণা জীবো নীয়ন্তে সর্ব্বযোনিষু।।১১৭
ক্রীড়তা কন্দুকো যদ্বৎ প্রের্য্যতে প্রভুণেচ্ছয়া।
কর্ম্মণা বা তথা জন্তুর্নীয়তে সুখদুঃখয়োঃ।।১১৮
প্রাণী স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো ন শক্তো বন্ধনিগ্রহে।
দেবা বৈ কর্ম্মভির্বদ্ধা ঋষয়শ্চ তথাপরে।।১১৯
কৈলাসে রুদ্রদেহস্থা ভুজগা বিষভোজিনঃ।
অসমর্থাঃ সুধা ভোক্তুং কর্ম্মযোনির্ব্বলীয়সী।।১২০
নীরোগদেহদাতা যো বুধৈঃ সূর্য্যো হি কথ্যতে।
তদ্রথে সারথিঃ পঙ্গুঃ কর্ম্মযোনির্ব্বলিয়সী।।১২১
ইন্দ্রদ্যুম্নো হি রাজর্ষির্গজত্বং কর্ম্মণা গতঃ।
সমর্থস্বামিনা তস্মিন্ কর্ম্মযোনির্বৃথা কৃতা।।১২২

পাপাচরণে পুরুষের দুঃখই হইয়া থাকে। যদি বা তাহাতে সুখোদয় হয় তবে সে সুখে হর্ষ করিতে নাই। রজ্জুবদ্ধ পশুগণ যেরূপ প্রভুর ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, ভূতলে মনুজগণও তদ্রূপ কর্ম্মবন্ধনে নীত হইয়া থাকে। বনচর শাখামৃগ যেরূপ গৃহে গৃহে নৃত্য করে, জীবগণও তদ্রূপ কর্ম্মবশে নানা যোনিতে নীত হইয়া থাকে। ক্রীড়াকারী ব্যক্তির ইচ্ছায় কন্দুক যেরূপ প্রেরিত হয়, জীবও তদ্রূপ কর্ম্মবশে সুখে বা দুঃখে নীত হইয়া থাকে। স্বকর্ম্মবদ্ধ প্রাণী বন্ধ নিগ্রহে সমর্থ নহে। দেব ঋষি এবং অন্য সকলেই কর্ম্মবদ্ধ। কৈলাসের রুদ্রদেহস্থ বিষভোজী ভূজঙ্গগণ সুধাভোজনে অসমর্থ, এক্ষেত্রে কর্ম্মযোনিই বলীয়সী। দেখ বুধগণ সূর্য্যকে আরোগ্যদাতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু তাঁহার রথস্থ সারথি অরুণ পঙ্গু। এক্ষেত্রেও কর্ম্মযোনি বলীয়সী। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ম্মবশেই গজদেহ লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিমান্ স্বামী তদীয় কর্ম্মযোনি অন্যথা করিয়া দেন।১০৯-১২২

রুদ্রব্রহ্মাদয়ো দেবা মানবাশ্চাসুরাশ্চ যে।
তে সর্ব্বে কর্ম্মবদ্ধাশ্চ বিচরন্তি মহীতলে।।১২৩
কর্ম্মাধীনং জগৎসর্ব্বং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং পুরা।
তৎকর্ম্ম কেশবাধীনং রামনাম্না বিনশ্যতি।।১২৪
সর্ব্বত্রাপি স্থিতং তোয়ং মুক্তিদাস্তু সিতাসিতে।
এবমাচরতাং কর্ম্ম মুক্তিদং কেশবার্চ্চনম্।।১২৫

ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ, মানব ও অসুরগণ সকলেই কর্ম্মবদ্ধ হইয়া মহীতলে বিচরণ করেন। পুরাকালে বিষ্ণুই এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন। কর্ম্ম কেশবের আধীন, উহা রামনামেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জল সর্ব্বত্রই আছে, তন্মধ্যে গাঙ্গ এবং যামুন জল যেরূপ মুক্তিপ্রদ তদ্রূপ কর্ম্মাচরণকারিদিগের মাত্র কেশবার্চ্চন কর্ম্মই মুক্তিপ্রদ।

ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় যঃ কর্ম্ম মনসাচরেৎ।
অহঙ্কৃতেন মন্যেত কেবলং দেহমেব হি।।১২৬
মনসা সংস্মরন্ জন্তুঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
স পূর্ব্বকর্ম্মভোক্তা চ অগ্রে কর্ম্ম ন বর্দ্ধতে।।১২৭
প্রশংসন্তি গ্রহান্ কেচিৎ কেচিৎ প্রেতপিশাচকান্।
কেচিদ্দেবান্ প্রশংসন্তি হ্যোষধিঃ কেচিদুচিরে।।১২৮
কেচিন্মন্ত্রঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ কেচিদ্বুদ্ধিং পরাক্রমম্।
উদ্যমং সাহসং ধৈর্য্যং কেচিন্নীতিং বলং তথা।।১২৯
অহঙ্কর্ম্মপ্রশংসাভিঃ সর্ব্বে কামানুবর্ত্তিনঃ।
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধিঃ কথ্যতে পূর্ব্বসূরিভিঃ।।১৩০
যদা পূণ্যময়ো জন্তুঃ পাপং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
জ্ঞানং হি দ্বিবিধঞ্চৈব তদা পূর্ণ্যং সুখং ভবেৎ।।১৩১

ইন্দ্রিয়সমূহের সুখার্থে যে ব্যক্তি মনো দ্বারাও কর্ম্মাচরণ করে, সে কেবল দেহেই অহংজ্ঞান করিয়া থাকে। মন দ্বারা কর্ম্ম স্মরণ করিয়া জীব প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইহাতে তাহার পূর্ব্বকর্ম্মই ভোগ হইবে, পরন্তু অগ্রে কর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবে না।। কেহ গ্রহগণ, কেহ প্রেতপিশাচগণ, কেহ দেবগণ, কেহ এষধি সমূহ এবং কেহ সিদ্ধি, কেহ বুদ্ধিপরাক্রম, কেহ উদ্যম সাহস ও ধৈর্য্য এবং কেহ নীতি ও বলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। অহংকর্ম্ম প্রশংসায়ই সকলে কামানুবর্ত্তী হয়। আমার ইহাই নিশ্চিত বুদ্ধি এবং পূর্ব্বসূরিগণও ইহাই কহিয়াছেন যে, যৎকালে জীব পূণ্যময় হয়, পাপ কিছুই থাকে না, দ্বিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই পূণ্যসুখ হইয়া থাকে।১৩১

পাপং পূর্ণ্যং সমং যস্য তদা কর্ম্মসু বিদ্যতে।।১৩২
সমং যোগং যদা দ্বন্দ্বং তদানন্দপদং ব্রজেৎ।
বাহ্যে সর্ব্বপরিত্যাগী মনসা সংস্পৃহী ভবেৎ।১৩৩
তদ্বৃথা চরিতং তস্য তেন পাপোপভোগিনঃ।
বাহ্যে করোতি কর্ম্মাণি মনসা নিঃস্পৃহো ভবেৎ।।১৩৪

----ঃ○ঃ○ঃ----

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী মহারাজ জীবনী

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থগোস্বামী মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গে যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমায় কালিয়া থানার অন্তর্গত চাঁচুড়ী পুরুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবপরিবারে ৪।২।১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, ১৩০১বঙ্গাব্দে ১৯শে চৈত্র শুক্লসপ্তমীতে সোমবারে শ্রীরায়চরণ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীউমাপতি। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগণপতি (শ্রীসম্বিদানন্দ দাস)।উমাপতি ছিলেন সুবর্ণকান্তি সৌম্যদর্শন, মধুরভাষণ, বিনম্রব্যবহারী মেধাবী ও ঈশ্বর অনুরাগী। অন্নপ্রাশনে রুচি পরীক্ষাকালে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে ধরিয়া সজ্জনদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন ও তাহাদের শুভাশিষ লাভ করেন।

তিনি অতীব কৃতিত্বের সহিত ১৯১১ শালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতৃবিয়োগহেতু তাঁহার অধ্যয়নে বিরতি হয়। তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। দুই পুত্র নন্দ ও ধ্রুবানন্দ। তিনি অর্থ উপার্জ্জনার্থে কলিকাতায় আসেন ও ভাড়াবাড়ীতে থাকিয়া জেনারেল পোষ্ট অফিসে কার্য করিতেন। তিনি কর্ম্মজীবনে ফকিরবেশী এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি সৎগুরুর অন্বেষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করেন। পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপে রাণীর চরায় ভজনানন্দী মহাত্মা মহাভাগবত প্রবর শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর দর্শন লাভ করেন। ১৯১৫ শালে তিনি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর অপ্রকটবাসরে গঙ্গাঘাটে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হন। তিনি ১৯১৫ শালেই সপরিবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার দীক্ষিত নাম হয় শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে কুঞ্জবাবু বলিয়া ডাকিতেন। দীক্ষা অবধি তিনি উপার্জ্জিত অর্থ সকলই শ্রীগুরুদেবকে দিতেন। শ্রীল প্রভুপাদই তাঁহার সংসার দেখিতেন। গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ এই শাস্ত্রমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি যোগ্যভাবে গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র পরীক্ষায় বড় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে আচার্য্যত্রিক, মহামহোপদেশক, বিদ্যাভূষণ ও ভাগবতরত্ন উপাধি দান করেন। তাঁহার পূর্ণ নাম আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

মদীয় গুরুপাদপদ্মই প্রথম ভজনানন্দী শ্রীল প্রভুপাদকে গৌরবাণী প্রচারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন ও তাঁহাকে কলিকাতা মহানগরীতে আনেন। উল্টাডিঙ্গী জংশন রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন হইতেই প্রচার আরম্ভ হয়। গুরুদেব বৈষ্ণব সেবায় সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিয়া ঋণী হইয়া পড়েন। অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি বসরায় যান। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় দেশে ফিরেন ও প্রচার কার্যে ব্রতী হন। অল্পদিনের মধ্যেই নানা দিক থেকে বহু সুকৃতিমান প্রাজ্ঞজন শ্রীল গুরুদেবের অভিভাবুকতায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তাঁহারই কৃপা ও প্রযত্নে মহাকৃপণ শ্রীজগদীশবাবু শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত শিষ্য হন ও বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ নির্ম্মাণে সর্ব্বস্ব ব্যয় করেন। শ্রীল গুরুমহারাজ ছিলেন গৌড়ীয় মঠের সাধারণ সম্পাদক। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলেই গুরুদেবকে কুঞ্জদা বলিয়া প্রচুর সম্মান করিতেন। তাঁহার পরিচালনায় সকলেই সুখী ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ প্রযত্নে চৈতন্যমঠে বিশাল চৈতন্যমঠপ্রদর্শনী ও গৌড়ীয়মঠপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর ১৩৫৪ শালে ১২ই চৈত্র বৃহস্পতিবারে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির প্রাঙ্গণে বহু সন্ন্যাসী সতীর্থদের উপস্থিতিতে তিনি শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হয় শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ। গুরুদেব সকল সতীর্থদের সম্মতিতে শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন এবং গুর্বানুগত্যে তাঁহার মনোভীষ্ট কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া চলেন।

শ্রীল গুরুদেবের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গতা---

একদিন শ্রীল প্রভুপাদের পেটে খুব বেদনা হইতে থাকে। সকলে বোতলে গরম জল রাখিয়া সেক করিতে থাকেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন শ্রীল ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ কুঞ্জবাবুকে ডাকাইলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কুঞ্জবাবুকে আসিতে দেখিয়া সজ্জা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং এক নিমিষের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ, শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু প্রভৃতির অনেক প্রশস্তি আছে। জিজ্ঞাসু সহৃদয় পাঠকগণ শ্রীচৈতন্যমঠ থেকে প্রকাশিত শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। আমরা দেখিয়াছি শ্রীল গুরুদেব সর্ব্বদায় সর্ব্বকার্যে প্রভুপাদ প্রভুপাদ বলিতেন। তিনি জীবিতদশায় নিজপূজা করিতে দেন নাই। তিনি বলিতেন শ্রীল প্রভুপাদকে পূজা করিলেই সকলের পূজা সম্পন্ন হইবে। তিনি সকলকেই শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীধাম মায়াপুরের সেবায় আদেশ করিতেন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে গুন্টুরে, নীলাচলে স্বর্গদ্বারে, হরিদ্বারে , ২৪ পরগণায় ডাইমণ্ডহারবারে, বৃন্দাবন শ্রীমদনমোহন ঘেরায় গৌড়ীয়মঠ তথা কলিকাতায় রাসবিহারী এভিনিউতে শ্রীচৈতন্যরিসার্চ ইনিস্টিটিউট স্থাপনা করতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

মনগড়া মত পথকেই সত্য বলে অজ্ঞ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের প্রতাপে ও চাপে শাস্ত্রমূর্খ জীবগণ সেই সেই মত পথকেই বরণ করে। তারাও ভাবে -নিছক সত্য পথে আমরা চলতে পারবো না, নিঃস্বের সোনার গহনা ভাগ্যে জুটে না, সস্তায় যা পাওয়া যায় তাই ভাল, সোনা না হলেও সোনার মত চক্‌চক করছে। নাই মামার থেকে কাণা মামাই ভাল। তারা আরও ভাবে সত্য পথে অনেক মানামানি আছে, কুটীনাটীর অন্ত নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার শুনলে মাথা ঘুরে যায়। কেবল ছাড়াছাড়ি আর বাছাবাছির কথা ইত্যাদি। কখনও কখনও নবপন্থীগণ মহাজন ও শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে নিজ নিজ কল্পিত বাদ সমাজে প্রচার করে। তাহাতে প্রবল শ্যামাঘাসের মধ্যে ধানের প্রাধান্য একেবারই থাকে না তথাপি ধানই মানবের খাদ্য, ঘাস নহে। এবার অবতার সংজ্ঞা বলি শুন। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরাৎ খল্ববতারঃ। অপ্রপঞ্চ অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ থেকে এই জড় জগতে অবতরণ হেতুই ঈশ্বরের অবতার সংজ্ঞা হয়। সম্ভবামি যুগে যুগে বাক্যে ভগবানের অবতার বাদ প্রসিদ্ধ। কাল প্রভাবে ধর্ম্মাচার নষ্ট হলে এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে ভগবান এই মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করেন, নেমে আসেন, তখন তাঁর অবতার সংজ্ঞা হয়। সেই সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন কার্যে ভগবানকে আরো দুটি কার্য করতে হয় তাহা হইল ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদের সংরক্ষণ ও ধর্ম্মবিনাশী অধর্ম্মবিলাসী দুষ্টদের বিনাশ। কারণ সাধু না থাকলে কে সেই ধর্ম্মকে ধারণ পোষণ প্রচারাচার বিচার করবে? আর দুষ্কৃতিদের বিনাশ না করলে সাধু সমাজ ধর্মাচার রক্ষা পাবে কি প্রকারে? যেমন চাষী ভাই ধান ক্ষেত থেকে আগাছাদি নিড়ায়ে দিয়ে তথায় শুদ্ধ জলাদির সেচ ও কীট নাশক পাউডার তৈলাদি ব্যবহার করতঃ ধানের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। একাজ চাষীই ভাল জানে তেমনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রাণদের রক্ষণ ও দুষ্টের দমন ভগবান ছাড়া বদ্ধ জীব পারে না। তাই ভগবানকে মাঝে মাঝে সময় বিশেষে নেমে আসতে হয়। ইহাই অবতার কৃত্য সন্দেশ।

জিজ্ঞাসু-- কেহ বলেন রামকৃষ্ণ যুগাবতার ইহা কি সত্য ঘটনা?

শাস্ত্রজ্ঞ--শুন, যারা ভগবান ও অবতারই বা কাহাকে বলে ইহা তত্ত্বতঃ জানে না তাদের কথা কে শুনবে? জানবে পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কি না খায়। বিচার কর- রামকৃষ্ণজী ঘোর শাক্ত। তাহার নাম ছিল গদাধর। তাহার তত্ত্বমূর্খ শিষ্যগণ তাহাকে রামকৃষ্ণ নামে পরমহংস ও অবতার সাজাইয়াছে। যাহা এখন টিভিতে দেখতে পাচ্ছ। বস্তুতঃ তাহাতে পরমহংস শব্দ মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছে। যেমন আজকাল মূর্খগণ যার তার জন্ম তিথিতে জয়ন্তী শব্দ ব্যবহার করে।

জিজ্ঞাসু--পরমহংস কাহাকে বলে?

শাস্ত্রজ্ঞ--সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি প্রাপ্ত স্বরূপ অতএব নিষ্ক্রিয় সেই ভাগবতকেই পরমহংস বলে। বিচার কর কালীর দাসত্ব তো জীবের স্বরূপ নহে। জীব কৃষ্ণেরই অংশ তাঁরই দাস। সে কখনই অন্যের দাস হতে পারে না। দাসভূতা হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে অন্যের দাসত্ব করাটা বিরূপের কাজ। সুতরাং যিনি কৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া তমোগুণের বশে তামসিক কালীদেবীর আরাধনা করেন, তাহাতে তাহার পরমহংসত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইল? নপুংসককে নারী সাজালেই কি নারী হয়? আর গাধাকে ঘোড়া বলে স্লোগান তুললেই কি ঘোড়া হয়? কখনই না। মূর্খ তাহা মানতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ তাহা পারে না।

জিজ্ঞাসু--কেহ বলেন দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, এটি কেমন কথা?

শাস্ত্রজ্ঞ -- এটি ভূতের প্রলাপ মাত্র। দশচক্রে কেন লক্ষচক্রেও ভগবান ভূত হন না। যেমন লক্ষ কোটি পেচার মিথ্যা স্লোগানে সূর্যের অস্তিত্ব কখনই নষ্ট হয় না। যেমন কোটি কোটি অন্ধের ভাবনায় সূর্য অন্ধকার হয় না। আসল কথায় আসি। অবতারে বিশেষ লক্ষণ থাকে যাহা সাধারণ কোন মহামানবেও থাকে না।

জিজ্ঞাসু- বিশেষ লক্ষণ কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--অবতারের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে তাই বলে তিনি কেবল মহাপুরুষ নহেন। মহাপুরুষ লক্ষণ ৩২টি। কখনও কখনও সাধারণ জীবে তার দুই একটি থাকতে পারে। বিচার কর, গদাধরজীতে কি মহাপুরুষ লক্ষণ আছে ? আর ঈশ্বর লক্ষণই বা কি আছে? অবতার সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, সাধুরক্ষা ও ধর্ম্মদ্বেষী দুষ্টদের নাশ করেন । রামকৃষ্ণজী ইহাদের কোনটি করিয়াছেন? বিচার করতঃ দেখা গিয়াছে তাহার লাক্ষণিক মহাপুরুষত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকারের মহাপুরুষ আছেন যারা গুণে মহাপুরুষ। গৌণমহাপুরুষত্বই বা তাহাতে কোথায়? তিনি যখন তামসিক দেবতার উপাসনায় বিরূপে প্রতিষ্ঠিত তখন তাহাতে মহাপুরুষত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? চতুষ্পদ শৃঙ্গধারী হলেই কি তার গোত্ব সিদ্ধ হয়? তাহা কখনই হয় না। আর মহাপুরুষের লক্ষণ থাকিলেও ঈশ্বর হয় না। কেবল সিদ্ধি দর্শনে যোগীকে ঈশ্বর বলাও মূর্খতা বিশেষ। সিদ্ধিগুণে যোগী ঈশ্বর হতে পারে না। যদি হইত তাহা হইলে শুকদেব সৌভরিমুণিকে ভগবান বলিতেন। হনুমান, অগস্ত্য ও পুলস্ত্য ঋষিও বড় ভগবান হইতেন। কখনও মহাপ্রভাবশালী মুনিকেও যে ভগবান বলা হইয়াছেন তাহা উপচার বিচারে জ্ঞাতব্য। বস্তুতঃ তিনি ভগবান নহেন বা তিনি নিজেকে ভগবান বলে জাহির করেন নাই। ভাগবতে নারদকে ভগবান বলেছেন। তাহা কিন্তু উপচার বিচারেই জানতে হবে। কখনও কখনও পূজ্য বিচারে ভগবান প্রভু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসু--উপচার কাহাকে বলে?

মহাপ্রভু তো নিজ মুখেই দুই অবতারের কথা স্পষ্ট করে মাতাকে জানায়েছেন। এখানে অনুকূল বা রামকৃষ্ণের কথা কোথায়? হায়! কলি দুরাত্মাদিগকে কত ভাবেই না নাচাচ্ছে আর মূর্খগণ তাতে সাই দিয়ে চলেছে। তাই তুলসীদাস বলেন সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্ঠা ঝুঠা জগত ভূলায়।

জিজ্ঞসু-- প্রভুজী ! বড়ই উপকৃত হলাম, ভাল শিক্ষা পেলাম। আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য দক্ষিণদেশে ঘরে ঘরে সাই বাবার পূজা। তারা তাহাকেই অবতার বলেন ও মানেন। ইহার কোন শাস্ত্র প্রমাণ আছে কি?

শাস্ত্রজ্ঞ--মনগড়া মতের প্রমাণ কোথায়? মনঃকলা কি গাছে ধরে? শশশৃঙ্গ নামে প্রবাদ আছে কিন্তু তার কোন প্রমাণ নাই কারণ শশকের শৃঙ্গ হয় না। খাতা কলমেই আকাশকুসুম কাজে কিছুই নাই, মিথ্যা ধারণা মাত্র। তদ্রূপ মায়া ও কলিগ্রস্থগণ যাকে তাকে যা তা বলে। তার কোন প্রমাণ নাই, থাকেও না। একটি ঘটনা বলি শুন, একদা সত্রাজিৎ রাজা মহাতেজস্বী মণিকণ্ঠে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। তাহাকে দেখতেই অজ্ঞ বালক কৃষ্ণপুত্রগণ একে একে ছুটে এসে কৃষ্ণকে জানাতে লাগল দেখ বাবা! সূর্য তোমাকে দেখতে এসেছে, চন্দ্র দেখতে আসছে, কেহ বলল অগ্নি আসছে। কৃষ্ণ পাশাখেলায় আছেন। খেলতে খেলতে পথের দিকে দৃষ্টি ফিরাতেই সত্রাজিৎকে দেখতে পেলেন। তারপর একটু হাস্য করে বললেন, অজ্ঞগণ! উনি সূর্য বা চন্দ্র বা অগ্নিও নহেন, উনি মণিকণ্ঠী সত্রাজিৎ রাজা। বিচার কর! মণির তেজ দেখে অজ্ঞগণ তাকে সূর্য চন্দ্রাদি মনে করলেও বাস্তবে তিনি সূর্য চন্দ্রাদি নহেন, তিনি সত্রাজিৎ রাজা। তদ্রূপ সিদ্ধির তেজ দেখে তত্ত্বমূর্খগণ সাইকে ভগবান বলে। বাস্তবে সাই একটি বিখ্যাত যাদুকর, বলতে কি একটি বদ্ধজীব মাত্র আর কিছুই নহেন।

জিজ্ঞাসু--কোন এক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন ভগবান আমাদিগকে সৃষ্ঠি করেছেন আর আমরাই তো ভগবানকে সৃষ্টি করি। বাস্তবে ভগবান কোথায়? মানুষই ভগবান আর ভগবানই মানুষ হয়।

শাস্ত্রজ্ঞ--(উচ্চহাস্য করে)তাতো বটেই গণতন্ত্রযুগের পণ্ডিত মানুষদের এইরূপ উক্তি উচিতই। নির্ব্বুদ্ধিতার অতল তল থেকে এই সিদ্ধান্তের জন্ম হয়েছে। গণতান্ত্রিকগণ ভোট দিয়ে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করেন। তারা সেই ধারণাই ভগবানে আরোপ করেন, প্রকৃত পক্ষে ইহা অপসিদ্ধান্ত। ভগবান স্বতঃসিদ্ধ প্রভু। তিনি কাহারও কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না। ভগবান দেবকী হতে আবির্ভূত হয়েছেন বলে দেবকী তাকে সৃষ্টি করেছেন এইরূপ ধারণা মিথ্যাপ্রসুত ব্যাপার। কাষ্ঠ হতে অগ্নি প্রকাশ হয় বলে কাষ্ঠকে অগ্নির পিতা বলা হয় না তদ্রূপ কৃষ্ণ বসুদেবের বীর্য্যজাত সন্তান নহেন। তিনি কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রকাশের ন্যায় দেবকী হতে আবির্ভূত হয়েছেন মাত্র। জানিবে তিনি দেবকীর যোনি জাত কেহ নহেন। বাৎসল্য রস পুষ্টির জন্য ভগবান বসুদেব দেবকীকে পিতামাতারূপে স্বীকার করতঃ লীলা করেন। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ অজ। অজ হয়েও তিনি বহুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। অজ্ঞ এরহস্য না জেনে তাঁকে সৃষ্ট মানুষ মাত্র জ্ঞান করে। শাস্ত্র মতে ভগবান ও জীব উভয়ে নিত্য, অসৃজ্য। নিত্য সত্য বস্তুতে সৃজ্য শব্দের প্রয়োগ মূর্খগণই করে থাকে। সূক্ষ্মজীবাত্মার পাঞ্চভৌতিক দেহযোগে স্থূল প্রকাশ শাস্ত্রে সৃষ্টি নামে অভিহিত হয়। সেই প্রকাশ ব্যাপারে নিয়ন্তৃ সুত্রে থাকেন ভগবান এবং নিমিত্তরূপে থাকেন পিতামাতা। সমুদ্রজলে তরঙ্গোদয় ও প্রলয়বৎ জগতে জীব জাতির পুনঃ পুনঃ উদয় প্রলয় হয় মাত্র।কলিযুগের পাষণ্ডমণ্ডিত, যমদণ্ডিত,অধর্ম্মখণ্ডিত পণ্ডিতন্মন্যগণ আরোও কত প্রকার অপবাদের জনক হবে।

জিজ্ঞাসু--প্রভো! কিছুদিন পূর্বে গৌরকথা নামে একখানি গ্রন্থ পড়েছিলাম। তাহাতে শ্রীজগদ্বন্ধুকে হরিপুরুষ ও মহাপ্রভুর মহাভাবের অবতার বলা হয়েছে।

শাস্ত্রজ্ঞ--চিত্রকার হলে আর হাতে রং তুলি থাকলে অনেক চিত্রই আঁকা যায়। হাতে কলম থাকলে অজকে অজা, ধ্বজকে ধ্বজা, কালকে কালী করা যায়। সাজাতে জানলে বানরকে শিব, কৃষ্ণকে কালী বা কালীকে কৃষ্ণ সাজান যায় কিন্তু তাহাতে বাস্তবতা থাকে কি? অনুকরণ যুগে কিনা হচেছ । কল্পনার সব কিছুই বাস্তবতা বর্জ্জিত। জগদ্বন্ধু ভাবুক বটে কিন্তু তিনি মহাভাবের অবতার ইহা ব্রহ্মচারীজীর অত্যুক্তি মাত্র। অত্যুক্তি প্রকৃত সভ্যসমাজে অনাদৃত। গুরুকে মৎস্বরূপ জানিবে ইহাই কৃষ্ণের উপদেশ, সেখানে গুরুকে স্বতন্ত্র কৃষ্ণ সাজান তথা তাঁর নামে হা কীট পতন মন্ত্র রচনা এসকল যাদুকৃত্য মাত্র। তিলকে তাল করা, কাককে কোকিল করা আর নরকে নারায়ণ করা কোন পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নহে। কোন ব্যক্তি তার অতি প্রিয়সুন্দরী স্ত্রীকে রাধারানী বললে কি তাহা সিদ্ধ হবে না লোকা তাহা মানবে? ব্যবসায়ী লোকা বড়গাছে লাউ বান্ধে যাহাতে লোকের দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিক্রয় হয় তদ্রূপ ভাবের অবতার বা ভাবুক বললে সর্ব্বসাধারণে গণ্য হবে আর মহাপ্রভুর মহাভাবের অবতার বললে অনন্যসাধারণ হবে, তাতে গুরু শিষ্যের মর্য্যাদাও অনন্যসাধারণ হবে এই বুদ্ধিতেই ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বতঃসিদ্ধ হরিনাম বাদ দিয়ে স্বকপোল কল্পিত হা কীট পতন গাইলে কি যম দ্বারে রক্ষা পাবে? বস্তুতঃ ইহা অধর্ম্মের অন্যতম শাখা পরধর্ম্ম মাত্র। ইতর কথিত ধর্ম্মই পরধর্ম্ম । পরধর্ম্মোহন্য চোদিতঃ। বিশেষতঃ ভাবুকতা দেখে যদি তাকে মহাভাবের অবতার বলা হয় তাহলে ২৪ প্রহর মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বিচিত্র ভাববিলাসী বক্রেশ্বর পণ্ডিত কিসের অবতার হবেন? ব্রহ্মচারীজী মহাপ্রভুর সহিত প্রতিযোগিতায় জগদ্বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন মাত্র কিন্তু তাহা হস্তির সঙ্গে মণ্ডুকের

বিদ্যমান। তাঁহারা প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতজীবন। চৈতন্যপ্রভুর কৃপাসর্ব্বস্বের মূর্ত্তি, ভূতলে তাঁহার মনোভিষ্ট সংস্থাপকপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামির রচনাতে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বিলাস দেদীপ্যমান। বৃহস্পতির অবতার সার্ব্বভৌম তাঁহার সম্বন্ধে লিখেছেন--

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেকং পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ কলিযুগে ভক্তভাবে বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দানের জন্য অবতীর্ণ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী কৃপার সমুদ্রে আমি প্রপত্তি করি।

জিজ্ঞাসু--- বুঝিলাম চৈতন্যদেব শাস্ত্রমতে ও মহাজন প্রমাণে কলিযুগাবতার। তাহলে বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহার ভজন করেন না কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ--- কেবল পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, কৃপা চায়। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে।

পূর্বেই বলেছি কেবল সুমেধাগণই তাঁহাকে ভজন করেন। কুমেধাগণ তাঁহার ভজন বিমুখ। মোট কথা প্রচুর সুকৃতি না থাকলে, প্রকৃত সাধু সঙ্গ না হলে তথা নিরবদ্য ভজন জীবন না থাকলে আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। সুকৃতিহীন সাধুসঙ্গ বিমুখ প্রকৃত ভজনসাধনহীন পণ্ডিতন্মন্যগণ তর্কপথে আধ্যক্ষিক হয়ে অধোক্ষজ সেবায় উদাসীন হয়ে রত্ন ছেড়ে কাচ ধরে, সুধাভানে বিষপান করে, সত্যকে উপেক্ষা করতঃ মিথ্যাকে সমাদর করে আর স্বতঃসিদ্ধ মত, পথ, নাম, মন্ত্র, ভগবানকে ত্যাগ করে কল্পিত মত পথ নাম মন্ত্র ভগবানের পূজা ব্রতী হয়ে আত্মঘাতী শোচ্য অনার্য্য ও জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়ে শেষে জন্মান্তর চক্রে যমপুরীতে উপস্থিত হয়। ইহাই তাদের পরিণাম ও পুরস্কার তথা পরিস্থিতি। তাই লোচনদাস গান করেছেন--

অবতারসার গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে।।
কণ্টকের তরু সদায় সেবিলি
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে।।
সৌরভের আশে পলাশ শুখিলি
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ তুষিলি
কেমনে পাইবি মিঠ।।
হার বলিয়া গলায় পরিলি
শমনকিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি
পাইলি বজর তাপ।।
সংসারে মজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পর কাল দুকাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা।।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর গান করেছেন,---

কলি ঘোর তিমিরে গরসল জগজন
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলায়ল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই! গোরা গুণ কহন না যায়।।
কত শত আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।
চারিবেদ ষড় দরশন পড়ি সে যদি
গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন জন
দর্পণে অন্ধের কিবা কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই তো সকলই জানে
সর্ব্ব সিদ্ধি করতলে তার।।

জিজ্ঞাসু --অনেকে বলেন ,গীতায় ভগবান বলেছেন, আমাতে যে যেভাবে প্রপত্তি করে আমি তাহাকে সেইভাবে ভজন করি। তাহলে শাক্তদের জন্য শাক্ত অবতার এবং শৈবদের জন্য শৈব অবতার সিদ্ধ হবে না কেন?

শাস্ত্রজ্ঞ- শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিজের মনোমত করলে সঠিক তত্ত্বের সান্নিধ্য লাভ হয় না। আদৌ শাক্ত শৈব ধর্ম্ম এক অজ্ঞানতম ধর্ম্ম। শৈব শাক্তগণ অধিকাংশই পাষণ্ড। সেই পাষণ্ড ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতার করবেন কেন? অপিচ অবিদ্যাময়ী মায়ার গুণ থেকে জাত শৈব শাক্তাদি মত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমতও নহে। যদি শৈব শাক্তদের জন্য ভগবানকে অবতার করতে হয় তাহলে অসুর নাস্তিকদের জন্যও অবতার করতে হয়। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান অবতার করেন। তিনি অধর্ম্মময় আসুরিক নাস্থিক্যমত পোষণের জন্য অবতার করবেন কেন? বরং আসুরিক মত ও নাস্তিক্যবাদ খণ্ডনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। মায়াবদ্ধজীব সততই অজ্ঞানতম ধর্ম্মে নিমগ্ন আছে, তাদিগকে পুনশ্চ সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ভগবান আসলে তাঁর ভগবত্তার গৌরব থাকে না। এ প্রসঙ্গে তাঁকে অধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আসতে হয় কিন্তু তাহাতো ভগবদবতারের উদ্দেশ্য নহে। শৈব শাক্তাদি পাষণ্ড ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন শান্তি ধর্ম্ম নহে। তাহা জীবের ঔপাধিক

হইতে বিনয়, তাহা হইতে সৎপাত্রতা,তাহা হইতে ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা হইতে বুদ্ধির উদয়, বুদ্ধি হইতে ধনের উদয় ইহা ভাগবত সিদ্ধান্ত। অর্থং বুদ্ধিরসূয়ত। প্রাকৃত বিদ্যা হইতে প্রাকৃত ধন এবং অপ্রাকৃত বিদ্যা হইতে অপ্রাকৃত ধন লভ্য হয়। প্রাকৃত বিদ্যা হইতে প্রাকৃত বুদ্ধি জাগে তাহা ভোক্তা ও কর্ত্তা অভিমানকে পুষ্ট ও পক্ক করিয়া জীবকে সংসারে ডুবাইয়া দেয়। ইহা জীবের পক্ষে মহা বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষে অপ্রাকৃত বিদ্যা যাহাকে বলা যায় পরা বিদ্যা যার অপর নাম কৃষ্ণ ভক্তি, তাহা হইতে কৃষ্ণ দাস বুদ্ধির উদয়ে জীব সাধনক্রমে প্রেমধন লাভ করে। যাহা জীবের এক মাত্র প্রয়োজন। যে প্রয়োজন হইতেই সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ধনার্থে বিদ্যা ও বুদ্ধির আবশ্যকতা অস্বীকার্য নহে।

মানুষ চাই সুখ শান্তি কিন্তু তাহার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে ধর্ম্ম নাই সত্য নাই সেখানে সুখাগম কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? শাস্ত্র বলেন ধর্ম্ম হইতে অক্ষয় সুখোদয় হয়। ধর্ম্মঃ সুখায় ভূতয়ে। ধর্ম্মাভাবে সুখোদয় চির অসম্ভব। সত্য হইতে সুখ প্রাপ্তি হয় কারণ সত্যই সুখধাম। সত্যেন লভ্যতে সুখম্। মিথ্যা মায়া বঞ্চনা বহুলা অসুখধাম। অতএব সুখের জন্য সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই অভিলষিত কর্ম্ম সিদ্ধি কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে শ্রদ্ধা নাই ক্রিয়া নাই সেখানে কর্ম্মসিদ্ধি কি প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে? শ্রদ্ধাই কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তির করণ। শ্রদ্ধা বিনা কোন ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর ক্রিয়া বিনা কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াহীন সুতরাং ফলহীন। অতএব অভিলষিত কর্ম্মফলোদয়ের জন্য শ্রদ্ধা ও যোগ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

মানুষ চাই গৃহস্থজীবনে পুত্র সন্তান কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যাহার পতি নাই, রতিও নাই তাহার পুত্র প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? পারে না। উপযুক্ত পতি ও রতি থাকিলেই পুত্র প্রাপ্তি সুগম হয়। আকাশে তো ফুল ফুটিতে পারে না? পাথরে তো বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ঘটের মাটি উপাদান, ঘট কারক কুম্ভকার,তার সহায় চক্রাদি। কিন্তু যদি মাটিই না থাকে, কুম্ভকার ও চক্রাদি না থাকে তবে ঘট প্রস্তুতি হইতেই পারে না। মাহেশ্বরী প্রজা সৃষ্টিতে দাম্পত্য বিলাসের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সেখানে দম্পতি যদি অকর্ম্মণ্য হয় তাহা হইলে তাহাদের পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব পুত্রার্থে যোগ্য দম্পতির প্রয়োজন। পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা।(অকর্ম্মণ্য দম্পতি-বীর্যহীন পতি ও বন্ধানারী)।

মানুষ চাই তত্ত্বজ্ঞান। যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে সে পাপ তাপ মুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু তার সাধন ও উপাদান কি? যেখানে যোগ্য গুরু নাই ও তাহাতে শরণাগতি নাই সেখানে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেন, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুগণ শরণাগত প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও শুশ্রুষু শিষ্যকেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। যে সে জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন না পারেন কেবল তত্ত্বদর্শী গুরু। তত্ত্বদর্শীই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে। কারণ তিনি যথার্থ তত্ত্বানুভূতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অন্যের ন্যায় পরোক্ষজ্ঞানী অর্থাৎ আনুমানিক নহেন। যোগ্য অনুষ্ঠান ও অনুভূতি বর্জ্জিত জ্ঞানী তত্ত্ব উপদেশে অযোগ্য। অনুষ্ঠান হইতেই অনুভূতির অভ্যুদয়। যিনি কেবল মুখে জ্ঞানী কার্য্যে অজ্ঞানী অর্থাৎ অন্যথাচারী তিনি তত্ত্বজ্ঞানে অপ্রতিষ্ঠিত। অতএব তাহার উপদেষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অপিচ যাহার শিষ্যত্ব নাই তাহার জ্ঞান লভ্য নহে। শিষ্যত্বের উপাদান তিনটি--প্রণিপাত,পরিপ্রশ্ন ও সেবা। সেখানে প্রণিপাতের উদ্দেশ্য পরিপ্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্য সেবা। সেবাই শিষ্যের প্রাণ, পরিপ্রশ্ন --মন ও প্রণিপাত--দেহ স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইতে হইলে সেখানে পূর্ণ প্রণিপাত থাকা চাই। নমস্কার হইতেই আশীর্ব্বাদ এবং আশীর্ব্বাদ হইতেই বস্তু প্রকাশ রূপ তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও বিলাস সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাহার শিষ্যত্ব নাই অর্থাৎ গুরুতে প্রপত্তিক্রমে তত্ত্বজিজ্ঞাসাদি নাই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশ সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহারা বিনা সাধনে সাধ্য পাইতে চায় তাহারা সুবিধাবাদী। যাহারা সাধক জীবন স্বীকার না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চায় তাহারা মনোধর্ম্মী। তাহাদের সে কার্য সুদূর পরাহত জানিবেন। গুরু বিনা জ্ঞান হয় না আর শিষ্য বিনা জ্ঞান পায় না। তত্ত্বদর্শী বিনা গুরুর গুরুত্ব চিটাধানের ন্যায় বঞ্চনাবহুল। আর প্রণিপাতাদিহীনের শিষ্যত্ব আকাশকুসুম তুল্য অথবা বন্ধানারী তুল্য। তাহাতে জ্ঞানাগম হইতেই পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যোগ্য গুরুপদাশ্রয় এবং প্রকৃত শিষ্যত্ব অর্জ্জনের প্রয়োজন।

মানুষ চাই প্রেম প্রীতি ভালবাসা কিন্তু তার সাধন বা উপাদান কি? যেখানে কৃষ্ণ নাই, যেখানে ভক্তি নাই সেখানে প্রেম প্রাপ্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? জগতে শত সহস্র পশু প্রাণী আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র গরুতেই গলকম্বলত্ব সিদ্ধ। অন্য প্রাণীতে এই লক্ষণ নাই অর্থাৎ গলকম্বলত্ব গরুর অনন্য সিদ্ধ লক্ষণ। তথা- **সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥** থাকুক পদ্মনাভ ভগবানের হাজার হাজার মঙ্গলময় অবতার কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ বিনা আর কে লতাকেও প্রেম দান করিতে পারেন? অতএব প্রেম প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণ সম্বন্ধের প্রয়োজন। কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্যের সম্বন্ধ থেকে প্রেম সিদ্ধির বাসনা করা মানে নীমগাছ থেকে আম প্রাপ্তির অভিলাষ করা, অগ্নি থেকে সুধা প্রাপ্তির আশা করা, কাটা গাছ থেকে

প্রতিমা রহিত ধর্ম্মই **উপমা** নামক অধর্ম্ম এবং ` চাতুরী কপটতা বহুল ধর্ম্মই **ছল** নামক অধর্ম্ম।

(৪)বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দুক পাপীতে গণ্য অতএব অদৃশ্য-

বৈষ্ণব নিন্দুক হয় পাষণ্ডী প্রধান।
বিষ্ণু নিন্দুকের হয় নরকে পতন।।

শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধরাদির নিন্দুকও অদৃশ্য--

চৈতন্যনিন্দুক হয় অদৃশ্য সর্ব্বথা।
অদ্বৈতাদি নিন্দুকের এই মত কথা।।
গদাধর দেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ।।চৈঃভাঃ

(৫)ঈশ্বরত্বের অপলাপকারীও চৈতন্যের অদৃশ্য। কমলাকান্ত নামক জনৈক অদ্বৈত শিষ্য প্রতাপরুদ্র রাজার সকাশে অদ্বৈত প্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করতঃ তাঁহার কিছু ঋণ আছে বলিয়া তিনশত মুদ্রা যাজ্ঞা করেন। এই সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভু তাহার দ্বারমানা করেন। কারণ ঈশ্বরের ঋণীত্ব এবং ঋণীর ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ ব্যাপার। এইরূপ উক্তিকারী অপলাপী অপসিদ্ধান্তী অতএব বিষ্ণু বৈষ্ণবের অদৃশ্য অমান্য পাত্রমাত্র।

(৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে স্ত্রীসম্ভাষী বৈরাগীও অদৃশ্য---

প্রভু কহে বৈরাগী করে স্ত্রী সম্ভাষণ। দেখিতে না পারো মুঁই তাহার বদন।। প্রভুর এই উক্তি গইতে সিদ্ধান্তিত হয় যে ব্যভিচারী নরনারী বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্গী ও প্রসঙ্গী সাধুও অদৃশ্য অসম্ভাষ্য এবং অসঙ্গ্য। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও স্ত্রীসঙ্গী অসাধুতে গণ্য। তাহার সঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইহাই চৈতন্যদেবের ভজনাদর্শ ও নৈতিকতা।

(৭)কৃষ্ণভক্তিহীনের মুখ অদর্শনীয় ইহা একটি চৈতন্যশিক্ষা।

শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন-

যার মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা।।চৈঃভাঃ

ভগবদ্ভক্তিহীন শবে গণ্য, শব অদৃশ্য অস্পৃশ্য। অতএব প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন ভক্তিহীনের মুখ দৃশ্য নহে। নীতিশাস্ত্রমতে বন্ধানারীর মুখ অদর্শনীয় তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিহীনের মুখও দর্শনযোগ্য নহে। যেমন সুরা স্পৃষ্ট জল অপেয়, বিষয়ীর অন্ন অখাদ্য, শঠের বাক্য অবিশ্বাস্য, শত্রুর মৈত্র অগ্রাহ্য, অবৈষ্ণবের গুরুত্ব অপ্রামাণ্য তথা ভক্তিহীনের মুখ দর্শনাদিও অকর্ত্তব্য। ভক্তকবি গাহিয়াছেন--যার কাছে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ হেরি ভূলে যাবে হরি তার মুখ পানে তুমি চেও না। অতএব সিদ্ধান্ত হয় ভক্তিহীন সর্ব্বতোভাবেই অধন্য অবরেণ্য এবং ব্রহ্মণ্যবর্জ্জিত।

দুর্লভ নরজীবনে যেবা ভক্তিহীন।
কুশল মঙ্গল তার নহে কদাচন।
ভগবদ্ভক্তিহীন নর পশুতুল্য।
কাণাকড়ি সম তার কিছু নাহি মূল্য।।
থাকিলেও আভিজাত্য কুল ধন জন।
ভক্তিহীন নর নহে সভ্যতে গনন।।
শব যথা অদৃশ্য অস্পৃশ্য সর্ব্বথায়।
অভক্ত অদৃশ্য তথা বলে গৌররায়।।
নারী হয়ে বন্ধা হলে বিফল জীবন।
ভক্তিহীন নরজন্ম বিফলে গনন।।
সুন্দর বদন ব্যর্থ অন্ধতা কারণে।
অধন্য মানব জন্ম কৃষ্ণভক্তি বিনে।।
সুগন্ধ কুসুম বিনে বন ধন্য নয়।
সঙ্গীতবিহনে নাট্য সুদৃশ্য না হয়।।
মণি বিনা ফণী শির শোভা নাহি পায়।
ভক্তিবিনা নরজন্ম বিফলেতে যায়।।
পদচ্যুত হলে নর মান্য নাহি রয়।
ভক্তিচ্যুত হলে তথা গর্হ্য সর্ব্বথায়।।
দৃষ্টিশূন্য নেত্র যথা লোক বিড়ম্বন।
ভক্তিশূন্য প্রাণ তথা শব বিভূষণ।।
ত্যাগ বিদ্যা জপ তপ সাধন ভজন।
ভক্তিহীন হলে সব হয় অকারণ।।
প্রীতিহীন নীতি আর সৃতিহীন গতি।
ভক্তিহীন কৃতি তথা অধন্যসঙ্গতি।।
সতী ধন্য হয় পূন্য পতি সম্মেলনে।
জীবন সফল হয় কৃষ্ণভক্তিধনে ।।
অধম উত্তম হয় সাধু সঙ্গ গুণে।
জঘন্য বরেণ্য হয় কৃষ্ণভক্তিসনে।।
জীবন জীবন নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।
কুশল কুশল নহে কেশব বিহনে।।
অমৃত অমৃত নহে ভক্তি রস বিনে।
ধরম ধরম নহে ভক্তিশূন্যগুণে।।
সাধু সাধু নয় যদি ভক্তিহীন হয়।
ত্যাগী ত্যাগী নয় যদি ভক্তিকে ত্যাগয়।।
মুক্ত মুক্ত নহে যেবা ভক্তিসিদ্ধ নয়।
সিদ্ধ সিদ্ধ নহে যদি ভক্তিশূন্য হয়।।
দৃশ্য মান্য গণ্য ধন্য বরেণ্য সেজন।
সবে মাত্র কৃষ্ণ ভক্তি যাহার জীবন।।
সোহাগা সংযোগে স্বর্ণ হইত উজ্জ্বল।
কৃষ্ণভক্তিযোগে নর জীবন সফল।।
গৌরহরি বলে কৃষ্ণভক্তি আছে যার।
সর্ব্বভাবে ধন্য সেই মান্য সবাকার।।
পূজ্যতা জন্মায় মাত্র ভক্তিরসায়ন।
সিদ্ধি মুক্তি করে তার আজ্ঞার পালন।।
রতিহীন সতী আর ফলহীন তরু।
জলহীন কূপ আর জ্ঞানহীন গুরু।।
সত্যহীনধর্ম্ম আর বিদ্যাহীন নর।
শিরহীন দেহ, দুগ্ধহীন গাভী আর।।

সেব্যের সেবকত্ব, অজিতের বশ্যতা ও রস্যতা অচিন্ত্য লক্ষণময়।

সত্যঞ্চ মিথ্যাবচনে রসজ্ঞঃ
স্বার্থোঽপি পার্থাশ্বকসারথিশ্চ।
ভূজৈশ্চ গুঞ্জাভরণৈঃ সমীজ্যো
বেত্তাপি বৈদ্যাশ্রয়িগূঢ়লীলঃ॥৮

শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ হইয়াও তিনি মৃদ্ভক্ষণ লীলাদিতে মিথ্যাভাষণে রসজ্ঞ, তিনি স্বয়ং সকলের স্বার্থ স্বরূপ হইয়াও পার্থের রথের সারথি, তিনি সর্ব্ব পূজ্য হইয়াও বন্যভূমিজাত গুঞ্জামালায় বিভূষিত আর সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও রোগ নির্ণয়কল্পে বৈদ্যাশ্রয় রূপ নিগূঢ় লীলা পরায়ণ। এথানে সত্যবাদীর মিথ্যাভাষণ, রথীর সারথ্য, দেবপূজ্যের বন্যভূষণ ধারণ এবং সর্ব্বজ্ঞের বৈদ্যানুগত্যই অচিন্ত্যলক্ষণ।।

আর্য্যোঽপ্যনার্য্যান্বয়জাতলীলো
নরোঽপি নারায়ণপারতত্ত্বঃ।
অচিন্ত্যলীলোঽপ্যনুচিন্ত্যনীয়
শ্চাখণ্ডধামাপ্যজখণ্ডরামঃ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ ঋষিকুলের আরাধ্য হইয়াও তিনি অঋষিকুলে অর্থাৎ গোপকুলে জন্ম লীলা প্রকাশ করেন। নরলীলা পরায়ণ হইলেও তিনি বস্তুতঃ নারায়ণ পরতত্ত্ব। তাঁহার লীলা অচিন্ত্য হইলেও তিনি ভক্তদের নিরন্তর চিন্তার বিষয় এবং অখণ্ড ধাম হইয়াও অজখণ্ড অর্থাৎ অজনাভবর্ষে ভারতবর্ষে নিত্যলীলা বিলাসী।। এখানে আর্যের অনার্য্যকুলজত্ব, নারায়ণ পরতত্ত্বের নরলীলা, অচিন্ত্যের চিন্ত্যত্ব তথা অখণ্ডধামের খণ্ডধামবাসিত্বই অচিন্ত্যলক্ষণ।

লোকস্য শোকস্য চ মান্যহন্তু
ভৃতস্য দৈত্যস্য চ সেব্যশত্রুঃ।
দৈন্যস্য পূন্যস্য চ ভর্গস্বর্গো
গোপস্য ভূপস্য চ পূজ্যপাদঃ॥১০

শ্রীকৃষ্ণলোকের মন্য এবং শোকের নাশক, ভৃত্যের সেব্য এবং দৈত্যের শত্রু, দৈন্যের ভর্গ এবং পূণ্যের স্বর্গস্বরূপ তথা গোপ ও রাজগণের পূজ্যপাদ।।

হাস্যে চ ভাষ্যে চ মহারসজ্ঞো
মানে চ দানে চ মহাপ্রসিদ্ধঃ।
বেদে চ বাদে চ মহামহিষ্ঠো
মন্ত্রে চ তন্ত্রে চ হরির্বরিষ্ঠঃ॥১১

শ্রীহরি মনোরম হাস্য ও ভাষ্যে মহারসজ্ঞ, মানে ও দানে মহাপ্রসিদ্ধ, বেদে ও বাদে মহামহিষ্ঠ তথা মন্ত্রে ও তন্ত্রে মহাবরিষ্ঠ চরিত্রবান।।

নর্ম্মে চ ধর্ম্মে চ মহাবিদগ্ধঃ
সামে চ রামে চ মহাবিশুদ্ধঃ।
শক্তৌ চ ভক্তৌ চ মহাসমুদ্র
স্তর্কে চ যুক্তৌ চ হরির্মহেন্দ্রঃ॥১২

শ্রীহরি নর্ম্ম বিলাসে ওধর্ম্ম বিলাসে মহাবিদগ্ধ, সাম (মধুরবচন প্রয়োগে) ও রামে (রমণে) মহা প্রসিদ্ধ, শক্তি ও ভক্তিতে মহাসাগরতুল্য তথা তর্ক ও যুক্তিতে মহাসমৃদ্ধ।।

কেশে চ বেশে চ মনোঽভিরামো
হাবে চ ভাবে চ হি পূর্ণকামঃ।
নৃত্যে চ গীতে চ মহামহেন্দ্রঃ
সখ্যে চ মোক্ষে চ মহামহীয়ঃ॥১৩

শ্রীকৃষ্ণ কেশে ও বেশে মনো নেত্রের অভিরাম স্বরূপ, হাবে ভাবে পূর্ণকাম, নৃত্য ও গীতে মহামহেন্দ্র তথা সখ্য ও মোক্ষকর্ম্মে মহামান্য স্বরূপ।।

রাগে চ যাগে চ মহাদ্বিজেন্দ্রো
যোগে চ ভোগে চ মহাসমর্থঃ।
বিধৌ চ সিদ্ধৌ চ মহাসমৃদ্ধো
নীতৌ চ রীতৌ চ হরিঃকবীন্দ্রঃ॥১৪

শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ ও প্রেমযাগে মহাদ্বিজবর, যোগ ও ভোগধর্ম্মে তিনি মহাসমর্থবান, বিধি ও সিদ্ধিতে মহাসমৃদ্ধ তথা সত্যনীতি ও প্রেমরীতিতে মহা পণ্ডিতবর।।

প্রাকৃত সংসারের স্বরূপ

প্রাকৃত সংসার হরি বৈমুখ্যের সূত্র, অবিদ্যার পুত্র, বঞ্চনার ছত্র, যমের খনিত্র, ত্রিগুণের সত্র, অধর্ম্মের মিত্র, বৈষম্যের গোত্র, যাতনার পাত্র, সাধনার ক্ষেত্র অতএব অতীব বিচিত্র। এখানে সকলেই স্বার্থপর, কেহ নহে কার, অহংমমাকার দোষে ছারখার। এতো যুদ্ধপুর এথা সব শূর, জয় কামাতুর, ক্রোধপুরন্দর, গর্বে সর্বেশ্বর, লোভান্ধতস্কর, মদধনুষ্কর, মোহধুরন্ধর, মাৎসর্য্যতৎপর, স্বরূপতঃ ক্রুর, নৃশংস প্রচুর, স্বভাবে অসুর দস্যুদুরাচার।

এথা সবে কালবশ, কর্ম্মভোগে অবশ, দুরাশা বিবশ, দুষ্কর্ম্মে লালস, না ভজে পরেশ, জন্মান্তরদাস, লভে অপযশ। এখানে স্বাধীনতা আকাশকুসুম তুল্য, দাবীর নহে মূল্য, নাহিক সাফল্য, কলিদোষে খুল্য, কোথায় কৈবল্য? এখানে আছে মিছা অভিমানের অভিযান। অভিমানেই জীব কর্ত্তা ভোক্তা রাজা নেতা গুরু বিধাতা। ধর্ম্মহারা জীব কর্ম্মপারা দুঃখে ভরা সংসার কারাগারে পড়ে গেছে ধরা, তার হাতে পায়ে কালের কড়া, মায়ার বেড়া লঙ্ঘনে সে নিতান্ত অপারগ। এখানে রোগশোকের ছড়াছড়ি, বিপদের বাড়াবাড়ি, ঝন্ঝাটের হুড়াহুড়ি, অশান্তির জড়াজড়ি, উদ্বেগের পীড়াপীড়ি, কলহের কাড়াকাড়ি ও ত্রিতাপের তাড়াতাড়িতে জীব দিশাহারা, আত্মহারা, কর্ত্তব্যহারা, পাগলপারা। কলঙ্কিতকুল তাই চিন্তায় আকুল, মূলে আছে ভূল মনে প্রাণে শূলবেদনা অতুল। এখানে জীব ভাবনাদুষ্ট, কামনাধৃষ্ট, খলতানিষ্ঠ, সদায় অনিষ্ট আচারে বরিষ্ঠ, ত্রিতাপসংশ্লীষ্ট, ভোগবাদে নষ্ট, অসতে প্রতিষ্ঠ, রোগশোকে ক্লীষ্ট, দরিদ্রতাবিষ্ট, ছলনা বিশিষ্ট ভেদভ্রমে পিষ্ট, সভ্যগুণে নিকৃষ্ট তাই নাহি মিলে অভীষ্ট। এখানকার জীব

বিপ্র-বিপ্রলিপ্সু, শুদ্র-সাধুমুদ্রাধারী।
ক্ষত্রিয়- ক্ষতি তৎপর, বৈশ্য- পোষ্যহারী।।
ধার্ম্মিকের ভাণে ধর্ম্মধ্বজির বিলাস।
মুক্ত অভিমানে ভবে মায়াবী প্রকাশ।।
ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র দুর্যোধননীতি।
বনবাসে যুধিষ্ঠির বিদূর সঙ্গতি।।
ভোগলাগী ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তীর্থবাস।
প্রবচন মৌন ত্যাগীবেশ উপবাস।।
বৈদিকের সাজে ব্যাধ পশুর আচারে।
বঞ্চনায় পটু সবে, বটু উপকারে।।
কীর্ত্তি এবে হাত মিলাল কলঙ্কের সনে।
তাহা দেখি সাধুগণ হরি স্মরে মনে।।

ধর্ম্ম বিবেক

ধর্ম্মো হ্যেকঃ সহায়ঃ। ধর্ম্মঃ সুখায়। ইহ জগতে ধর্ম্মই একমাত্র সহায় ও সুখের নিমিত্ত তদ্ব্যতীত সকলই অনিত্য বিচারে অসহায়। ধর্ম্মঃ শান্তিমূলং বিদ্যাৎ ধর্ম্মই শান্তির মূল জানিবে ইত্যাদি বচনে ধর্ম্ম বিবেকের অভাবে প্রকৃত স্বার্থ রূপ পরমার্থ অধিগত হয় না। পরন্তু প্রাকৃত স্বার্থপর ধর্ম্মাদি বকধার্ম্মিকতায় গণ্য।

দয়া একটি ধর্ম্মাঙ্গ। দয়াধর্ম্ম যদি দীনবন্ধু হরির প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তবেই তাহা সনাতন ধর্ম্ম অন্যথা ধর্ম্মই নহে। যেহেতু বাসুদেবপরঃ ধর্ম্মঃ। ধর্ম্ম বাসুদেব পরায়ণ। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বাসুদেবই অন্য নহেন। অন্য উদ্দেশ্য হইলে ধর্ম্ম প্রাণহীন হয়। ধর্ম্মে আর ধর্ম্ম লক্ষণ থাকে না শববৎ। পক্ষে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির উদ্দেশ্যে যে দয়ার প্রচার তাহা প্রকৃত দয়া নহে তাহা দয়ার মুখোস মাত্র, স্বার্থতৎপরতার প্রকার বিশেষ। মহাজন বলেন, দয়ামপি ত্যজেদ্ভক্তিবাধিনীম্ ভক্তিবিরোধিনী দয়াকেও ত্যাগ করিবেন।

বাসুদেবপরং তপঃ। তপোধর্ম্ম বাসুদেব পরায়ণ। হরি তোষণেই তপস্বার স্বার্থকতা। স্বার্থসংগ্রহ বা লোক সংগ্রহই তপস্বার উদ্দেশ্য নহে। কেবল মাত্র স্বার্থসংগ্রহময়ী তপস্বা **বিড়ালতপস্বা** নামে প্রসিদ্ধ। কায়ক্লেশস্তপঃ। কায় ক্লেশকেই তপ বলে। কায়ক্লেশ স্বীকারের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়শোধন। ইন্দ্রিয়শোধনের তাৎপর্য্য নির্ম্মল ভজন। অতএব তপস্বার পরিণতিতে হরিপ্রীতিকর ভজনই উদ্দীষ্ট। ইহার পরিপেক্ষিতে তপস্বা অন্তঃসারশূন্য হইয়া ধর্ম্মধ্বজীতায় পরিগণিত হয়। হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুরের তপস্বা অধর্ম্মবহুল এবং জগতের অহিতকর। ধ্রুবের তপস্বাও সম্পুর্ণ ধর্ম্মময় নহে যেহেতু তাহাতে আছে ভূতক্লেশ। সর্ব্বোপরি তাঁহার তপস্বার উদ্দেশ্য পৈত্রিক সিংহাসনাদি লাভ। তবে নারদের আশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে ধ্রুবের তপঃসিদ্ধি ও ভগবৎসাক্ষাৎকারে মনোরথ সিদ্ধি উদিত হয়। উদ্দেশ্যহীনের বিধেয় ব্যর্থতাভাজী। তপস্বা ও তপোভান এক নহে। সতী ও অসতী স্বভাব চরিত্রে এক নহে। সতী পূণ্যবতী আর অসতী পাপমতী। তদ্রূপ স্বার্থপরতামূলে যে তপস্বা তাহা পরমেশ পরতাময়ী তপস্বার সহিত বাহ্যতঃ অভেদ হইলেও ফলতঃ ভেদযুক্ত। স্বার্থবশে তপস্বা ব্যবসা বিশেষ আর পরমেশ পরতাবশে তপস্বা সাক্ষাৎধর্ম্ম স্বরূপ। ধর্ম্মমূলং হি ভগবান সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ ধর্ম্মের মূলই ভগবান এবং ধর্ম্মের সিদ্ধি হরিতোষণে। অতএব তপস্বাদির উদ্দেশ্য হরিসন্তোষপ্রদ হওয়া উচিত।

ধর্ম্মের বিচার---বিষ্ণুপুরাণে বলেন, তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায়। যাহাতে বন্ধন নাই তাহাই কর্ম্ম। ভাগবতে বলেন, তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ। তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম যাহাতে হরিতোষ বিদ্যমান। নারদ বলেন, তানি কর্ম্মাণি যৈরিহ সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ। ভগবান ঈশ্বর হরি যে কর্ম্মের দ্বারা সেবিত হন তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। হরি এমনই অদ্ভুত গুণের নিদান যে তাহার সম্বন্ধে পাপ কর্ম্মাদিও ধর্ম্মে পরিণত হয় আর তিনি অপ্রসন্ন হইলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মও পাপে পরিণত হয়। মন্নিমিত্তং কৃতং পাপং ধর্ম্মায় এব কল্প্যতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎ প্রভাবতঃ। অপিচ সাক্ষাৎ বেদধর্ম্মও যদি পরোক্ষে হরি নিন্দাকর হয় বা হরিতে অবজ্ঞার উদয় করায় তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম অধর্ম্মে গণ্য হয়। পদ্মপুরাণে বলেন, অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। প্রসন্নে পুণ্ডীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্যয়ম্।। পুণ্ডীরাক্ষ হরি প্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য তথা অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয় আর হরি অপ্রসন্ন হইলে বিপরীত হইয়া থাকে অর্থাৎ মিত্র- শত্রু, পথ্য- বিষ, ধর্ম্ম- অধর্ম্মে পরিগণিত হয়। দানের বিচার -- দানং ধর্ম্মঃ। তত্ত্বজ্ঞ নারদ বলেন, শ্রীহরিই দানের শ্রেষ্ঠপাত্র। হরিকে ত্রিপাদভূমি দিতে তুমি রাজী হইও না শুক্রাচার্য্যের এই উক্তি অধর্ম্মময়ী। কারণ এই বাক্যে হরিকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। তাঁহার তাদৃশ উক্তিতে গুরুত্বও নাই বলিয়া বিবেকী বলিরাজ তাহা শ্রবণ করেন নাই। যে দান অনন্তফলপ্রদ সেই দানে বাধা শত্রুতা কখনই প্রকৃত গুরুকার্য্যও হইতে পারে না। মনুষ্যজ্ঞানে কৃষ্ণবলদেবকে অবজ্ঞা করায় মথুরার যাজ্ঞিকদের যজ্ঞাদিধর্ম্ম কর্ম্মে পরিণত হইয়া ধিক্কারের পাত্র হয়। ধর্ম্মপতির প্রতি অবজ্ঞা দুঃখ দুর্দ্দশাদির নিদানভূতা।

কৃষ্ণপ্রীতিই যখন জীবের প্রয়োজন তখন জীবের কিরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহাই জ্ঞাতব্য বিষয়। সাধন অনুষ্ঠানটি কৃষ্ণপ্রীতির সাধক হওয়া উচিত। অতএব প্রীতিসাধক সাধনগুলিই সাধকের কর্ত্তব্য।

সত্য একটি ধর্ম্ম। সত্যবাক্য সততা রক্ষণে যদি ভগবৎপ্রীতি সিদ্ধ হয় তাহা হইলেই সত্যের সত্যত্ব। সততা রক্ষণে যদি প্রাণীহিংসা সংঘটিত হয় তাহা হইলে সেই সততা অধর্ম্মে পরিণত হয়। ধার্ম্মিক সত্যবাদী ঋষি ব্যাধের নিকট সত্য কথনে মৃগহিংসারূপ পাপে লিপ্ত হন। **অশ্বত্থামা হতঃ** এই

জ্ঞান করা অজ্ঞতা বিশেষ। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান তথা নিত্যে অনিত্যজ্ঞান অবিদ্যালক্ষণ। অবিদ্যালক্ষণ কখনই ধর্ম্মে মান্য হইতে পারে না। আত্মীয়জ্ঞানে বহির্ম্মুখজনে আসক্তি বন্ধনের কারণ আর আত্মীয়জ্ঞানে পরমার্থবিদ বৈষ্ণবে আসক্তি মুক্তি কারণ ধর্ম্মলক্ষণ। পরন্তু পরমার্থবিদ বৈষ্ণবে অনাত্মীয় জ্ঞান ও অনাসক্তি ব্যবহার মূর্খতার নিদর্শন এবং অন্যায্যাচার বিশেষ। উপসংহারে বক্তব্য--ভগবৎপ্রীতিকর সকলই ধর্ম্মে গণ্য আর ভগবৎপ্রীতিহীন বেদধর্ম্মাদিও অধর্ম্মে মান্য।

সেবকের ধর্ম্ম সেব্য সুখ সম্পাদন।
তদর্থে সকলচেষ্টা ভাবাদি পালন।।
সেব্যসুখ অনুকূল ধর্ম্ম পালনীয়।
সেব্যসুখ প্রতিকূল কর্ম্ম বর্জ্জনীয়।।
সেব্যসুখ তাৎপর্য্যে অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয়।
সেব্যসুখ বিরোধে ধর্ম্ম অধর্ম্মময়।।
কামাদিও ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণের সম্বন্ধে।
অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণসেবাবন্ধে।।
বন্য হয়ে ধন্য হয় কৃষ্ণ পদাশ্রয়ে।
ধন্য হয়ে বন্য হয় কৃষ্ণস্মৃতিলয়ে।।
কৃষ্ণপ্রীতিবাধে বেদধর্ম্ম গ্রাহ্য নয়।
কৃষ্ণস্মৃতি সাধে লোকাচার ধর্ম্ম হয়।।
অতএব সেব্যকৃষ্ণ সেবা সুখ তরে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর জীব যাবে সুখে তরে।।

---ঃ০ঃ০ঃ০ঃ----

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট

১।কার্য্যকারিতাই অবদান। শ্রীমন্মহাপ্রভু অহৈতুকী করুণার অবতারমূর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা সূত্রে তিনি মহাবদান্য। জড়দেহে কৃষ্ণপ্রেম হইতে পারে না বা তাদৃশ দাতারও বদান্য সংজ্ঞা হইতে পারে না। মহাপ্রভু অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। বিলক্ষণভাব প্রযুক্ত তাঁহার দানবীরত্ব। দানবীরকেই বদান্য বলা হয়। ইহ জগতে ভগবানের অবতার করুণারই নিদর্শন স্বরূপ। তথাপি গৌর অবতারে করুণার বৈশিষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার করুণা সার্ব্বজনীন কীর্ত্তিমালায় পরিমণ্ডিত। নির্ব্বিচারে তাঁহার করুণা আচণ্ডালোদ্ধারিণী। আপনে করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী। নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি।। দক্ষিণভারত তীর্থযাত্রায় তথা উত্তরভারত যাত্রায় ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভু যে ভাবে প্রেম প্রদান প্রসঙ্গ রাখিয়াছেন বাস্তবিকই তাহা অদৃষ্টশ্রুত ব্যাপার। মহাপ্রভু সকলকেই স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমে সম্প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও এইরূপ প্রভাব বৈভববান্ নহেন। তাঁহারা শাস্ত্র দৃষ্টিতে সুকৃতিগণকে ধর্ম্মের উপদেশ মাত্র করিয়াছেন কিন্তু আরাধ্য প্রেমদানে কৃপাসিদ্ধ করেন নাই। হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার। ভব বিরিঞ্চর বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি। কাঙ্গালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে বাজায়ে করতালী। বাস্তবিক তিনি কেবল উপদেশক নহেন পরন্তু পরম আস্বাদক।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ববাদীসম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের প্রকাশক। ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয় যে যে মত প্রকাশ ও প্রচার করেন সেই সেই মত শাস্ত্রভিত্তিক হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব বিদ্যমান। পক্ষে মহাপ্রভু নির্দ্দিষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই সকলের সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূরক সূত্রে অন্যতম ধন্যতম তথা সাধ্যতম। অন্যমতের ত্রুটি বিচ্যুতির কোথায় ? কেথায় ? অন্যমতে আরাধ্য ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের যে যুগপৎ সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সেবায় জীবের কর্ত্তব্যরূপ অভিধেয় তথা সেবা প্রাপ্য রূপ প্রেমধর্ম্মের হুবহু ত্রুটি বিচ্যুতি দৃষ্ট হয়। সেই সেই নির্ণীত সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কৈবল্য নাই। তাহাতে ন্যূন্যাধিক মিশ্রভাব বিদ্যমান। সেই সেই মতে শ্রেষ্ট আরাধ্য স্বীকৃত হয় নাই. কোন মতে স্বীকৃত হইলেও তাঁহার পরমত্ব তথা তৎসঙ্গে সেবকের পরম সারসিক সম্বন্ধ ও রহস্যসেবা নৈপুণ্য এবং প্রেমবিলাস বৈচিত্র্য সঙ্কুচিত পরন্তু প্রশস্ত ও পরিশুদ্ধ নহে। পক্ষে গৌর মতে পরতত্ত্বসীমা স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন আরাধ্যত্বে স্বীকৃত। তাঁহার রসময়ী সেবায় সেবকের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। তাহাতে প্রেমবিলাস এক বিচিত্র চমৎকারচর্য্যার আধার রূপে দেদীপ্যমান।

৩।শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতার প্রদর্শক ও প্রাপক। অন্যমতবাদীগণ সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতার সীমাতেও পদার্পণ করিতে পারেন নাই বা তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যভক্তগণকে স্বরূপের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন নাই। পক্ষে মহাপ্রভু নিজপ্রভাবে জীবকে সম্পূর্ণবৈষ্ণবতায় নিত্যপ্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। অন্যমতে বৈষ্ণবতায় কর্ম্মযোগাদির সংমিশ্রণ বর্ত্তমান। গৌর বিনা অন্যমতে কৃষ্ণের রসরাজ উপাসনা তথা তদুপাসনায় মহাভাবের বিলাস বৈচিত্র্য প্রকাশে মধ্যাহ্নে রাধাকুণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও অধিকৃত হয় নাই। নিম্বার্কমতে নৈশ রাসবিলাস সহ নিকুঞ্জ বিলাস উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে প্রবেশকারীদের বিরলতা পরিদৃষ্ট হয়।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু পতিতপাবন ধর্ম্মধাম। বৈষ্ণবতা পাবন চরিত্রময়। অন্য অবচতারে ও আচার্য্যদর্শনে পতিতগণ পবিত্র হইলেও তাহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভে ধন্য হইতে পারেন নাই। পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রেই পাপীগণ পাপমুক্ত হইয়া নিরুপাধিক প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাপ্রভু নাম প্রেম দানে আচণ্ডালকে মহাপবিত্র চরিত্র করিয়াছেন।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতারশিরোমণি ও আচার্য্যশিরোমণি স্বরূপ। অনন্যসিদ্ধ আচার্য্যচর্য্যা তাহাতেই সোনায় সোহাগা স্বরূপে দেদীপ্যমান। একদিকে তিনি স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর অপরদিকে তিনি অনুত্তম আচর্য্যদর্শে বিশ্ববন্দ্য। কোন আচার্য্য স্বয়ং ভগবান্

মহারাজের আবির্ভাব তিথি পূজায় দীনের বাঙ্ময়ী পুষ্পাঞ্জলি

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরকৃষ্ণপ্রিয়ায় চ।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত নারায়ণায় তে নমঃ।।
রূপানুরসজ্ঞায় রাগভক্তিপ্রদায়িনে।
বিশ্বপ্রচারকোত্তমযতীন্দ্রায় নমো নমঃ।।
রমণমঞ্জরীনাম্না নিকুঞ্জযুগালার্চ্চনে।
বিনোদসঙ্গরঙ্গায় ধীমতে প্রভবে নমঃ।।

আজ গুরুপূজা । গুরুপূজার নামান্তর শ্রীব্যাসপূজা। তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ এবং ব্যাসবাচ্য কারণ তিনি শরণাগত শিষ্যের হৃদয়ে বেদার্থ প্রকাশ ও বিস্তার করেন। বি অস্ ঘঙ ব্যাসঃ। দিব্যজ্ঞানোদ্গীরণ হেতু তাঁহার গুরু সংজ্ঞা, আচরণ করতঃ অন্যকে আচারে স্থাপনহেতু আচার্য্য সংজ্ঞা , তত্ত্ব উপদেক হেতু দেশিক সংজ্ঞা। দিশতি উপদিশতি ইতি দেশিকঃ, ব্যস্যতে অনেন ইতি ব্যাসঃ বেদার্থ বিস্তারহেতু ব্যাসঃ সংজ্ঞা এবং বিষ্ণুপ্রাপ্তিহেতু বিষ্ণুপাদ সংজ্ঞা ,বিষ্ণুঃ পদ্যতে লভ্যতে যেন স বিষ্ণুপাদঃ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ও আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ তথা গুরুমুপাসীত মদাত্মকম্ পদ্যে গুরুদেব কৃষ্ণস্বরূপবান্। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে তথা শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপূঞ্ছমৌলিঃ পদ হইতে কৃষ্ণের শিক্ষাগুরুত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই কৃষ্ণই স্বয়ং বর্ত্মদেশিকরূপে ধর্ম্মের উদ্দেশ দান করেন, চৈত্ত্যগুরুরূপে ধর্ম্মাচারে প্রেরণা দেন, দীক্ষা গুরুরূপে ইষ্টমন্ত্র দান করেন তথা শিক্ষাগুরুরূপে ভজন রহস্য শিক্ষা দেন। গুরু কৃষ্ণের ন্যায় আশ্রয় জাতীয় অখিলরসামৃত মূর্ত্তি। শরণাগতের সংসার মোচন করতঃ কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানসেবায় নিযুক্ত করণ গুরুর দয়াকৃত্য আর নিজরসে বিশেষতঃ মধুররসে সখী মঞ্জরী স্বরূপে নিকুঞ্জবিলাসী রাধা গোবিন্দের সেবামৃত পানই তাঁহার স্বরূপকৃত্য। ফলতঃ গুরুদেব দাস্যরসে রক্তকপত্রকের স্বরূপ, সখ্যরসে সুবলাদির স্বরূপ, বাৎসল্যরসে নন্দযশোদাদির স্বরূপ তথা মধুররসে আকর রাধা ললিতাদির স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, গুরুদেব মধুর রসে বার্ষভানবী। গৌড়ীয় গুরুবর্গ রাধার নিত্যসখী (মঞ্জরী)স্বরূপেই নিকুঞ্জে যুগলসেবা পরায়ণ। গুরুর তত্ত্বজ্ঞত্ব শিষ্যপ্রবোধনে, কর্ত্তব্য নির্ণয়নে এবং রসজ্ঞত্ব কৃষ্ণ রসাস্বাদনে আর গোস্বামিত্ব রসাস্বাদনের নৈষ্ঠিকতা ও নৈরন্তর্য্য প্রতিপাদনে যথার্থক। কারণ গোদাসগণ নিকুঞ্জ সেবায় নিতান্ত অযোগ্য, অনধিকারী ও অপরাধী। কৃষ্ণসেবায় ঐকান্তিকগণই প্রকৃত গোস্বামী বাচ্য। সংসাররাগী ও রোগীদের গুরুত্ব ত নাই, পরন্তু শিষ্যত্বও নাই। কৃষ্ণতত্ত্বরসামৃতোন্মত্তই গুরু বাচ্য। সেই গুরুদেব ভগবৎস্বরূপেই নিত্যসেব্য। বাহ্যতঃ গুরু ও শিষ্য প্রভুভৃত্য সম্বন্ধযুক্ত হইলেও স্বরূপে তাঁহারা সখ্যভাবপন্ন অর্থাৎ গুরুই নিত্যলীলায় গুরুরূপা সখী বা সখা রূপে শিষ্যের সঙ্গে সেবারস পানাসক্ত।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণগোস্বামী মহারাজ এমনই একজন গুরুপাদপদ্ম। তিনি পৌষী মৌনী অমাবস্যায় বিহার প্রদেশে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবৈষ্ণব পরিবারে আবির্ভূত হন। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সংসার জীবনে প্রবেশ করেন কিন্তু প্রবল কৃষ্ণভজন পিপাসায় ভরতের ন্যায় তিনি সাংসারিক মমতা বন্ধনাদি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীল প্রভুপাদ পার্ষদপ্রবর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারজের শ্রীচরণে উপনীত হন। শ্রীনাম মন্ত্র াদি দীক্ষান্তে তাঁহার নাম হয় শ্রীগৌরনারায়ণদাস, ভক্তিবান্ধব। তিনি নিয়মিত ভাবে ভজন সাধনে মনোনিবেশ করেন। স্বল্পদিনের মধ্যে তিনি গোস্বামীশাস্ত্রাদিতে বিশেষ আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর সন্ন্যাসান্তে নাম হয় শ্রীভক্তিবেদন্ত নারায়ণ। তিনি মথুরাস্থিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণবচরিত্র, মধুর ব্যবহার ও ভজন নিষ্ঠা সুকৃতিবানদিগকে মুগ্ধ করে। তত্ত্বতঃ তিনি অকিঞ্চনাভক্তি বলে তথা কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে বিচারে সদ্গুণের আলয়। কলিযুগধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা তার না হয় প্রবর্ত্তন। এই ন্যায়ানুসারে তিনি কৃষ্ণশক্তি। তিনি বিশ্বপ্রচারকদের অন্যতম। তাঁহার আচার বিচার ও প্রচার বৈশিষ্টই কৃষ্ণশক্তিত্বের পরিচায়ক। বিশুদ্ধরূপানুগভাবে তিনি সর্ব্বত্র রাগানুগাভক্তির প্রচারক প্রধান। উত্তম জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অধিকারী হইয়াও তিনি নিরভিমান অমানীমানদ চরিত্রবান্। যদিও বৈষ্ণবতায় জাতীয়বাদ নিরস্ত এবং বৈষ্ণবে জাত্যাদি বুদ্ধিও নারকিতা বিশেষ তথাপি তাঁহার বৈষ্ণবতা যে সকল প্রকার গর্বশূন্য তাহাই প্রমাণিত করে। তিনি বেদান্তসমিতির অন্যতম প্রচারক প্রবর। কৃষ্ণেচ্ছায় বর্ত্তমানে তিনি বেদান্তসমিতিট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রূপে বিশ্বকীর্ত্তিমান্। তিনি কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্টের গানে গরিষ্ঠতম তথা রাধামাধবের অপার মাধুর্য্যামৃত পানে জগদ্গুরু।

শ্রীচৈতন্যের হার্দ্দ্য- রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচার- সম্পাদন সূত্রে তিনি সারস্বতকুলের অবতংস স্বরূপ। পূজ্য মহারাজ অতন্নিরসন অর্থাৎ রূপানুগ বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত তমঃ নিরাকরণ ও তদনুশীলন অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাগানুগভজনের আদর্শময় আচার্য্যপ্রবর। নৈতিকতা ও নৈষ্ঠিকাতায় তাঁহার বৈষ্ণবতা সমুজ্জ্বল ও প্রাঞ্জল। নীতি ও রুচির সৌষ্ঠব তাঁহার ভজনাদর্শে দেদীপ্যমান্। তাঁহার গুর্ব্বাত্মদৈবতত্ব বিদ্বৎপ্রশংসিত এবং সতীর্থসখ্য তথা শিষ্যভক্তবাৎসল্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি করুণাবতার নিত্যানন্দপ্রভুর দাসানুদাসসূত্রে অদোষদর্শী, মহাকারুণিক, ক্ষমাশীল ও পতিতপাবন গুণধাম। প্রোজ্ঝিত কৈতব ভাগবতধর্ম্ম প্রসাদে তিনি নিরস্তকুহক চরিতায়ন। তাঁহার গুরুত্বগৌরব সকল প্রকার রূপানুগদাসত্ব বৈভব সম্বলিত

নিকুঞ্জযূনো রমণাখ্যদাসী
তয়ানুসেবাদিরতং মহান্তম্।
রাধাবিনোদেশ্বরমত্যুদারং
নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি।।৮

রমণমঞ্জরী নামে অনুক্ষণ নিকুঞ্জবিলাসী যুগলকিশোরের প্রেমসেবাদিরত, মহান্তপ্রবর, রাধাবিনোদবিহারী যাঁহার আরাধ্যদেবতা সেই মহোদারশীল শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি।।৮

---ঃঃঃঃ----

---ঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজয়শ্রী ঃ---

সনাতননন্দিনি গৌরাঙ্গগৃহিণি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।১
ভক্তিতরঙ্গণি ধামস্বরূপিণি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।২
তড়িৎপ্রভাঙ্গিনি তারুণ্যভঙ্গিনি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৩
নবীনযৌবনি রত্নবিভূষণি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৪
পট্টনিচোলিনি পঙ্কজলোচনি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৫
সৌন্দর্য্যসাগরি মাধুর্য্যগর্গরি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৬
সাধ্বীশিরোমণি সদ্‌গুণস্বামিনি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৭
বৈরাগ্যজননি বিপ্রলম্ভধূনি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৮
কারুণিকেশ্বরি কৃষ্ণকৃপাঙ্করি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।৯
পতিতপাবনি সদানন্দেশাণি
বিষ্ণুপ্রিয়ে জয় বিষ্ণুপ্রিয়ে।।১০

ভজনকুটীর--৮।২।৯২

শ্রীসরস্বতীস্তোত্রম্

ঈশাস্যপঙ্কজবিলাসিনি প্রাদ্মকন্যে
বিদ্যাধিদেবি বরকচ্ছপিকাকরাব্জে।
শুক্লাঙ্গি শুভ্রবসনে বরভূষণাঢ্যে
হংসাসনীশ্বরি সরস্বতি নৌমি বৈ ত্বাম্।।
শ্রীকৃষ্ণশক্তিরতিভক্তিবিমুক্তিদাত্রি
প্রাজ্ঞাভিধাত্রি সিতগাত্রি বিধাতৃপুত্রি।
অজ্ঞানবংশসকলাংশিনি হংসশংসে
কংসারিবংশি জয় হংসি সরস্বতীলে।।
শুভ্রকায়ে হরের্জায়ে হংসাসনি সিতাম্বরে।
বীণাপাণি বরেশানি সরস্বতি নমোঽস্তু তে।।
জয় জয়েশ্বরি শ্রীসরস্বতি
প্রিয়গুণাত্মিকে বিজ্ঞমানিতে।
হরিপদাম্বুজে ভক্তিরস্তু মে
নলিনসুন্দরং নৌমি তে পদম্।।
সরসিজাক্ষি তে দিব্যকীর্ত্তনং
বিজয়তেতরাং তত্ত্ববর্ষণম্।
বিলয়তেঽচিরং মূর্খতাং নৃণাং
বিতনুতে সতাং মঙ্গলং ধনম্।।২
ভবভয়ার্দ্দনং ভাববর্দ্ধনং
পতিতপাবনং পাপনাশনম্।
সমগুণার্পণং ভেদভিন্দনং
বিতর ভারতি ত্বৎকৃপামৃতম্।।৩
পরমযোগিনো ন্যাসিনশ্চ তে
চরণপঙ্কজে ভৃঙ্গতাং গতাঃ।
প্রণতবৎসলে পূজয়াতুলে
পতিতমাবহ শ্রেয়সে চিরম্।।৪
নহি ধনং জনং ভোগবৈভবং
নরকমোক্ষণং বার্থয়েঽভবম্।
পরমিহার্থয়ে বাঞ্ছিতার্থদে
সুমতিরচ্যুতে তদ্বিধেহি নঃ।।৫
বিধিকুমারিকে বিষ্ণুনায়িকে
বিমলশাটিকে বোধদায়িকে।
বিহগবাহকে পূজ্যপাদুকে
নয় পদান্তিকে নৌমি বৈণিকে।।৬
বরচতুর্ভুজে সাধ্বিপাদ্মজে
সকলমণ্ডিতে শোভয়াঞ্চিতে।
সুমতিদোত্তমে রত্নমধ্যমে
করুণচক্ষুষা পশ্য মাধমম্।।৭
সুভগভারতি শ্রেয়সে সতি
তবপদান্তিকঞ্চাগতা বয়ম্।
কূরু কৃপাময়ি ত্বৎপ্রজাকুলে
জয় জয়শ্রিয়া প্রীয়তামলম্।।৮

---ঃঃঃঃ----

কলিতে সন্ন্যাস

সন্ন্যাস একটি আশ্রম ধর্ম্ম। ত্রৈবর্গীয় ধর্ম্মার্থকামাত্মক পুরুষার্থে বিরক্ত এবং মোক্ষলিপ্সুগণই সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে। ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। অনর্থময় প্রাকৃত বিষয় ও তাহার বাসনা ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বেলন, কাম্যকর্ম্মত্যাগের নামই সন্ন্যাস এবং সমগ্র কর্ম্মফল ত্যাগের নাম ত্যাগ। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ত্যাগং সন্ন্যাসং কবয়ো বিধুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।। অন্যত্র বলেন, ফলের আশা না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মকর্ত্তাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। অনাশ্রিত কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন

নিরোধ অর্থ বৈদিক ও লৌলিক বিষয়ে সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ। নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ। অতএব হরিভক্তি সর্ব্বদাই বৈরাগ্য লক্ষণময়ী। তজ্জন্য নিতান্ত সংসারাসক্তগণ প্রকৃতপক্ষে হরিভক্তির রহস্য অনুধাবনে অপারগ।

এই সন্ন্যাসবিধি যে কেবল স্মৃতিভাবিতই তাহা নহে, শ্রৌতও বটে। স্মৃতি সর্ব্বদা শ্রুতির অনুগামিনী। শ্রুতির ব্যাখ্যামূলেই স্মৃতি প্রাধান্য ও উপস্থাপনা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন আর স্মৃতিবিধান যথাযোগ্য দেশকালপাত্রা নুসারী। শ্রৌতবিধান অপরিবর্ত্তনীয়। শ্রুতিতে সন্ন্যাসবিধি যথা- যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদি-- স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনীভুত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ। গৃহাদ্বা বনাদ্বা তথা পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নি র্বনাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ইতি। সেই যাজ্ঞবল্ক মুনি বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করতঃ গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া পরে বনবাসী হইবে, বনী পরে সন্ন্যাস করিবে। যদি ইহার অন্যথা হয় তবে ব্রহ্মচর্য্যান্তে প্রব্রজা করিবে। গৃহ হইতে বা বন হইতেও প্রব্রজা করিবে। তথা পুনরায় বলিলেন, ব্রতী হউক, অব্রতীই হউক, স্নাতক হউক আর অস্নাতকই হউক, সাগ্নিক হউক বা নিরগ্নিক হউক, যখনই বৈরাগ্য জাগিবে তখনই প্রব্রজা অর্থাৎ সন্ন্যাস করিবে। ইহাই অনুশাসন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অনুশাসনে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের কথা নাই। কেবল বৈরাগ্যকালই ত্যাগের কাল বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব সন্ন্যাস কলিতে নাই ইহা অজ্ঞোক্তি মাত্র।

স্মৃতি বিষ্ণুসংহিতায় সন্ন্যাসবিধি যথা-

বিরক্তঃ সর্ব্বকামেষু পরিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ।
একাকী বিচরতেন্নিত্যং তক্ত্বা সর্ব্বপরিগ্রহম্।
একদণ্ডী ভবেদ্বাপি ত্রিদণ্ডী বাপি বা ভবেৎ।
ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকা চৈব ভিক্ষাধারং তথৈব চ।
সূত্রং তথৈব গৃহ্ণীয়ান্নিত্যমেব বহুদকঃ।
ঈষৎকাষায়মস্য লিঙ্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা।।

সংসারিক সকল কাম্যকর্ম্মাদিতে বিরক্ত মহাজন সন্ন্যাস আশ্রমকে আশ্রয় করিবেন। সকল প্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন। এক দণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী হইবেন। বহুদক ন্যাসী ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র, জলাধার, সূত্র, কুণ্ডিকাদি তথা ঈষৎ কাষায়বস্ত্র ধারণ করতঃ অবস্থান করিবেন।।

হারীতস্মৃতিতে--

ত্রিদণ্ডং বৈষ্ণবং সম্যক্ সততং সমপূর্ব্বকম্।
চেষ্টিতং কৃষ্ণ গোবালরজ্জুমচ্চতুরাঙ্গুলম্।
শৌচার্থমাচমণার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্।।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থা শীতনিবারণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্ণীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যথা সংগ্রহঃ।
এতানি তস্য লিঙ্গানি যতেঃ প্রোক্তানি সর্ব্বদা।।

সর্ব্বদা সমভাবে বৈষ্ণব ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবেন। কৃষ্ণবর্ণগোপুচ্ছ রজ্জুর ন্যায় চতুরাঙ্গলী পরিমিত কৌপীন বস্ত্র, শৌচ ও আচমনার্থে জলপাত্র, কৌপীন আচ্ছাদনার্থে বহির্বাস, শীত নিবারণার্থে কন্থা, পাদরক্ষার্থে পাদুকা ব্যবহার করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই সংগ্রহ করিবে না। এই সকলই সন্ন্যাসের চিহ্ন বলিয়া কথিত হয়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে-

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তং সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্।।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ।।
ব্রাহ্মক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা।।
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা।।

মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! কলিতে অবধূত আশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়। যে বিধিতে তাহা সাধিত হয় তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে এবং সাংসারিক সকল কর্ম্মে বিরক্তি জাগিলে অধ্যাত্মবিদ্যায় নিপুণব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিবেন।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অন্ত্যজাদি সকলেই এই বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী। কলি প্রবল হইলেও বিপ্র তথা অন্য বর্ণী সকলেই সেই বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী। প্রবলে কলৌ উভয়াশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা পদ্যে সন্ন্যাস কলিযুগের সার্ব্ববর্ণিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কারণ বর্ণীদের আজীবন গৃহবাসে অবস্থান নিন্দনীয়।

যথা ভাগবতে-

যস্ত্বাসক্তমতির্গৃহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমহামিতি বধ্যতে।।
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজা।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ।।
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ।।

যে গৃহস্থ স্ত্রৈণ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বিবেকশূন্য ও পুত্রবিত্তাদি সন্ধানরত হইয়া গৃহে আসক্ত হন, তিনি অহংমম ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

অহো আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশুসন্তানবতী স্ত্রী, এবং পুত্রগণ আমা ব্যতীত দীন, দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে। অবিবেকী পুরুষ গৃহবাসনায় এইরূপে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও অতৃপ্ত হইয়া আত্মীয়গণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পরে অতিতামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এইরূপ গৃহব্রতীগণ সন্ন্যাসধর্ম্মকে অস্বীকার করিলেও তাহাদের

স্বরূপ। কলিতে কিন্তু দণ্ডধারণমাত্রই নির্ব্বাণ কারণ। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষী বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদৃষ্টিতে সন্ন্যাসধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেন, ঘরপাগ্‌লাগণই কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া চীৎকার করে। মন্ত্রজীবী গৃহীগুরুগণ তথা অকালপক্ক ভেকধারীগণ বলেন, সন্ন্যাস বৈষ্ণব কৃত্য নহে। কারণ রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কিন্তু বিচার্য্য- কাষায় বস্ত্র ও রক্তবস্ত্র এক নহে। মায়াবাদীগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করেন আর বৈষ্ণব ন্যাসীগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাষায় বস্ত্রের গর্হণ করেন নাই। কেহ কেহ শাস্ত্র দৃষ্টিতে সন্ন্যাস স্বীকার করিলেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তাহার পরম্পরা নাই এবং মহাপ্রভু কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই বা গ্রহণ করিতে আদেশও করেন নাই এইরূপ উক্তিকরেন । ইহা যুক্তিপূর্ণ উক্তি কিন্তু প্রভুর আচরণ কিভাব সূচিত করে তাহা বিচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকায় তিলক করিতে কাহাকেও আদেশ করেন নাই তথাপি তদনুগামীজন সেই মৃত্তিকায় তিলক করেন কেন? দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভু কেবল মাত্র শ্রীল রঘুনাথদাসকেই গোবর্দ্ধনশিলায় পূজার আদেশ করেন। অন্য কাহাকেও তাহা দেন নাই বা তাহার পূজা করিতেও আদেশ করেন নাই। তথাপি গৌড়ীয়াভিমানী বৈষ্ণবগণ গোবর্দ্ধনশিলা পূজা করেন কেন? তাঁহাদের এই আচরণ কি গৌরানুগত্যের নিদর্শন? যদি বলেন, মহাপ্রভু আদেশ না করিলেও ইহা ধর্ম্মলক্ষণময় শাস্ত্রীয় আচরণ। বেশ, ইহা যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রীয় ও মহাপ্রভুর আচরিত সন্ন্যাসধর্ম্মের আচারে দোষারোপ হইতে পারে না। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে মহাপ্রভু ভেক দেন নাই। তিনি মহাপ্রভুর প্রধানপার্ষদ। তিনি মহাপ্রভুর নিকট বেশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। পরন্তু তাহা না করিয়া কেন নিজে নিজেই ধূতি কাটিয়া ডোর কৌপীন করিয়া পরিলেন? যদি নৈষ্টিক সরস্বতী ঠাকুরের যতিবেশাশ্রয়ে অনানুগত্য দোষ হয় তাহা হইলে সনাতন গোস্বামীর বেশগ্রহণেও সেই দোষ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা জানি যে সনাতনগোস্বামীর বেশাশ্রয়ে কোন দোষ নাই। কারণ তাহাতে দোষ থাকিলে মহাপ্রভু নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষেই গুরুতুল্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর স্বেচ্ছাবেশের গর্হণ করিয়াছেন। এখানে অনধিকার চর্চ্চাই দোষের কারণ তাহা জানা যায়। সুতরাং পরম অধিকারীকে অনধিকারীর ভূমিকায় আনিয়া তথা অনধিকারীকে পরমাধিকারীর ভূমিকায় আনিয়া বিচার করিলে বিচার সত্য হয় না। এইরূপ বিচার করাটাই দোষাবহ। তদ্রূপ অনধিকারীকৃত্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার কন্যাগমন দর্শনে হাস্যকারী মরীচিপুত্রদের অধঃপতনের ন্যায় অপরাধপঙ্কে পতিত হইতে হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যেরূপ স্বাধিকারে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে কৌপীন রূপ সন্ন্যাসবেশ আশ্রয় করেন, মহাপুরুষ শ্রীল বিমলাপ্রসাদও স্বাধিকারে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। অযথোচিত আচারই নিন্দনীয় কিন্তু বিমলাপ্রসাদের কোন্ আচার অযথোচিত? তিনি কি ভেকাধারীর ন্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে নারীসঙ্গী বা প্রসঙ্গী? নবদ্বীপের ভেকধারীগণ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীর সমাধি কালে বিমলাপ্রসাদকে অনধিকারী বলিয়া আপত্তি করিলে তাহারাই পরে বিমলাপ্রসাদের বাক্যে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, আপনারা ভেকাশ্রয়ী বলিয়া অভিমান করিতেছেন ঠিক কিন্তু আপনাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিন দিন স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই এমন কেহ যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমার গুরুদেবের পবিত্র কলেবর স্পর্শ করিতে পারেন। তখন শত শত লোকের সমক্ষে তাহাদের মধ্য থেকে একজনও অগ্রসর হইলেন না। কারণ তথাকথিত বৃথা অভিমানীগণ গুরু থেকে ভেক লইলেও প্রকৃত পক্ষে ভেকের অধিকারী নহেন। তাহারা যদি অধিকারীই না হইল তাহা হইলে তাহাদের গুরুত্ব ও তৎসম্প্রদায়িত্ব বা কোথায় রহিল? এখন বিচার্য্য- ভেক কাহাকে বলে ও তাহার প্রবর্ত্তক কে? ভেক বলিয়া সনাতন শাস্ত্রে কোন শব্দ নাই। ভিক্ষুবেশই ভেক নামে পরিচিত। ভিক্ষু শব্দের অপভ্রংশই ভেক। ভিক্ষু কে? সন্ন্যাসীর এক নাম ভিক্ষু। অতএব ভেকও সন্ন্যাসবেশ। যাহারা সন্ন্যাসের নিন্দা করেন তাহারাও সন্ন্যাসবেশী। ভেক সন্ন্যাসাচার বিশেষ। কারণ সন্ন্যাসী ব্যতীত ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ও বানপ্রস্থীর কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধেয় নহে।

কেহ বলেন, সনাতনগোস্বামীই ভেকের প্রবর্ত্তক কিন্তু এই ভেক পদ্ধতিরও কোন পরম্পরা নাই আর সনাতনগোস্বামী কাহাকেও ভেক দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

বিবেক-সন্ন্যাসী দ্বিবিধ। বিদ্বৎসন্ন্যাসী ও বিবিৎসাসন্ন্যাসী। বিদ্বৎসন্ন্যাসী সহজ পরমহংস ও নিরপেক্ষ। আর বিবিৎসা সন্ন্যাসী সাধক, বিধি ও সম্প্রদায় সাপেক্ষ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বৎসন্ন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন অপেক্ষা নাই। তিনি সলিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ পর্য্যায়ে অবস্থিত। পরন্তু মহাপ্রভু ঈশ্বর হইয়াও জগৎশিক্ষার জন্য সম্প্রদায় বিধিতে বাহ্যতঃ ব্রাহ্মসন্ন্যাসী থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও তিনি ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডীগীত এতাং সমাস্থায় শ্লোকের সমাদর জানাইয়াছেন। যথা- প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন। মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্ধারণ। পরমাত্মা নিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ।। ইত্যাদি। ইহা দ্বারা ভাগবত বিধানেই সন্ন্যাস কর্ত্তব্য তাহা সূচিত করিয়াছেন। কারণ ভাগবতই সাধন ভজনাদি ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক শাস্ত্র। শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।

কেহ বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড ভাঙ্গিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিতে সন্ন্যাস নাই। এইরূপ উক্তিতে আছে মহামূর্খতার পরিচয় এবং পরোক্ষে মহাপ্রভুকে অবিবেকী ও উন্মত্ত সাবস্ত

অশুদ্ধ। কারণ তাহা মায়িক। প্রাকৃত অহঙ্কারে জন্ম মৃত্যু আদি দোষ বিদ্যমান। তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বরূপধর্ম্ম বিরোধী। স্বরূপ ধর্ম্ম নির্ম্মল। প্রাকৃত ভাব বর্জ্জিত বলিয়াই নির্ম্মল স্বরূপ ধর্ম্মে প্রাকৃত ভাবাদি নাই। প্রাকৃত অহঙ্কার যোগে জীব প্রাকৃত জগতে নানা যোনিতে বিচরণ করে। তাই স্বরূপ ধর্ম্মে সম্প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভাগবত প্রাকৃত অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। প্রাকৃত মায়িক যাবতীয় অহংভাবাদি ত্যাগই শৌচাচারময় সাধনার আদ্য পর্ব্ব।

কারণ সাধনার উদ্দেশ্য শোধন, প্রবোধন ও প্রসাদন। অনর্থময় প্রাকৃত অহঙ্কার ত্যাগে আত্মা শোধিত, দিব্য জ্ঞানালোকে প্রবোধিত এবং স্বরূপ ধর্ম্মে প্রসাদিত হয়। সেখানে আদ্য কৃত্য শোধন। শোধনের সঙ্গে সঙ্গে হয় প্রবোধন, ততৎপর প্রসাদন। রোগমুক্তিক্রমেই স্বাস্থ্য ব্যাপ্তি। রোগমুক্তি শোধন বাচ্য , স্বাস্থ্য প্রাপ্তি প্রবোধন এবং আনন্দপ্রাপ্তি প্রসাদন স্বরূপ। মনেই অহং মমতা বিদ্যমান। যাঁহার অহঙ্কারে প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই তিনি শুদ্ধ। কর্ম্মমার্গে যেরূপ সকল ভাবই অশুদ্ধ তদ্রূপ জ্ঞানমার্গে আমি ব্রহ্ম এই অহঙ্কারও অশুদ্ধ এবং অবাস্তব। এক কথায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতে জাত যাবতীয় অহঙ্কার অশুদ্ধ ও প্রাকৃত ভাবমালিন্য যুক্ত। তজ্জন্য জন্মগত কর্ম্মগত বর্ণাশ্রমগত ও গুণগত সকল অহঙ্কারই অশুদ্ধিময়। অনিত্য মায়িক প্রাকৃত দেহ, দেহজাত পুত্র কন্যা তথা দেহ সম্বন্ধীয় স্ত্রী বিত্ত গৃহ সম্পাদাদিতে মমতা অশুদ্ধ। এই জাতীয় মমতাবশেই তো জীব জন্মান্তর, কর্ম্মান্তর তথা ভাবান্তর চক্রে পরিভ্রমণশীল। এই জাতীয় মমতাবশেই জীব জড় ভোগে মত্ত। এই জাতীয় মমতা স্বরূপহারাদের মধ্যেই প্রভুত্ব করে। ইহাতে সিদ্ধ হয় বিরূপের বিলাস। তাহাতে জীব লাভ করে সর্ব্বনাশ, এই জাতীয় মমতাবশে রুদ্ধ থাকে স্বরূপের সুখোল্লাস। প্রাকৃত সকলই অনিত্য কিন্তু বিষ্ণু ও বৈষ্ণব নিত্য। তাঁহাদের প্রতি মমতা ধর্ম্মসঙ্গত। পারমার্থিক ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াই তাহা অক্ষয় সুখপ্রদ। সার কথা ব্যবহারেই দোষ বিদ্যমান। অনিত্য মমতা দোষাবহ। কেন দোষাবহ? দেখুন, হরিণ শিশুর প্রতি মমতা হেতু ভরত মহারাজ ভাবরাজ্য হইতে অধঃপতিত এবং পশুজন্ম প্রাপ্ত হন। রাজা পুরঞ্জন স্ত্রীর প্রতি আসক্তি মমতা ক্রমে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হন। গৃহের পতি মমতাহেতু মানুষ গৃহপালিত পশু রূপে জন্মায়। শুকপক্ষীতে মমতা নিবন্ধন শিবশর্ম্মা নামক বিপ্র শুক জন্ম পায়। বিচার করুন, প্রাকৃত মমতা কেন ও কত দোষাবহ। প্রাকৃত মমতা শুদ্ধ আত্মার মালিন্য স্বরূপ অর্থাৎ তাহা স্বরূপকে মলিন করে, বিরূপ করে, বিকৃত করে আর নিত্য ও স্বরূপভূত বস্তুতে মমতা সুখাবহ। সাধনার উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান বিবেক ক্রমে অযথার্থক প্রাকৃত দেশ কাল পাত্র দেহাদির প্রতি মমতা ত্যাগ করতঃ যথার্থ পরমার্থপ্রদ বিষ্ণু গুরু বৈষ্ণবে মমতা সংযোগ করণ। ভাব শুদ্ধ না হইলে দেহ মনাদিও শুদ্ধ হয় না। বৈষ্ণবীয় দীক্ষা শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও অনিত্য বস্তুতে মমতা ত্যাগ না করিতে পারিলে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া যায় না। প্রাকৃতাভিমানী অবৈষ্ণব আর স্বরূপাভিযানী, স্বরূপাভিগামী তথা স্বরূপাভিমানীই প্রকৃত বৈষ্ণব। যাঁহারা ভক্তাভিমানে জগৎকে তথা জাগতিক বস্তুকে ভোগ্য মনে করেন এবং ভোগ করেন তাঁহারা অবৈষ্ণব। তাঁহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলেও স্বরূপের প্রবোধ তাঁহাদের নাই বলিয়াই বিপদগামী গোস্পদ তুল্য সুখস্বামী এবং অনিত্য দেহারামীভাবেই জড় ভোগকামী।

পক্ষে যাঁহারা কৃষ্ণদাসত্বের ভূমিকায় অবস্থান পূর্ব্বক এই জগৎকে, জাগতিক বস্তু মাত্রকে কৃষ্ণ সেবার উপকরণ রূপে দর্শন করেন ও ব্যবহার করেন, কখনও কোন কারণ বশতঃ তাহাকে নিজ ভোগ্য মনে করেন না তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব। অহঙ্কারের অপরিহার্য্য সঙ্গিনী মমতা। অহং মমতা যোগেই গড়িয়া উঠে অনিত্য সংসার বিলাস। অহংতা শুদ্ধ হইলেই মমতা শুদ্ধ হয়। সাধুসঙ্গ হইলেই অহংতা শুদ্ধ হয়। কারণ সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যসঙ্গমুক্তিভিঃ। সাধুগণ সদুক্তি যোগে শরণাগতের ভ্রান্ত ধারণাদি চ্ছেদন করতঃ শুদ্ধ ধারণাকে প্রদান করেন। সাধুগণ ভাগবতধর্ম্মালোকে জীবের স্বরূপের পরিচয় ও ব্যবহার শিখাইয়াছেন। কৃষ্ণ আমার ইহাই স্বরূপভূত মমতা, বৈষ্ণবই আমার পরম বান্ধব। এই জগৎ কৃষ্ণসেবার উপকরণময়, এতাদৃশ বিচারভুক্তগণ শ্রেয়ঃপথের পথিক। তাঁহারা নিরস্তকুহক মতবাদে অবস্থিত ও সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। অহংতায় ভূল হইলে কি মমতায়ও ভূল হয়? হ্যাঁ, নিশ্চয় ফরমূলায় ভূল থাকিলে অঙ্ক করায়ও ভূল থাকিয়া যায়, সঠিক উত্তর মিলে না। যেরূপ কর্ম্ম অনুরূপ ফল হয় তদ্রূপ অহঙ্কারের অনুরূপা মমতা অর্থাৎ যে জাতীয় অহংতা হয় সঠিক সেই জাতীয় মমতা তাহার সঙ্গিণী হইয়া থাকে।।

যেরূপ চিকিৎসারাজ্যে জ্বর নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্যাথাদি নিবৃত্ত হয় তদ্রূপ অহঙ্কার শুদ্ধির সঙ্গে মমতাশুদ্ধির বিলাস প্রপঞ্চিত হয়।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবীয় বাহ্যাচারে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিশুদ্ধ অহং মমতা নিষ্ঠার অভাবে বৈষ্ণবতা ধর্ম্মধ্বজীতায় পরিণত হয়। এই ভাবে কপটতা বৈষ্ণব চরিত্রে প্রবেশ করতঃ অপসাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। তজ্জন্য সাধনায় সিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়।

অনিত্যে মমতা অজ্ঞান লক্ষণ।
অনিত্যে মমতা দুঃখের কারণ।
অনিত্যে মমতা অসত্তৃষ্ণাকোষ।
অনিত্যে মমতা ভ্রান্তিময় দোষ।।
অনিত্যে মমতা অসত্যবিধান।
অনিত্যে মমতা অধর্ম্ম নিদান।।
অনিত্যে মমতা বিরূপকারিণী।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রাণাদিকে যথাযোগ্য আরাধ্য সেবায় নিযুক্ত করুন। দেহকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগই দেহ সমর্পণ। মনকে তাঁহার চিন্তায় নিযুক্তিই মননিবেদন। বুদ্ধিকে তাঁহার সেবায় নিযুক্তিই বুদ্ধি নিবেদন। চক্ষুকে আরাধ্য রূপের দর্শনে, কর্ণকে আরাধ্য গুণরূপ চরিতাদি বিষয়ক কথা শ্রবণে, হস্তদ্বয়কে তাহার প্রিয় সেবায়, পদদ্বয়কে তাহার সান্নিধ্য ও ধাম বিচরণে, নাসাকে আরাধ্যের অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণে, জিহ্বাকে তাঁহার গুণাদি কীর্ত্তনে ও তৎপ্রসাদ সেবনে এবং সকল প্রকার প্রযত্নাদি সেব্যের সেবায় নিয়োগই আত্মনিবেদন বাচ্য। এই আত্মনিবেদন কার্য্যটি প্রত্যেক ভক্তেরই আদ্যকৃত্য। কারণ আত্মনিবেদন না হইলে সম্বন্ধ ও সেবাদির উদয় হয় না। আত্মনিবেদন হইলেই গুরুকৃষ্ণ তাহার প্রাকৃত দেহমনাদিকে অপ্রাকৃত করাইয়া নিজ সেবায় নিযুক্ত করেন। কারণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত ভগবানের সেবায় অধিকার হয় না। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। সারকথা নৈবেদ্যের ন্যায় দেহ মনাদিকে ভগবৎসেবায় বিনিয়োগই আত্মনিবেদন বাচ্য। ভক্তের তারতম্য অনুসারে আত্মনিবেদনের তারতম্যও দেখা যায়। শান্ত অপেক্ষা দাসের আত্মনিবেদনটি উন্নত, দাস অপেক্ষা সখার আত্মনিবেদন কার্য্য উত্তম, তাহা অপেক্ষা বৎসলার আত্মনিবেদন অতি উত্তম , পরিশেষে কান্তার আত্মনিবেদন কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বোত্তম। আরাধ্য কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বোত্তম সন্তর্পণার্থে সর্ব্বাঙ্গের বিনিয়োগই সর্ব্বোত্তম আত্মনিবেদন। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া করে কৃষ্ণের সেবন। সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থারতিমতীদের মধ্যে সাধারণী অপেক্ষা সমঞ্জসার তথা সমঞ্জসা অপেক্ষা সমর্থাবতীমতীর আত্মনিবেদন কার্য্যটি সর্ব্বোত্তমোত্তম। কারণ সমর্থারতিতে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাসনা নাই। তাহাতে কেবল আরাধ্য সুখ বাসনাই বিদ্যমান্। পরন্তু সাধারণীতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা প্রবলা। সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা নাই। তথাপি কৃষ্ণে নিষ্ঠা থাকায় তাহার মর্য্যদা সামান্য। সমঞ্জসা রতিতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখ বাসনার সঙ্গে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া সমঞ্জসা নামে প্রসিদ্ধ। তজ্জন্য তাহাতে আত্মনিবেদন কার্য্যটি কেবল প্রেমময় নহে। কেবল প্রেমচেষ্টা সমর্থা চরিতেই নিত্য বিদ্যমান। সেই সমর্থারতীমতীদের মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। তাঁহার আত্মনিবেদন কার্য্যটি নিরুপাধিক প্রেমময়।

কৃষ্ণ আমার জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরি ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান।।
মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে
অতএব দেহ দেঙ দান।ইত্যাদি

ইহাতে জানা যায় যে, কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যেই শ্রীমতী তাঁহার দেহকে নিবেদন করেন।

স্বসুখার্থে আত্মনিবেদনটি সকামভক্তি। আর সেব্যসুখার্থে আত্মনিবেদনাদি নিষ্কামভক্তি, প্রেমভক্তিময়।

অপরাধ ক্ষমাপণার্থে আত্মনিবেদনাদি সোপাধিক। তাহাতে নিরুপাধিক সেব্যসুখ প্রচেষ্টা নাই। ব্রহ্ম ও দেবেন্দ্র কৃষ্ণ চরণে অপরাধ ক্ষমাপণার্থে আত্ম নিবেদন করেন। যথা---অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্। ত্বমেব জগতাং নাথ জগদেতাং তবার্পিতম্।। ব্রহ্মা
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ।। ইন্দ্র। বলিরাত্ম নিবেদনে। বলিরাজ আত্মনিবেদন করিয়াই কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মনিবেদন কার্য্যটি স্বপ্রতিজ্ঞা পূর্ণার্থে মাত্র। সেখানেও কৃষ্ণ সুখতাৎপর্য্য নাই।

আরাধ্যের প্রতি অনন্যমমতা প্রেম সঙ্গত হইলেই ভক্তি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ ভক্তিতেই আত্মনিবেদন কার্য্যটি শোভন সুন্দর। পক্ষে অপরাধ ক্ষমাপণার্থ তথা নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আত্মনিবেদনটি নিরুপাধিক নহে। একমাত্র ব্রজবাসী চতুর্ব্বিধ ভক্ত মধ্যেই নিরুপাধিক প্রেমভক্তির বিলাস বিদ্যমান্। তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমভাববিলাস নিরুপম অনুত্তম। তাহা সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণেরও আকর্ষক এবং পরমোন্মাদকও বটে।

শ্রীমতীর আত্মনিবেদন এবম্বিধ-

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর প্রেমের কথা ব্রজে কানাকানি হইতেছে। তাহাতে জটিলা কুটিলা ও আয়ান তাঁহাকে নানাপ্রকারে গঞ্জনা ভৎর্সনা করিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমতী নিরবে নির্জনে মনোদুঃখে আছেন। তিনি নিজ নিন্দায় যত না দুঃখিত ততোধিক প্রাণগোবিন্দের নিন্দায় দুঃখিতা। প্রতিকার করিবার কিছুই নাই। তাই কেবল গোবিন্দ স্মরণে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন। ঘটনাক্রমে সূর্য্যপূজাচ্ছলে তিনি রাধাকুণ্ডে আসিয়া নিভৃত নিকুঞ্জে প্রাণকান্তের সহিত মিলিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। অবশ্য তিনি প্রথম মিলনেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তথাপি আত্মনিবেদনের নিত্যতা প্রযুক্ত তিনি প্রতি নিয়তই প্রাণকান্তে আত্মনিবেদন করিয়া তাহার অভিনবতা আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতোভাবেই কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা। মন বুদ্ধি সর্ব্বদায় কৃষ্ণচিন্তাদিতে নিযুক্ত। তিনি নিকুঞ্জ অভ্যন্তরে দৈহিক নিবেদন করিয়া কৃষ্ণকে সম্ভোগসুখ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার বাচিক আত্মনিবেদনটি এইরূপ-

বধু! তুমি সে আমার প্রাণ।

তনু মন আদি তোমারে সঁপেছি কুল শীল জাতি মান। অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্যধন। গোপ গোপালিনী হম অতিহীনা না জানি সাধন ভজন। পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন সঁপেছি তোমার পায়। তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি মম আন নাহি ভায়।।

সেবকপ্রধান সেই তদিচ্ছাতৎপর।।
পূণ্য যশঃ প্রতিষ্ঠার নাহি প্রয়োজন।
সেবাধর্ম্মে সমাসীন সেবক প্রধান।।
যাহে সেব্য সুখ তৎসাধনে সাবধান।
সেব্যৈকসমর্পিতাত্মা সেবক প্রধান।।
স্বপ্নেও না সেব্যদোষ দেখয়ে কখন।
নিন্দামুক্ত গুণদর্শী উত্তমে গণন।।
সেব্যসুখে যথাযোগ্য ব্যবহারকারী।
সেবকপ্রধান সেই সেব্যমর্ম্মচারী।।
পরোক্ষেও সেব্যনিন্দা না করে না শুনে।
নিন্দুকের সঙ্গ ত্যজে, না দেখে নয়নে।।
সেবাধর্ম্মে নিষ্কপট নিরলস জন।
সেব্যআনুরাগী হয় সেবকপ্রধান।।
শ্রেষ্ঠসেবকলক্ষণ জানি বুধগণ।
সেইধর্ম্ম চরি কর সার্থক জীবন।।

----ঃঃঃ----

অবিদ্যালক্ষণম্

অন্যথাজ্ঞানমজ্ঞানমবিদ্যেতি নিগদ্যতে।
বিদ্যয়ামুচ্যতে জীবো হ্যবিদ্যয়া নিবধ্যতে।।১
অন্যথাজ্ঞানই অজ্ঞান, তাহা অবিদ্যা নামে কথিত হয়। বিদ্যা দ্বারা জীব মুক্ত এবং অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়।।১
বিদ্যাধর্ম্মময়ী সাক্ষাদবিদ্যা পাপবৈভবা।
তস্মাদ্বিদ্যাং সমাজ্ঞায় হ্যবিদ্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ।।২
বিদ্যা সাক্ষাৎ ধর্ম্মময়ী আর অবিদ্যা পাপ বিভূতিশালিনী। তজ্জন্য শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি সম্যক প্রকারে বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানিয়া অবিদ্যাকেই পরিত্যাগ করিবেন।।২
অবিদ্যা দেহগেহাদ্যনিত্যেহহংমমতা খলু।
আত্মনি শ্রেষ্ঠবুদ্ধিশ্চ অনিত্যে নিত্যভাবনা।।৩
দেহগেহাদিতে অহং মমতাই অবিদ্যা। নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অনিত্যবস্তুতে নিত্যবুদ্ধি অবিদ্যা লক্ষণ।।৩
অবিদ্যা কর্ত্তৃভোক্তৃধীরনিত্যে শোকভাবনা।
মায়িকবস্তুসংগ্রহে প্রয়াসমোহলালসা।।৪
কর্ত্তা ও ভোক্তা অভিমান, অনিত্যবস্তুর জন্য শোকভাব, মায়িকবস্তু সংগ্রহে প্রয়াস মোহ ও লালসা অবিদ্যার লক্ষণ।।৪
সুহৃদি শত্রুভাবনাপ্যধর্ম্মে ধর্ম্মধী বরা।
ভোগাসক্তির্বিষয়ানামবিদ্যালক্ষণং ভবেৎ।।৫
সুহৃৎজনে শত্রুজ্ঞান, অধর্ম্মে ধর্ম্ম ভাবনা, বিষয়সকল ভোগে আসক্তি শ্রেষ্ঠ অবিদ্যার লক্ষণ।।৫
অবিদ্যা পরচর্চ্চাদিপাপকৃত্যাদয়ো ভুবি।
অগুরৌ গুরুভাবনা চাসিদ্ধে সিদ্ধভাবনা।।৬
জগতে পরচর্চ্চাদি তথা পাপকৃত্যাদি সকলই অবিদ্যার কার্য্য, অগুরুতে গুরুজ্ঞান এবং অসিদ্ধজনে সিদ্ধভাবনাও অবিদ্যার ব্যাপার।।৬
নিয়মাগ্রহোঽসৎসঙ্গশ্চানধিকারচর্চ্চয়া।
অবিদ্যা রক্ষকর্ত্তরি হরাবশরণাগতিঃ।।৭
অনধিকারচর্চ্চামূলে নিয়মাগ্রহ ও অসৎসঙ্গ তথা পরিত্রাণকর্ত্তা শ্রীহরিতে শরণাগতির অভাব অবিদ্যার লক্ষণ।।৭
হরের্নামাদিকীর্ত্তনৈর্জীবিতাপাদনং ততঃ।
মন্ত্রধর্ম্মব্যবসায়ো হ্যবিদ্যা তীর্থজীবিতা।।৮
জগৎপাবন হরির নাম ও লীলাদি কীর্ত্তন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, মন্ত্র ও ধর্ম্মব্যবসায় তথা তীর্থ জীবিকা প্রভৃতি অবিদ্যার কার্য্য।।৮
অনিত্যবুদ্ধিরাদ্যস্য নামগুণাদিকর্ম্মণি।
স্বার্থায় শত্রুবুদ্ধির্হি নিমিত্তে চাত্মনীশ্বরে।।৯
মায়াবাদাদি বিচারক্রমে জগতের আদি প্রভু শ্রীহরির নাম গুণকর্ম্ম অর্থাৎ লীলাদিতে অনিত্যবুদ্ধি তথা স্বার্থের জন্য অর্থাৎ স্বার্থের হানিতে তন্নিমিত্ত বস্তু বা ব্যক্তিতে এবং পরমাত্মা ঈশ্বরে শত্রুবুদ্ধি অবিদ্যার লক্ষণ।।৯
প্রসাদেঽন্নবুদ্ধিশ্চ বারিধীশ্চরণামৃতে।
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিশ্চাবিদ্যাকার্য্যং বিধানতঃ।।১০
ভগবৎপ্রসাদে অন্নসামান্যবুদ্ধি,পরমপাবন হরিচরণামৃতে জলবুদ্ধি, ও বর্ণাতীত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি শাস্ত্র বিধিমতে অবিদ্যার কার্য্য ও নারকিতাও বটে।।১০
শিলাবুদ্ধিঃ শালীগ্রামে শ্রীধাম্নি প্রাকৃতামতিঃ।
আধ্যক্ষিক্যমধোক্ষজে চাবিদ্যালক্ষণং পরম্।।১১
ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানক্ষেত্র শ্রীশালগ্রামে পাথরবুদ্ধি, শ্রীধামে প্রাকৃতমতি ও অধোক্ষজ ভগবানে আধ্যক্ষিকতা শ্রেষ্ঠ অবিদ্যার লক্ষণ।।১১
বিঃদ্রঃ-আধ্যক্ষিকতা-প্রাকৃতবিচারবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয় সংগ্রহে প্রয়াস।
শব্দসামান্যবুদ্ধির্হি নামনি শক্তিশালিনি।
নাস্তিক্যং ভগবচ্ছাস্ত্রেহবিদ্যা পরমা ভবেৎ।।১২
শক্তিশালী শ্রীহরিনামে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং অপ্রাকৃত ভগবৎশাস্ত্রে অবিশ্বাস অতীব অবিদ্যার লক্ষণ।।১২২
আত্মনি মর্ত্ত্যবুদ্ধিশ্চেন্দ্রিয়তর্পণলালসা।
প্রভুত্ববুদ্ধিরাত্মনি কৃতার্থমানিতা বত।১৩
আত্মাতে দেহ দৃষ্টান্তে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ ইহাও দেহের ন্যায় মৃত্যুশীল এই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় তর্পণলালসা এবং প্রভুবুদ্ধিতে নিজেকে কৃতার্থ মাননও অবিদ্যার লক্ষণ।।১৩
অন্যার্য্যপ্রতিচিকীর্ষা পীড়য়াত্মসুখার্জ্জনম্।
গুরুধীর্ভবেদবিদ্যা চাবজ্ঞা গুরুদৈবতে।।১৪
অন্যায্য প্রতিকার চেষ্টা,অপরের পীড়া দ্বারা নিজসুখ সম্পাদন, নিজেকে গুরু মনে করা এবং অচিন্ত্যগতি গুরুদেবে অবজ্ঞা সাক্ষাৎ অবিদ্যার কার্য্য।১৪

বৈষ্ণবে তাহার অভাব তথা মহন বৈষ্ণবে অপরাধ ও অসূয়া(গুণে দোষারো প) অবিদ্যার কার্য্য।।৩০

অথবা কিং বহূক্তেন যান্যধর্ম্মময়ানি হি।
তান্যেব তত্ত্বকোবিদৈশ্চাবিদ্যেতি নিগদ্যতো।৩১

অথবা বহু উক্তির কি প্রয়োজন? যেগুলি অধর্ম্মময় সেই গুলিকেই তত্ত্ববিদগণ অবিদ্যার কার্য বলিয়াছেন।৩১

সৈবাবিদ্যা ভবেদ্বিদ্যা হরিভক্তি পরা ন যা।
কৈকেয্যাঃ সুতস্নেহো ত্ববিদ্যা রামহেলনাৎ।।৩২

যে বিদ্যা বৈদিকী পরন্তু হরিভক্তি পরা না হইলে তাহাও অবিদ্যায় গণ্য। ভগবান্ রামচন্দ্রের হেলা হেতু কৈকেয়ীর পুত্রস্নেহও অবিদ্যা স্বরূপ।।৩২

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
তাহাও জানিহ জীবের এক অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম।। শুক্রাচার্য্যের বৈদিক হিত উপদেশ ব্যবহার ধর্ম্ম সঙ্গত হইলেও তাহা হরিকে দান রূপ পরম ধর্ম্মের প্রতিকূল হওয়ায় তাহা অবিদ্যাতে গণ্য।

অবিদ্যাপিভবেদ্বিদ্যা হরিভক্তি পরা হি যা।
মর্ত্ত্যবুদ্ধির্যশোদায়া হরৌ বাৎসল্যপোষিকা।।৩৩

প্রসিদ্ধ অবিদ্যাও বিদ্যায় গণ্য হয় যাহা হরিভক্তি পরা। যশোদার বাৎসল্য ভরে পুত্রস্নেহভরে কৃষ্ণের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি তথা লাল্যবুদ্ধি বাহ্যতঃ অবিদ্যা বলিয়া মনে হইলেও রসবিচারে তাহা বাৎসল্য পোষিকা রূপে বিদ্যারই কার্য্য। গাপীদিগের জারধর্ম্ম বাহ্য বিচারে পাপময় হইলেও পরমার্থ বিচারে তাহা পরমেশ্বরের প্রীতি সম্পাদক। বাস্তবিক তাহারা পরস্ত্রী নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রতিমা, কৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি। তাঁহাদের পারকীয়ত্ব ভাবে ও বাহ্যে ন তু স্বরূপে ও সিদ্ধান্তে। অতএব অবিদ্যাও কার্য্যক্ষেত্রে হরি সম্বন্ধে বিদ্যায় গণ্য হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন-- মন্নিমিত্তং কৃতং পাপং ধর্ম্মায়এব কল্প্যতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ।। আমার নিমিত্ত পাপও ধর্ম্মে পরিগণিত হয় আর আমাকে অনাদর করিলে সাক্ষাৎ বেদধর্ম্মও পাপে পরিণত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে- যাহা ভগবৎসম্বন্ধীয়,যাহা ভগবৎপ্রীতিকর তাহাই ধর্ম্মময় বিচারে বিদ্যায় গণ্য আর যাহা ভগবৎপ্রীতির প্রতিকুল বিচারে প্রতিষ্ঠিত তাহাই অধর্ম্ম ও অবিদ্যাময়।।

ভজনকুটীর--২৮।৮।৯৫

বিদ্যালক্ষণম্

শক্তিরিয়ং পরেশস্যবিদ্যারূপানুপায়িনী।
বিজুষাং জননী যেহ বিধিমুখাদ্বিভাবিতা।।১

পরমেশ্বরের অনপায়িনী শক্তি বিদ্যারূপা। ইহা বিদ্বানদের জননী, যিনি বিধি মুখ থেকে আবির্ভুত হইয়াছেন।।১

বেদরূপা ভবেদ্বিদ্যাসম্বিন্মূর্ত্তিঃ সরস্বতী।
ভক্তিরূপা ততঃ সৈবা বিদ্যচে অনয়া হ্যতঃ।।২

এই বিদ্যা বেদরূপা জ্ঞানমূর্ত্তি সরস্বতী স্বরূপা। ইনি ভক্তিরূপাও বটে কারণ ইহা হইতেই ভগবানকে জানা যায়, পাওয়া যায় বলিয়া ইহার বিদ্যা আখ্যা।।২

পরাপরেতি বিদ্যাত্র দ্বিধোচ্যতে মহর্ষিভিঃ।
একাপি বহুরূপেণদিব্যতি মাধবো যথা।।৩

এখানে বিদ্যা পরা ওঅপরা নামে দ্বিবিধা ইহা মহান ঋষিগম বলিয়াছেন।এই বিদ্যা এক হইয়াও মাধবের ন্যায় বহুরূপে লীলা পরায়ণা।।৩

বৈদিকা হ্পরা ভবেদীশভক্তি পরা মতা।
সৈবজ্ঞানময়ী শ্রুতৌ ভক্তিময়ী পরাত্মনি
তৎস্বরূপং বিচার্য্যাত্র বিতন্বতে বিধানতঃ।।৪

বৈদিকী বিদ্যা অপরাখ্যা এবং ঈশভক্তি পরা বিদ্যা স্বরূপা । তিনিই শ্রুতিতে জ্ঞানময়ী এবং পরমাত্মায় ভক্তিময়ী । এখানে সেই বিদ্যার স্বরূপ বিচার করতঃ বিধানতঃ বিবৃত করা হইতেছে।।৪

উপরতির্নিষিদ্ধাদৌ বিরতির্ভোগ কর্ম্মণি।
সুরতিঃ সেব্যপাদাব্জে হরৌ বিদ্যা শুভঙ্করী।।৫

আদৌ নিষিদ্ধ বিষয়ে উপরতি, ভোগকর্ম্মে বিরতি এবং সেব্যপাদ শ্রীহরিতে সুরতিমূলা বিদ্যাই শুভদায়িকা।।৫

আচার্য্যসেবনং শ্রদ্ধা শৌচং স্বাধ্যায়আর্জ্জবম্।
অহিংসাসত্যমস্তেয়ং বিদ্যাকার্য্যমনিন্দিতম্।।৬

গুরুসেবা, ভগবানও তৎশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, স্বাধ্যায়,ভক্তিশাস্ত্র অধ্যায়ন, সরলতা, অহিংসা, সত্যপ্রাণতা, অচৌর্য্য প্রভৃতি অনিন্দিত বিদ্যা কার্য্য।

মমতারাহিত্যং দেহগেহাদ্যনিত্যবস্তুষু।
জন্মমৃত্যু জ্বরাব্যাধিদুঃখেষুদোষদর্শনম্।।৭
সৎসুবান্ধবতীর্থধীর্গুরাবীশ্বর ভাবনা।
হরিভাবঃপতিরাজ্ঞো র্বিদ্যা শ্রুতীক্ষণং জনে।।৮

দেহগেহাদি অনিত্য বস্তুততে মমতাশূন্যতা,জন্মমৃত্যু জ্বরাব্যাধি ওদুঃখাদিতে দোষ দর্শন, সাধুগুরুতে বান্ধব ও তীর্থ বুদ্ধি,গুরুতে ঈশ্বরভাব পতি ও রাজায়

হরিভাব এবং জন সমূহে বেদদৃষ্টি বিদ্যার লক্ষণ।(বেদপ্রতিপাদিত দৃষ্টিই বেদদৃষ্টি) হরিভাব-- হরি পতিতে, রাজায় আছেন এই বুদ্ধিতে তাঁহাদের প্রতি যে সেব্যভাব তাহাই হরিভাব।।৮

লাভালাভৌ সুখে দুঃখে মানাপমানকর্ম্মণি।
শীতোষ্ণয়োঃ সমত্বং হি বিদ্যাকার্য্যমনিন্দিতম্।৯

লাভ, অলাভ, জয়,পরাজয়,সুখ,দুঃখ, মান ,অপমান, শীত ও গ্রীষ্মাদিতে সমতাই অনিন্দিত বিদ্যাকার্য্য।।৯

পার্থিবে মোহরাহিত্যং সদ্বিরহে শুচাপনম্।
কাম্যেষু বিরতির্বিদ্যা সর্ব্বত্র চ তদীক্ষণম্।।১০

নশ্বর বস্তুতে মোহ শূন্যতা,সাধুগুরুবিরহে শোকার্ত্তি প্রাপ্তি,কাম্য

প্রভৃতি প্রশংসিত বিদ্যাকার্য্য।।২৭
ব্রহ্মচর্য্যমনালস্যং নৈপুন্যং সাধনাদিষু।
অনিন্দা পরধর্ম্মাদৌ মার্দ্দবংশীলমাঙ্গলম্।।২৮
স্পর্দ্ধাসূয়াঘধার্ষ্ট্যপরাধকৌটিল্যশূনতা।
বাসুদেবসর্ব্বমিতি পরাবিদ্যেতি ভণ্যতে।।২৯
ব্রহ্মচর্য্য,অনালস্য সাধনাদিতে নৈপুন্য,পরধর্ম্মাদিতে অনিন্দা,মৃদু ব্যবহার,শীল মাঙ্গল্য,স্পর্দ্ধা অসূয়া পাপ অপরাধ ও কৌটিল্যশূন্যতা তথা বাসুদেবই সর্ব্বময় এইরূপ ভাবনাই পরাবিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে।।২৯
গুর্ব্বানুগত্যসাদ্‌গুণ্যং মুক্তসঙ্গসমাদরঃ।
বৈনয্যাকৃতদ্রোহাদিগুণা বিদ্যাময়া মতা।।৩০
গুরুজনদের আনুগত্যরূপ সদ্‌গুণ সদাচার, মুক্তসঙ্গের সমাদর,বিনয়ব্যবহার, অকৃতদ্রোহাদি গুণ বিদ্যাময় বলিয়া কথিত হয়।।৩০
অথবা কিংবহূক্তেন যানি ধর্ম্মময়ানি হি।
তানি বিদ্যাময়ানীহ কথ্যতে তত্ত্বকো বিদৈঃ।।৩১
অথবা বহু উক্তির কি প্রয়োজন? এককথায়,যেসমস্ত গুণাদি ধর্ম্মময় তৎসমস্তই বিদ্যাময় ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।.৩১

ভজনকুটীর--২৭।৮।৯৫

বিদ্বল্লক্ষণম্।

পার্থিবে দেহগেহাদৌ বিরক্তো ভোগকর্ম্মণি।
আরক্ত বিষ্ণুবৈষ্ণবে তদীয়সেবনাদিষু।।১
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ সুযোগ্যদানমানদঃ।
মিতভুন্মিতবাক্শান্তঃকাম্যেষুবিগতস্পৃহঃ।।২
সত্যপ্রিয়হিতন্যায্যযুক্তযোগ্যসুভাষবিৎ।
সারগ্রাহী রহস্যজ্ঞঃসদাচারী সদাশয়ঃ।।৩
বিধিনিষেধকৃত্যজ্ঞ উদারধী ক্ষমার্ণবঃ।
কুশলীস্থিরধীরশ্চ সভ্যো ভব্যঃসুখীসুহৃদ্।।৪
যুক্তচেষ্টস্বকর্ম্মাদৌ নিন্দ্যকর্ম্মণি নিস্পৃহঃ।
তত্ত্বদর্শী জিতেন্দ্রিয়ঃ সমঃ শান্তিপরায়ণঃ।।৫
নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ কৃতজ্ঞো ব্রতদক্ষিতঃ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা সর্ব্বেষামুপকারকঃ।।৬
সুমর্য্যাদঃপরস্বার্থী বিনয়ী প্রণয়ী প্রভুঃ।
কামক্রোধাদিনির্মুক্তঃ কৃপালুঃ কল্যদক্ষিণঃ।।৭
নির্মৎসরোহনসূয়শ্চাদোষদৃক্ পূন্যদর্শনঃ।
প্রামাণিকঃ প্রিয়ঃ পূজ্যঃ প্রণতো দৈন্যজীবনঃ।।৮
অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা দম্ভতর্কবিবর্জ্জিতঃ।
নিশ্চয়াত্মা সুভক্তিকৃৎ সংশয়চ্ছিৎ স্বহংকৃতঃ।।৯
নিরপেক্ষঃ শুচির্দক্ষো মহাজনানুগোহখলঃ।
অনোপেক্ষো মিতব্যয়ী বৈকুণ্ঠো বিগতব্যথঃ।।১০
অনলসঃ কৃতির্যাবদর্থানুবর্ত্তিতাপরঃ।
সহানুভূতিসম্পন্নঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ্যঃ কৃপালয়ঃ।।১১
রসজ্ঞো রৌক্ষ্যবর্জ্জিতঃ সৌম্যঃ স্নিগ্ধঃ সদাভয়ঃ।
প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ক্ষান্তঃ শ্লাঘামুক্তঃ সদাশ্রিতঃ।।১২
মুক্তকৌটিল্যনৈষ্ঠুর্য্যঃ সাধনভজনোদ্দমী।
সংসারবন্ধমোক্ষবিদ্বিদ্বান্ বৈষ্ণব উচ্যতে।।১৩
মুনির্মৃদুরণবজ্ঞাপরাধৌদ্ধত্যপৈশুনঃ।
ধর্ম্মবংশনিষেবিতশ্চাধর্ম্মবংশবর্জ্জিতঃ।।১৪
সাদ্‌গুণাঢ্যঃ সদাতুষ্ট একান্তানন্যমানসঃ।
লোকবেদগুণাতীতো মুক্তসঙ্গঃ স্বরূপভাক্।।১৫
জ্ঞেয় এক হরির্নান্যদ্দুঃখশান্তির্যতো ভবেৎ।
ভক্ত্যা জ্ঞেয়ো হরিস্তস্মাদ্ভক্তির্বিদ্যা বুধৈঃ স্মৃতঃ।।১৬
জ্ঞাতে সর্ব্বেহপি ন জ্ঞাতো যঃ স জ্ঞেয়ো নৃণামিহ।
যজ্‌জ্ঞানায়ৈব শাস্ত্রাণি নির্গতানি হরের্মুখাৎ।।১৭
যয়া ন বিদ্যতে বিষ্ণুঃ সৈবাবিদ্যাতয়া স্মৃতঃ।
ভক্ত্যৈকয়া হরির্জ্ঞেয়স্তস্মাদ্বিদ্যৈব সোচ্যতে।।১৮

ভজনকুচীর--৭।২।৯৬

মূর্খলক্ষণম্।

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিরিতি ভগবতো বচঃ।
বিবৃণোমি যথাশক্তির্নানাশাস্ত্রবিধানতঃ।।১
বুভুক্ষুর্বিষয়ী স্তব্ধোহসভ্যশ্চাপরিণামদৃক্।
ধার্ম্মিকোহপি কদাচারী মূর্খত্বেন প্রকীর্ত্তিতঃ।।২
বিষমঃ কুটিলঃকামক্রোধাদিতৎপরঃখলঃ।
মুমুক্ষুরপ্যবজ্ঞানী হরৌ মূর্খঃ পরঃ স্মৃতঃ।।৩
নাস্তিকো গতলজ্জশ্চ দাম্ভিকস্তত্ত্ববিভ্রমী।
বিদ্বান্মূর্খস্তনাচার্য্যত্যাচারী ব্যভিচারকৃৎ।।৪
অলসশ্চোগ্রকর্ম্মা চ নিষ্ঠুরোহনর্থতার্কিকঃ।
সুহৃদ্দ্বেষী নীচসঙ্গী প্রেয়ধর্ম্মপরোহবুধঃ।।৫
অবিধিজ্ঞোহপমার্গস্থো ধৃষ্টঃশঠঃপ্রতারকঃ।
স্বার্থপরঃ কদর্থী চ পাপী মূর্খতয়োচ্যতে।।৬
অশ্রদ্ধ্যো গুরু দৈবতে ভক্তিহীনস্ত্বপীশ্বরে।
অখাদ্যখাদকো মূর্খঃ পশোহপ্যধমঃ স্মৃতঃ।।৭
ধর্ম্মজীব্যমিতব্যয়ী সংযমব্রতবর্জ্জিতঃ।
কৃপণো দারুণশ্চাত্মশ্লাঘী গুরুবিনিন্দুকঃ।।৮
অশাস্ত্রজ্ঞঃ পরং স্ত্রৈণো স্তেনস্তপোবিবর্জ্জিতঃ।
পৈশুনশ্চাসুরোহশুচিঃ কপটী মূর্খ উচ্যতে।।৯
অকাণ্ডেহনৃতবাদী চ সত্যপ্রিয়োক্তিবর্জ্জিতঃ।
সংশয়াত্মাপ্যনিষ্টকৃদ্বেদজ্ঞোহপ্যপধার্ম্মিকঃ।।১০
মিথ্যাসাক্ষী পরস্ত্রীগ আততায্যর্থনৈতিকঃ।
পাষণ্ডী কর্ম্মকাণ্ডী চ মূর্খত্বেন প্রকীর্ত্তিতঃ।।১১
অসারগ্রাহ্যপবাদী বিবাদী চ সমন্বয়ী।
অনুমন্তাভিমন্তা চারহস্যবিত্তমোগুণী।।১২
ভূতদ্রোহ্যাত্মঘাতকঃ কৃতঘ্নশ্চাপকারকঃ।
অপধর্ম্মাপরাধী চ মূর্খো ধর্ম্মচ্যুতো যতঃ।।১৩

পাদপদ্ম পায়।। সকল প্রকার সাধনার উদ্দেশ্য কৃষ্ণ প্রাপ্তি কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুরের সেবা পূজা ব্যতীত আর কাঁহারও সেবাপূজা কৃষ্ণ প্রাপ্তি করাতে পারে না। সিদ্ধান্ত- জন্মদাতা পিতামাতা, রতিধাত্রী স্ত্রী, স্নেহাষ্পদ পূত্রাদি তথা বান্ধবাদি কেহই আমাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণ নহেন। সাংসারিক জনতার সেবাদি কেবল সংসার ও জন্মান্তর প্রাপ্তির কারণ। **জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে। ন জন্মবন্ধনমুক্তেঃ কারণং প্রাকৃতা জনাঃ।।** দেহধর্ম্মীদের সেব্যতা দেহের সহিতই নশ্বর। তাহাদের সেব্যতা দৈহিক ও অনর্থক নতু আত্মিক ও পারমার্থিক। জন্ম জন্মান্তরে দেহারামীদের পূজা করিয়া জীব মুক্তি বা শান্তিধাম বা কৃষ্ণপ্রাপ্ত হয় নাই বরং প্রাপ্ত হইয়াছে পুনঃ পুনঃ শোক মোহ মৃত্যু আর গর্ভবাস যন্ত্রণা ও বঞ্চনা। পক্ষে একমাত্র বৈষ্ণবই কৃষ্ণ দিতে পারেন। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব বন্দনায় গাহিয়াছেন, **কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে। আমিতো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধায় তব পাছে পাছে।।** অতএব বৈষ্ণব সেবা সাধন মাত্র নহে সাধ্যও বটে। যথা-

সিদ্ধির্ভবতি নেতি বা সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।

নিঃসংশয়োঽস্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্।। সাক্ষাতে অচ্যুতের সেবীদের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু অচ্যুতের পরিচর্যারতদের সেবায় সিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। এই বাণী হইতেও সিদ্ধিকামীদের পক্ষে বৈষ্ণবসেবাদি আবশ্যক। **কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ। সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস।।** পূর্ব্বোক্ত বিধান থেকেও কৃষ্ণ ভজনকারীদের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন-

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জ পাদুকেভ্যো নমোঽস্তু মে।

যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্।। যাঁহাদের সঙ্গ অখিল সাধ্য ও সাধনের মধ্যে পরম উত্তম স্বরূপ সেই ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের পাদুকাদ্বয়ে আমার পুন পুন প্রণাম থাকুক। ভাগবতে বলেন বৈষ্ণবের পদধুলি দ্বারা মস্তক অভিসিক্ত না হওয়া পর্যন্ত কখনই কোন প্রকারে ভগবানে মতি হইতে পারে না। **বিনা মহৎপদরজোঽভিষেকম্। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।** সাংসার বন্ধন মুক্তি ও কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যও বৈষ্ণব কৃপাদির প্রয়োজন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নাহি ক্ষয়।।

তত্ত্ববিবেক লাভের জন্যও বৈষ্ণব সেবা প্রয়োজন। বিনা সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই। রাম কৃপা বিনা সুলব ন সোই।

অতএব বৈষ্ণবসেবা পরম কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ বিনা অন্য কোন সঙ্গ হইতে ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। নারদ ভক্তিসূত্রে বলেন, মুখ্যতস্তু মহৎ সেবায়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা। মুখ্যতঃ মহৎসঙ্গ হইতেই ভক্তির প্রকাশ হয়। কখনও বা ভগবৎকৃপালেশ থেকেও জাত হয়। অতএব ভক্তিলিপ্সুদের পক্ষে সাধু সঙ্গাদিই কর্ত্তব্য।

ভগবান ঋষভদেব বলেন, মহৎসেবাং দ্বারমাহু বিমুক্তেঃ। মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বার স্বরূপ। ভোগীগণ যে স্ত্রীসঙ্গাদিকে বহুমানন করেন ঋষভদেব মতে সেই স্ত্রী সঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ নরকের দ্বার স্বরপ। তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।। অতএব বিমুক্তিকামীদের পক্ষে একমাত্র সাধু সঙ্গ সেবাই কর্ত্তব্যধর্ম্ম। সংসারে যাহারা সেব্য পদবী লইয়া সেব্যের সিংহাসনে বসিয়া আছেন তাহাদের সেবা কখনই মুক্তির দ্বার হইতে পারে না। বরং তাদৃশ সেব্যদেরও মুক্তির জন্য সাধুসেবাদি পরম কর্ত্তব্য।

ইহ জগতে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গ সংসার উত্তরণের কারণ নহে কিন্তু ক্ষণকালের সাধু সঙ্গতি ভবার্ণব তরণে নৌকা স্বরূপ। **ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।** অতএব সংসার সাগর পারাভিলাষীর পক্ষে সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। ইহ সংসারে পূজ্য সেব্য বুদ্ধিতে যাহাদের পদধূলি, পদধৌতজল ও উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করা হয় তাহাদের সেই পদধূলি, পদশৌচজল ও উচ্ছিষ্টাদি মানুষকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না পরন্তু বৈষ্ণবের পদধূলি, পদধৌতজল তথা উচ্ছিষ্টাদি কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান সাধন। **ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ, তিন সাধনের বল।। এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্র ফুকারিয়া কয়।** জাগতিক সেব্যদের কথা থাকুক দেবতাদের উচ্ছিষ্টাদিও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না। জগতের মান্য গণ্য পন্য বরেণ্য জনতার সঙ্গ ও সেবাদি কৃষ্ণপ্রসাদ দানে চির অপারগ। পক্ষে বৈষ্ণবসেবায় তাহা অযত্নলভ্য বিষয় মাত্র। **বৈষ্ণব প্রসাদে হয় কৃষ্ণে রতিমতি। বৈষ্ণবপ্রসাদে তরে সংসার দুর্গতি।।**

বিষ্ণুর অগম্য প্রসাদও কেবল বৈষ্ণব কৃপায় সহজলভ্য পক্ষে কোটি কোটি কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী তপস্বীদের প্রসাদ ভগবৎপ্রসাদ প্রদানে চির অক্ষম। অতএব বৈষ্ণব সেবা কেবল কর্ত্তব্য মাত্রই নহে পরন্তু পরম ধর্ম্মও বটে।

শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরাণে বলিয়াছেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে পরন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ততম জানিবে।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদ্ভক্তানাঞ্চ ভক্তা যে তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।

ভগবৎপ্রিয়তাই সাধ্য বিষয়। সংসারিকদের প্রিয়তা কখনই সাধ্য হইতে পারে না। কারণ তাহাদের প্রিয়তা সাধন

বৈষ্ণবতা সিদ্ধি ও বৃদ্ধির জন্য বৈষ্ণবসঙ্গই কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের দর্শনাদি মহাপবিত্র। **সাধূনাং দর্শনং পুন্যং স্পর্শনং পাপনাশনম্।** দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ। পক্ষে অবৈষ্ণবের দর্শনাদিতে পবিত্রতার পড়ই অভাব। কারণ তাহারা নিজেরাই যখন পবিত্র নহেন তখন অন্যের পবিত্রতা দানে যোগ্যতাই বা কোথা হইতে সিদ্ধ হইবে? অতএব পবিত্রতা লাভের জন্যও বৈষ্ণব দর্শনাদি কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব পতিতপাবন ধর্ম্মধাম আর অবৈষ্ণব পতিত এবং পতিতপাতন কর্ম্মধাম অর্থাৎ অবৈষ্ণব নিজে পতিত, তাহার সঙ্গ ও সম্বন্ধে অন্যও পতিত হয়। পতিতের কার্য্য অপরকে সংসারকূপে পাতিত করা আর পাবন বৈষ্ণবের কার্য্য পতিতকে শুদ্ধ করা, উদ্ধার করা ও কৃষ্ণদাসত্বে নিযুক্ত করা। অবৈষ্ণব দাসকে নিজসেবায় নিযুক্ত করেন আর বৈষ্ণব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। একার্য্যে বৈষ্ণবই নিরুপাধিক বান্ধব। অবৈষ্ণব বৈষ্ণব অপরাধী হইলে তো মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব অপরাধী নিজ সহ কূলকেও মহারৌরব নরকে পাতিত করে।

যে তু কুর্ব্বন্তি নিন্দাং বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞকে।।

পক্ষে বৈষ্ণব কূলপাবন। তাহার প্রভাবে জননী কৃতার্থ, কূল পবিত্র ,বসতি ও বসুন্ধরা ধন্য হয় এবং পিতৃগণ স্বর্গে নৃত্য করিতে থাকে।

কূলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কূলে বৈষ্ণবো নামধেয়ঃ।। যে দেশে যে কূলে বৈষ্ণব অবতরে। তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে। এমন কি মহান্ত বৈষ্ণব দর্শনে কোটি পিতৃগণ ক্ষণেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শনে --

তীর্থে পিণ্ড দিলে যে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ যার পিণ্ড দেয় তরে সেই জন।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন।। পূর্ব্বোক্ত বচন হইতে বৈষ্ণবসেবাই পরম কর্ত্তব্য হইয়া থাকে ।

ভক্তি দাতা বৈষ্ণবই প্রকৃত পক্ষে পিতা মাতা ভ্রাতা পতি বন্ধু ও গুরু বাচ্য।

সেই সে পিতা মতা সেই বন্ধু ভ্রাতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা। পক্ষে ব্যাবহার মতে পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা পতি গুরু হইলেও অবৈষ্ণব পিতা মাতাদি শত্রুতে মান্য হয়। কারণ অবৈষ্ণব পিতা মাতা গুরু বন্ধু পতিদের সঙ্গ ও সেবায় মিত্রতা নাই আছে শত্রুতা মাত্র।

মাতা বা জনকো বাপি ভ্রাতরস্তনয়োঽপি বা।
অধর্ম্মং কুরুতে নিত্যং সএব রিপুরুচ্যতে।।

বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মবিমুখের মিত্রতা অপ্রসিদ্ধ। তাহার শত্রুতাই প্রসিদ্ধ। ভাগবতে বলেন, হরি বিমুখের কুল জন্ম কর্ম্ম ব্রত সর্ব্বজ্ঞতা ক্রিয়াদাক্ষ্যাদিতে সর্ব্বত্রই ধিক্কার। অবৈষ্ণব দিক্কৃতজীবন ও ব্যর্থজন্মা।

দিগ্জন্ম নস্ত্রিবিদ্বিত্তং দিগ্ব্রতং দিগ্বহুজ্ঞতাম্।
দিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।

পক্ষে বৈষ্ণব সর্ব্বত্র সমাদরের পাত্র। বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্মাদি সকলই পূন্যার্হ্য। বৈষ্ণব সার্থকজন্মা ও সফলকর্ম্মা। বৈষ্ণব জন্মাদি দ্বারা অতীর্থকেও তীর্থ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ মহিমান্বিত বৈষ্ণব নিশ্চিতই সেব্য পদবাচ্য। উপসংহারে বক্তব্য যে, সর্ব্বতোভাবেই বৈষ্ণব সঙ্গ ও সেবাদি শ্রেয়স্কর। বৈষ্ণব সেবার সঙ্গে অন্য সেবাদির তুলনা হইতে পারে না। জগতের কোটি কোটি গুণী জ্ঞানীও একটি বৈষ্ণবের সমতা লাভ করিতে পারে না। অধিক কি তেত্রিশ কোটি দেবতাও একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণবের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন না। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়। বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি। একটি বৈষ্ণব ভগবানের যে পরিমাণ প্রিয়তা অর্জ্জন করেন সকল দেবতা সমবেত ভাবে তাহার এককণাও লাভ করিতে পারেন না। দেবতার স্থান স্বর্গে আর বৈষ্ণবের স্থান বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবনে। কোথায় দেবগতি আর কোথায় বৈকুণ্ঠগতি? দেবতাদের সেবায় সুকৃতি লভ্য হয় আর বৈষ্ণবরে সেবায় ভক্তি ও ভগবান প্রাপ্তি হয়। অতএব বৈষ্ণবসেবাই পরম ধর্ম্ম, পরম কর্ত্তব্য।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

কাচ বার্ত্তা

যক্ষরূপী ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছেন-

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং ক্ব পন্থা কশ্চ মোদতে।
মম এতান্ চতুঃপ্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।।

অর্থাৎ হে রাজন্! সংবাদ কি? আশ্চর্য্য কি? পথ কোনটি? এবং কে সুখী? আমার এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর দিয়া জল পান কর।

তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ বলেন-

মাসর্তুদর্ব্বী পরিঘট্টনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।।

কাল পাককর্ত্তা, তিনি সংসাররূপ চুলায় মহামোহময় কড়াই বসাইয়া তাহাতে জীবগণকে পাক করিতেছেন। সেখানে সূর্য্যই আগুন, মাসঋতু দাতা এবং রাত্রদিন জ্বালানীকাষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবহির্ম্মূখ জীবগণকে কাল ত্রিতাপদগ্ধ করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা।

জগতে অনেক বার্ত্তাবহ আছে। তাহাতে দৈনন্দিন

চিৎকণ- জীব, কৃষ্ণ- চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর।।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হৈয়া ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়া বদ্ধ জীবের হয় সেভাব উদয়।।
আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই কথা ভূলে।
মায়ার নফর হৈয়া চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকেতে কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।
এই রূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন।।
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়।।
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ।।
কৃপা করি তবে কৃষ্ণ ছাড়ান সংসার।
কাকু করি কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।।
মায়ারে পিছন করি কৃষ্ণ পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়। ইত্যাদি।

বিস্মৃত্য কৃষ্ণং পতিতো ভবাব্ধৌ
ভূঙ্ক্তে স্বদিষ্টং খলু ষঢ়্তরঙ্গম্।
অজ্ঞানমুগ্ধো বিগতস্বরূপো
দুঃখৌঘবর্ত্তে ভ্রমতীতি বার্ত্তা।।

নিজস্ব নিত্যপ্রভু কৃষ্ণকে ভূলিয়া বিগত স্বরূপ জীব অপরিহার্য্য দুঃখাবর্ত্তপূর্ণ সংসারসমুদ্রে পড়িয়া নিজ কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপে ষড় তরঙ্গ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জ্বরা ব্যাধি ক্ষুধা ও পিপাসাদি ভোগ করিতেছে ইহাই বার্ত্তা।

----ঃঃঃঃ----

আরাধ্যমাধুর্য্যমকরন্দস্তবঃ

অচিন্ত্য ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, অদ্বয়জ্ঞান সংজ্ঞক, অপূর্ব্ব অদ্ভূত লোকবৎলীলা কৈবল্যযুক্ত, মথুরামণ্ডলে প্রেমতরঙ্গিণী শ্রীযমুনাতটে শুভঙ্কর শ্রীবৃন্দাবনে কল্প তরুসমাজে অনন্যসিদ্ধ মাধুর্য্যচতুষ্টয় সম্বলিত, প্রেমনির্যাসভূত শৃঙ্গাররসরাজবিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ, সর্ব্বশক্তি কর্ত্তৃক নিষেবিত কৃষ্ণকে বন্দনা করি। তিনি কোটি কোটি দিব্য সম্ভোগসাম্রাজ্যলক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক পরিষেব্যমান্। তাঁহার শ্রীকলেবর উদীয়মান অভিনব তারুণ্য ও লাবণ্য লহরী পরিমণ্ডিত অর্থাৎ তিনি অনন্ত লাবণ্যামৃতধারায় সংসিক্ত কলেবর, তিনি অতুল্য অদ্ভুত রূপাদি পঞ্চামৃতে নিত্য অভিষিক্ত। ব্রজললনাদের প্রতি রতিলাম্পট্যই তাঁহার কটিতটে পীতবর্ণ পট্টাম্বর রূপে শোভায়মান। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সৌজন্য চন্দনে সুচর্চ্চিত এবং সৎকীর্ত্তি কর্পূরে সুবাসিত। সৎচরিত্রের বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা স্বরূপে ময়ূর পুচ্ছ তাঁহার শিরোভূষণ।

তাঁহার ললাটদেশ কোটিকন্দর্পের সৌভাগ্যরূপ বিজয় তিলকে সমুজ্জ্বল। প্রেমকৌটিল্যরূপ কজ্জল রেখা দ্বারা তাঁহার নয়নযুগল অনুরঞ্জিত। তাঁহার ভ্রুযুগল কুলবতী সতীদের মতিতে ত্রাস উৎপাদক কন্দর্পধনু তুল্য। তাঁহার কর্ণযুগলে প্রিয়োক্তি রূপ কর্ণিকার কুসুমের অবতংস বিরাজমান। ললিতা নায়িকার লোভোদ্দীপনকারী নব মুক্তা দ্বারা তাঁহার নাসিকা সুসজ্জিত। প্রিয়াদের প্রতি প্ররূঢ় নবানুরাগ রূপ কর্পূরযুক্ত তাম্বূলে তাঁহার অধর যুগল আরক্তিম। নবযুবতীবৃন্দের দৃষ্টিমোহনকারী কস্তুরীবিন্দু দ্বারা তাঁহার চিবুকদেশ সমুজ্জ্বলিত। তাঁহার দর্পণ তুল্য কপোলদেশ প্রিয়ার পয়োধর পরাগরাগে পরমার্চ্চিত। তাঁহার চিত্র চর্চ্চিত কপোলদেশ সৎপ্রেমরূপ দর্পণ শোভা মণ্ডিত। তাঁহার স্মিত অর্থাৎ মৃদুমন্দ হাসামৃত বর্ষণকারী বদনখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিলাসী। তাঁহার দন্তরাজি প্রিয়াদের মুখপদ্মের মাধুর্য্য মধুপায়ী মত্ত মধুকর তুল্য। তাঁহার কম্বুবৎ শোভন ত্রিবলীরেখা মণ্ডিত কণ্ঠদেশ স্বাচ্ছন্দ বিলাসী কৌস্তুভের কান্তিচ্ছটায় আলোকিত। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল মাধবী নায়িকার বিনোদ বিলাসোদ্দান স্বরূপ। তাঁহার লাবণ্যভর ভাজি তারুণ্যকরযাজি বাহুদণ্ডযুগল কন্দর্পের কবচ রূপ অঙ্গদে ভূষিত। তাঁহার পঞ্চকরাঙ্গুলীদলের নখ শোভা পঞ্চবাণ শিখার ন্যায় সুশোভন। শ্রীরাধিকার পয়োধর সমর্চ্চন সৌভাগ্য রেখা দ্বারা তাঁহার করপদতল সুশোভিত। তাঁহার কটিদেশ যেন নবযৌবন মাধুর্য্য মাঙ্গল্যের কেন্দ্র স্বরূপ। তাঁহার নাভিপদ্ম সাধ্বী রমণীদের নয়নরূপ মত্ত মধুকরের বিহারাস্পদ স্বরূপ। বামলোচনীদের উন্মাদনী মদনবীণাস্বরূপিণী কাঞ্চি ধ্বনিতে তাঁহার শোভন নিতম্বদেশ সম্মুখরিত। তাঁহার জঘনগৃহের তোরণ স্তম্ভ স্বরূপেই রামরম্ভা তরু সদৃশ উরুযুগল পরম মোহন। তাঁহার সরস চরণসরোজ যুগল লক্ষ্মীর স্বায়ম্বর সাম্রাজ্য বিচরণকারী। তাঁহার অনিন্দিত পদতল শ্রীরাধিকার কুচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত। তাঁহার চূড়াটি বিশুদ্ধভাবরূপ মালতীপুষ্পের মালা দ্বারা বিমণ্ডিত। তাঁহার বধূটীবিনোদ বক্ষঃস্থল স্বাধীনভর্ত্তৃকা ভাববিলাসিনী গুঞ্জামালা দ্বারা নিরাজিত। প্রিয়ার প্রণয়নিগল তুল্য স্বর্ণবলয় দ্বারা তাঁহার করদ্বয় সভূষিত। স্বরাট্ মঞ্জুমাহাত্ম্য সংলাপরত মণিময় মঞ্জির দ্বারা তাঁহার চরণপঙ্কজ যুগল সুসজ্জিত। প্রেয়সীর প্রণয়ভরে চলমান নীলবর্ণের উত্তরীয় তাঁহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছে। নাগর্য্যকেলিসাম্রাজ্ঞী রূপা বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ সমলঙ্কৃত। তিনি সাদ্গুণ্যরূপ সুরভি দ্বারা সেবিত এবং বিচিত্র ভাব ভূষায় সমলঙ্কৃত। তিনি দীব্য সম্ভোগ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর একমাত্র

যাঁহার রসবিলাস বৈদগ্ধকেলি সন্দর্ভে সন্দীপিত, সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি।।৭

যিনি নবপ্রাগল্ভ্য পাণ্ডিত্যে পারঙ্গত বাগ্মিতার আস্পদ, সৌজন্যের সম্পূট, যিনি গোপবধীগণকে সৌন্দর্য্যাদির দ্বারা লম্পটী করিয়াছেন সেই মাধকে বন্দনা করি।।৮

যিনি সৎকীর্ত্তিরূপ কুমুদ প্রকাশে পূর্ণচন্দ্র তুল্য, যিনি রাসতাণ্ডবে পণ্ডিতপ্রবর, যাঁহার আনন্দ সন্দীপিত শ্রী অঙ্গ রমার নেত্রদ্বন্দকে ভৃঙ্গবৎ চঞ্চল করে, যাঁহার চরণযুগল কলহংসের ন্যায় মধুর রবকারী সুবর্ণনূপুর দ্বারা বিভূষিত সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি।।৯

যাঁহার সুন্দর সুসমৃদ্ধ বক্ষঃস্থল কুলবধূগণকে কুলটা করিয়াছে, যাঁহার নয়নভঙ্গি তরঙ্গ সাধ্বীরমণীদের পারকীয়বিদ্যার অধ্যাপনা করে, যাঁহার অর্গল সদৃশ সুন্দর বাহুযুগল অনঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গে আন্দোলিত , যাঁহার নর্ম্মভঙ্গি তরুণীদের ধৈর্য্যসাগরকে তরঙ্গায়িত করে, যাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিধেয় বসন বসন্তকালীন কেতকীপুষ্পের

কান্তিতে সমুল্লসিত, যাঁহার সুধাংশুসুন্দর বদনমণ্ডল মৃদু মন্দ হাস্য উদ্গীরণ করে, যাঁহার কর্ণভূষণ কুণ্ডল চিত্র চিত্রিত কপোলদেশে আন্দোলিত হয়, যাঁহার শঙ্খ বৎ ত্রিবলীরেখা সমন্বিত কণ্ঠ কৌস্তুভমণির কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত, যাঁহার কদম্বকল্পতরু অবলম্বিত নিতম্ব বিশ্বকে বিমোহিত করে, যাঁহার সুন্দর উদর সম্ভোগসুখ বিস্তার করে, ব্রজকিশোরীদের চিত্তে অনঙ্গসন্তাপদায়ী বংশী যাঁহার অমৃতপূর্ণ অধরে বিন্যস্ত, যিনি নিভৃত গিরিকন্দর বারান্দায় কন্দর্পের বিজয় মহোৎসব দায়ক, যাঁহার চন্দ্রিকা বিলাসী কূর্ম্মাকৃতি নখশ্রেণী অতিশয় মনোহর, যাঁহার সুচারু অঙ্গুলীদল নবপল্লবের সৌকুমার্য্য দ্বারা সেবিত। যাঁহার সুন্দর উত্তম জানুযুগল লাবণ্যকিরণে উদ্ভাসিত। যাঁহার শোভাস্পদ পদাম্বুজযুগল গোপীদের বক্ষোজরাগে সমর্চ্চিত। যাঁহার কমনীয় কজ্জলে উজ্জ্বলিত নয়ন যুগল খঞ্জনের নর্ত্তনচাতুর্য্যে সমৃদ্ধিমান্। যাঁহার ললাটদেশ ত্রৈলোক্যমোহন উদ্দীপ্ত তিলকে ভূষিত। যাঁহার শোভাস্পদ চিবুক কস্তুরীবিন্দু দ্বারা বিভ্রাজিত। যাঁহার সমুজ্জ্বল দশনরাজি ডালিম্ব বীজের সৈন্দর্য্যকে বিড়ম্বিত করে সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি।।১৯

মাধবীনায়িকার প্রেমসুখ সাধক, বিপ্রলব্ধার প্রসাধন কারী, পদ্মিনীদের কুঞ্জসদনে লীলাপরায়ণ গোবিন্দে আমি প্রণত হই।।২০

আমার পরিচয়

বেদাদি শাস্ত্রমতে আমি একটি জীবাত্মা, নিত্য কৃষ্ণদাস, দাসভূতা হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। ইহাই আমার বাস্তব পরিচয়। আত্মগত পরিচয়ই সত্য ও বাস্তব। আত্মগত পরিচয়ই নিত্য। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা ক্রমে জীবাত্মা নানাযোনি ভ্রমণ হেতু নানা দেহপ্রাপ্তিতে নানা দৈহিক পরিচয়ে পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ সেই সেই জন্মগত, বর্ণগত, আশ্রমগত, গুণগত পরিচয়গুলি দৈহিক মাত্র। দেশগত পরিচয়ও দৈহিক, স্ত্রীপুরুষগত পরিচয়ও দৈহিক অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় মাত্র।

আত্মা জাত হয় না বলিয়া তাহার দেহগত তথা দৈহিক ব্যাপারগত বর্ণাশ্রম গুণ কর্ম্মগত কোন পরিচয়ই থাকিতে পারে না। দৈহিক পরিচয়ে অজ্ঞানতা ও মায়িকতা বিদ্যমান। কারণ দেহ মায়িক ও অজ্ঞানজাত। তজ্জন্য আত্মতত্ত্বজ্ঞ দৈহিক পরিচয়ে পরিচিত হন না। সেই সঙ্গে অবিদ্যারচিত মায়িকদেহকে আমার বলে না বা বলাও উচিত নহে যেহেতু তাহা অজ্ঞানতা বিশেষ। যে রূপ আগুন কোন দেশগত কালগত ও পাত্রগত পরিচয়ে পরিচিত হয় না। তদ্রূপই আত্মাও কোন দেশ কাল পাত্রগত পরিচয়ে পরিচিত হয় না। কোন দেশে, কোন কালে বা পাত্রে থাকিলেও আগুণ সেই সেই দেশ কাল পাত্রাদিগত পরিচয়ে পরিচিত হয় না। তদ্রূপই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে জীবাত্মা কোন দেশ কাল পাত্রে অবস্থান করিলেও সে সেই সেই দোশ কাল পাত্রগত পরিচয়ে পরিচিত হয় না।

কর্পূর নিজ পরিচয়েই পরিচিত। সে কখনই কোন ঘটের পরিচয়ে পরিচিত হয় না, যদিও সে কোন না কোন ঘটে পাত্রে অবস্থান করে। কেন? যেহেতু কর্পূর ঘট থেকে জাত হয় না বা ঘটেরও কোন অংশ নহে অথবা ঘটের সঙ্গে তাহার কোন নিত্য সম্বন্ধও নাই।

যেরূপ কাষ্ঠ হইতে জাত হইলেও অগ্নি কাষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত নহে। তদ্রূপই আমি জীবাত্মা ভারতাদি বর্ষে, দ্বিজাদিকুলে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে থাকিলেও সেই সেই পরিচয়ে পরিচিত নহি। সেই সেই পরিচয় নিরুপাধিক নহে। তাহা সোপাধিক অতএব মায়িক। নিত্যবস্তু কখনই অনিত্য পরিচয়ে পরিচিত হয় না বা হইবারও নহে, হওয়াও উচিত নহে।

স্বর্ণ নিজ পরিচয়েই পরিচিত, সে যেরূপ কোন পাত্র পরিচয়ে পরিচিত হয় না তদ্রূপ আমি জীবাত্মা নিত্য কৃষ্ণদাস অনুসচ্চিদানন্দময়। আমি কোন ঐপাধিক নৈমিত্তিক অনিত্য ও অবাস্তব পরিচয়ে পরিচিত হই না। যাহারা ঔপাধিকধর্ম্মে, নৈমিত্তিকধর্ম্মে, মায়িক অতএব অবাস্তবধর্ম্মে দীক্ষিত শিক্ষিত, তাহারা অজ্ঞ, তত্ত্বমূর্খ ও অবৈষ্ণব।

দ্বিজত্বাদি তথা সন্ন্যাসীত্বাদি অভিমানীগণও অবৈষ্ণব। কারণ তাহারা কৃষ্ণেতর অভিনিবেশযুক্ত। কৃষ্ণেতর অভিনিবেশযুক্তগণ স্বস্বরূপচ্যুত হইয়া বিকৃতধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে মহাপণ্ডিত শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দেশ কাল পাত্রগত কোন পরিচয়ে পরিচিত না হইয়া আত্মগত পরিচয়ে পরিচিত হইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করেন। কে আমি কেন মোরে জ্বারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি আমি কৈসে হিত হয়।। পরমার্থ জগতে প্রাকৃত পৈত্রিক পরিচয়ও অবিদ্যাময়। নীতিশাস্ত্র বলেন, নিজ পরিচয়ে

কিছুই নহে। কৃষ্ণই আমার মালিক প্রভু ভোক্তা, আমি তাহারই ভোগ্য ভৃত্য। প্রাকৃত দেহ মন প্রাণাদি প্রভৃতি রোগের ন্যায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। স্বপ্ন ভোগের ন্যায় এই মায়িক প্রতীতি অবাস্তব। জাগ্রত জীব স্বপ্নলোকে রাজা হয় কিন্তু কার্য্যতঃ সে তাহা নয়। আমার নরনারীনপুংসকত্ব পশুপক্ষীত্বাদি সকলই মায়িকদেহের কর্ম্মফলভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি এই সকল পরিচয়ে পরিচিত নহি। অতএব কৃষ্ণদাসত্বই কেবল আমি কেন সকল জীবেরই একমাত্র নিত্যস্বরূপ। যাহারা কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করে না তাহারা কাল যম মায়া মৃত্যুরই শীকার হয়।

কৃষ্ণদাস্য বিনা অন্যদাস্য মায়াকার্য্য।
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণদাস্য সবার স্বীকার্য্য।।
কৃষ্ণদাস্যে সত্যধর্ম্ম সত্যজ্ঞান ভায়।
কৃষ্ণদাস্যে নিত্যধাম নিত্যশান্তি পায়।।
কৃষ্ণদাস মায়ামুক্ত, স্বরূপ বিলাসী।
কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন, অনর্থবিনাশী।।
কৃষ্ণদাস জ্ঞানী গুণী শরণ্য বরেণ্য।
মান্য গণ্য ধন্য আর ব্রহ্মণ্য বদান্য।
আমি কৃষ্ণদাস যদি হয় এইজ্ঞান।
তবে মায়াহস্ত হৈতে পায় পরিত্রাণ।।
কৃষ্ণদাস্য হয় যার জীবনভূষণ।
সর্ব্ববন্দ্য হৈয়া হয় পতিতপাবন।।
কৃষ্ণদাস হৈলে হয় সংসার মোচন।
অনায়াসে মায়াজয়,পায় প্রেমধন।।
আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ ঈশ্বর আমার।
এইরূপে শুদ্ধ আমি আমার বিচার।।
কৃষ্ণদাস্য সিদ্ধ করে আমার আমিত্ব।
তাহাতে প্রসিদ্ধ হয় কৃষ্ণেতে মমত্ব।।

-০-০-০-০

অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার সদাচার

ইহ জগতে অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার ও সদাচার এই কথাগুলি সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহাদের যথাতথ্য আলোচনা করা যাইতেছে।

অনাচার কাহাকে বলে?

বেদ প্রসিদ্ধ স্বরূপভূত ও অধিকারোচিত আচারের অকরণকেই অনাচার বলে। অনাচার গীতোক্ত অকর্ম্ম সংজ্ঞক। জীবের মায়াপতন তথা জন্মান্তরবাদের প্রথম কারণ অনাচার অর্থাৎ বেদ প্রসিদ্ধ স্বরূপভূত আচার না করা।

অনাচার কি কি?

আদৌ মুখ্য স্বরূপভূত আচার না করা। যথা- হরি ভজন না করা, সাধু সঙ্গ না করা, ভগবানে অশরণাগতি, অশ্রদ্ধা, অনিষ্ঠা, সাধু শাস্ত্রে অবিশ্বাস ইত্যাদি অনাচার বিশেষ।

ব্যবহারগত অনাচার--অনাতিথ্য, অভ্যাগতকে সমাদর না করা, যথাশাস্ত্র দশকর্ম্মাদি না করা, বৈষ্ণবীয় সদাচার না পালন করা প্রভৃতি।

বাক্যগত অনাচার-সত্য কথা না বলা, সত্যসাক্ষী না দেওয়া, হিত উপদেশ না করা, সত্যপথ প্রদর্শন না করা তথা ভগবদ্‌গুণ লীলাদি কীর্ত্তন না করা প্রভৃতি।

মনোগত অনাচার-- নিত্যসেব্য প্রভুর ধ্যানাদি না করা, নিজ ও পরের হিত চিন্তা না করা বা অন্যের শুভ কামনা না করা অর্থাৎ পুত্র শিষ্য ভৃত্যাদির শুভ কামনা না করা তথা সম্পদে বিপদে হরিকে স্মরণ না করা প্রভৃতি।

দেহগত অনাচার--- নয়নে শ্রীমুর্ত্তি, বৈষ্ণব, ভগবৎপূজামহোৎসব যাত্রাদি দর্শন না করা, মস্তক দ্বারা সাধু গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ ও দেবাদিকে প্রণাম না করা, নাসিকা দ্বারা ভগবৎপ্রসাদী ধূপাদির আঘ্রাণাদি না গ্রহণ করা, কর্ণ দ্বারা ভগবৎকথাদি না শ্রবণ করা, পদ দ্বারা শ্রীমন্দির ভগবদ্ধামাদি পরিক্রমা না করা, দেহে তীর্থরজঃ ধারণ না করা, বৈষ্ণবচরণ স্পর্শ না করা প্রভৃতি।

গুরুগত অনাচার--বালিশ শিষ্যকে সযত্নে যথা শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য উপদেশ না করা, কেবল মন্ত্রাদি দিয়াই গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না । শিষ্যের দোষ সংশোধন না করা, শিষ্যের ভজন সাধনে পরীক্ষা না লওয়া তথা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বলা, যোগ্যপাত্রে ভজন রহস্য প্রকাশ না করা ইত্যাদি।

শিষ্যগত অনাচার--গুরুতে যথাযথ ভক্তি না করা, তাঁহার উপদেশমত না চলা, গুরুবাক্যে সমাদর না করা প্রভৃতি।

বিঃ দ্রঃ---গুরুর উপদেশমত না চলা মানে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সময় মত জপাদি না করা, তিলক ধারণ না করা, নিয়মিত আরতি পূজাদি না করা, বৈষ্ণব সদাচার পালন না করা ইত্যাদি। বৈষ্ণব পক্ষে ভগবৎপ্রসাদ চরণামৃতাদির সেবা না করা অনাচার বিশেষ।

কেহ অন্যথাকরণকেই অনাচার বলেন। প্রকৃত পক্ষে তাহা সদাচারের বিরোধী হইলে ব্যভিচারে গণ্য আর বিরোধী না হইয়া অতিরিক্ত ভাব ধারণ করিলে অত্যাচারে মান্য হয়। অতএব অকরণই অনাচার বাচ্য।

এই অনাচার ক্ষেত্র বিশেষে সময় বিশেষে অপরাধাদিতে গণ্য ও পরিণত হয় বা অপরাধাদির জনক হইয়া থাকে। যথা- বৈষ্ণব দর্শনে তাহাকে প্রণামাদি না করা একটি অনাচার তো বটে ইহা অপরাধও বটে।

কৃষ্ণাধিষ্ঠান জ্ঞানে জীবকে যোগ্য সম্মান না দেওয়া একটি অনাচার বিশেষ। অতিথি আত্মীয় ও ভিক্ষুক বিচারে জীবে সম্মান এক প্রকার আর বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণব জ্ঞানে সম্মান বিশেষ ব্যাপার, ইহা পরমার্থ ব্যাপার। বৈষ্ণব যখন বিশেষ মান্য পাত্র তখন তাহাকে বিশেষ মান না দেওয়াই অনাচার ও

পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার ধর্ম্ম অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেবা পরম ধর্ম্ম বটে কিন্তু যথাযোগ্য না হইলে তাহা ব্যভিচারধর্ম্ম বিশেষে পরিণত হয়।

যথাযোগ্য ব্যবহার কেমন?

আরাধ্যপতি পদে ভগবান্ কৃষ্ণকে বরণ করা, তদীয় অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত জনে যোগ্য মান দানই যথাযোগ্য ব্যবহার। কখনও শিবাদি দেবতাকে কৃষ্ণের সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। তাই শাস্ত্র বলেছেন--আদৌ সর্ব্বেশ্বর জ্ঞান কৃষ্ণেতে হইবে। অন্য দেবে কখন অবজ্ঞা না করিবে।।

তদীয় সম্মানটা কেমন?

কৃষ্ণ ভগবানই তৎবাচ্য পদার্থ আর তৎসম্বন্ধীয় সকলই তদীয় বাচ্য পদার্থ। দেবদেবী জীবাদি সকলই তদীয় বিচারে গণ্য। তন্মধ্যে গুরু বৈষ্ণবগণ ভগবানের ন্যায় পূজ্য মান্য কারণ তদীয়দের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। দেবগণও তদীয় হইলেও তাহারা মহত্বে গুরু বৈষ্ণব অপেক্ষা ন্যূন। তবে দেবতাদের মধ্যে শিব ব্রহ্মাদির গুরুত্ব ও মহাজনত্ব প্রসিদ্ধ। গুরু বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রিয়তম বিচারে বিশেষ মান্য পূজ্য। পৃথক্ ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা না করিয়া তদীয় বুদ্ধিতেই অন্য দেবাদির নমস্কারাদি করা সদাচার ধর্ম্ম।

কোন বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণপূজার সঙ্গে নানা দেবদেবীদের পূজা করে তাহা হইলে তাহা ব্যভিচারে গণ্য হয়। অতিথি অভ্যাগত জ্ঞানে চলার পথের দেবদেবীদিগকে নমস্কারাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মীয় বন্ধু জ্ঞানে গুরুবৈষ্ণব পূজ্য। আর যাহারা তদীয় হইলেও তৎ এর সেবায় বিমুখ তাহারা উপেক্ষ্য মাত্র। তবে যাহারা অজ্ঞ অথচ শ্রদ্ধালু তাহারা দয়ার পাত্র। বৈষ্ণব নর নারী পক্ষে পর স্ত্রী ও পুরুষ গমন ব্যভিচার ধর্ম্ম।

শাস্ত্রে কোথাও অন্যদেবদেবীদের প্রণামাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? তদীয় বিচারে তাহারাতো মান্য পূজ্য।

উ--প্রাথমিক ভক্ত যাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান দৃঢ় হয় নাই তাহাদের ব্যভিচার ধর্ম্মের আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রে অন্য দেবদেবীদের প্রণামাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। সংসারেও দেখা যায় যে নব পরিনীতা বধূকে বয়স্ক দেবরাদির সহিত প্রথম মেলামেশা করিতে দেয় না কারণ কি? কারণ যতদিন পর্যন্ত পতির প্রতি ঐ বধূর প্রেমযোগ সিদ্ধ না হয়। তৎপূর্বে পতি ব্যতীত পতি তূল্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশায় বধূর ধর্ম্মহানীর সম্ভাবনা থাকে। আর যে বধূর পতিপ্রেম সিদ্ধ হইয়াছে, পতি যার ধ্যান জ্ঞান সর্ব্বস্ব হইয়াছে তাহার ধর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে না। তিনি যথাযোগ্য ব্যবহারে ধর্ম্ম যাজিকা। পক্ষান্তরে যার বিবাহ মাত্র হইয়াছে , পতির সঙ্গ হয় নাই। উঠাবসা অন্যপুরুষের সঙ্গে। তার ধর্ম্মহানী লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। এইরূপ অভিপ্রায় যোগেই নবভক্তদের অন্য দেবদেবীদের পৃথক্ পূজ্য জ্ঞানে প্রণামাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেমন মাতৃজ্ঞান না থাকায় আপাততঃ ধাত্রীরূপে অবস্থিতা নিজ পত্নী রতিতে প্রদ্যুম্নের মাতৃজ্ঞান হইয়াছিল।নিজের মাতৃজ্ঞান তথা কার্ত্তিকের প্রতি পূত্র জ্ঞান লুপ্ত হওয়াই পার্ব্বতী পুত্রগমনরূপ ব্যভিচার ধর্ম্মে মুগ্ধ ও উদ্ধত হইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বরূপে মুগ্ধা জামদগ্নি পত্নী রেণুকার ব্যভিচার মতি জাত হয়। মহত্ব থাকিলেও নিজ বিচারে পতি হইতেও উপপতির উৎকর্ষ দর্শনে মুগ্ধা রমণীতে এই ব্যভিচার ধর্ম্ম জাত হয়। তদ্রূপ স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্যসিদ্ধ মহিম কৃষ্ণের মহত্বজ্ঞান না থাকিলেও অন্য দেবতার মহত্ব দর্শনে তদ্ভক্তি ব্যভিচার ধর্ম্মের উদয় করায়। যতদিন পিঙ্গলায় স্বতঃসিদ্ধ পতি কৃষ্ণের মহত্বজ্ঞান না উদিত হয় ততদিনই সে বার বনিতা ছিল আর যখন অবধূতের কৃপায় তাহার সেই জ্ঞান উদিত হয় তখন সে ব্যভিচার ধর্ম্ম থেকে মুক্ত হইয়া সদাচার ধর্ম্মে ব্রতী ও শুদ্ধ ধার্ম্মিকে মান্য হয়।

তবে মা যশোদার ষষ্ঠীপূজা, গোপীদের কাত্যায়নীপূজা ও শিবপূজা ব্যভিচার ধর্ম্ম নহে। কেন? কারণ যশোদার ষষ্ঠীপূজা কৃষ্ণার্থেই। গোপীদের কাত্যায়নীব্রত কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যই। তাহা ছাড়া তাহারা পৃথক্ আরাধ্যবুদ্ধিতে বা নিজের কোন অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাত্যায়নীকে পূজা করেন নাই। যেমন পতিব্রতার গুরুসেবা ব্যভিচার ধর্ম্ম নহে তাহা তাহার সৎধর্ম্ম। তবে যখন গুরুতে পতি ভাব ন্যস্ত হয় তখনই তাহা হয় ব্যভিচার ধর্ম্ম।

সদাচার কাহাকে বলে ?

সৎ আচার-- সদাচার, সৎ শব্দ সাধু বাচক অতএব সাধুর আচারকে সদাচার বলে। সাধুগণ সনাতন ধর্ম্ম পরায়ণ। অতএব সনাতন ধর্ম্মপালনই উত্তম সদাচার। অপিচ সৎ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত আচারও সদাচার নামে কথিত হয়। শ্রবণকীর্ত্তনাদি নানা ভক্ত্যঙ্গ যোগে ভগবদ্ভজন সাধুসঙ্গ ও সেবা, জীবে দয়া, মূখ্য সদাচার।

বৈষ্ণবের অসৎসঙ্গ ত্যাগ একটি বিশেষ সদাচার। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তগণই অসৎবাচ্য। তাহাদের সঙ্গ অবশ্য ত্যাজ্য রূপে সদাচার। অহিংসা, অচৌর্য্য, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, গুরুসেবা, বত্রিশ প্রকার সেবা অপরাধ পরিহার, দশপ্রকার নামাপরাধ ত্যাগ, ভগবৎপ্রসাদ নির্মাল্য সেবন, ধর্ম্মলক্ষণ থাকায় সত্য ও প্রিয় ভাষণ, তপঃ শৌচ, কৃতজ্ঞতা, আতিথ্য, অকৌটিল্য নম্রব্যবহার, অশাঠ্য, যথাবিধি শৌচ(স্নান-দন্তধাবন-মুখপ্রক্ষালন- মূত্রাদি ত্যাগে হস্তপদাদিপ্রক্ষালন,আচমন তথা উচ্ছিষ্ট বিচার প্রভৃতি) স্বাধ্যায়, জপ, বিষয়বৈরাগ্য তথা যুক্তবৈরাগ্যাদি সাধু গুণ বলিয়া দৈন্য, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভগবৎকথারুচি, দান অদম্ভ, অনসূয়া, নৈরপেক্ষ্য, সমতা, মানদত্ব, অদোষদর্শিতাদি সদাচার বিশেষ।

তবে হিতৈষী গুরু বৈষ্ণবের শিষ্যের দোষ প্রদর্শন সদাচারে

সংস্কার থাকে তথা দীক্ষার সঙ্গে তদীয় দ্বিজ সংস্কারাদিও বিদ্যমান্। সংস্কার বিনা দীক্ষার প্রকাশও প্রমাণিত হয় না। অতএব দীক্ষার সঙ্গে দ্বিজত্বাদি সংস্কার ভাগবত, হরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার দীপিকার বিধান। অর্চ্চনে দ্বিজত্ব আবশ্যক। যথা- কৃষ্ণোদ্ধব সংবাদে ২৭ অধ্যায়ে-

যদা স্বনিগমোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেৎ মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে।।

হে উদ্ধব! যেকালে পুরুষ সাধক বেদবিধান অনুসারে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আমাকে যজন করিবেন তাহা বলিতেছি তুমি তাহা শ্রবণ কর।

যথা নিমি নবযোগীন্দ্র সংবাদে-

য আশুহৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।।

যিনি শীঘ্রই হৃদয়গ্রন্থি চ্ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বিধিপথে নানা উপচারে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিধানে কেশবের পরিচর্চ্চা করিবেন। এবিষয়ে আচার্য্য হইতে দীক্ষা সংস্কার লাভ করতঃ তৎপ্রদর্শিত বেদ বিধি যোগে মহাপুরুষের অর্চ্চন করিবেন। ইত্যাদি বাক্যে বেদবিধিমার্গেই অর্চ্চন করণীয় কিন্তু সেই অর্চ্চনে সাধকের সংস্কার সদাচার প্রয়োজন। যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে তাঁহার সাধকত্ব স্বীকৃত হয় না। ব্রাহ্মণের সন্তান অভিমানে নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করিলেও প্রকৃত সত্ত্বের অভাব নিবন্ধন তিনি অব্রাহ্মণই। তদ্রূপ রাগমার্গীয় গুরুর শিষ্য অভিমানে অনুদিতরাগসাধকের রাগচেষ্টা অভিনয় মাত্র তাহা বাস্তব নহে।

যদি উকিলের পুত্র উকালতি না পড়ে তাহা হইলে কেবল উকিলের পুত্র বিচারে উকিল বলা যায় না বা তাহার উকিলত্ব সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ যাহার চিত্তে রাগোদয় হয় নাই তাহার রাগাভিমান বাচালতা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ প্রভাবে সকল জীবকে রাগাধিকারে প্রতিষ্ঠা দান করেন। কিন্তু সেই শক্তি না থাকায় কেবল মাত্র **রাগদলিলনামা** দিলেই শিষ্য রাগাধিকারী হয় না। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল। এই ন্যায়ে ক্রমপন্থা বিনা কেবল বৃথা অভিমানে বন্ধার জননীত্ব, নপুংসকের পুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না তদ্রূপ অনর্থগ্রস্তেরও রাগভজনে অধিকার হয় না। বিধি পথে চলিতে চলিতেই রাগরাজ্যে প্রবেশ হয়। যেরূপ দিল্লীগামীর পক্ষে দিল্লীর মার্গই অনুসরণীয় কিন্তু গমনকারী দিল্লীগামী মার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। তিনি কি এক লম্ফে সেই মার্গে উপস্থিত হইতে পারেন? কখনই না। তাহাকে গৃহ হইতে অন্য মার্গ ধরিয়া দিল্লীর মার্গ ধরিতে হয় তবেই তিনি দিল্লীতে পৌঁছাইতে পারেন তদ্রূপ যে সাধকে রাগ উদিত হয় নাই সে সাধককে বিধিযোগে ক্রমপন্থায় রাগমার্গে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার রাগধর্ম্ম শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না। বিধির উদ্দেশ্য আরাধ্যে রাগ উদয় করান। অতএব রাগলিপ্সু পক্ষে রাগপ্রাপক বিধিই অনুপালনীয় অর্থাৎ বিধি পথে ভগবানের অর্চ্চনাদি করণীয়। যেরূপ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবের উদয় হয়। কেবল জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যথাকালে দ্বিজ সংস্কারদি যোগে বেদ অধ্যয়ন করতঃ বেদ জ্ঞান লাভ করিলেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ বেদজ্ঞ এব ব্রহ্মণঃ। তদ্রূপ বৈষ্ণবীয় সদাচার সিদ্ধির জন্য সংস্কার প্রয়োজন। বেদ অধ্যয়ন করিতে যেরূপ দ্বিজত্বের প্রয়োজন তদ্রূপ বিধিপথে অর্চ্চনে বৈষ্ণবীয় দ্বিজত্বের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থাকে। একথা যাহারা অমান্য করেন তাহারা শাস্ত্র গুরুলঙ্ঘী ধর্ম্মধ্বজী, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী মাত্র। অপরদিকে ভাগবতের প্রামান্য যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ব্রহ্মগায়ত্রীও স্বীকৃত হয়। সেখানে নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি পদে দেবস্য ধীমহি পদ, স্বরাট্ পদে ভর্গঃ পদ, মূহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ পদে বরেণ্য পদ, যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা পদে ভূর্ভুবঃ স্বঃ পদ, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে পদে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ দ্বিজ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া কামবীজ গান করেন। অপিচ কামবীজ মন্ত্রসেবায়ও দ্বিজত্বের প্রয়োজন। যদি প্রশ্ন হয়, তবে কেন অন্যে দ্বিজসংস্কার দেন না। তাহার কারণ অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্য। যেরূপ মন্ত্রজীবী দ্বিজগণ অনধিকারী বিচারে শিষ্যকে মন্ত্র দেন মাত্র, সংস্কার দেন না। কারণ তাহারা সংস্কারের অযোগ্য। কখনও বা মাৎসর্য্যবশে নিজে ব্রাহ্মণ অভিমানে স্ফীত হইয়া শূদ্রাদিজ্ঞানে শিষ্যকে দ্বিজ সংস্কারাদি দেন না। আর স্বতঃ রাগধর্ম্মীর এই দ্বিজত্বাদি সংস্কারের অপেক্ষা থাকে না। থাকিলেও দোষ নাই। আপত্তিও নাই। কারণ তিনি বিধি প্রাপ্য রাগকে প্রাপ্ত হইয়াছে। রাগপ্রাপ্ত পক্ষে কৃষ্ণের উপদেশ- জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত, কৃষ্ণভক্ত ও নিরপেক্ষ না হইলে তাহার পক্ষে আশ্রমাচারাদি ত্যাজ্য নহে। **জানিবেন জ্ঞাননিষ্ঠ এবং বিরক্তেরও পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র বর্ণাদি সংস্কার ছিল তাহা না হইলে ত্যাগের কথা আসে না।** পূর্ব্বে ছিল বলিয়াই তাহা ত্যাগের বলিয়াছেন। রাগাচার্য্য প্রধান শ্রীরূপসনাতন গোস্বামিপাদগণ কৃষ্ণানুরাগী হইয়াও গৃহস্থ আশ্রমে থাকা কালে তাঁহারা যথাবিধি বর্ণাশ্রমাচারাদি পালন ও ভগবদর্চ্চনাদি করিয়াছেন।

বৈরাগ্য পথে তাঁহারা কেবল কন্থা কৌপিনাশ্রয়ে ব্রজে ভজন করেন। অতএব নির্ম্মল রাগোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিধিপথে ভগবদর্চ্চনাদি বৈধভক্ত্যাঙ্গ যাজন কর্ত্তব্য। কোন অকালপক্ক যদি সনাতন গোস্বামিপাদের অনুকরণ করেন তাহা কখনই সদাচার বলিয়া স্বীকৃত হইবে না, তাহা নূন্যাধিক অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। অতএব শ্রীল প্রভুপাদ অনুদিত রাগসাধকের জন্য

পারে না। ন কশ্চিৎক্ষণমপি তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
আর দেহবান্ বলিয়া ভক্তের কর্ম্ম কি আবশ্যক নয়? তদুত্তরে বক্তব্য, ভক্তও কর্ম্ম করে কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম ঈশ্বরকর্ম্ম। সেখানে ঈশার্পিতাত্মা বলিয়া ভক্তের দৈহিক কর্ম্মও ঈশকর্ম্মে মান্য ও গণ্য। কিন্তু কর্ম্মীর ন্যায় ভক্ত কর্ম্মপ্রধান নহেন তথা ভক্ত কখনই অজ্ঞানী নহেন। তিনি সাধারণ জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানীও নহেন কিন্তু সম্বিদ্বান্। সম্বিৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান। যে জ্ঞান বিজ্ঞানময়, রহস্যময় ও পুরুষার্থসার সাধনাঙ্গময়। কৈমুতিক ন্যায়ে ভক্তের ব্রহ্মজ্ঞানাদিও স্বতঃসিদ্ধ। শারীরকর্ম্ম করিলেও ভক্তের কর্ম্মী সংজ্ঞা হয় না অর্থাৎ ভক্ত কর্ম্মী মাত্র নহে কারণ স্ববৎসের বা নিজের মল মার্জ্জনাকারীর মেথর সংজ্ঞা হয় না। আবার কোন ব্যক্তি বিদ্বান্ দাতা ও ধর্ম্মপর হইলেও ধর্ম্মপ্রাধান্যে তাহার যেরূপ ধার্ম্মিকতা প্রসিদ্ধি পায় তথা কর্ম্ম জ্ঞান থাকিলেও ভক্তির প্রাধান্যে ভক্ত নাম প্রসিদ্ধ। নারদ বলেন, ভক্তের শারীরকর্ম্ম ত্যাজ্য নহে কারণ এই শরীর আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বফলপ্রদ ভক্তিসাধক। নৃদেহমাদ্যং পুনশ্চ সাধনভক্তি কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাধ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়ের পটুতা সংরক্ষণেও যথাযোগ্য ভোগ সাধক কর্ম্মাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। স ভুঙক্তে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইত্যাদি বাক্যে যাবৎ ভোগ উক্ত তাবৎমাত্রই ভক্তের ভোগ উদ্দিষ্ট। ভক্ত ভগবৎপ্রসাদ সেবী। তিনি যাবদর্থানুবর্ত্তী। অন্যথা আধিক্যে ও নূন্যতায় পরমার্থচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণ ভক্তের আরাধ্যদেবতা। সেবা দ্বারা তাঁহার সুখ প্রীতি বিধানই ভক্তের একান্ত কৃত্য।। অতএব কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ বিচারে ভক্ত কৃষ্ণপ্রীতির বাধক ভোগই ত্যাগ করেন। অপিচ শরণাগতিতে প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনং বিধানে ভক্তির প্রতিকূলমাত্রই ভক্তের ত্যাজ্য। মায়িক বস্তু যাহা ভজনের অনুকূল তাহা ভক্ত স্বীকার করেন। তিনি জ্ঞানীর ন্যায় মায়িক হইলেও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুকে ত্যাগ করেন না। এক কথায় ভক্তের ভোগ ও ত্যাগ ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি কামনা না থাকায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিকাম ভক্তের ভোগ ও ত্যাগে ধর্ম্ম নাই বা তাহা আত্যন্তিক শ্রেয়স্কর নহে বলিয়া ভোগ ও ত্যাগ ভক্তের ত্যাজ্য বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতির বাধকসূত্রে নামাপরাধ ও অসৎসঙ্গাদিও ভক্তের পরিত্যাজ্য বিষয়। এমনকি কৃষ্ণপ্রীতির ঐকান্তিকতা সিদ্ধির জন্য বেদধর্ম্মাদি পর্য্যন্তও ভক্তের পরিত্যাজ্য বিষয়। ভগবান্ও বলিয়াছেন, আমা কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত বেদধর্ম্মাদির গুণ দোষ বিচার পূর্ব্বক তাহা আমার ঐকান্তিক ভক্তির প্রতিকূল বিচারে পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মমূল আমার ভজনকারীই সত্তম। এখানে কিন্তু ভক্তের বেদধর্ম্মাদির অকরণে প্রত্যবায় দোষ নাই কারণ ভগবানের অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশ এবম্বিধই। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। বিবেক- আসক্তের গৃহত্যাগ নিষিদ্ধাচার কিন্তু বিরক্তের গৃহত্যাগ প্রসিদ্ধ সদাচার বিশেষ।বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে উদ্ধারিল তোমা। চৈঃ চঃ। আর বিরক্তেরও শিরোমণি ভক্তের বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের ত্যাগ তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। জ্ঞানীর ত্যাগে দোষ থাকিতে পারে কিন্তু ভক্তের ত্যাগ ভগবৎসম্বন্ধী বলিয়া নির্দ্দোষ। নেতি নেতি বিচারে ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু মায়িকজ্ঞানে ত্যাগই জ্ঞানীর মহাদোষ । ভক্ত মহাজ্ঞানী কারণ ভক্তিপ্রভাবে তিনি জ্ঞানীরও অলভ্য বিজ্ঞান ও সিদ্ধিগতি লাভ করেন। ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরৈবৈনং গময়তি। ভক্ত মহাত্যাগী কারণ নেতি নেতি বিচারে মায়িকজ্ঞানে জ্ঞানী ঈশাদি পর্য্যন্ত সকল ত্যাগ করিলেও অহমিকা ত্যাগে অপারগ কিন্তু ভক্ত ভগবদ্দাস্যে আত্মসমর্পণ করিয়া নিরভিমানী তজ্জন্য তাঁহার কৃপাভাজন। জ্ঞানীর ত্যাগ কৃচ্ছ্রতা ক্লিষ্ট কিন্তু ভক্তের ত্যাগ সহজ। ভক্তবর ভরত মহারাজ উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানে জাতরতি হইয়া যৌবনকালেই সাম্রাজ্য ও হৃদয়গ্রাহী পুত্রকলত্রাদি সকলই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানুরাগীদের ইহাই লক্ষণ যে, কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। তবে কৃষ্ণ বিনা তাঁর অন্যত্র নাহি রহে রাগ।। এই পর্য্যন্তই ভক্তের ত্যাগভাব।

ভক্তের ভোগ বিচার-

ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি নমস্কার বিধানে নিজের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমানাদি সমূলে সকলই কৃষ্ণচরণে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাতে সমর্পিতাত্মা হন। কারণ নমস্কারকারীর স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ নহে। তিনি ভগবানকেই ভোক্তা জানেন ও মানেন। তত্ত্বে জ্ঞাতে কঃ সংসারঃ বিচারে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তের ভোগবাসনামূলে সংসার মতি, রতি ও গতি সিদ্ধ নহে। বিষয় সমূহ সকলই মাধব বিচারে ভক্ত সেই বিষয়ে ভোগ্য জ্ঞান করেন না। রহস্য এই- ভোগীর দাসত্ব এবং দাসের ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ নহে। কৃষ্ণদাস স্বরূপবানের পক্ষে ভোগ প্রবৃত্তি নিতান্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত বিষয় অতএব ভক্ত সর্ব্বতোভাবেই ভোগ কর্ম্মে উদাসীন। তিনি স্বরূপতঃ ভগবৎ প্রসাদসেবী। ভগবৎপ্রসাদসেবী মায়াবিজয়ী আর প্রাকৃতবিষয়ভোগী মায়াবদ্ধ। অন্তরে ভোগ প্রবৃত্তি না থাকায় ভক্ত নিরুপাধিক সেবক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তদের মধ্যে ব্রজের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে ব্রজগোপীগণ ভক্তচূড়ামণি স্বরূপা। জাগতিক বিলাসীদের ন্যায় ভক্তকুলচূড়ামণি ব্রজগোপীগণও দেহ সজ্জাদি করিলেও কিন্তু উভয়ে মধ্যে সুমহান ভেদ বর্ত্তমান। কারণ বিলাসী আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিকাম পরায়ণ কিন্তু গোপী কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকল্পলতিকা স্বরূপা। বিলাসীদের ন্যায়-

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাহি গোপিকার ।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম আচার।।
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত।।
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।

শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী

জীয়াৎ সা ব্রহ্মগায়ত্রী সর্ব্ববিদ্যাবরীয়সী।
যস্যৈকাশ্রয়মাত্রেণ গোবিন্দে জায়তে রতিঃ।।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ

ব্রহ্ম বৈ ভুমা। ভুমা বৈ সুখম্। ব্রহ্ম ভুমানং পরমানন্দং গায়তি গায়ন্তঞ্চাবিদ্যাপাপতাপেভ্যস্ত্রায়তে ইতি ব্রহ্মগায়ত্রী। যিনি সর্ব্ববৃহদ্ভুমাপুরুষের গুণাবলী গান করেন এবং গানকারীকেও অবিদ্যাপাপতাপাদি হইতে পরিত্রাণ করেন তিনিই ব্রহ্মগায়ত্রা। অগ্নিপুরাণে বলেন, গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ। প্রকাশিনী সা সবিতুর্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী। গায়ত্রীই সাবিত্রী, যেহেতু তিনি সবিতা কৃষ্ণের প্রকাশিনী বাগ্রূপা বলিয়া তাঁহার সরস্বতী সংজ্ঞা। গায়ত্রী মুখ্যতঃ কৃষ্ণপরা। অতএব গায়ত্রী গানে ধ্যানে কৃষ্ণপ্রীতি সিদ্ধ হয়।

প্রাক্কথনম্।

বাসুদেবপার বেদাঃ বেদসকল বাসুদেব পরায়ণ, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, সকল বেদেই আমি একমাত্র বেদ্য। মাং ধত্তেঽভিধত্তে মাং বেদবচন সমূহ কর্ম্মকাণ্ডে আমাকেই বিধান করে, জ্ঞানকাণ্ডেআমাকেই স্থাপনা করে তথা দেবতাকাণ্ডে আমাকেই আরাধ্যরূপে নিশ্চয় করে। তথা তুন্বন্তি দীব্যৈস্তবৈর্বেদৈঃ ব্রহ্মাদিদেবগণ ষড়ঙ্গবেদের সহিত যাঁহার স্তুতি করে ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য আরাধ্যদেবতা। অতএব বেদ মন্ত্রের দেবতা শিবাদি অন্য কেহ হইতে পারে না। কারণ শিবাদি দেবতা ব্রহ্ম বাচ্য নহেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে মানেন তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মগায়ত্রীও মান্য কারণ ভাগবত ব্রহ্মগায়ত্রীর বিশদ ভাষ্য স্বরূপ। গায়ত্রীভাষ্যরূপো হসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। বেদের শিরোভাগ শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ। সেই শ্রুতিস্তুতিতেও শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ও গোপীর ন্যায় কৃষ্ণপদারবিন্দ মকরন্দ পানের উল্লেখ আছে। যথা-- নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা।।

মুনিগণ প্রাণায়াম যোগে নিঃশ্বাস জয় পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া যাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, অসুরগণও শত্রুভাবে স্মরণ করতঃ যাঁহার ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, ব্রজগোপীগণ যাঁহার সর্পদেহতুল্য ভুজযুগলের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র বিষ কর্ত্তৃক হতবুদ্ধিসম্পন্না। আমরাও তাঁহাদের ন্যায় গোপীদেহ লাভ করিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মসুধা পান করি।

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা--

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হৈঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লৈঞা।
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল।।
সমদৃশঃ শব্দে কহে সেইভাবে অনুগতি।
সমাঃ শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধায় কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ।
বিধমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।। ইত্যাদি।

অতএব শ্রুতি মন্ত্রে গোপীভাব স্বতঃসিদ্ধ। শ্রুতিগণ কৃষ্ণপরা বলিয়া ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ গোপীভাব পর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গায়ত্রী--ওঁ ভুর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইহা ব্রহ্মেরই ব্যাহৃতিত্রয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলেন, বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ। সর্ব্বকামবরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্।। শ্রীহরির চরণ সকল প্রকার কাম ও বরের আস্পদ স্বরূপ, তাহা যোগক্ষেমেরও আশ্রয় এবং ত্রিবিধ বিক্রম স্বরূপ। মাধুর্য্যবিলাসে তাহা ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বিক্রম স্বরূপ। পুনশ্চ তাহা অশোক অভয় ও অমৃতের আস্পদ স্বরূপ। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বিক্রমে তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের অধিপতি বিচারে পরমেশ্বর, সৌন্দর্য্য বিক্রমে অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্যভরে নিজ সহ চরাচরের বিস্মাপক তথা মাধুর্য্য বিক্রমে অনন্যসিদ্ধ স্বরূপে সর্ব্বচিত্তার্ষক রসরাজ। তজ্জন্য তিনি নিয়ত ত্রিভঙ্গবিলাসী। তিনি অশোক অভয় ও অমৃত বিক্রমেরও পরমাশ্রয় স্বরূপ।

ওঁকার শক্তি ও সেবক সমন্বিত ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। পদ্মপুরাণে বলেন, অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অকারে সর্ব্বলোকের নায়ক কৃষ্ণ, উকারে মূলপ্রকৃতি নিত্য বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তথা মকারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক দাসভূত জীবই উদ্দীষ্ট। অতএব ওঁকার জপে রাধাকৃষ্ণের দাস্যই সিদ্ধ হয়।

ভূ-সত্বায়াং ভূ সত্বাবাচী শব্দ, ভুবঃ অর্থে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ চিৎ এবং স্ব অর্থে আত্মা, সম্পত্তি বুঝায়।

শ্রীপাদ শঙ্কারচার্য মতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ পদে সচ্চিদানন্দ হরিই বোধ্য। কারণ ভূরাদি ব্রহ্মেরই ব্যাহৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মেরই উক্তি মাত্র। যেরূপ বৈকুণ্ঠ শব্দে বিষ্ণুকে তথা তাঁহার ধামকেও বুঝায় তদ্রূপ ভূ ভুবাদি শব্দে আয়ুর্ঘৃতং ন্যায়ে ব্রহ্মই উদ্দীষ্ট। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। শক্তিঃ শক্তিমতেরভেদঃ বিচারে ব্রহ্মের ব্যাহৃতি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন স্বরূপ। নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। এই মন্ত্রে গোবিন্দই বিশ্ব স্বরূপ। তিনি বিশ্ব হইতে অভিন্ন।

গুরুগোপগোপীভিঃ সহ বাৎসল্যরসেন ক্রীড়তি তথা রাধিকাদি গোপীভিঃ সহ মধুররসেন ক্রীড়তি ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যং সর্ব্বরসমান্যং ভর্গ তেজঃ প্রভাবং বয়ং ধীমহি।

যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি প্রকট করতঃ দিব্যবৃন্দাবনে রক্তকাদি দাসগণের সহিত দাস্যরসে খেলা করেন, যিনি শ্রীদামাদি বন্ধুবর্গের সঙ্গে গোষ্ঠাদিতে গোচারণ লীলায় সখ্যরসে বিলাস করেন, যিনি নন্দযশোদাদি গুরুতুল্য গোপগোপীদের সঙ্গে বাৎসল্যরসে ক্রীড়া করেন তথা রাধিকাদি গোপীদের সঙ্গে কুঞ্জাদিতে মধুররসে ক্রীড়া করেন তিনিই দেব বাচ্য কৃষ্ণ। তাঁহার সর্ব্বরসমান্য তেজ প্রভাবাদিকে আমরা ধ্যান করি।

দিবু গতৌ দীব্যতি গচ্ছতি ইতি দেবঃ। চতুর্ণাং সম্ভোগানাং সংসিদ্ধয়ে চানুসঙ্গেনান্যানাং রসানাং প্রকাশনায় লীলয়া মথুরা দ্বারকাদিষু দীব্যতি গচ্ছতীতি দেবস্তস্য বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি। দিবু ধাতুর গতি অর্থ। যিনি চতুর্বিধ সম্ভোগ সিদ্ধর জন্য লীলাক্রমে মথুরা ও দ্বারকাদি ধামে গতাগতি করেন তিনি সেই দেব, তাঁহার সর্ব্বধামমান্য তেজ প্রভাব প্রতিপত্তিকে আমরা ধ্যান করি। গতাগতিং করোতি যঃ বাসুদেব স উচ্যতে। যিনি বৃন্দাবন ও মথুরা দ্বারকাদিতে গতাগতি করেন তিনি বাসুদেব।

দীব্যতি বিজিগীষতীতি দেবঃ অনন্যসিদ্ধাসমোর্দ্ধসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদিগুণৈর্দেবাদীন্ বিজিগীষতি জয়তীত্যর্থঃ। চতুর্ভির্মাধুর্য্যৈ র্ব্রজবামদশাং গোপবধূনাং চিত্তং মানঞ্চ জয়তি বিজিগীষতি ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যমতিমান্যং ভর্গো সৌন্দর্য্যং রূপলাবণ্যঞ্চ ধীমহি।

অনন্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণ দ্বারা দেবাদির জয়েচ্ছু যিনি তিনিই দেব কৃষ্ণ। তাঁহার সর্ব্বদেবমান্য প্রভাবকে আমরা ধ্যান করি। যিনি চতুর্বিধ মাধুর্য্যরসপ্রবাহ দ্বারা তথা মধুরস্মিতচন্দ্রিকা দ্বারা মানভরে বামলোচনী গোপীদের চিত্ত ও মান হরণ করেন তিনিই দেব কৃষ্ণ। তাঁহার গোপীপ্রসাদন সৌন্দর্য্যরূপলাবণ্য বৈভব প্রভাবকে আমরা ধ্যান করি।

দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি।

বসন্তরাসে গোবর্দ্ধনকুঞ্জে চতুর্ভুজমূর্ত্ত্যা দীব্যতি গোপীনাং বঞ্চনাদিভির্দ্যোততে ইতি দেবস্তস্য সর্ব্বগোপী-বঞ্চনমোহনতেজো বয়ং ধীমহি।

বসন্তরাসে গোবর্দ্ধন কুঞ্জে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ দ্বারা তদন্বেষণরতা গোপীদের বঞ্চন ও মোহনকারী প্রভাবকে আমরা ধ্যান করি।

অথবা দীব্যতি শুভ্রাতি ইতি দেবঃ। গোবর্দ্ধন-কুঞ্জে কৈতুকবশতঃ গোপীনাং পরীক্ষার্থং নারায়ণ স্বরূপেণ শুভ্রাতীতি দেবস্তস্য বরেণ্যং সর্ব্বগোপীনেত্র. বসায়নজ্যোতিং ধীমহি। হস্তবদ্ধভাবে কৃষ্ণগুণগানে বনে বনে তাঁহার অন্বেষণকারিণী গোপীদের পরীক্ষার্থে কৌতুক বশতঃ নারায়ণমূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধনকুঞ্জে শোভায়মান কৃষ্ণই দেব বাচ্য। তাঁহার সকল গোপীসম্মোহন তেজকে আমরা ধ্যান করি।

দীব্যতি স্তুয়তে ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি।

রাসে অন্তর্ধানে গোপীনাথে গোপীনাং তমচক্ষাণাং দিগ্বিদিক্ষু ধাবন্তীনাং তদীয় লীলানুকারিণীনাং রাধয়া সহ বংশীবটে তদ্দিদৃক্ষয়া মধুরং স্তুয়মানত্বাদ্দেবস্তস্য সর্ব্ববিলক্ষণকেলিবৈদগ্ধিপ্রভাবং ধীমহি।

রাসে গোপীনাথ অন্তর্ধান করিলে তাঁহাকে না দেখিয়া দুঃখিতা গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অন্বেষণে ছুটিতে লাগিলেন, তাদাত্ম্যভাবে তাঁহার লীলানুকরণ করিতে করিতে তাঁহারা পদাঙ্ক অনুসরণে বিরহাতুরা রাধার সহিত মিলিত হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে লইয়া বংশীবটে মধুরস্বরে কৃষ্ণ গুণ গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধুর গানে স্তুয়মান কৃষ্ণই দেব বাচ্য। তাঁহার সকল মানিনী ও অভিমানিনীদের মান অভিমান হরণ সামর্থকে আমরা ধ্যান করি।

দীব্যতি ব্যবহরতি ইতি দেবঃ

দীব্যতি মাঙ্গল্যাদিগুণৈঃ সহ ব্রজসুন্দরীণাং সহ ব্যবহরতি ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যং ভর্গো বাঞ্চাতুর্য্যতেজো ধীমহি।

গোপীদের গাণ শুনিয়া যিনি পীতাম্বর ধারণ করতঃ তাঁহাদের সম্মুখে ধীরললিতবিলাসামৃত বারিধি রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের সহিত মধুর সংলাপে রত এবং ন পারয়েঽহং শ্লোকবন্ধে গোপীদের মনোদুঃখাদি হরণ করতঃ তাঁহাদের সঙ্গে মধুর বিহার ব্যবহারকারী তিনিই দেববাচ্য কৃষ্ণ। তাঁহার বাবদূক প্রভাবকে আমরা ধ্যান করি।।

দীব্যতি রাসে গোপিকয়োরন্তরে নৈজমূর্ত্তিং প্রাকট্য হল্লীসকনৃত্যবিলাসে রাজতে ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যং ভর্গঃ সর্ব্বগোপী সন্তোষণসম্মোহনপ্রভাবং ধীমহি।

রাসে দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্ত্তি প্রকট করতঃ হল্লীসক নৃত্যবিলাসে বিরাজমান্ কৃষ্ণই দেব, তাঁহার সর্ব্বগোপী সম্মোহন ও সন্তোষণ প্রভাবকে আমরা ধ্যান করি।

অথবা দীব্যতি গোপীঃ হিত্বা রাধয়া সহ কুঞ্জে মানপ্রসাদন রতিকেলিভিশ্চ ক্রীড়তি ইতি দেবস্তস্য বরেণ্যং সর্ব্বমান্যাং তেজস্বিনীং কৃষ্ণহৃদ্রুজো নাশিনীং রাধাং ধীমহি। অথবা তদ্বিরহে সুদুঃখিতানাং গোপীনাং দুঃখ ভর্জনাদ্ভর্গস্তং ধীমহি।

রাসে বনান্তরে বিলাসার্থে কৌতুকবশতঃ অভিমানিনী গোপীগণকে পরিত্যাগ করতঃ রাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার মানপ্রসাদন করতঃ তৎসহ রতিকেলিবিলাসী কৃষ্ণই দেব। তাঁহার চিত্তদুঃখহারিণী দীব্য তেজস্বিনী রাধাশক্তিকে আমরা ধ্যান করি। অথবা তাঁহার বিরহে দুঃখিতা গোপীদের মনোদুঃখ নাশি সর্ব্বমান্যতেজকে আমরা ধ্যান

ধীমহি। যো রসরাজো নো ধিয়ঃ মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকং প্রচোদয়াৎ সোঽত্র বিলাসে তৎপ্রিয়সেবায়াং নিয়োজয়েৎ নিযুঙ্ক্ষ্ব ইতি ভাবঃ।

রাত্র্যোচিতলীলায়িতার্থ

সাধক যথারীতি রাত্রে গায়ত্রী জপে নিযুক্ত হইলেন। জপ প্রভাবে অনর্থমুক্ত ও ইষ্টনিষ্ঠাপ্রাপ্ত তথা সেবারুচিমান সাধকের মানসপটে ভাবনেত্রে বৃন্দাবন প্রকাশিত হইল। তিনি দেখিলেন, নিরুপম সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাধিপতি মদনমোহন মধুর রজনী শোভা দর্শন করতঃ রাসবিলাস মানসে বংশীবটে উপস্থিত হইয়া সম্মোহনী বংশীর ধ্বনি করিলেন। সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া অনঙ্গরঙ্গে চঞ্চলা গোপসুন্দরীগণ নিজ নিজ কৃত্যাদি পরিত্যাগ ও স্বজনাদির বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ ভাব পরীক্ষার্থে তাঁহাদের সহিত মধুর নর্ম্মালাপে রত হইলেন। কিন্তু গোপীদের মুখ নিঃসৃত তদেকপ্রেমনিষ্ঠার কথা শ্রবণ করতঃ গোবিন্দ তাঁহাদের সহিত বিহারে রত হইলেন। কৃষ্ণসঙ্গ লাভে সৌভাগ্যবতী গোপীগণ অভিমান ভরে পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ প্রমদাদের মদ ভঞ্জনের জন্য মানিনী রাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া বনান্তরে বিলাসে রত হইলেন। এদিকে তদ্বিরহিণী গোপীগণ বনে বনে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে না পাইয়া তদীয় লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণে
রাধাকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার সহিত বংশীবটে বসিয়া মধুরস্বরে প্রিয়তমের গুণাবলি গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গান শুনিয়া গোবিন্দ দিব্য রূপলাবণ্য প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদের চিত্তপ্রসাদ দান করতঃ রাসনৃত্যে রত হইলেন। তিনি অনেক সঙ্গীত কলা তথা শৃঙ্গার কলা প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। গোপীদের সঙ্গে রাস নৃত্যে তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। নৃত্যরঙ্গে তাঁহাদের অঙ্গে ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল। তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পরের স্কন্ধ অবলম্বন করিলেন। তাহা দেখিয়া সাধিকা(মন্ত্রজপকারিণী) যুগলকিশোরের সেবা মানসে বলিলেন, সখিগণ! যিনি ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক, সেই গোবিন্দ এখন আমাদিগকে ব্যাজন, শীতলজল দান ও শৃঙ্গারাদি সেবায় নিযুক্ত করুন।

তত্তত্র রাসে রাসবিহারিণো সর্ব্বোত্তম রূপলাবণ্যাদিভিঃ সহ সবিতুঃ সঙ্গীতকলাঃ শৃঙ্গার কলাশ্চ প্রকাশমানস্য গোপীনাং সহ দেবস্য নৃত্যকেলিপরস্য বরেণ্যং ভর্গঃ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বানন্দ প্রদসর্ব্বমোহন মন্মথশোভাকান্তিং বয়ং ধীমহি। যো ধিয়ো মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাং পরিচালকঃ সোঽত্র নঃ ইন্দ্রিয়াদিকং নিজসেবায়াং শীতলপয়োদানবীজন-শৃঙ্গারাদিসেবায়াং প্রচোদয়াৎ পরিচালয়েৎ নিযুঙ্ক্ষ্ব ইতি ভাবঃ॥ অয়মেবাস্যা লীলায়িতার্থঃ।

----ঃঃঃ----

অথ ব্রতের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও তন্নির্ণয় বিচার

প্রশ্নঃ- সনাতন ধর্ম্মে উপবাসের প্রাধান্য দেখা যায়। সনাতন ধর্ম্মীয় মুনি ঋষি বৈষ্ণব সজ্জনগণ উপবাসযোগে ব্রতাচার করিয়া থাকেন। তজ্জন্য এখন উপবাসের লক্ষণ ও তাৎপর্য্য জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তরঃ- ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে বলেন, পাপকর্ম্ম থেকে দূরে থাকিয়া সদ্‌গুণবৃন্দ সহ যে বাস তথা সকল প্রকার ভোগ বর্জ্জনকেই উপবাস বলে।

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ।।

প্রশ্নঃ- সর্ব্বভোগ বলিতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ- সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগকে সর্ব্বভোগ বলে। চক্ষুকর্ণাদি একাদশ ইন্দ্রিয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদিই তাহাদের ভোগ্য বিষয়। ইহা হইতে বিরতিই সর্ব্বভোগ বর্জ্জন শব্দের তাৎপর্য্য। পুরাণান্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেন --

উপাবৃত্ত্যস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্।।

অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হয়ে দিব্য সদ্‌গুণবৃন্দ সহ বাসকেই উপবাস জানিবেন। কেবল অন্নপানাদির অগ্রহণকেই উপবাস বলে না। অন্ধ যেমন প্রতিপদেই বিপদ্‌গামী হয় তদ্রূপ তত্ত্বান্ধকামী জীবও প্রতিপদে জীবযাত্রায় জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পাপাচার করে। কিন্তু পাপী জীব ব্রতকালে ব্রতফল প্রাপ্ত হয় না তজ্জন্যই ব্রতোপবাসে পাপাচার থেকে নিবৃত্তির উপদেশ দেখা যায়। ব্রতাচার ধর্ম্মবিশেষ আর পাপাচার অধর্ম্মময়। অতএব ধর্ম্মাচার সঙ্গে পাপাচার শোভা পায় না বা পাপাচার অভিলষিত ফল দানও করে না বলিয়াই তাহা হইতে নিবৃত্তি শ্রেয়ঃপ্রদ অনুশাসন।

উপবাস শব্দের আর একটি অর্থ হইল আরাধ্য সমীপে বাস। হরি কীর্ত্তনাদি যোগে আরাধ্য সেবা সান্নিধ্যে বাসই প্রকৃত উপবাস লক্ষণ। সকল প্রকার ভোগত্যাগ করতঃ সদ্‌গুণ সহ বাস করিয়াও উপবাস লক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না যদি হরিকীর্ত্তনাদিতে বিরতি থাকে। ইহাই চৈতন্যের অভিপ্রায়। কেবল অন্নভক্ষণাদি ত্যাগে উপবাস লক্ষণ থাকে না। যদি তাহাই হয় তাহলে বহুদিন অনাহারী সর্পকেই উপবাসী মানিতে হয়। কিন্তু তাহা মান্য নহে। হিংসা প্রবৃত্তি মূলক বক ধার্ম্মিকতা

কপটতা, দম্ভ, মাৎসর্য, কামক্রোধ লোভাদি বর্জ্জনীয়। কারণ ইহারা নরকের প্রশস্ত দ্বার স্বরূপ ও ব্রতবিনাশক।

সপ্তমতঃ- কাঁসাদি পাত্রে ভোজনও ব্রতে নিষিদ্ধ, কারণ ধাতুপাত্রে ধাতুদোষে ব্রত দূষিত হয়। ব্রতীর পত্রভোজনই প্রসিদ্ধ ও ধর্মবর্ধক। অপিচ পুনঃ পুনঃ জল পানেও ব্রত নষ্ট হয়।

প্রঃ- পাপাদি কর্ম যেমন- চৌর্য, মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দাদি নিষিদ্ধ। ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম। কিন্তু ব্রতোপবাসে বৈদিক ক্রিয়াদি নিষিদ্ধ কেন?

উঃ- পূর্বেই বলিয়াছি--হরিস্মৃতির সাম্য বজায় রাখিতে যাইয়া তৎব্যাঘাতক বৈদিকাদি কর্মও সময় বিশেষে ও প্রয়োজনবোধে অকর্তব্য হয়। যেমন-- একাদশী ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি নিষিদ্ধ। ব্রতে অন্নাদি অভোজ্য বিচারেই অন্নপ্রাশনও নিষিদ্ধ। ব্রতে যজ্ঞকর্ম ও দীক্ষাদি প্রশস্ত। কারণ তাহা হরিস্মৃতির অনকূল ব্যাপার। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তর্পণময় যজ্ঞ প্রসিদ্ধ হইলেও পশুহিংসা ও অভিচারাদি যজ্ঞ নিষিদ্ধ। কারণ তাহাতে অধর্মাচার বিদ্যমান। ব্রতকালীন অধর্মাচার নিষিদ্ধ। ব্রতকালে অতিথি অভ্যাগত সমাদর কর্তব্য হইলেও কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব মিলনাদি নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে ব্যাবহার ধর্ম থাকিলেও পরমার্থ নাই। বস্তুতঃ তাহা ব্রতের সৌষ্ঠবকে রক্ষা করে না। আত্মীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ প্রসঙ্গকারীর আরাধ্যের ধ্যান থাকে না। যিনি কর্মব্যস্ত তাহার ধর্মনিষ্ঠা কোথায়? রথ দেখিতে যাইয়া কলা বিক্রয়ে মত্ত হইলে প্রকৃত রথ দেখা হয় না। হরিচিন্তার মধ্যে হরিণ চিন্তার চাপ পড়িলে হরিচিন্তা লুপ্ত হয়। তজ্জন্য হরিস্মৃতি বাধক দৈহিকাদি তথা বৈদিকাদি কর্মও কর্তব্য নহে।

প্রঃ- ব্রতোপবাসে পাল্য বিধি কি কি ?

উঃ- সকল প্রকার বর্ণাশ্রমীদের পক্ষে ব্রতোপবাসে ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়, কারণ ব্রহ্মচর্য্যহীনের ব্রতবিধি হত হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্য হরিস্মৃতির আনুকুল্য বিচারই পালনীয়। দেবল বলেন-- ব্রতে ব্রহ্মচর্য্য সহ অহিংসা, সত্যভাষণ কর্ত্তব্য তথা মাংস বর্জনীয়। ব্রতোপবাসে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য, কারণ সাধুসঙ্গ ফলে হরিস্মৃতি ভক্তি ভাবাদি সিদ্ধ হয়। ব্রতকালে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্রতসাধক। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্রতের প্রাণ স্বরূপ তথা স্বাস্থ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনোরথ পূর্ত্তি করে। ব্রতে ভগবত্তীর্থে বাস, ব্রতসাধক পক্ষে অতীর্থে বাস ব্রতঘাতক। ব্রতকালে বৃন্দাবনাদি তীর্থ যাত্রা প্রসিদ্ধা, কারণ তাহাতে প্রতিপদে হরিস্মৃতি অটুট থাকে। পক্ষে দৈহিক মানসিক সুখবিলাসে দেশ ভ্রমণ ব্রতঘাতক। ব্রতকালে কৃষ্ণ চিত্রাদি দর্শন ব্রতসাধক পরন্তু গ্রাম্য বার্ত্তাময় যাত্রাভিনয় চলচ্চিত্রাদি দর্শন ব্রতঘাতক, কারণ ব্রতকালে প্রাকৃত নরনারীদের রঙ্গরসাদি দর্শন নিষিদ্ধ ব্যাপার। অঙ্গ সঙ্গ না করিলেও স্ববিবাহিত পতী সহ রঙ্গরসাদিও বর্জনীয়। ব্রতকালে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে দান ধর্ম্ম, জীব তর্পণাদি দয়াধর্ম্ম ব্রতের পথ্য সরূপ, পরন্তু ঈশ্বর প্রীতি সম্বন্ধ বর্জিত দান ধর্ম্মাদি নিষিদ্ধ বিচারেই বর্জনীয়। যথাসময়ে যথাবিধিতে ব্রত ধারণ ও পারণ কর্ত্তব্য অন্যথা ব্রতবৈগুণ্য ও বৈফল্য উপস্থিত হয়। শুদ্ধভাবে ব্রতপালন করিলেও পারণে অনাচার হইলে ভক্তি সদাচার নষ্ট হয়।

প্রঃ- একাদশীআদি ব্রতে উপবাসই প্রসিদ্ধ তবে সেখানে অনুকল্পের ব্যবস্থা কেন ?

উঃ- ব্রতে সম্পূর্ণ উপবাসে অসমর্থ পক্ষেই অনুকল্পের বিধি। সমর্থ পক্ষে অনুকল্পবিধি নাই।

প্রঃ- অনুকল্পে কি কি গ্রাহ্য ?

উঃ- হরিভক্তিবিলাসে বলেন- সম্পূর্ণ উপবাসে অসমর্থ পঞ্চগব্য ভোজন, তাহাতে অসমর্থ ঘৃত পান, তাহাতে অসমর্থ জল পান, তাহাতে অসমর্থ দুগ্ধ পান, তাহাতে অসমর্থ ফল ভোজনাদি করিবেন। অন্যত্র মহাভারতে বলেন- জল, ফল, মূল, (শাঁখআলু, লালআলু,) দুগ্ধ, ঘৃত, বিপ্র প্রার্থনীয়, গুরুবাক্য ও ঔষধ ব্রত হানিকর নহে। অন্যত্র ব্রতে ঔষধ নিষিদ্ধ আছে।

প্রঃ- অসমর্থ পক্ষে নক্তং হবিষ্যান্নং শব্দের অর্থ কি?

উঃ- অহোরাত্র মধ্যে দিবসের অষ্টমভাগে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশে নক্ষত্রোদয়কালে ভোজনকে নক্তভোজন বলে। অসমর্থ পক্ষে ঐকালে ফলাদি, ঘৃতাদি ভোজনই কর্তব্য।

প্রঃ-শ্রীরামনবমী ব্রত নির্ণয় কি প্রকার?

উঃ-বৈষ্ণবগণ সর্বত্র বিদ্ধা পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধা তিথির সমাদর করেন। **বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্বত্র এব বর্জ্জ্যেতি।** সূর্যোদয় দ্বারা তিথির শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার হয়। সূর্যোদয় যে তিথি তাহাই শুদ্ধা। তাহাই পাল্য। যথা পাঁচ ঘটিকায় সূর্যোদয়। সূর্যোদয়ে আছে পঞ্চমী তারপর সারাদিন-রাত্রি ষষ্ঠী। এখানে পঞ্চমী শুদ্ধা এবং ষষ্ঠী পঞ্চমী বিদ্ধা। এই ষষ্ঠী গ্রাহ্য নহে। ব্রত বিষয়ে পূর্ব বিদ্ধা ত্যাজ্য এবং পরবিদ্ধা পাল্য।

ভগবান্ শ্রীরমচন্দ্র চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের নবমীতে সোমবারে পূর্ণবসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূত হন। অতএব নবমীতে ব্রত কর্তব্য। সেখানে বৈষ্ণব বিধানে অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করতঃ দশমীতেই ব্রত কর্তব্য। তবে এখানে একটী বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা হইল--যদি একাদশী ব্রত দ্বাদশীতে হয় তাহা হইলে বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করতঃ দশমীতে ব্রত কর্তব্য। পরন্তু একাদশী শুদ্ধ হইলে বিদ্ধা নবমীতেই ব্রত করিয়া দশমীতে পারণ কর্তব্য হয়। যথা--

দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্।।

অর্থাৎ--সূর্যোদয়ে অষ্টমী, সারাদিন নবমী, রাত্র শেষে দশমী, তারপরের দিনের একাদশী শুদ্ধা। এমতাবস্থায় বৈষ্ণবগণ নিঃসংশয়ে বিদ্ধা নবমীতে ব্রত করেন।

প্রঃ-যদি নবমী অহোরাত্র হইয়া দশমীকে স্পর্শ করে

উঃ- তিথি অন্তেই সর্বত্র পারণ কর্তব্য হইলেও কোন কোন বিশেষ তিথিতে নক্ষত্রের অপেক্ষা থাকে তজ্জন্য তিথি ও নক্ষত্র অন্তে পারণ কর্তব্য। নক্ষত্রের আধিক্য হইলে তিথির অন্তে পারণীয়। কখনও তিথি লঙ্ঘনীয় নহে। **তিথিভান্তে চ পারণম্** (স্কন্দ)।

বিশেষতঃ নবমীযুক্ত অষ্টমীকে উমামাহেশ্বরী যোগ বলে। ঐ যোগে উপবাস বহু পূণ্যপ্রদ। মহাজন শাস্ত্রে বলেন--অষ্টমীতে গোবিন্দ ও নবমীতে যোগমায়া আবির্ভূত হয়। তজ্জন্য নবমীযুক্ত অষ্টমীই পরম আদরণীয়।

প্রঃ- শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত নির্ণয় কি প্রকার?

উঃ- ভাদ্রশুক্লদ্বাদশীই বামন দ্বাদশী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ তিথিতে শ্রবণাযোগে মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ বামনদেব আবির্ভূত হন। তজ্জন্য ঐ দ্বাদশীতে ব্রত হইয়া থাকে। তবে এখানেও একাদশীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তবে মহাদ্বাদশীতে দ্বাদশীরই প্রাধান্য। সেখানে একাদশী শুদ্ধা হইলেও দ্বাদশীতেই ব্রত কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশীতে শ্রবণাযোগ হেতু মহাদ্বাদশী সংজ্ঞা হয়। ইহা নক্ষত্র ঘটিত মহাদ্বাদশী। ইহা মহাপূণ্য ভক্তি ও ভগবৎপ্রীতিপ্রদ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে বলেন--শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে ঐদিনে উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ কর্তব্য। দ্বাদশী বুধবার ও শ্রবণাযোগে বিজয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

সাধারণতঃ দ্বাদশীযোগেই একাদশী পাল্য হয়। তবে মহাদ্বাদশীতে বিশেষ নক্ষত্রযোগ হেতুই বিশেষভাবে সমাদরণীয় হয়। এবিষয়ে বিচার্য্য এই, যদি যথারীতি দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হয় তাহা হইলে শুদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিয়া দ্বাদশীতে শ্রীবামন দেবের অর্চ্চনান্তে পারণ কর্ত্তব্য। ধর্মোত্তরে--**দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণাভাবে তদ্ যোগহানিতঃ। একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ।।** আর মহাদ্বাদশী লক্ষণ থকিলে একাদশী ত্যাগ করতঃ দ্বাদশীতে ব্রত করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য। কখনও কখনও এই দ্বাদশীতে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়।

প্রঃ-কিভাবে তিথিতে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়?

উঃ- একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগ হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়। তৎসঙ্গে বুধবার থাকিলে দেব দুন্দুভী যোগ হয়। তবে শ্রবণার যোগ সম্বন্ধে অনেকেই ভ্রান্ত। যথারীতি বিচারভেদে তাহা মতভেদ সৃষ্টি করে। একাদশীতে দ্বাদশী যোগ বিনা ব্রতই হয় না। আর দ্বাদশী সাধারণ যোগে মহাদ্বাদশী হয় না তথা যখন তখন শ্রবণার যোগ হইলেও বিষ্ণুশৃঙ্খল হয় না।

প্রঃ- সেখানে যোগ ব্যবস্থা কিরূপ?

উঃ- মৎস্যপুরাণে বলেন--

দ্বাদশীশ্রবণাস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদি।
স এষ বৈষ্ণবো যোগ বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ।।

অর্থাৎ শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করিলে সেই বৈষ্ণব যোগকে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলে।

এখানে একাদশী বলিতে অহোরাত্র বোদ্ধব্য নচেৎ একাদশীতে দ্বাদশীস্পর্শ নিত্যই দৃষ্ট হয়।

একাদশীপদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে।
অন্যথা দ্বাদশীস্পর্শস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে।।

আর ঐ দ্বাদশীতে নক্ষত্রযোগও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। শুক্ল দ্বাদশীবাসরে যদি শ্রবণা সূর্যোদয়েই প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে নক্ষত্রের অবস্থিতি অহোরাত্র হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে। যদি সূর্যোদয়ের পরে শ্রবণার যোগ হয় তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে না। সূর্যোদয়ের পূর্বে হইলেও তাহা যদি অহোরাত্র বা অধিক বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেও বিষ্ণুশৃঙ্খল হইবে কিন্তু কম হইলে হইবে না।

এখানে সময় বিশেষে একাদশী ও দ্বাদশীতেও ব্রত হয়। বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে নক্ষত্রের আধিক্য হেতু ত্রয়োদশীতেই পারণ কর্তব্য। কারণ রাত্রে পারণ নিষিদ্ধ।

প্রঃ- শ্রীনিত্যানন্দত্রয়োদশী, গৌরপূর্ণিমা ও রাধাষ্টমীতে ব্রত বিধি কি পূর্বোক্ত প্রকার কি?

উঃ- নিশ্চিতই। তবে একাদশীতে ব্রত হইলে দ্বাদশীতে পারণ করতঃ ত্রয়োদশীতে উপবাস পূর্বক চতুর্দশীতে পারণ কর্তব্য। আর ব্রত যদি দ্বাদশীতেই হয় তাহা হইলে ত্রয়োদশীর প্রাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অর্চ্চনান্তে পূর্বাহ্ণ মধ্যে পারণ কর্তব্য।

প্রঃ- যদি ত্রয়োদশী ত্র্যহস্পর্শ হয় তাহা হইলে ব্রতবিধি কিপ্রকার?

উ- ত্র্যহস্পর্শ যুক্ত ত্রয়োদশী ত্যাগ করতঃ চতুর্দ্দশীতেই ব্রত কর্ত্তব্য। তথা অষ্টমী পূর্ণিমাতেও যদি ত্র্যহস্পশ যোগ হয় তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করতঃ ব্রত কর্ত্তব্য।

প্রঃ- শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী, শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তথা শ্রীরাধাষ্টমীতে ব্রতোপবাস শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু দেখা যায় কোন কোন বৈষ্ণব পূর্বোক্ত ব্রতদিনে রাম, কৃষ্ণ ও রাধিকার অভিষেক ভোগরাগ মহোৎসবান্তে মহাপ্রসাদ সেবন করেন। ইহা কিরূপ বিধান? বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই শাস্ত্রগর্হিত আচরণ করেন না?

উঃ- বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদর্শী। অতএব তাঁহাদের আচরণে ইতরবৎ স্বেচ্ছাচারিতা নাই। শাস্ত্রে তিথি অন্তে পারণের ন্যায় উৎসবান্তে পারণেরও ব্যবস্থা আছে বলিয়াই বিশেষ কোন ভক্ত জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতে অভিষেক ভোগরাগ উৎসবান্তেই পারণ করেন অর্থাৎ মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

যথা গরুড়পুরাণে--**তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে চ ব্রতী কুর্বীত পারণম্।** ব্রতী তিথি অন্তে বা উৎসবান্তে পারণ করিবেন।

যথা বায়ুপুরাণে--

সেখানে দশমীবিদ্ধা একাদশীকে ত্যাগ করতঃ দ্বাদশীতেই ব্রত কর্তব্য।

প্রঃ- বিচার অঙ্ক প্রদর্শন করুন।

উঃ- ধরুন ৬ ঘটিকায় সূর্যোদয় হয়। তার দুই মুহূর্ত পূর্বে অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট পূর্বে অরুণোদয় হয়। তাহা হইলে রাত্র ৪-২৪ মিনিটে অরুণোদয় হয়। যদি দশমী ৪-২৪ মিনিটে বা ২৫-২৬ মিনিট পর্যন্তও থাকে তাহা হইলে তাহা অরুণোদয় বিদ্ধা বা দশমীবিদ্ধা হইবে। যদি ৪-২০ মিনিটে বা তৎপর ২৪ মিনিটেও একাদশী থাকে তাহা হইলে শুদ্ধায় গণ্য হইবে।

প্রঃ- যদি এইরূপ বিচারই সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ব্রত হয় কেন?

উঃ- ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় জনগণ নিজ নিজ দেশের সূর্যোদয় বিচার যোগেই ব্রত নির্ণয় করিয়া থাকেন। সেখানে সূর্যোদয়ের ভেদ নিবন্ধন ব্রতভেদ হইয়া থাকে। যথা--বঙ্গে সূর্যোদয় ৫টায়, উত্তর প্রদেশে সূর্যোদয় ৫-৪৩ মিনিটে। বঙ্গে দশমী আছে ৩-৩০ পর্যন্ত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বঙ্গে একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়া ব্রত হয় নাই। পরন্তু উত্তর প্রদেশে বিদ্ধা না হওয়ায় ব্রত হইয়াছে। এইভাবেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের সূর্যোদয় সিদ্ধান্ত যোগেই তিথির শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার স্বীকৃত হয়।

প্রঃ- দেশভেদে সূর্যোদয় ভেদ স্বীকৃত হয় সত্য কিন্তু সূর্যোদয় ভেদ না থাকিলেও একদেশীয়দের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় কেন?

উঃ- প্রথমতঃ সিদ্ধান্ত নিপুণ বিজ্ঞের সঙ্গে অনিপুণ অথচ বিজ্ঞমন্যদের মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। যথা- অমাবশ্যা বা পূর্ণিমা অহোরাত্র হইয়া প্রতিপদকে স্পর্শ করিলে তৎপূর্বের শুদ্ধা একাদশীও ত্যাগ করতঃ পক্ষবর্দ্ধিনী নামক মহাদ্বাদশী ব্রত পালনীয়। এই সিদ্ধান্ত যিনি জানেন তিনি দ্বাদশীতেই ব্রত করেন। পরন্তু এবিষয়ে অনভিজ্ঞ একাদশী শুদ্ধ বলিয়া তাহাতে ব্রত করেন। এইভাবেই ব্রত ভেদ হইয়া থাকে। আর বিদ্ধার বিচার যাহারা জানেন না, তাহাদের সঙ্গে মতভেদ তো হইয়াই থাকে।

দ্বিতীয়তঃ পঞ্চাঙ্গভেদে মতভেদ, ব্রতভেদ অবশ্যম্ভাবী। যেমন কোন পঞ্চাঙ্গ সূর্য সিদ্ধান্ত যোগে আর কোন পঞ্চাঙ্গ দৃক্ সিদ্ধান্ত যোগে নিষ্পন্ন। অতএব দুই সিদ্ধান্তে মতভেদ থাকেই থাকে। বিশ্ব পঞ্চাঙ্গের সঙ্গে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অনেক ভেদ দৃষ্ট হয়। মতবাদীগণ পরমতের দোষদর্শন করতঃ নিজ নিজ মত স্থাপন করেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্চাঙ্গ দৃক্ সিদ্ধ চল গণিত মতে রচিত। তাহা ধর্মে গ্রাহ্য নহে। কারণ ধর্ম স্থির।

তৃতীয়তঃ মতভেদে ব্রতভেদ অনিবার্য। যথা- একদেশীয় হইলেও কেহ কপালবেধ মানেন, কেহ বা অরুণোদয় বেধ মানেন। তজ্জন্য সময় সময় ব্রতভেদ হইয়া থাকে।

প্রঃ- মহাদ্বাদশীর মহত্ব পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ- সাধারণ দ্বাদশী হইতেও মহাদ্বাদশী অধিকাধিক মহত্বপূর্ণ। বিশেষ তিথি ও নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী আটটি। তন্মধ্যে চারিটি তিথি ঘটিত এবং অপর চারিটি নক্ষত্র ঘটিত। তিথি ঘটিত মহাদ্বাদশীদের নাম উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্ধিনী। নক্ষত্র-ঘটিত মহাদ্বাদশীদের নাম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে--

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
দ্বাদশ্যোষ্টৌ মহাপূণ্যা সর্ব পাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ॥

প্রঃ- কি ভাগে মহাদ্বাদশীগুলি সংঘটিত হয় ?

উঃ- একাদশী অহোরাত্র হইয়া দ্বাদশীকে স্পর্শ করিলে ঐ একাদশী ত্যাগ করত দ্বাদশীতে ব্রত হয়। ঐ দ্বাদশীর নাম "উন্মীলনী।"

একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেতে কথিতোন্মীলনীতি যা॥

একাদশী শুদ্ধ। তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও দ্বাদশী অহোরাত্র হইয়া বৃদ্ধি পাইলে তাহার নাম হয় বঞ্জুলী দ্বাদশী। ইহা নিখিল পাতক হারিণী।

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী॥

অরুণোদয়ে একাদশী তৎপর সারাদিন রাত্রে দ্বাদশী, রাত্রশেষে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী। ইহা হরির অতিপ্রিয় তিথি।

অরুণোদয় আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনম্।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া।।

অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি পাইলে তৎপূর্ববর্ত্তী দ্বাদশীর নাম হয় পক্ষবর্দ্ধিনী। একাদশী বর্জ্জন পূর্বক ঐ দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য।

কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।।

জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী এই চারিটী নক্ষত্র ঘটিতা দ্বাদশী, ইহাদের ব্রত কর্ত্তব্যতা বিশেষ সতর্ক পূর্ণ। কারণ অনেকেই এই নক্ষত্র ঘটিত দ্বাদশী নির্ণয়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে। হরিভক্তি বিলাসে বলেনঃ-

জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরুপ্যতে।
ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।।
সমান্যুনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী।
কিংবা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।

প্রঃ- যদি প্রতিপদ দিবসে প্রাতে বা পূর্বাহ্নে প্রতিপদ না থাকিয়া অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে কোন্ দিনে গোবর্ধন ও গোপূজা কর্তব্য?

উঃ- দেবল বলেন-- অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদেই গোপূজা ও ক্রীড়া কর্তব্য। দ্বিতীয়া বিদ্ধা প্রতিপদে গোক্রীড়া করিতে নাই। তাহাতে শ্রী, পুত্র, ধনাদি ক্ষয় হয়। তাহা ছাড়া নির্ণয়ামৃতেও বলেন--

যাঃ কুলপ্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েন্নৃপ।
পূজামাত্রেণ বর্ধন্তে প্রজাগাবো মহীপতেঃ॥

হে রাজন্! যে অমাবস্যা প্রতিপদযুক্ত তাহাতেই গোপূজা করিবেন। যেহেতু পূজামাত্রেই প্রজা, গো ও রাজ্য সমৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রঃ- গোবর্দ্ধনপূজায় পূর্বাহ্ন তাৎপর্য সিদ্ধান্ত। যদি বেলা দুই বা তিন বা চারিটার বা রাত্রে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেখানে কি কর্তব্য?

উঃ- উপরি কথিত দিনে পূর্বাহ্ন তাৎপর্য না থাকায় গোবর্ধনপূজা পরদিনেই করিতে হয়।

প্রঃ- যদি পরদিনে গোবর্ধনপূজা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়া বিদ্ধায় গোপূজা ও ক্রীড়াদি করিতে নাই। এই বিধির সমাধান কেমন হইবে?

উঃ- পূর্বাহ্ন বিচার রাখিতে গেলে গোপূজা বিষয়ক দেবলের মতের মান্যতা থাকে না। আর দেবলের মত মানিতে গেলে বিদ্ধা তিথিতেই গোবর্ধনপূজা করিতে হয়। এমতাবস্থায় হয় গোনর্ধনপূজার গুরুত্ব দিতে হইবে, না হয় গোপূজার প্রাধান্য দিতে হইবে।

প্রঃ- দেবলমতে অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদেই গোপূজাদি কর্তব্য সত্য, কিন্তু যে প্রতিপদে অমাবস্যা নাই তাহাতে কি গোবর্ধনপূজা বা গোপূজা হইবে না?

উঃ- কেবল বিদ্ধা স্থলেই দেবল এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সর্বত্র নহে। সাধারণতঃ পূর্ববিদ্ধা ত্যাজ্যা ও পরবিদ্ধা গ্রাহ্যা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে(স্ত্রী, পুত্র, ধনাদির ক্ষতির কারণে) দেবল পূর্ববিদ্ধাকেই পালন করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। যথা--

কিন্তু বঞ্জুলী ন্যায়েন পূর্বৈব মন্তুং শক্যতে।
তদ্বদত্রাপি দেবলাদি বচনপ্রামাণ্যমস্তীতি॥

অর্থ:- কিন্তু বঞ্জুলী দ্বাদশীব্রতে যেরূপ পূর্বতিথিই গ্রাহ্য, সেইরূপ এখানেও দেবলাদির বচন দ্বারা পূজা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

বিবৃতি:- শুদ্ধপ্রতিপদে নির্বিবাদে পূর্বাহ্ন তাৎপর্য যোগে গোবর্ধন ও গোপূজাদি কর্তব্য। পরন্তু যেখানে বিদ্ধার বিচার, সেখানেই বিশেষ কারণে দেবল ঋষি পূর্ববিদ্ধাতেই গোবর্ধন ও গোপূজাদির বিধান দিয়াছেন। যেমন শুদ্ধ নবমীতে ব্রত প্রসিদ্ধ হইলেও তৎপর ব্রত একাদশীর শুদ্ধত্ব হেতু বিদ্ধা নবমীতেও ব্রত বিধান করিয়াছেন।

প্রঃ- ভবিষ্যপুরাণে কিন্তু পূর্ববিদ্ধা ত্যাগ করতঃ পরবিদ্ধাই গ্রাহ্য হইয়াছে। নির্ণয়ামৃতেও তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন।

উঃ- সত্য। তাহা উত্তম সিদ্ধান্ত কিন্তু দেবল মতের অনুমোদন কল্পে শ্রীপাদ গ্রন্থকার বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর বিধানকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন। উপসংহারের বিচারই সিদ্ধান্ত। যেহেতু সনাতন গোস্বামিপাদ উভয় বিধানকে বিচার স্থলে আনিয়া উপসংহারে কিন্তু বলিয়া নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার অনুমোদিত মতই আমাদের গ্রাহ্য হইতেছে। যদি গোস্বামিপাদের কোন ব্যক্তিগত মত বা অনুমোদন না থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্রধারায় পরবিদ্ধাই গ্রাহ্য হইত।

প্রঃ- গোবর্ধনপূজার গুরুত্ব বেশী না গোপূজার গুরুত্ব বেশী?

উঃ- গোবর্ধনপূজার গুরুত্ব বেশী হইলেও সময় বিশেষে বিশেষ কারণ বশতঃ গোপূজার গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক রূপে স্বীকৃত হয়। যথা-- তত্ত্ববিচারে রামনবমীর গুরুত্ব অধিক হইলেও কোন ক্ষেত্রে তদপেক্ষা একাদশীর গুরুত্ব প্রদর্শিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্ধা গ্রাহ্য হয় ও শুদ্ধা ত্যজ্য হয়। যেমন, ভগবৎপ্রীতির অনুকূলে পাপও ধর্মে পরিণত হয়, আবার প্রীতির প্রতিকূলে ধর্মও পাপে গণ্য হয়। তজ্জন্য শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার সর্বক্ষেত্রে একরূপ নহে। সাধারণতঃ রাত্রিতে স্নান নিষিদ্ধ কিন্তু কোন এক বিশেষ একাদশীর নিশীতে স্নান বিষয়ে শিবের অনুশাসন আছে।

প্রঃ- তাহা কিরূপ?

উঃ- যদি দ্বাদশীদিনে দ্বাদশী অর্ধকলা থাকে, তাহাহইলে ব্রতী নিশীথকাল থেকেই স্নানাদি আমধ্যাহ্ন কৃত্য করিয়া যথাসময়ে পারণ করিবেন।

কলার্ধং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশিদুর্দ্ধমেব চ।
আমধ্যাহ্না ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ।।

প্রঃ- ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি তিথিতে শুদ্ধির বিচার আছে কি? কোন এক বাবাজী বলিলেন--উপবাস তিথিতেই শুদ্ধির বিচার, অন্য তিথিতে নয়। তাহারা রাসযাত্রাদিতেও শুদ্ধির বিচার না করিয়া কেবল রাত্রির বিচার ধরেন অর্থাৎ রাত্রি পাইলেই রাসযাত্রাদি পালন করেন। আরও দেখা যায় যে, তাহারা বৈষ্ণবের আবির্ভাব, তিরোভাব তিথিরও শুদ্ধি বিচার করেন না।

উঃ- জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তমতে শুদ্ধ তিথিই পাল্য। তাহা কেবল ব্রতোপাবাস বিষয়ে নয়, সব বিষয়ে। বিদ্ধা তিথিতে দৈব পৈতাদি কর্ম নিষিদ্ধ। অপি চ **বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্বত্র এব বর্জ্যেতি** এই সনাতন গোস্বামিপাদের উক্তি অনুসারে বৈষ্ণবের সকল তিথিতেই বিদ্ধা ত্যজ্য জানিবে। স্মার্তগণ বিদ্ধার ধার ধারেন না। তথৈব অনেক স্মার্ত্যানুগ বৈষ্ণবও স্মার্তমতের অনুমোদন করেন অনেক ক্ষেত্রে। **সর্বত্র এব** পদের দিকে ধ্যান দিয়া

বিধি।

১৩। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্বসুযোগে জয়ী, শ্রবণাযোগে বিজয়া, রোহিণীযোগে জয়ন্তী এবং পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয়। তাহাতে নক্ষত্র যোগবিধি এইরূপ-

ভান্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমা ন্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী।।
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা।।

শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে যদি নক্ষত্র চতুষ্টয় সূর্য্যোদয় হইতেই আরম্ভ হয় তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ বা অধিক বা ন্যূন হইলেও ব্রত কর্ত্তব্য। কিম্বা যদি নক্ষত্র চতুষ্টয় সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় বা তৎপূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ৬০ দণ্ড অহোরাত্র বা ততোঽধিক কাল ভোগ করে তাহা হইলে ব্রত কর্ত্তব্য কিন্তু ৬০ দণ্ডের ন্যূন হইলে ব্রতাচরণ যোগ্যতা থাকে না।

সেখানে বিচার্য্য বিষয়-

শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্।।
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ।।

শ্রবণা ব্যতীত অন্য পুনর্বসু রোহিণী ও পুষা নক্ষত্রযোগে জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রতে সূর্য্যাস্তগমন পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা আবশ্যক। উত্তম নক্ষত্রযোগ থাকিলেও সন্ধাপর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে তাহা মহাদ্বাদশী হইবে না। পরন্তু শ্রবণা বিষয়ে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশীর অবসান হইলেও তাহাতে ব্রত কর্ত্তব্যতা থাকে, ব্রত করা উচিত। এখানেও বিচার্য- দ্বাদশী মধ্যাহ্নে বা তৎপূর্ব্বে সমাপ্ত হইলে মহাদ্বাদশী হইবে না।

১৩। নক্ষত্রঘটিত মহাদ্বাদশীব্রতের পারণ দিনে প্রাতে নক্ষত্রের আধিক্যে তিথি মধ্যে এবং তিথির আধিক্যে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ বিহিত।

বৃদ্ধৌ ভাতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ।
অন্তে স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা তিথি মধ্যে তু পারণম্।।

১৪। পারণ দিনে দ্বাদশী না থাকিলে রোহিণী ও শ্রবণার বৃদ্ধিতে নক্ষত্র মধ্যে পারণ কর্ত্তব্য আর পুনর্বসু ও পূষ্যার বৃদ্ধিতে তদন্তে পারণই বিহিত।

দ্বাদশ্যাননুবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে।।

---ঃঃঃ---

শ্রীরামনবমী ব্রত ও পারণ কাল বিচার

১। চৈত্রশুক্ল নবমীতে মধ্যাহ্নে পুনর্বসু নক্ষত্র যোগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাব তিথিই রামনবমী নামে প্রসিদ্ধ। এই নবমী শুদ্ধা হইলে তাহাতেই ব্রত করতঃ দশমীতে পারণ কর্ত্তব্য।

২। নবমী বিদ্ধা হইলে দশমীযুক্তা নবমীতে ব্রত করতঃ দশমীতেই পারণ বিহিত।

৩।নবমীতে ত্র্যহস্পর্শ হইলে অর্থাৎ নবমী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী ব্রত একাদশীতে হইলে সেই বিদ্ধা নবমীতেই ব্রত করতঃ দশমীতে পারণ কর্ত্তব্য।

৪। যদি ব্রত দ্বাদশীতে হয় তাহা হইলে বিদ্ধা ত্যাগ পূর্ব্বক দশমীতে ব্রত করতঃ একাদশীতেই পারণ বিহিত। ব্রতাদিতে বিদ্ধা ত্যাজ্য হইলেও একাদশীর শুদ্ধত্ব নিবন্ধন বিদ্ধা নবমীও পাল্য হয়। ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্র বিধান।

৫। যদি নবমী দুইদিনে হয়? সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব্ব বিদ্ধা ত্যাগ করতঃ শুদ্ধাতেই ব্রত কর্ত্তব্য।

৬। যদি নবমী অহোরাত্র হইয়া দশমীকে স্পর্শ করে? সেই ক্ষেত্রে অহোরাত্র নবমীতে ব্রত করতঃ পরদিন নবমী অন্তে দশমীতেই পারণ বিহিত। জন্মাষ্টমীর ন্যায় এই ব্রতে নক্ষত্র যোগাদির অপেক্ষাদি নাই।

---ঃঃঃ---

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত ও পারণকাল বিচার

১। শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতে ব্রত পূর্ব্বক পূর্ণিমাতেই পারণ বিহিত।

২। ত্রয়োদশী বিদ্ধা ত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ণিমাযুক্তা শুদ্ধ চতুর্দ্দশীতেই ব্রত করতঃ পূর্ণিমা মধ্যেই পারণ বিহিত।

৩।চতুর্দ্দশীতে ত্র্যহস্পর্শ অর্থাৎ চতুর্দ্দশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেও বিদ্ধা ত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ণিমাতেই ব্রত করতঃ প্রতিপদে পারণ কর্ত্তব্য।

৪। চতুর্দ্দশী দুই দিনে থাকিলে ? সেইক্ষেত্রে বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধাতেই ব্রত করতঃ পূর্ণিমাতে পারণ কর্ত্তব্য।

৫।চতুর্দ্দশী অহোরাত্র হইয়া পূর্ণিমাকে স্পর্শ করিলে সেই ক্ষেত্রে অহোরাত্রতেই ব্রত করতঃ পরদিন চতুর্দ্দশী অন্তে পারণ কর্ত্তব্য। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশীতিথিতে শনিবারে স্বাতী নক্ষত্রযোগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখানে নক্ষত্রাদি যোগ না থাকিলেও শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই ব্রত কর্ত্তব্য। কারণ এই ব্রতে স্বাতী নক্ষত্রাদি তথা শনিবারাদি যোগের অপেক্ষা নাই।

৬। চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীবিদ্ধা বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে পূর্ণিমাতে ব্রতবিধি কিরূপে সিদ্ধ হয়? উঃ-- বিদ্ধাব্রত করণে দোষ নিবন্ধন ভগবদ্বিধানে পূর্ণিমাতেই ব্রত বিহিত হইয়াছে। যেরূপ ত্র্যহস্পর্শ যুক্ত একাদশী ত্যাগ করতঃ দ্বাদশীতেই ব্রত কর্ত্তব্য। ক্ষেত্র বিশেষে একাদশীতেই ব্রত কর্ত্তব্য সত্য তথাপি উন্মীলনী তথা পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীতে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করতঃ মহাদ্বাদশীতে ব্রত কর্ত্তব্য হয় তদ্রূপ শুদ্ধির বিচারক্রমে সময় বিশেষে পূর্ণিমাতেও ব্রত বিহিত হয়।

---ঃঃঃ---

ভান্তে কুর্য্যাত্তিথির্বাপি শস্তম্ভারত পারণম্।
হে ভারত! নক্ষত্রের অন্তে বা তিথির অন্তে পারণ প্রশস্ত। **এখানেও বিকল্পে নক্ষত্র মধ্যে বা তিথি মধ্যে পারণ বিহিত হইয়াছে।**

তথৈব- **রোহিণীসংযুতা চেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ সমুপোষিতা।**
বিয়োগে পারণং কুর্য্যুর্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।।
রোহিণী যুক্ত এই অষ্টমীতে যদি বিদ্বানগণ উপবাস করিয়া থাকেন, বেদবাদী মুনিগণ একের বিচ্ছেদে নক্ষত্র বা তিথির অন্তে পারণ করেন। **এই শ্লোকেও বিকল্প বিধিতে তিথি ও নক্ষত্র মধ্যে পারণ বিহিত হইয়াছে।**

তথৈব-
সাংযোগিকে তু সম্প্রাপ্তে যত্রৈকেঽপি বিযুজ্যতে।
তথৈব পারণং কুর্য্যাদেবং বেদবিদো বিদুঃ।।
বেদবিদগণ জানেন যে, পারণ দিনে তিথি ও নক্ষত্র একযোগে বৃদ্ধি পাইলে যখন যে কোন একটির অন্ত হইবে তখনই পারণ করিবেন। **এই শ্লোকেও একের অন্তে অন্যের মধ্যে অর্থাৎ তিথি ও নক্ষত্র মধ্যেই পারণ বিহিত হইয়াছে।**

তথৈব- **যদ্বা তিথ্যৃক্ষয়োরেব দ্বয়োরন্তে তু পারণম্।**
সমর্থানামশক্তানাং দ্বয়োরেকবিয়োগতঃ।।
অথবা সমর্থপক্ষে তিথি ও নক্ষত্র অন্তে পারণ আর অসমর্থপক্ষে যে কোন একটির অন্তে পারণ বিহিত। **এই শ্লোকেও বিকল্প পক্ষে তিথি ও নক্ষত্র মধ্যে পারণ বিহিত হইয়াছে।**

তথা- **যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পূণ্যানক্ষত্রসংযুতাঃ।**
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণরোহিণী।।
নক্ষত্র সংযুক্তা পূণ্যপ্রদা যে সকল ব্রততিথি শাস্ত্রে কথিত আছে, সে সকল ব্রতে শ্রবণা ও রোহিণী ব্যতীত নক্ষত্রান্তেই পারণ করিবে। টীকায়- কেহ কেহ বলেন শ্রবণা ও রোহিণীতে তিথি অন্তেই পারণ বিহিত পরন্তু শ্রবণা ও রোহিণীযুক্ত দ্বাদশীতে নক্ষত্র অপেক্ষণীয় নহে। কেন? শ্রবণা ও রোহিণীযুক্ত দ্বাদশীব্রতে পারণে দ্বাদশী অতিক্রমে দোষহেতু নক্ষত্রান্তের আপেক্ষা নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে-
অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরা কৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলম্।।
অষ্টমী ও রোহিণীতে কখনও পারণ করিবে না তাহা পূর্ব্ব অর্জ্জিত সুকর্ম্ম ও উপবাসফ নষ্ট করে। **এই শ্লোকেই কেবল অষ্টমী ও রোহিণীতে পারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।** এসম্বন্ধে আরও বলেন,

তিথিরষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাত্তিথিভান্তে পারণম্।
তিথি মধ্যে পারণে অষ্টগুণ এবং নক্ষত্র মধ্যে পারণে চতুর্গুণ পূণ্য ক্ষয় করে। অতএব বিশেষ যত্নে তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণ করিবেন। **এখানে তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে মাত্র।**

প্রশ্ন- পারণের বিধি নিষেধ কি কেবল পূণ্য পাপ বিষয়ক? অর্থাৎ ব্রত পালন ও পারণ কি কেবল পূণ্যসংগ্রহ ও পাপ প্রক্ষালনের জন্যই বিহিত হইয়াছে? যদি ইহাই হয় তাহা হইলে এইরূপ বিধানে ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতির প্রসঙ্গ নাই। পরন্তু জন্মাষ্টমী আদি তিথিগণ ভক্তি বৃদ্ধি ও সিদ্ধিকর। এক্ষেত্রে ব্রতে পাপপূণ্য লইয়া মাথামাথি না করিয়া ভগবৎসন্তোষ সংগ্রহের জন্য যত্ন করা উচিত অর্থাৎ যাহা করিলে হরি সন্তোষ হয় তাহাই ব্রতীর একমাত্র কর্ত্তব্য। সেবক সেব্যের সেবায় নিজস্ব পাপপূণ্যাদির বিচার না করতঃ সেব্যের বিমলসুখের বিচার ও আচার করিবেন। কিন্তু পরবর্ত্তীপদ্যে-

কেচিচ্চ ভগবজ্জন্মমহোৎসবদিনে শুভে।
ভক্ত্যোৎসবান্তে কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ ব্রতপারণম্।।
পরম পবিত্র ভগবজ্জন্ম মহোৎসবদিনে কোন কোন বৈষ্ণবগণ ভক্তিসহকারে উৎসবান্তেই পারণ করেন। **এই শ্লোকে উৎসবান্তে তিথি ও নক্ষত্র মধ্যেই পারণ বিহিত হইয়াছে। ইহা কোন কোন বৈষ্ণবের অভিমত বলিয়া তাহা দোষাবহ নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে বিকল্পে তিথি ও নক্ষত্র মধ্যেই পারণ বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ অপসিদ্ধান্তী নহেন। ইহার প্রমাণ গরুড়পুরাণে-** যথা-

তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্।
ব্রতী তিথি ও উৎসবান্তে পারণ করিবেন।

তথৈব চ বায়ুপুরাণে-
যদীচ্ছেৎ সর্ব্বপাপানি হন্তুং নিরবশেষতঃ।
উৎসবান্তে সদা বিপ্র জগন্নাথান্নমাশয়েৎ।।
হে বিপ্র! যদি সমস্তপাপ নির্ম্মূল করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে কৃষ্ণাষ্টমীতে উৎসবান্তে জগন্নাথের প্রসাদান্ন ভোজন করিবেন।। **এই শ্লোকেও সাক্ষাদ্ভাবে তিথি ও নক্ষত্র মধ্যেই পারণ বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন সমূহ বিচার করিলে কেবল দুটি শ্লোক ব্যতীত সর্ব্বত্র বিকল্পমতই সিদ্ধান্তিত হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলিতে বিকল্প বিচারই প্রাধান্য প্রাপ্ত। বিচার স্থলে পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হয়। অতএব নক্ষত্রের অপেক্ষা ব্যতীতই তিথি অন্তে পারণ বহুমত প্রমাণ সিদ্ধ ব্যাপার। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত বিচার করতঃই উপযুক্ত প্রমাণযোগে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রথম শ্লোকেই পারণ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন।**

যাজ্ঞবল্ক্যঋষি পারণ বিষয়ে নক্ষত্রের প্রাধান্য দান করিলেও শ্রবণা ও রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন নাই। কারণ সেখানে নক্ষত্রের প্রাধান্য দিলে দ্বাদশী

১। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে কুরুক্ষেত্র ভাব প্রকাশ করেন। যথা চৈঃ চঃমঃ ২য়

যেকালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন দেখিলু পদ্ম লোচন
জুড়াইল তনু মন নেত্র।।

২। শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রতীরস্থ উদ্দান দর্শনে বৃন্দাবন উদ্দীপনে বিভাবিত হওতঃ গোপীভাবে কৃষ্ণ অন্বেষণ করেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্দান তথা দেখে আচম্বিতে।।
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।। ইত্যাদি

৩। তিনি সমুদ্রতীরে চটকপর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভাবে ভাবিত হন এবং সেই দিকে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন।।যথা-

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।।
গোবর্দ্ধনশৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।।
হন্তায়মদ্রিরবলা এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলেন বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে।।

তিনি ভাববিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎপর ভাবশান্তে-

- বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল।।

গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।। ইত্যাদি।

৪। চৈতন্যদেব সমুদ্রতীরে যমুনাতীর জ্ঞানে বিভোর হইতেন।

এইমত একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে।।
চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল।।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে। ইত্যাদি
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।। ইত্যাদি

আলোচনায় সমুদ্রতীরে যমুনাভাব প্রকাশিত।

৫। মহাপ্রভু কাশিমিশ্র ভবন গম্ভীয়ায় নববৃন্দাবন ভাব প্রকাশ করেন। কাশিমিশ্র কুব্জার অবতার। কৃষ্ণ একসময় কুব্জার গৃহে বিহার করেন। মহাপ্রভুও মিশ্রগৃহে বাস করেন। পরন্তু তাহাই দ্বারকার নব বৃন্দাবন স্বরূপ। সেখানে রাধা কৃষ্ণের জন্য এবং কৃষ্ণ রাধার জন্য বিলাপ করিতেন। এখানেও তিনি রাধাভাবে বিলাপ করিতেন।।

৬। মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে করিতে বালুকার গর্তে রাসবিহারী গোপীনাথকে প্রাপ্ত হন। সেইখানে তিনি রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ভাব প্রকাশ করেন। **তাহাই বংশীবট স্বরূপ।**

৭। যমেশ্বর টোটায় মহাদেবে বংশীবটস্থিত গোপীশ্বরভাব প্রকাশিত।

৮। তিনি নরেন্দ্রসরোবরে জল কেলিতে মানসী গঙ্গাদি ভাবে বিভাবিত হইতেন। কখনও বা রাধাকুণ্ডভাব প্রকাশ করিতেন।

৯। স্নানযাত্রার পর অনবসরকালে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিতে আলালনাথের চরণে প্রণত হইয়া গোবর্দ্ধন কুঞ্জে বিহার বাহুল্য ভাব প্রকাশ করেন। বসন্তকালে গোবর্দ্ধনে রাস করিতে করিতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেন। তাহাতে গোপীগণ দলে দলে নানাস্থানে কুঞ্জাদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। অতঃপর গোবর্দ্ধনের এক নিভৃত গহ্বরে গোপীদের পরীক্ষার্থে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে থাকেন। গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করতঃ তৎসকাশে নন্দনন্দনের সঙ্গতি প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যান। মহাপ্রভুও কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের ভাবে চতুর্ভুজ আলালনাথের চরণে কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ বিরহ সন্তপ্তদেহের তাপে সেখানকার প্রস্তর পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছে।

১০। হনুমানের নিকট দ্বারকায় দ্বারকানাথ যেরূপ জানকীনাথ রূপ ও অযোদ্ধাধাম প্রকাশ করেন তদ্রূপ রাধা ভাব বিভাবিত চৈতন্যের দৃষ্টিতেও নীলাচলে ব্রজ ভাব ও ধাম প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে নারদবাক্যে বলিয়াছেন,

তস্মিন্ সুভদ্রাবলরামসংযুতস্তং বৈ বিনোদং পুরুষোত্তমো ভজেৎ।
চক্রে স গোবর্দ্ধনবৃন্দকাটবী কলিন্দজা তীরভুবি স্বয়ং হি যম্।।

অর্থ-- সেই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত তথায় যে বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ বিনোদক্রীড়া করিয়া থাকেন, আর সেই শ্রীপুরুষোত্তম স্বয়ং গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন ও যমুনাতীরে যে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সকল নর্ম্মক্রীড়াও প্রকট করিয়া থাকেন।

রহস্য এই- ভক্ত ও ভক্তিভেদে ভগবানের স্বরূপ ধামাদির প্রকাশ ভেদ হইয়া থাকে। নন্দনন্দন অবতারী বলিয়া তাঁহাতে সকল প্রকার অবতার ভাব বিদ্যমান। তদ্রূপ অবতারী ব্রজধামে সকল অবতারধাম বিদ্যমান। ভক্তিভাব অনুসারে তাহাদের প্রকাশ ও বিলাস প্রপঞ্চিত হয়। যেরূপ গোপকুমারের জন্য নারায়ণ বৈকুণ্ঠের নিঃশ্রেয়সবনে বৃন্দাবনভাব ও মদনগোপাল রূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ নবীনমদন রূপে গোপীদের নিকট

অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া।।

কর্ম্মমিমাংসগণ মতে কর্ম্মই দুঃখের কারণ। শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলেন,

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রবিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে।।

কর্ম্মবশেই জীবের জন্ম মত্যু সুখ দুঃখ ভয় শোকাদি সকলই সংঘটিত হয়। যেহেতু জীব স্বকর্ম্মফলভোগী। স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্। অদ্বৈতবাদীগণ ভেদকেই দুঃখের হেতু বলেন। তাহাদের বিচারে ভেদ জ্ঞানে দুঃখ এবং অভেদজ্ঞানেই সুখ বিদ্যমান। কোন মতে আত্মা বা মনই সুখ দুঃখের কারণ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।। নিজ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু স্বরূপ।

দৈববাদীগণ দৈবকেই সুখদুঃখের কারণ বলেন। সেখানে সুদৈবই সুখ এবং দুর্দ্দৈবই দুঃখের কারণ। চার্ব্বাকমতে, স্বভাবই সুখদুঃখের কারণ। সেখানে সৎস্বভাব সুখ ও দুষ্ট স্বভাবই দুঃখের কারণই। যোগশাস্ত্রমতে অবিদ্যাঅস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশা পঞ্চক্লেশাঃ। অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ত্তব্য সাধনে যথার্থজ্ঞানের অভাব, অস্মিতা অর্থাৎ অযথা অহঙ্কার, রাগ অর্থাৎ অনিত্যবস্তুতে অনুরাগ, দ্বেষ অর্থাৎ স্বার্থঘাতক জ্ঞানে অন্যের প্রতি শত্রুতা, পরমার্থ ব্যতীত অনর্থ বিষয়ে অভিনিবেশাদিই দুঃখের কারণ। অনারাধ্যে আরাধ্য জ্ঞান, আরাধ্যে অনারাধ্যজ্ঞান, অসতে সাধুজ্ঞান, সাধুতে অসাধু জ্ঞান, অপ্রয়োজনে প্রয়োজন জ্ঞান, অনর্থে অর্থ জ্ঞান, এবং অর্থে অনর্থজ্ঞান অবিদ্যা বাচ্য। অনর্থ বা অন্যথা জ্ঞানই অবিদ্যাবাচ্য। সর্প মৃত্যুভয়দুঃখপ্রদ তথা রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিও ভয়প্রদ। রজ্জুতে সর্প বুদ্ধিই আবিদ্যা লক্ষণ। অস্মিতা-অহঙ্কার। অকর্ত্তার কর্ত্তাভিমান, অপূজ্যের পূজ্যাভিমান, মর্ত্ত্যের অমর্ত্ত্যাভিমানই সর্ব্বদা দুঃখকারণ।

রাগ০----অনিত্য নশ্বর দেহ ও দৈহিক বস্তুর প্রতি অনুরাগই দুঃখের কারণ তথা কোন বস্তুর প্রতি বিদ্বেষও দুঃখের কারণ। অতএব অনুরাগ অভিমান অপমান, দ্বেষ বা ক্রোধ, কাম লোভ মোহ হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মবংশধরগণ সকলই দুঃখপ্রদ। অনধিকার চর্চ্চাতেও দুঃখ বর্ত্তমান।

অদ্বৈতবাদীগণ ভেদকেই দুঃখের কারণ বলেন, ভেদজ্ঞানে দুঃখ এবং অভেদজ্ঞানেই সুখ বিদ্যমান। কোনমতে আত্মাই দুঃখ কারণ। অত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।। কর্ম্মমিমাংসগণ মতে কর্ম্মই সুখদুঃখের কারণ। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন। কর্ম্মণা জায়তে জন্তু কর্ম্মণৈব প্রবিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে।। কর্ম্মবশেই জীব জাত হয় অর কর্ম্মবশেই তাহার মৃত্যু হয়। সুখ দুঃখ ভয় শোকাদি সকলই কর্ম্ম হইতে সিদ্ধ হয়। যেহেতু স্বকর্ম্মফলভূক্ পুমান্। পুরুষ নিজকৃত কর্ম্মের ফলই ভোগ করে। দৈববাদিগণ দৈবকেই সুখদুঃখের কারণ বলেন। সুদৈবই সুখের কারণ আর দুর্দ্দৈবই দুঃখের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। চার্ব্বাকীগণ স্বভাবকেই সুখ দুঃখের কারণ বলেন। সেখানে সৎস্বভাব সুখ ও অসৎস্বভাবই দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাংখ্যকারগণ প্রকৃতিকেই সুখদুঃখের কারণ বলেন। সেই মতে প্রকৃতিই সুখ দুঃখ জননী। কেহ অনিদ্দেশ্যকেই সুখ দুঃখের কারণ বলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সুখং দুঃখে ভবো ভাবো ভয়মভয়মেব চ। অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ। ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথক্বিধাঃ। ভগবান্ অভয় স্বরূপ তাহা হইতে ভয় থাকে না। তাঁহার আজ্ঞাপালীর ভয় নাই। কিন্তু আজ্ঞার অপালীর ভয় দুঃখাদি স্বতঃই ঘটিয়া থাকে। ভগবান্ বিচারক তিনি কর্ম্মের বিচারক ও তদনুরূপ ফল দাতা। যমকে দুঃখ কারণ বলা অযৌক্তিক। তদ্রূপ ভগবানকে দুঃখকর্ত্তা মনে করাও ভূল ধারণা মাত্র।

ভগবান্ বলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার তনু স্বরূপ। বিদ্যা হইতে সুখ ও মুক্তি হয় তথা অবিদ্যা হইতে দুঃখ ও বন্ধন দশা উপস্থিত হয়। সর্ব্ব সুহৃৎ ভগবান্ কখনই কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না। তাঁহার অবিদ্যা হইতেই দুঃখ হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। তজ্জন্যই বলিয়াছেন অপ্রতর্ক্যনির্দ্দেশই দুঃখের কারণ। ত্রিদণ্ডী বলেন, কালকর্ম্ম দেবতাগণ গ্রহ নক্ষত্র কেহই দুঃখের কারণ নহে পরন্তু মনই দুঃখের কারণ। মনই জীবকে সংসারে সুখ দুঃখপ্রদ কর্ম্মাদি চক্রে নিযুক্ত করে। নায়ং জনো মে সুখদুঃখ হেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালঃ। মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসার চক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যঃ। কেহ বলেন, কালই সুখদুঃখের কারণ। কালেই সুখ ও কালেই দুঃখের উদয় হয়। এখানে কাল সুখ দুঃখের বাহ্য কারণ এবং অন্তর কারণ দুষ্ট কর্ম্মাদিই। কেহ শনি মঙ্গলাদি দুষ্টগ্রহকেই দুঃখের কারন বলেন। কিন্তু তাহা বিচারিত সিদ্ধান্ত নহে। দেখা যায়, শনি কাহারও পক্ষে সুখকর অর রবি দুঃখকর। বস্তুতঃ ইহারা সুখ দুঃখের নিমিত্ত কারণ মাত্র। অসৎকর্ম্মাদি দুঃখের কারণ। কেহ স্ত্রীপুত্রাদি তথা শত্রু আদিকে দুঃখের কারণ বলেন। দেখা যায় অতিপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রাদি সময় বিশেষে ক্ষেত্র বিশেষে দুঃখের কারণ হয়ে উঠে। অবাধ্য স্ত্রী পুত্রাদি স্বভাবতঃ ই দুঃখপ্রদ। অনিষ্টকর শত্রু ও চৌরাদিও দুঃখের কারণ। শাস্ত্র বলেন, অধর্ম্মাচারী স্ত্রী পুত্রাদিই শত্রু বাচ্য। এবং দুঃখের কারণ। অসতী নারী কুলকে অধঃ পাতিত করে, অসৎপুত্র বৈষ্ণব অপরাধাদি ক্রমে নিজ সহপিতৃপুরুষগণকেও নরকে নিপাতিত করে। অতএব দুঃখ কারণ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞকে।। আত্মা অর্থাৎ দেহও অশেষ দুঃখের নিদান স্বরূপ। ইদং শরীরং শত সন্ধিজর্জ্জরং

মনকে তাহার চিন্তায় নিযুক্তই মননিবেদন। বুদ্ধিকে তাহার সেবায় নিযুক্তই বুদ্ধি নিবেদন। চক্ষুকে আরাধ্য রূপের সেবায়, কর্ণকে আরাধ্য গুণরূপ চরিতাদি বিষয়ক কথা শ্রবণে, হস্তদ্বয়কে তাহার প্রিয় সেবায় পদদ্বয়কে, তাহার সান্নিধ্য ও ধাম সেবায় , নাসাকে আরাধ্যের অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণ, জিহ্বাকে তাহার গুণাদি কীর্ত্তনে ও তৎপ্রসাদ সেবনে নিয়োগই আত্ম নিবেদন বাচ্য। এই আত্মনিবেদন কার্য্যটি প্রত্যেক ভক্তেরই আদ্যকৃত্য। কারণ আত্মনিবেদন না হইলে সম্বন্ধ ও সেবাদির উদয় হয় না। আত্মনিবেদন হইলেই গুরুকৃষ্ণ তাহার প্রাকৃত দেহমনাদিকে অপ্রাকৃত করাইয়া নিজ সেবায় নিযুক্ত করেন। কারণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত ভগবানের সেবায় অধিকার হয় না। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। সার কথা নৈবেদ্যের ন্যায় দেহ মনাদিকে ভগবৎসেবায় নিয়োগই আত্মনিবেদন বাচ্য। ভক্তের তারতম্য অনুসারে আত্মনিবেদনের তারতম্যও দেখাযায়। শান্ত অপেক্ষা, দাস্যের আত্মনিবেদনটি উন্নত, দাস অপেক্ষা সখার আত্মনিবেদন কার্য্য উত্তম, তাহা অপেক্ষা বাৎসলার আত্মনিবেদন কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বোত্তম। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া করে কৃষ্ণের সেবন। সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থারতি মতীদের মধ্যে সাধারণী অপেক্ষা সমঞ্জসার তথা সমঞ্জসা অপেক্ষা সমর্থাবতীমতীর আত্মনিবেদন কার্য্যটি সর্ব্বোত্তম। কারণ সমর্থারতিতে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাসনা নাই। তাহাতে কেবল আরাধ্য সুখ বাসনাই বিদ্যমান্। পরন্তু সাধারণীতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা প্রবলা। সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা নাই। তথাপি কৃষ্ণে নিষ্ঠা থাকায় তাহার মর্য্যদা সামান্য। সমঞ্জসা রতিতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখ বাসনার সঙ্গে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা সমহারে চলে। তজ্জন্য তাহাতে আত্মনিবেদন কার্য্যটি। কেবল প্রেমময় নহে। কেবল প্রেমচেষ্টা সমর্থা চরিতে বিদ্যমান। সেই সমর্থা রতীমতীদের মধ্য রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। তাহার আত্মনিবেদন কার্য্যটি নিরুপাধিক প্রেম ময়।

মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে
অতএব দেহ দেঙ দান।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যে শ্রীমতী তাহার দেহকে নিবেদন করেন।

স্বসুখার্থে আত্মনিবেদনটি সকাম ভক্তি। আর সেব্য সুখার্থে আত্মনিবেদনাদি নিষ্কাম ভক্তি, প্রেমভক্তিময়।

অপরাধ ক্ষমাপণার্থে আত্মনিবেদনাদি সোপাধিক। তাহাতে নিরুপাধিক সেব্যসুখ প্রচেষ্টা নাই। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র কৃষ্ণ চরণে অপরাধ ক্ষমাপণার্থে আত্ম নিবেদন করেন। যথা--- অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্। ত্বমেব জগতাং নাথ জগদেতাং তবর্পিতম্। (ব্রহ্মা)

ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণংগতঃ।। ইন্দ্র।

বলিরাত্মনিবেদনে। বলির আত্মনিবেদন কার্য্যটি স্বপ্রতিজ্ঞা পূর্ণার্থে মাত্র। সেখানেও কৃষ্ণ সুখতাৎপর্য্য নাই।

আরাধ্য অনন্যমমতা, তাহা প্রেম সঙ্গত হইলেই ভক্তি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ ভক্তিতেই আত্মনিবেদন কার্য্যটি শোভন সুন্দর পক্ষে অপরাধ ক্ষমাপণার্থ তথা নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আত্মনিবেদনটি নিরুপাধিক নহে। একমাত্র ব্রজবাসী চতুর্ব্বিধ ভক্তমধ্যেই নিরুপাধিক প্রেমভক্তির বিলাস বিদ্যমান। তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমভাববিলাস নিরুপম অনুত্তম। তাহা সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণেরও আকর্ষক।

কংস যো দ্বাপরে আসীৎ স এব কাজী সংজ্ঞকঃ।
শ্রী গৌরস্তং প্রশাস্য ভক্তিমন্তমচীকরোৎ।।
জয়দেবমহং বন্দে গীতগোবিন্দলেখকম্।
গৌর আস্বাদয়ামাস যন্মুদানীলপর্ব্বতে।।
বন্দে শচীজগন্নাথং যশোদানন্দরূপকম্।
যযোরালিন্দে খেলতি পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।।

অসুরমারণ লীলার রহস্য

বীররসোপভোগায় বীর্য্যপ্রকাশনায় চ।
মুনীনাং শাপমোক্ষায় দানবান্ হন্তি কেশবঃ।।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তিমদীশ্বর। সর্ব্বত্রই তাহার ইচ্ছার প্রাধান্য বিদ্যমান্। তিনি সকল রসেরই বিষয় ও আশ্রয়। কখনও বিষয় রূপে কখনও বা আশ্রয় রূপে রস বিলাস তাহাতে সক্রিয়। অচিন্ত্য শক্তিক্রমে বীররস আস্বাদন কল্পে নিজ ভক্তমধ্যেই অসুর ভাবের প্রকাশ হয়। অর্থাৎ ভগবান্ যখন বীররস আস্বাদন করিতে অভিলাষ করেন তখন লীলাশক্তি ক্রমে কোন নিজপ্রিয় পার্ষদ মধ্যে অসুর ভাবের উদয় হয়। বিবেক-- বীররসাস্বাদনে প্রতিযোদ্ধার প্রয়োজন। শত্রু বিনা প্রতিযোদ্ধা হয় না। শত্রুই বা কে হয়? নিজ প্রভুর সুখ দিতে ভক্তই সেখানে শত্রুভাব স্বীকার করেন। এই শত্রুভাব সিদ্ধির জন্য ভগবদভিপ্রায় বিষয়ে অভিজ্ঞ ঋষিদের অভিশাপ সেখানে নিমিত্ত রূপে কার্য্য করে। ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত পার্ষদ অসুর ভাবে ভাবিত হইয়া ভগবান্ ভক্ত বিপ্র ও বেদ ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ করে। তাহার প্রতিকারে ভগবান্ তাহার সহিত যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং বীররস আস্বাদন করেন। কিন্তু অসুর ভাব জলের কাঠিন্যের ন্যায় নৈমিত্তিক, চিরস্থায়ী নহে।। তজ্জন্য ভগবান্ অসুর সঙ্গে বীররস আস্বাদন অন্তে ঋষি বাক্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে প্রাণান্ত করতঃ মোক্ষ দান করেন অর্থাৎ অসুরগণকে মোক্ষ সুখ প্রদান করেন। তৎপর চৈতন্য লীলায় তাহাদিগকে প্রেমসুখ প্রদান করেন।

নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় শ্রীগোবিন্দরায়।
তাঁর ইচ্ছাক্রমে শুভাশুভের বিজয়।।
ভক্তগণ সর্ব্বমতে তদিচ্ছা তৎপর।
প্রভুসুখ লাগি ধর্ম্ম কর্ম্মের বিচার।।

সাধ্যমু পরম সাধনমু। বৈষ্ণব সেবয়ে বিমুক্তিনি দ্বারমু। কীর্ত্তিলালো বৈষ্ণবীকীর্ত্তিয়ে প্রধানমু। গতিলালো বৈষ্ণবীগতি যে শ্রেষ্ঠ মাইনাদি। দুঃখমুলালো বৈষ্ণববিরহমে মূখ্যমাইনাদি। ধামমুলালো বৈষ্ণবধামমে নিত্যমাইনাদি। পূজ্যমুলালো বৈষ্ণবুলু পরম পূজ্যলু। পণ্ডিতুলালো বৈষ্ণবুলে পরম পণ্ডিতুলু। তীর্থমুলালো বৈষ্ণবীয়তীর্যমে প্রধানমাইনাদি। জীবনমুলালো বৈষ্ণবজীবনমে সার্থক মাইনাদি। ধন্যমাইনাদি। বদান্যুলালো বৈষ্ণবুলে পরম দাতালু। শরণ্যুলালো বৈষ্ণবচরণমে প্রধান মাইনাশরণমু। সন্তোর্বাগ্বিভ্যাতো হরণম্। যোগমুলালো বৈষ্ণবযোগমে প্রধান মাইনাদি গান মুলালো বৈষ্ণবীয় গণমে শ্রেষ্ঠমাইনাদি। বিধানুমুলালো বৈষ্ণববিধানমে শ্রেষ্ঠমাইনাদি। পাবনমুলালো বৈষ্ণবুলে পরম পাবনুলু। পতিত পাবনুলু। সভ্যভদ্রুলালো বৈষ্ণবুলে প্রধানুলু। সদ্ধর্ম্মবন্তুলালো বৈষ্ণবুলে সর্ব্বোত্তমুলু। কুশলীলো বৈষ্ণবুলে প্রধানুলু। বৈষ্ণবুলালো গৌড়ীয় বৈষ্ণবুলে উত্তমুলু গৌড়ীয়ভক্তুলে রসিকুলু রসিকোত্তমুলু। গৌড়ীয় সম্প্রদায়মুলো রসোপাসনা। উন্নদি ইতর সম্প্রদায়মুলালো বিশুদ্ধ রসোপাসনা লেদু।

প্রাণং ন তদ্‌যদ্ধহরিভক্তিশূন্যং
সাধ্যং ন তদ্‌যদ্ধরিভক্তিরিক্তম্
ধর্ম্মং ন মান্যং হরিভাবমুক্তং
বন্ধুর্ন বন্ধুর্হরিভক্তিশূন্যম্।

হরিভক্তিশূন্যমুনমু বাস্তবপ্রাণমুকাদু। হরিভক্তিহীন সাধ্যমু সাধ্যমু কাদু। হরিভক্তিমুক্তধর্ম্মমু সত্যধর্ম্মমু কাদু। কৃষ্ণভক্তিয়ে সত্য ধর্ম্মমু। হরিভক্তিহীন বন্ধুবু বাস্তববন্ধুবু কাদু। কৃষ্ণ ভক্তুলে বান্ধবোত্তমুলু। কৃষ্ণসম্বন্ধলেনি সাধযমু সাধ্যমু কাদু। কৃষ্ণ সম্বন্ধমে সাধ্যমু। ইতর সাধ্যুলু বঞ্চনাকুকারিণমুলু। কৃষ্ণপ্রেমিকলে বাস্তবগুরুবুলু। কৃষ্ণভক্তিশূন্যমাইনা শাস্ত্রলু শাস্ত্রমু কাউ। বৈষ্ণবশাস্ত্রমে আলোচি দাগিনাদি অবৈষ্ণবী কথাকী কীর্ত্তনমু চৈইকুড়ুদু। অবৈষ্ণবদেশমু আশ্রয়ঞ্চেই কুড়ুদু। পরমার্থীলু অবৈষ্ণবজনকু সেবিঞ্চেইকুড়ুদু। অবৈষ্ণবসঙ্গত্যমু চেয়ুরাদু। অবৈষ্ণবস্বভাবমু সাধিঞ্চারাদু। কেবলমু বৈষ্ণবস্বভাবমে সাধিঞ্চালি। কৃষ্ণপ্রেম নু পন্দালি ইদিয়ে গৌড়ীয় মতমু ইদি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বু ইন্টি ইন্টি কী বেল্লি উপদেশিঞ্চিয়াবু। কৃষ্ণনি কণ্টে শ্রেষ্ঠমাইনা আরাধ্যুড়ু লেদু। কৃষ্ণভক্তিকণ্টে শ্রেষ্ঠমাইনা সাধনুমু লেদু। কৃষ্ণপ্রেমাকণ্ঠে শ্রেষ্ঠমাইনা প্রয়োজনমুলেদু। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বিষ্ণুমহারাজলু পরম বৈষ্ণবুলু। আইনাকী চরিত্রমু লো চৈতন্যধর্ম্ময়ঙ্কা সমাবেশমু। চুস্তুনারু। অতড়ু শ্রো ত্রিয়গুণ বন্তুড়ু। গৌড়ীয় আচার্য্যলালো অন্যতমড়ু উন্নাবু। আইনাকী সঙ্গত্যমু জন্ম জন্মমুলো কাউয়ালি।

০-০-০-

অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ বিচার

অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গে সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অর্জ্জুন নরের অবতার। সুভদ্রা তাঁহারই নিত্যশক্তি। তাঁহার অন্যত্র সম্বন্ধ হইতে পারে না। ঘটনাক্রমেই যেরূপ কৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিত্য প্রেয়সীদের মিলন হয় তদ্রূপ অর্জ্জুন এবং সুভদ্রার মিলন নিত্য। তাঁহাদের এই বিবাহ কৃষ্ণরুক্মিণীর ন্যায় গন্ধর্ব্বরীতিতে সিদ্ধ। যেহেতু উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই মিলিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাহা ধর্ম্মমূল কৃষ্ণ ও বসুদেব দেবকীর অনুমোদিত বিষয়। যদি প্রশ্ন হয়, ইহা কৃষ্ণের অভিপ্রেত মানিলাম কিন্তু সন্ন্যাসীবেশে অর্জ্জুন কেন তাঁহাকে হরণ করিলেন? তাহা হইলে রাবণের সীতাহরণের সহিত তাঁহার সুভদ্রা হরণের মধ্যে ভেদ কোথায়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহাতে অবশ্য ভেদ আছে। অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ ব্যাপারটি ধর্ম্ম সঙ্গত, পরন্তু রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অধর্ম্মোচিত। কারণ তাহা সীতা বা অন্যেরও অভিপ্রেত বিষয় নহে। অধর্ম্মোচিত বলিয়াই ধর্ম্মমর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে প্রাণান্ত করিয়াছেন। পক্ষে অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ বিষয়টি প্রেমমর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত। শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র কর্ত্তা। তাঁহার অভিপ্রায় অন্যের অগম্য এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতি পূর্ণ। তাঁহার বিধানে দোষ নাই। যেহেতু দোষও তাঁহার সম্বন্ধে ধর্ম্মে পরিণত হয়। পক্ষে যে বিধিতে তাঁহার সম্মতি ও সন্তোষ নাই তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। যদিও সন্ন্যাসীবেশে সুভদ্রাহরণ ব্যাপারটি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিচারে নিন্দনীয়, পরন্তু নিত্যধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্ম বিচারে নিন্দনীয় নহে। গোপবধূদের সহিত কৃষ্ণের রাসবিলাস বাহ্যতঃ ব্যভিচারধর্ম্ম বলিয়া মনে হইলেও তত্ত্ববিচারে তাহা পরমধর্ম্ম তদ্রূপ অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ বাহ্য বিচারে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইলেও তত্ত্ববিচারে তাহা ধর্ম্ম সঙ্গত। পক্ষে রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারে নিত্যধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের বিচার নাই। অতএব তাহা অধর্ম্মোচিতই বটে। এই বিষয়ে বলদেবের সহিত কৃষ্ণের মতভেদ লক্ষিত হয়। তবে কি বলদেব অধর্ম্মপথে সুভদ্রাকে দুর্যোধনের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছেন? না, বলদেব শিষ্যবাৎসল্যবশেই তাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন মাত্র। যদিও হরণ দর্শনে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তথাপি তাহা কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর অভিপ্রেত বিষয় জানিয়া শান্ত হইলেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়, ধর্ম্মমূল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিধানের নিকট অন্য ভগবানের বিধান অন্যথা হইতে পারে।

দেখা যায় যে, শ্রীবুদ্ধ ভগবান্ এবং শ্রীচৈতন্যও ভগবান্। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ । তাঁহার বিচারে শক্ত্যাবেশাবতার বুদ্ধের বিচার খণ্ডিত হইয়াছে। বুদ্ধের প্রচারিত মতে নৈমিত্তিক ধর্ম্মবিধি বিদ্যমান্। পরন্তু শ্রীচৈতন্যের আচরিত

স্বর্গীয় বারবণিতাসম্ভোগে ও পরস্ত্রীসম্ভোগ এক নহে। বারবণিতাভোগও কাপুরুষত্বের পরিচায়ক তথা পরস্ত্রীসম্ভোগ নারকীতার লক্ষণ। যদিও ইন্দ্রের নরকগতি হয় নাই তথাপি তাহা নারকীতারই লক্ষণ মাত্র।

৩। অপিচ ইন্দ্র বরুণের রূপ ধরিয়া শিবপূজায় ব্রতিনী তাঁহার পত্নী কামসেনীর সঙ্গ করেন। বরুণ তাহা জানিয়া তিরস্কার মুখে ইন্দ্রকে বলেন, তোর পরস্ত্রীর প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার? তুই নারী রূপ ধারণ কর। তাহাতে বরুণের অভিশাপে ইন্দ্র স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হন। দেবতাদের প্রার্থনায় সেই শাপ থেকে ইন্দ্র মুক্ত হন। পুনঃ পুনঃ পাপাচার জ্ঞানপাপীর লক্ষণমাত্র। ইহাতে দেবত্ব বা সাধুত্বের গন্ধমাত্রও নাই। একজন যজ্ঞীয় দেবতার এইরূপ আচরণ সাধু সমাজে কেন কোন সমাজেই শোভা পায় না।

৪। ত্রৈলোক্যের আভিজাত্য মদে অন্ধ ইন্দ্র সভাগত গুরুকে প্রণাম করিতে পারিলেন না। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় ঐশ্বর্য্যমত্ততাই তাঁহাকে ধর্ম্মহারা করিয়াছে। পরে নিজের দোষ জানিয়া ঐশ্বর্য্যকে ধিক্কার নিন্দা করিলেন মাত্র কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।

৫। তিনি বিপদমুক্তির জন্য স্বার্থপরের ন্যায় বিশ্বরূপকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার দত্ত নারায়ণ কবচ শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু সামান্যদোষ দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণান্ত করিলেন। একার্য্যে তাঁহার ধার্ম্মিকতা কোথায়? গুরু সর্ব্বথা মান্য। গুরু অন্যায় করিলেও শিষ্য তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন না। কেবল ভদ্রভাবে শোধন করিতে পারেন। ইহাই সনাতন বিধি।

যথা- পুত্রেণাপি পিতা শাষ্যঃ শিষ্যেণাপি গুরুঃ স্বয়ম্।
ক্ষত্রিয়ৈর্ব্রাহ্মণঃ শাষ্যো ভার্যয়া চ পতিস্তথা।
উন্মার্গগামিনাং শ্রেষ্ঠমপি বেদান্তপারগম্।
নীচৈরপি প্রশাস্যেত শ্রুতিরেষা সনাতনী।।

উন্মার্গগামী হইলে পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে, সতী পতিকে, অপণ্ডিত পণ্ডিত বেদান্তপারগকে শাসন করিতে পারেন ইহাই সনাতনশাস্ত্র রীতি। সময় বিশেষে এই শাসনবিধি কৃত্য কিন্তু নিধনবিধি নাই। তাহা নিষিদ্ধাচার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্বিজ পাপী হইলেও দৈহিকভাবে তিনি বধার্হ নহেন। কিন্তু ইন্দ্র নিষ্পাপ ব্রাহ্মণোত্তম গুরু বিশ্বরূপকে স্বার্থবশে হত্যা করিলেন। তজ্জন্য ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, স্বার্থপরদের মধ্যে ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্যাদি থাকে না। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা। গুরু বৈষ্ণবের অবজ্ঞা ও অনাদর হত্যাদি সকলই পতন কারণ। গুরোরবজ্ঞা অপরাধলক্ষণম্। হত্যা চ তস্যৈব হি পাপকারণম্।

৫। ইন্দ্র বিত্রাসুরের মৃত্যুকামনায় ভগবানের স্তুতি করেন। ইহা তামসিকভক্তি। সাত্ত্বিকদেবতার পক্ষে হিংসাত্মিকা তামসিকী ভক্তি কখনই ধর্ম্মবাচ্য নহে।

যুদ্ধকালে বিত্রাসুরের ভগবদ্ভক্তি দর্শনে ইন্দ্র তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, ভক্তিপ্রাণ ভাগবতের মহত্ব গান করিলেন কিন্তু তাঁহার মুক্তি কামনা না করিয়া মৃত্যুসাধন করিলেন। যদিও এই মৃত্যু বিত্রাসুরের কাম্য ছিল। পক্ষে ইহাকে বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপের ফলে সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গ ও ভোগ ছাড়া হইয়া মানসসরোবরে পদ্মনালে বাস করিলেন। এইরূপ কার্য্যকারিতায় সাত্ত্বিকতা বা ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্তি হয় না।

৬। পুরাণান্তরে আখ্যায়িকা আছে কোন গুরুতর পাপের ফলে ইন্দ্র জঘন্য শূকর যোনি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কৃপায় তিনি সেই যোনি থেকে মুক্তি লাভ করেন। ইহা কিরূপ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম তাহা বিজ্ঞগণ অবগত আছেন। এই কার্য্য তাঁহার সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দান করে না।

৭। জগতের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থের জন্য ইন্দ্রাদি ভগবানকে অবতার করিতে বাধ্য করিলেন। তিনি নন্দনন্দনরূপে ব্রজে শিশুকাল থেকেই দেবদুর্ল্লভ অলৌকিক চরিত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সর্ব্বপূজ্য। তিনি ব্রজবাসীদের প্রাণের প্রাণ। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণপ্রেমে ধন্য। ইন্দ্র কৃষ্ণের সমক্ষেই তাঁহাদের পূজা লইতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। পূজ্যের সমক্ষে পূজ্যভাব প্রকাশ ধৃষ্টতামাত্র। কৃষ্ণ জানিতে পারিলেন ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদান্ধ হইয়া ধর্ম্মহারা হইয়াছে। তাঁহার শোধনের জন্য পূজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র রোষভরে কৃষ্ণকে নিন্দা করতঃ ব্রজবাসীদের হিংসাকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রচণ্ড বাতবর্ষা সৃষ্টি করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্রজবাসীদের রক্ষার্থে ও ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করিবার মানসেই বামহস্তের কনিষ্ঠার উপর বিশালকায় গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট যুক্তি চাহিলেন। ব্রহ্মার যুক্তিক্রমে ইন্দ্র সুরভীসহ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, স্তুতি করিলেন, ক্ষমা চাহিলেন, যেন পুনশ্চ দুর্মতি না হয় এইরূপ প্রার্থনাও করিলেন, অভিষেক করিয়া গোবিন্দ নাম দিলেন কিন্তু এই সকল কার্য্য তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অনুতাপ জাত নহে পরন্তু অপরাধ মুক্তির জন্য। এইরূপ আচারে শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নাই। ইহা হেতু ভক্তিমাত্র। হেতু ভক্তি দ্বারা শুদ্ধসেবকত্ব সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ গম্ভীরস্বরে তাঁহার মত্ততা নিবারণের জন্যই পূজা বন্ধ হইয়াছে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু ইন্দ্রের নয়ন খুলিল না। তাঁহার জ্ঞানপাপিতা ছুটিল না। নরকাসুরের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে তিনি কৃষ্ণের সাহায্য চাহিলেন। কৃষ্ণ নরকাসুরকে হত্যা করিয়া তাহাই সাধন করিলেন। কিন্তু পারিজাত হরণ কালে পুনশ্চ তাঁহার সহতি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। এইরূপ আচরণে কি সৎশিক্ষা আছে? শিক্ষা পাইলাম, স্বার্থপরগণ সুবিধাবাদী, সময় বিশেষে

না। একার্য্যে ধ্রুবের তপস্যাই প্রশস্ত, বলিহারী কিন্তু দেবতাদের দৌর্জ্জন্য ধরাশায়ী, নিন্দাবিহারী।

পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে এক সময় ইন্দ্র প্রহ্লাদের সৎচরিত্র হরণ করিবার মানসে বিপ্রবেশে তাঁহার অতিথি হন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর করেন। বিপ্রের প্রার্থনা অনুসারে তিনি তাহাকে সৎচরিত্র দান করেন। সৎচরিত্রের সহিত ধর্ম্ম সত্য দয়া শৌচ তপঃ বিদ্যাদি সকলই বিপ্রের নিকট উপস্থিত হইল বটে কিন্তু থাকিতে না পারিয়া পুনশ্চ প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইল।প্রহ্লাদ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে সৎচরিত্রাদি আপনারা ফিরিয়া আসিলেন কেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান পাইলাম না। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৎচরিত্র ধারণের ক্ষমতাও ইন্দ্রের নাই। কারণ অসৎ আধারে সৎচরিত্র থাকিতে পারে না। এ দৃষ্টান্তে অসৎগণ ধার্ম্মিক সাজিয়া ধর্ম্ম লইয়া চিনিমিনি খেলিলেও কিন্তু বাস্তবে তাহারা সত্যধর্ম্মহারা। কারণ তাহাদের সৎচরিত্রতা নাই। একমাত্র সৎচরিত্রেই সত্যধর্ম্মাদি নিবাস করে। ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তিই সৎচরিত্র বাচ্য। অকিঞ্চনা ভক্তিমানের দেহেই দেবগণ মহদ্‌গুণাদি সহ স্বতঃই নিবাস করে। স্বার্থপর সকামভক্তগণ সাধুসাজে সজ্জিত হইলেও বাস্তবে তাহারা অকিঞ্চনা ভক্তির অভাবে মহদ্‌গুণে বঞ্চিত।

বিচার করুন- ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুরের প্রতাপে ভীত সন্ত্রস্ত পক্ষে প্রহ্লাদ তাহা হইতে অকুতোভয়। ইহার কারণ দ্বিতীয়াভিনিবেশ। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় জাত হয় আর অদ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভক্ত অকুতোভয়। ইন্দ্রের চিত্তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে বলিয়াই তিনি ভীত। তুচ্ছাসক্তিক্রমেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ জাত হইয়া জীবকে ভীত সন্ত্রস্ত করে আর কৃষ্ণাসক্তিক্রমেই জীব ভয়াদি মুক্ত হয়। সেই কারণে ইন্দ্র ত্রৈলোক্যাধিপত্যে আসক্ত হওয়াই তাহাতে দ্বিতীয়াভিনিবেশজাত ভয় বিদ্যমান। ইহা অসত্তৃষ্ণা বিশেষও বটে। এই অসত্তৃষ্ণা হইতেই অসদাচার ব্যাবহারাদি প্রকাশিত হয়।

ইন্দ্র বিশ্বরূপ হত্যার পাপকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বাঞ্ছিত বরের প্রলোভন দেখাইয়া ভূমি জল বৃক্ষ ও নারীকে দিলেন। তিনি বর দিয়া তাহাদিগকে পাপভাগী করিলেন। তাঁহার স্বার্থবশে তাহারাও তাহা স্বীকার করিল। ইহা কি দয়া ধর্ম্ম? নিজ পাপের ভাগীদার করিতে বরদান কখনই সাধুতা নহে তথা নিজ পাপে অন্যকেও পাপী করাও সাধুতা নহে। সাধু কখনই নিষ্পাপকে নিজ স্বার্থবশে পাপী করেন না বরং পাপীকে নিষ্পাপ করেন।

ইন্দ্রাদিদেবগণ হিরণ্যকশিপুরের মৃত্যুর দিন গুণিতেছিলেন। তাহারা কখনই তাহার মুক্তি ও সাধুতা কামনা করেন নাই পক্ষে প্রহ্লাদ নিজ বিদ্বেষী পিতার সৎগতি প্রার্থনা করেন। হিরণ্যকশিপুরের মৃত্যুর পর দেবগণ তাহার প্রতি আক্ষেপ ও কটাক্ষ যোগে ভগবানের স্তুতি করেন। তাহাতে শুদ্ধভক্তি লক্ষণ নাই। পক্ষে প্রহ্লাদের স্তুতিতে বিশুদ্ধভক্তিভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সকলের দুঃখমুক্তি ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সারকথা- বিশুদ্ধভাগবতধর্ম্মের অভাব হইতেই সাধক চরিত্রে নানাপ্রকার অনাচার অবিচার ব্যভিচার অত্যাচারাদি আত্মপ্রকাশ করে। বিচার করুন-- ইন্দ্র মৃত্যুভয়ে খলতাবশে সেবকবেশে দিতির গর্ভহননে অসাধু, হিংস্রস্বভাবী আর দিতি ভাগবতধর্ম্ম প্রভাবে সাধু চরিত্রবতী।

বিশ্বামিত্র তপস্যারত। ইন্দ্র স্বর্গবেশ্যা মেনকাকে প্রেরণ করিয়া তাহাকে তপোভ্রষ্ট করিলেন।

বিচার্য্য- বিশ্বামিত্রের তপস্যা কাহারও ক্ষতি বা হিংসার জন্য নহে। তিনি ব্রহ্মণ্যগুণেরই প্রত্যাশী হইয়া তপস্যারত। তিনি স্বর্গাভিলাষী নহেন। তাঁহার জন্ম রহস্য বিচার করিলে তাহাই জানা যায়। ঋচিকমুনির বাক্যেই তিনি ব্রহ্মবিত্তম। যথা ভাগবতে- তদ্বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহ পত্নি কষ্টমকারষীঃ। ঘোরদণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ। পত্নী জননীর পুংসবনজল পান করিয়াছে জানিয়া ঋচিকমুনি তাহাকে বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি কষ্টের কার্য্য করিলে। ইহাতে তোমার পুত্র ঘোরদণ্ডধারী ক্ষত্রিয় এবং ভ্রাতা ব্রহ্মবিত্তম হইবে।

অতএব তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা সদাচার নহে। ধর্ম্মসাধনে তপঃ সাধনে সহায়তাই সাধুতা আর তাহাতে বিরোধিতা অসাধুতা বিশেষ। ইন্দ্র চরিত্রে তাহাই দেদীপ্যমান।

ধর্মমসাধনে সহায়তা ও অধর্ম্ম থেকে সাবধানতা প্রদানই দয়াধর্ম্ম, পরোপকার ও সৌজন্য লক্ষণময়।

স্বয়ং বঞ্চিত কখনই অপরকে বঞ্চনা থেকে রক্ষা বা মুক্ত করিতে পারে না বরং অপরকেও বঞ্চিত করে। যেরূপ অন্ধ অপর অন্ধকে গন্তব্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। তাহার স্বেচ্ছাচারিতা স্ব পর দুঃখাদির কারণ। ইতরের ন্যায় মহত্বে অনাচার ব্যভিচার অবিচার থাকিলে মহত্ব কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না বরং ইতরত্বই প্রতিপন্ন হয়।

ইন্দ্রকে নিন্দা করিবার জন্য এই আলোচনা নহে পরন্তু ইন্দ্র চরিত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্যতিরেক ভাবে সাধুচরিত্র সংগঠনের প্রস্তুতি গ্রহণার্থেই জানিতে হইবে। সমালোচনার উদ্দেশ্য নিন্দা নয় পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্য ধর্ম্মজ্ঞান, প্রয়োজন সিদ্ধিজ্ঞান অর্জ্জন ক্রমে সাধনে মনোনিবেশ করণ। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার স্বমুখ নিঃসৃত বেদবিধির বিচার করতঃ সারাৎসার গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর বিচারদৃষ্টিই সমালোচনা বাচ্য। যথার্থতত্ত্ব নির্ণয়ই সমালোচনার উদ্দেশ্য। যথার্থ তত্ত্ববিবেক বিনা সমালোচনা কালক্ষেপ কার্য্যবিশেষ। তাহাতে সাধক ইষ্টলাভে বঞ্চিত থাকেন। সমদর্শী যথার্থ সমালোচনা করিতে পারেন। বিষমদর্শীদের সমালোচনায় যথার্থতা প্রকাশিত হয় না।